পত্রলেখা।

আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব দূরবর্ত্তী স্থানে থাকিলে তাঁহাদিগকে কোনও সংবাদ জানাইতে হইলে পত্র লেখার প্রয়োজন হইয়া থাকে। পত্র না লিখিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেও চলিতে পারে, তবে তাহাতে অনেক পরিশ্রম এবং যথেষ্ট অর্থব্যয়। সেইজন্য পত্র লেখা সুবিধাজনক। কিন্তু পত্র লিখিতে হইলে কতকগুলি বিষয় জানা বিশেষ দরকার। পত্র লিখিবার একটা রীতি আছে, তাহা না জানিলে পত্র লেখা যায় না। সেই রীতি আজ তোমাদিগকে শিখাইব।

যে পত্র লিখে তাহাকে পত্রলেখক বা পত্রপ্রেরক বলে। যাঁহার নিকট পত্র লেখা হয় তাঁহাকে পত্রগ্রাহক বলে।

পত্রগ্রাহকের সহিত পত্রলেখকের যেরূপ সম্বন্ধ সেই

গর্ভাংশ বলে। আর যে অংশে পত্রগ্রা[illegible] লেখা হইয়া থাকে তাহার নাম **শিরোনাম**।

পত্রগর্ভে পাঁচটা বিষয় লিখিত হইয়া [illegible]

১। দেবতার নাম। ২। পত্রের পাঠ [illegible] বিষয়। ৪। পত্রলেখকের স্বাক্ষর বা সহি। [illegible] ঠিকানা।

এই পাঁচটা বিষয় লিখিবার স্থান নির্দ্দি[illegible] পত্রের মাথার উপরে লেখক দেবতার নাম লি[illegible] ২। পত্রের বিষয় আরম্ভ করিবার এক[illegible] লেখকের সম্পর্কমত সাধারণ পাঠ ও বিশেষ[illegible] হয়। অনেক সময় বিশেষ পাঠ না লিখিলেও[illegible] ৩। পাঠের নীচে পত্রের বিষয় লিখিতে হই[illegible] বিষয়ের নীচে দক্ষিণ পার্শ্বে লেখক নিজের[illegible] করিবেন, কখনও কখনও এই স্বাক্ষর সাধারণ[illegible] লিখিত হয়। যথা, সেবক শ্রীকুলচন্দ্র দাসস্য[illegible]

শ্রীশ্রীগুরবে
নমঃ ।

শঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী

গ্রন্থ ।

শঙ্করদিগ্বিজয় সারানুসারে
শ্রীমদ্ভগবৎ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যস্বামির
জীবন চরিত্র ।

সুখরিয়া-নিবাসী অধুনা কাশীবাসী
শ্রীযুত কাশীদাস মিত্র কর্ত্তৃক
বঙ্গ ভাষায় বিরচিত ।

খলিসানি-গ্রামনিবাসী অধুনা আলিগড়স্থায়ী
শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের
যত্নে ও সম্যক্ সাহায্যে
প্রকাশিত

প্রয়াগে প্রয়াগ-দূত যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল ।

প্রথম সংস্করণ ।

শকাব্দা ১৭৯৩ ।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

বিজ্ঞাপন।

শঙ্কর-দিগ্বিজয় গ্রন্থ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত্র অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় যাহাতে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সুন্দর রূপ প্রকাশ সুবোধ জনগণের তদবলোকনে শাস্ত্রতাৎপর্য্য অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে এবং কৃত্রিমশাস্ত্র ও কল্পিত মত সকলের শ্রদ্ধা সমূল অপনুত হইবার সম্ভব কিন্তু মন্দ-বুদ্ধি ব্যক্তিবৃন্দের আগ্রহ ও সাহস স্বতন্ত্র স্বচ্ছবুদ্ধি সজ্জনবৃন্দের অবশ্য আস্থেয় ও আদরণীয়। উক্ত গ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রচার না থাকায় তদ্দেশস্থ মানবগণ শঙ্করাচার্য্যের বিবরণ যথার্থরূপ অবগত নহেন তজ্জন্য অনেকে অনেক প্রকার কল্পনা করিয়া কহিয়া থাকেন। বহুযত্নে দিগ্বিজয়সার নামক গ্রন্থ লাভ করিয়া তদবলম্বনে শঙ্কর-চরিত্র বঙ্গভাষায় গদ্যচ্ছন্দে রচনা করিলাম। শঙ্করের ভূতলে অবতরণ ও সৎকীর্ত্তি প্রচার ও শাস্ত্র বিচারে দিগ্বিজয় এবং অদ্বৈত মত সংস্থাপন ও স্বধামে গমন সংক্ষেপতঃ বর্ণিত হইয়াছে তন্মধ্যে মণ্ডন মিশ্র ও নীলকণ্ঠ ও ভাস্করের সহিত বিচার স্পষ্টরূপ বিবৃত আছে, কিন্তু তত্তৎ শব্দ সকলের পরিবর্ত্তন না হইবায় গম্ভীর ভাব প্রযুক্ত ভাষাতে তাহা বোধ সহজ নহে সুবিজ্ঞ মহোদয়গণের অনায়াসে বিদিত হইবে।

গ্রন্থ চরনা করিয়া মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়ানুকুল্য জন্য চিন্তিত ছিলাম। সুজনাগ্রণী পরোপকারব্রতী সর্ব্বজন-হিতৈষী আলিগড়-নিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সমস্ত ব্যয়ের সাহায্য প্রদান করাতে পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করা হইল, উক্ত বদান্যবর মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতার সহিত চিরবাধিত রহিলাম। পাঠক মহোদয়গণ গ্রন্থাবলোকনে উক্ত মহাশয়কে অবশ্যই ধন্যবাদ প্রদান করিবেন। বুধগণ সমীপে নিবেদন গ্রন্থ রচনার ভ্রমাদি দোষ দৃষ্টিগোচর হইলে ঔদার্য্য স্বভাবে সংশোধন করিয়া লইবেন।

শ্রীকাশীদাস মিত্রস্য

শ্রীশ্রী গুরবে

নমঃ।

বিবুধবৃন্দসন্নিধানে আত্মপরিচয় প্রদান ঔচিত্যবিধানে কিঞ্চিৎ বিবরণ নিবেদন করিতে বাধ্য হইলাম, মহোদয়গণের সানুকম্পাবলোকনের শ্রমবিনিময়ে কৃতজ্ঞতাগুণে চিরবাধিত থাকিব।

অস্মদ মেল ফুলে ৺ রামনৃসিংহ দেয়াকরের জ্যেষ্ঠ রামের সন্তান।

অকিঞ্চনের বৃদ্ধ প্রপিতামহ ৺খেলারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয় জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি ভান্তাড়া গ্রামের সন্নিকট মসাগ্রামের চৌধুরী মহাশয়দিগের বাটীতে কুলভঙ্গ করেন। উক্ত মহাশয়ের পুত্র ৺ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অস্মদের প্রপিতামহ, স্বীয় মাতুলালয়ে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ৺ রামকানাই মুখোপাধ্যায় মহাশয় অকিঞ্চনের পিতামহ, তিনি ফরেসডাঙ্গার নিকট খলিসানি গ্রামে বসতি করতঃ নানাপ্রকার শস্যাদির বাণিজ্য করিতেন, মোং কালনা ও ফরেসডাঙ্গা এবং ভদ্রেশ্বরে তণ্ডুলের গোলা রক্ষিত ছিল। উক্ত মহোদয়ের পাঁচ পুত্র, জ্যেষ্ঠ ৺ গুরুচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, মধ্যম ৺ রামধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার এক পুত্র শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় (১), তৃতীয় অকিঞ্চনের জনক ৺ তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৭১২ শকাব্দার ১৩ই ভাদ্র খলিসানির বাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপনান্তে ১৭৭৯ শকাব্দার ১৯শে অগ্রহায়ণে শ্রীবৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণলীলা-স্মরণে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তদ্বিবরণ পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে। চতুর্থ ৺ পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, সর্ব্বকনিষ্ঠ ৺ শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, উভয়ে নিঃসন্তান।

---

(১) অকিঞ্চনের পিতাঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে প্রতিপালন করেন এবং দুইবার বিবাহ দেন, পরে তাঁহাকে পৃথক করিয়া কএটী নীলের কুঠি দেন। তিনি তাঁহার তিন পুত্রের সহিত আলিগড়ে ভিন্ন অবস্থান ও আপন কুঠির কর্ম্ম করিতেছেন।

এইক্ষণে অকিঞ্চনের পিতা ৺তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবরণ নিবেদন করিতেছি। উক্ত মহাশয়ের অপ্রাপ্তব্যবহার সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম সহোদরদ্বয় সংসারের কর্ত্তা ছিলেন। স্বাধীনতায় সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন, তাঁহারা অতিশয় ব্যয়শীল হইবায় অপরিমিত ব্যয়ে লভ্যাংশের অনাটনে মূলধনের নাশ করতঃ বাণিজ্য ব্যবসায়াদি সমস্ত বিষয়ে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া অবশেষে অসার সংসার পরিত্যাগ করতঃ পরলোকে গমন করিলেন, এবং একবৎসর মধ্যে তাঁহাদের চতুর্থ ও কনিষ্ঠ সহোদরদ্বয় দৈবযোগের কালকবলে পতিত হইলেন। ৺তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় পিতা ঠাকুর মহাশয় ভ্রাতৃগণের শোকে অতিশয় কাতর এবং নিঃসহায়তা প্রযুক্ত ব্যাকুল-চিত্ত চিন্তাযুক্ত হইলেন, অবশেষে আত্মীয় বন্ধুগণের প্রবোধ বাক্যে ও উপদেশমতে ইংরাজী বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে স্বদেশানুরাগ পরিত্যাগ করিয়া উত্তর-পশ্চিম দেশে যাত্রা করতঃ ফরাক্কাবাদে সমাগত হইয়া স্বগ্রাম (খলিসানি) নিবাসী ৺রামচাঁদ মিত্রজ ডাকমুন্সি মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রায় তিন বৎসর কাল অতিবাহিত করিলেন, তন্মধ্যে একবৎসর সাজাহানপুরে একটিং ডাকমুন্সি হইয়াছিলেন। ইং ১৮২০ সালে যে সময় পোষ্ট আফিসের কর্ম্ম জেলা কলেকটরের অধীনতা হইতে নির্গত হইয়া সিবিল সারজন-গণের হস্তে বিন্যস্ত হয়, তৎকালে উক্ত মহাশয় আলিগড়ের পোষ্ট আফিসে মনোনীত ও নিয়োজিত হইলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে অশ্বদ্বারা ডাক বহনের প্রথা প্রচার হইল, সে সময়ে সিবিল সারজনগণ ডিপুটি পোষ্টমাষ্টার থাকিবায় গবর্ণমেন্ট হইতে তাঁহারাই ডাক-অশ্বের কন্ট্রাক্টর হইলেন। আলিগড়ের ডাক-অশ্বের শেষ কন্ট্রাক্টর ডাক্তার ইডমাণ্ড টীরিটন সাহেব উক্ত মহাশয়কে আপন অণ্ডর-কন্ট্রাক্টর করিবায় ইং ১৮৩৪ সালের ১লা এপ্রেল হইতে ১৮৩৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট বলবান অশ্বসকল নিযুক্ত করিয়া সুচারুরূপে কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

জনক মহাশয় সেই উপস্বত্ব হইতে ইং ১৮৩৮ সালে আলিগড়ের

অন্তঃপাতি ভুকরাবলী গ্রামে একটি নীলের কুঠি করিলেন (২) এবং শস্যাদির ক্রয় বিক্রয় ও অন্যান্য দ্রব্যের বাণিজ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন, কিঞ্চিদ্দিবস পরে সেই লাভ হইতে জমিদারী খরিদ করিলেন। ইং ১৮৩৯ সালের ১৫ই জুলাই হইতে পেনসিয়ান পাইয়াছিলেন, ১৯ বৎসর ৯ মাস কর্ম্ম করিয়াই পেনসিয়ান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ ৩ মাস কমে গবর্ণমেণ্ট দয়া করেন, তাহার কারণ তিনি অতি সুখ্যাতির সহিত সরকারের কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

ইং ১৮৫৭ সালে সৈন্যবিদ্রোহিতার সময়ে প্রাণ রক্ষার্থ নানাস্থানে পলায়নপর হইয়া শ্রী বৃন্দাবনে স্থিত হয়েন, দিল্লির দুর্গ পুনঃ ব্রিটিস সৈন্যের আয়ত্ত হইলে শ্রী বৃন্দাবন হইতে (কোএল) আলিগড় স্থানে প্রত্যাগমনে মানস করিলেন। ইতিমধ্যে অনিবার্য্য কালের কুটিল গতিতে বৃন্দাবনে মায়াময় কলেবর ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন করিলেন।

উক্ত মহাশয়ের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ অকিঞ্চন শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা, দ্বিতীয় শ্রী ঈশানচন্দ্র ও তৃতীয় শ্রী শান্তচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অধুনা আত্মবিবরণ নিবেদন।

১৭৪৬ শকাব্দা ৭ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবারে আলিগড় স্থানে অকিঞ্চনের জন্ম হয়। ১৭৬৫ শকাব্দা বৈশাখ মাসের ২৮শে বড়া গ্রামের সন্নিকট উগারদহ গ্রামে ৺তারাচাঁদ (পাঠক) বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চতুর্থ কন্যার পাণিগ্রহণ করা হয়।

ইং ১৮৪০ সালের প্রারম্ভে আলিগড়ের ডাকমুন্সীর কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ইং ১৮৫৩ সালের ২৫শে এপ্রেল পর্য্যন্ত তৎকর্ম্ম সম্পন্ন করি। ঐদিবস হইতে ইং ১৮৫৭ সালের ৩০শে এপ্রেল পর্য্যন্ত কালেকটরিতে ট্রেজরির হেড ক্লার্কের কর্ম্ম সম্পাদন করি, সে সময়ে অত্যন্ত কায়িক অসুস্থতায় বিদায় প্রাপ্ত না হইবায় স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জল বায়ুর পরিবর্ত্তন মানসে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া

---

(২) তৎকালিন এ জেলায় অন্য কোন এতদ্দেশীয় বা বাঙ্গালির নীলের কুঠি ছিল না, এখন অসংখ্য নীলের কুঠি সকলেই প্রায় করিয়াছে।

খলিসানির বাটীতে স্থিত হই। সেখানে পহুছিবার পর পশ্চিম দেশে সৈন্যবিদ্রোহিতা হইবায় সে দুর্ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ইং ১৮৫৯ সালে আরোগ্য লাভ করতঃ আলিগড়ের বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া কম্পেনসেসিয়ান কমিসনর মেং বেরামলি সাহেবের আফিসে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া সে আফিসের স্থায়িত্বাবধি কর্ম্ম সম্পাদন করতঃ ইং ১৮৬০ সালের এপ্রেল মাসে বেরেলি হইতে আলিগড়ে নিজ বাটীতে প্রত্যাগমন করি। সে সময়ে আমার সহোদরদ্বয় অনুরোধ করিলেন যে এইক্ষণে আর অন্যের অধীনে চাকুরি না করিয়া নিজ ব্যবসায়াদি ও জমিদারী কর্ম্ম স্বয়ং সম্পন্ন করুন, আমি তাহাতে সম্মত হইয়া সেই সকল নিজে করিতে লাগিলাম, এবং ক্রমে জমিদারী আরও খরিদ করিলাম। সময়ের গতি অতি কুটিল, ইতিমধ্যে এক ভ্রাতা অন্য ভ্রাতাকে কুমন্ত্রণা দিয়া পৃথক করাইলেন, তাঁহার তিনটি কন্যার শুভ বিবাহ সমারোহপূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইলে পর ইং ১৮৭০ সালের ১লা নবেম্বর হইতে আপনিও পৃথক হইলেন। তাঁহারা আপনং ধনাদির অংশ (যাহাপ্রাপ্য) বুঝিয়া লইয়া পৃথক হইয়াছেন, আশীর্ব্বাদ করি তাঁহারা সুখে থাকুন, ভ্রাতৃদ্বয় দেশ দেখেন নাই, স্বভাবে দ্বেষের উৎপত্তি কেন হইল তাহা জগৎকর্ত্তার বিদিত, যাহা হউক এইক্ষণে আমার বিষয়াদির অংশী আর কেহ নাই। নিবেদনমিতি।

আলিগড়
৮ই বৈশাখ
শকাব্দা ১৭৯৩

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

শ্রীশ্রীগুরবে
নমঃ—

শঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী গ্রন্থের সূচিপত্র

প্রকরণ পৃষ্ঠা

শঙ্করাচার্য্যের অবতারের সময়।

কলির প্রারম্ভে ২০০বর্ষে জরাসন্ধনামা মগধাধিপতি ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুন যাইয়া তাঁহাকে নষ্ট করেন, সেই বংশে বিংশতি পুরুষান্তর সুধন্বানামা নরপতি হইলে, কুমার লভট্ট-পাদ বৌদ্ধক্ষয়ে এবং শঙ্করাচার্য্যদিগ্বিজয়ে উক্ত সুধন্বা রাজার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে সময় কলির ২০০০ দুই সহস্র বর্ষ বা কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক ছিল। অধুনা কলির গতাব্দা ৪৯৭৩, শকাব্দা ১৭৯৪ গণনা করিলে শঙ্করাচার্য্যের অবতার কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক প্রায় ৩০০০ তিন সহস্র বর্ষগত, লিখিত আচার্য্য সকল তৎকালের স্পষ্ট প্রতীত হয়।

শ্রী কাশীদাস মিত্র।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

শঙ্কর বিজয় জয়ন্তী।

যিনি বেদান্তবেদ্য, সচ্চিৎসুখ স্বরূপ, নিখিলাত্মা, বুদ্ধির অবেদ্য, অথচ অনবেদ্য, অনুভূতি রূপ, যাঁহার প্রকাশে জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, এবং যাঁহার সত্ত্বা-স্ফূর্ত্তি আশ্রয়ে অসত্য সকল সত্যরূপে ভাসমান রহিয়াছে, সেই প্রত্যগভিন্ন পূর্ণ পরমাত্মাকে আশ্রয় করি।

সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম শুদ্ধ শিব, স্ব মায়াতে উমাকান্ত চন্দ্র-মৌলী শঙ্কররূপ হইয়া ত্রিলোক রক্ষা করিতেছেন। কলি-যুগের প্রারম্ভে, সেই লোক-শঙ্কর মহেশ্বর, লোক সকলের হিত সাধন ও বেদমত সংস্থাপন জন্য নিজ মায়াতে শঙ্করা-চার্য্যরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া অসার মত সমস্ত নিরস্ত এবং শ্রুতি সম্মত অদ্বৈত মত প্রকাশ ও সংস্থাপন করি-য়াছেন, আর শাস্ত্ররূপ বাগ্‌জাল মহারণ্যে ভ্রাম্যমান শ্রান্ত জনগণকে স্বধাম প্রাপ্তির সুন্দর ও সরল পথ দেখাইয়া সকল তাপ হইতে বিমুক্ত করিয়াছেন, এমত করুণানিধি বেদান্তাম্বুজ-ভাস্কর ভিক্ষুবেশধারী শঙ্করাচার্য্য স্বামীর চরণ সরসিজ দ্বন্দ্বে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

হে দয়ানিধে ! কারুণ্য জলধে ! এ অকিঞ্চন স্বীয় বুদ্ধি শুদ্ধি উদ্দেশে তোমার অদ্ভুত চরিত্র ভাষা শব্দাবলিতে কীর্ত্তন করিতে অভিলাষী হইয়াছে, কিন্তু সে অপার সিন্ধু সন্তরণে উত্তীর্ণ হওয়া দুর্ব্বল বুদ্ধির সাধ্যায়ত্ত নহে, কেবল তোমারই অনুকম্পা একমাত্র সাহস। হে প্রভো ! শ্রীমান তোটকাচার্য্যের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া সরস্বতীর নিয়োগ দ্বারা যেরূপ তাঁহাকে সর্ব্ব-বিদ্যা-বিশারদ করিয়াছিলে, এবং দীনা বিপ্রপত্নীর করুণা-রসান্বিত বাক্যে প্রসন্ন হইয়া কমলা কর্ত্তৃক যেরূপ তাঁহার গৃহ সুবর্ণে পূর্ণ করিয়াছিলে, অধুনা এই শরণাগতের প্রতি সেইরূপ কিঞ্চিৎ কৃপা কর, যাহাতে বঙ্গভাষায় তোমার গুণানুকীর্ত্তন স্বরূপ এই "শঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী" নির্ব্বিঘ্নে ও অনায়াসে সম্পূর্ণা হয়।

হে জ্ঞপ্তিরূপে ! অনিরুদ্ধা সরস্বতি ! তুমি মহাবাক্যরূপে শ্রুতির শিরোরত্ন ও বিধিমুখে বেদের শোভাশালিনী হৃদয় বাসিনী হইয়া রহিয়াছ। এই "শঙ্কর-বিজয় জয়ন্তী" ভাষা রচনা বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনুকম্পা প্রকাশ কর, এ অসাধ্য সাধনে তোমার সাহায্য ব্যতিরেকে কার্য্য সিদ্ধি হওয়া সাধ্যায়ত্ত নহে। হৃদয়-সরোজে বিরাজমানা হইয়া বুদ্ধিকে বলাধান, বাক্যকে স্ফুরণ, হস্ত ও লেখনীকে সঞ্চালন কর। গম্ভীর ভাবার্থ ও দুর্ব্বোধ শব্দার্থ সকল তোমার কৃপা ভিন্ন বোধগম্য হওয়া অসম্ভব।

পূর্ব্বতন কবীন্দ্র আচার্য্য মহাত্মাগণ, শ্রীমচ্ছঙ্কর স্বামীর জীবন চরিত্র "শঙ্কর-দিগ্‌বিজয়" নামক গ্রন্থে যথাভূত আনু-পূর্ব্বিক সংস্কৃত শ্লোকাবলিতে প্রণয়ন করিয়া অখিল জন-

গণকে সুধাভিষিক্ত করিয়াছেন। বৃহৎ ও লঘু দুই প্রকার গ্রন্থ প্রকাশ আছে। তন্মধ্যে মাধবাচার্য্য দীর্ঘছন্দ শ্লোকে যে "শঙ্কর দিগ্‌বিজয়" প্রণয়ন করিয়াছেন, শব্দ ও ভাবের গাম্ভীর্য্য জন্য তাহা সাধারণের বোধগম্য নহে। মহাত্মা সুকবি সদানন্দ সাধারণের উপকার মানসে, সরল ভাবে ও কোমল শব্দে যে শম্ভুচরিত্র প্রকাশ করিয়া "দিগ্‌বিজয়-সার" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, অকিঞ্চন সেই সার গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বঙ্গভাষায় "শঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী" লিখিতে প্রবর্ত্ত হইল, কিন্তু পাণ্ডিত্য বিরহে চিত্তে ক্ষোভের উদয় হইতেছে। অতএব ধীরগণ সমীপে বিনতি পুরঃসর নিবেদন, যেন তাঁহারা পর-দোষ-ক্ষমা-স্বৈর-স্বভাবে ভ্রমাংশ সংশোধিত করিয়া অকিঞ্চনকে কৃতজ্ঞতা সূত্রে আবদ্ধ করেন।

এইক্ষণে সমাসত কিঞ্চিৎ আত্মবিবরণ নিবেদন করিতেছি। নবদ্বীপাধিপতির অধিকারে উলা নামে প্রসিদ্ধ গ্রাম, অধুনা রাজাজ্ঞাতে বীরনগর আখ্যাতে প্রথিত। পূর্ব্বতন সময়ে উক্তগ্রামে ৺ রামেশ্বর মিত্র মহাশয়ের অধিবাস ছিল, তিনি ঢাকার পাদসাহের নিকট সম্মানিত হইয়া মুস্তৌফী পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামেশ্বর মিত্র মহাশয়ের নয় পুত্র, জেষ্ঠ ৺ রঘুনন্দন মিত্র, তিনি আপন নয় পুত্রের সহিত শ্রীপুর নামক গ্রামে বাস করেন; তৃতীয় ৺ অনন্তরাম মিত্র, তাঁহার দুই সংসারে আট পুত্র, প্রথম সংসারের ৺ হরিরাম মিত্র প্রভৃতি ছয় পুত্র সুখরিয়া গ্রামে গঙ্গাবাস উপলক্ষে অবস্থিতি করেন। হরিবাম মিত্র মহাশয়ের পুত্র ৺ গোবিন্দচন্দ্র

মিত্র, ইনি ইংরাজ রাজ্যে কালেক্টরের দেওয়ানি কর্ম্ম করিয়া দেওয়ান বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার পুত্র ৺ কালিদাস মিত্র, কালিদাস মিত্র মহাশয়ের আট পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ অকিঞ্চন শ্রীকাশীদাস মিত্র প্রারব্ধ বেগে উত্তর পশ্চিম দেশে আসিয়া বহুদিন দৈবাধীনতায় বিষয় কর্ম্ম করিয়া পিতা-মাতার কাশীলাভ হইলে, শেষাবস্থাতে বারাণসী আশ্রয় করত তথায় অবস্থিতি করিতেছি। পূর্ব্ব বিষয় কর্ম্মের সহিত মধ্যে মধ্যে সাধু মহাত্মাগণের কৃপাদৃষ্টিতে পতিত হইয়া নানা প্রকার জ্ঞানবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আপন জন্ম ও জীবন সফল বোধ করি। সৎসঙ্গ প্রভাবে গদ্য পদ্যাদি ভাষায় কয়েক খানি পুস্তক প্রণীত হয়, যথা ;—অঞ্জন-শলাকা ; আত্মানুভূতি কাশিকা ; শক্তিতত্ত্বসার ; গুপ্তলীলা ; প্রয়াগ মাহাত্ম্য ; বিবেক রত্নাবলি ; বিচারদীপিকা ; জ্ঞান-রসায়ন ; তত্ত্বপ্রকাশ ; বিচারতরঙ্গিণী ; প্রেমানন্দলহরী ; ও সজ্জনরঞ্জন। অধুনা "শঙ্কর দিগ্‌বিজয়" বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া "শঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী" প্রকাশ করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছি। বুধগণের নিকট ইহা সমাদৃত হইলে সমুদায় শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

শঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী।

প্রথম সর্গ।

শিবের নিকট দেবগণের বিজ্ঞাপন।

একদা, অমরবৃন্দ, সনাতন ধর্ম্মের গ্লানি ও সদাচারের অবসান নিবন্ধন ভারতভূমির দুরবস্থা সন্দর্শনে সাতিশয় বিষণ্ণচিত্ত হইয়া, মানবগণের হিতসাধন এবং স্ব স্ব বৃত্তি রক্ষণ উদ্দেশে কৈলাস-শিখরাসীন ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা ত্রিলোকনাথ স্মরহরের চরণাম্বুজে বারম্বার প্রণত হইয়া কর-পুটে দণ্ডায়মান হইলে, ভূতেশ কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। সুরগণ নিবেদন করিলেন, মঙ্গলময় শ্রীচরণ দর্শনেই সমস্ত কুশল। হে সর্ব্বজ্ঞ! আমারদিগের হিত আপনাতে অবিদিত নাই, তথাপি আর্ত্ত ও স্বার্থী-জনের স্বার্থ জ্ঞাপন করা চিরপ্রসিদ্ধ আছে, বিশেষ ক্ষুধার্ত্ত বালকের রোদন জননীর স্নেহ বর্দ্ধনের কারণ হয়। আমরা সেই জন্য ভারতবর্ষের দুরবস্থা কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে আসিয়াছি, শ্রবণ করুন।

বিষ্ণু বুদ্ধাবতার হইয়া সৌগতগণকে (১) বঞ্চনা করিয়াছিলেন। তিনি যে মত প্রচার করেন তাহাতে কায়িক আয়াস ও ধন ব্যয় নাই বলিয়া অধুনা মানবগণ প্রায় সকলেই তন্মতের

---

১ শূন্যবাদী বৌদ্ধগণকে।

অনুগামী হইয়াছে। বুদ্ধ-প্রণীত বুদ্ধাগম নামক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া দর্শন-দূষক বৌদ্ধগণ পৃথিবী-মণ্ডলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। বর্ণাশ্রম ও তদ্ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল ক্রমে লুপ্তপ্রায় হইতেছে। লোক সকল শ্রুতি-বিদ্বেষী পাষণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিজগণ সন্ধ্যাদি ক্রিয়া রহিত এবং যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ লোপ হইয়াছে। মূর্খ সকল নৈষ্ঠিক-ধর্ম্ম সংন্যাসের নিন্দাতে নিরত রহিয়াছে। জ্ঞান বৈরাগ্যের বার্ত্তা দুর্লভ !!

হে শম্ভো ! পৃথিবীতে বৈদিক কর্ম্মাচার নষ্ট ও লোক সকল ভ্রষ্ট হওয়াতে যজ্ঞাদির নাম নাই, অতএব যজ্ঞভাগ বিনা আমরা কিরূপে স্বর্গে অবস্থিতি করিব ? হে কৃপানিধে! হে লোকনাথ ! ইদানীং লোক-রক্ষার্থ ও জীবের স্বর্গ অপবর্গ(১) লাভ জন্য পুনরায় অবনী-মণ্ডলে শ্রৌত(২) ধর্ম্ম সংস্থাপন করুন।

শিবের প্রতিজ্ঞা ও দেবগণের প্রতি অবতরণের আদেশ।

ত্রিলোক-নাথ মহেশ্বর অমরগণের নিকট উক্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেবগণ ! আমি ধ্যানে নিশ্চয় জানিয়াছি, লোকে(৩) নিবৃত্তিমার্গ জ্ঞান ও বৈরাগ্য উচ্ছিন্ন হইয়াছে। অদ্বৈত মত আমার প্রাণতুল্য প্রিয়, ভবানী, গুহ, গজাননও আমার তাদৃশ প্রিয় নহে। আমি এক মুহূর্ত্তকালও তদ্ভিন্ন অবস্থিত হইতে পারি না। অতএব সেই পরম প্রিয়-

১ মোক্ষ। ২ বৈদিক। ৩ জগতে।

তম তত্ত্বজ্ঞানের সমৃদ্ধি(১), শ্রৌত ধর্ম্মের সংস্থাপন ও দুষ্কৃতিদিগের নিধন সাধন জন্য অদ্য প্রতিশ্রুত হইতেছি, যে, আমি মনুষ্য দেহ ধারণ পূর্ব্বক শঙ্করাচার্য্য নামে পরমহংস ধুরন্ধর(২) হইয়া ব্রহ্মা ও ব্রহ্মপুত্র তুল্য চারি জন শিষ্য সমভিব্যাহারে ধরণী-মণ্ডলে বিচরণ করত মনোরথ পূর্ণ করিব। এবং যুক্তিসহ ব্যাস প্রণীত ব্রহ্মত্বপর সূত্রের স্বয়ং বেদার্থবোধক ভাষ্য প্রস্তুত করিব। অধুনা যাবৎ আমি অবতীর্ণ না হই, তোমরা মানব-শরীর আশ্রয় করিয়া ন্যায় সংযুক্ত সমীচীন(৩) বেদ-বর্ত্ম(৪) পৃথিবীতে প্রচার কর। পরে, আমার সহিত সংমিলিত হইয়া সংন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক নিবৃত্তি মার্গ সংস্থাপন করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগত হইবে।

বিশ্বগুরু-ভূতনাথ দেবগণের প্রতি এবম্প্রকার আদেশ করিয়া ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। পরে, কুমারের প্রতি নেত্রপাত করিয়া কহিলেন, হে সৌম্য! জগদুদ্ধরণ বিবরণ শ্রবণ কর। ত্রিকাণ্ডাত্মক বেদ উদ্ধারে জগদুদ্ধৃত ও তদ্রক্ষণে সমস্ত জগৎ রক্ষিত হয়। বিষ্ণু অংশত ও অনন্ত পৃথক্ পৃথক্ অবতার হইয়া মধ্যম-কাণ্ড উদ্ধার করিয়া যোগ-কাণ্ড স্থাপন করিয়াছেন। আমি জ্ঞান-কাণ্ড উদ্ধার করিব। দেবগণকে যাহা আদেশ করা হইল, তাহা তুমি সকলই শ্রবণ করিয়াছ। অতএব, হে শরদিন্দু-নিভ পুত্র! অধুনা তুমি অবনীতে গমন পূর্ব্বক মানব-শরীর ধারণ করিয়া জৈমিনীয়-ন্যায়-বাক্য-বিশিষ্ট কর্ম্ম-কাণ্ডের উদ্ধার এবং

১ সম্যক্ বৃদ্ধি। ২ শ্রেষ্ঠ। ৩ যথার্থ। ৪ বেদ-মার্গ।

বেদার্থ-বিরোধী সৌগত(১) গণকে জয় করিয়া স্বয়ং নৈগমী(২) মর্য্যাদা লাভ কর। হে পুত্র! তুমি সুব্রাহ্মণ্য খ্যাতি লাভ করিবে। তোমার সাহায্য জন্য, ব্রহ্মা মণ্ডন নামে দ্বিজবর, আর দেবরাজ ইন্দ্র সুধন্বা নামে ভূপতি হইবেন। শম্ভু-প্রিয় সেনানী,(৩) এরূপ আদিষ্ট হইয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিতে স্বীকৃত হইলেন।

তদনন্তর সুরপতি ইন্দ্র, কৈলাস-পতি শঙ্করের আদেশে, ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি সুধন্বা নামে ধার্ম্মিক-প্রবর ভূপতি হইয়া ধর্ম্মে পৃথিবীকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসন কালে ভূর্লোক স্বর্লোক তুল্য এবং ভারতভূমি অমরাবতীর ন্যায় পূণ্যভূমি হইয়া উঠিল। রাজা স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও কুমারের সমাগম প্রতীক্ষায় অসৎ বৌদ্ধ শাস্ত্রে কৃত্রিম আস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক বৌদ্ধগণকে একত্র সংমিলিত করিয়া রাখিলেন।

ষড়াননের ভট্টপাদ অবতার ও সুধন্বা নৃপতির সহিত সমাগম।

এদিকে তারকারাতি(৪) পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ভট্টপাদ* নামে সর্ব্ব-শাস্ত্র-বেত্তা পণ্ডিতাগ্রণী(৫) হইলেন। জৈমিনী-সূত্রে কর্ম্মমীমাংসার গূঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি তন্মতে দিগ্বিজয় করিতে আরম্ভ

১ শূন্যবাদী বৌদ্ধ।
২ বেদমর্ম্ম-বেত্তা, বৈদিকী।
৩ সেনাপতি কার্ত্তিকেয়।
৪ কার্ত্তিকেয়।
৫ পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ।
* ইঁহার নাম কুমারলভট্ট বিখ্যাত আছে।

করিলেন, এবং ক্রমে সকল দেশ জয় করিয়া পর্য্যটন করিতে করিতে সুধন্বা নরপতির পুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভূপাল তখন সৌগত-পণ্ডিত ও বৌদ্ধ-অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সভামধ্যে সিংহাসনোপরি অধ্যাসীন ছিলেন, বিদ্যানিধি সৎপুরুষের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে হর্ষোৎফুল্লমনে প্রত্যুদ্গমন (১) পুরঃসর তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া যথোচিত সৎকারের সহিত অভিবাদন (২) করিলেন। পণ্ডিত-প্রবর প্রহৃষ্টচিত্তে নরপতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তৎপ্রদত্ত কাঞ্চনাসনে উপবিষ্ট হইলেন। সুধাকর যেমন রজনীকে শোভাযুক্ত করে, তিনিও সেই সভার তদ্রূপ সোভা সম্পাদন করিলেন। তখন তাঁহার ও ধরণীপতির পরস্পর কুশল-প্রশ্ন ও বিবিধ সম্ভাষণ হইতে লাগিল। এমত সময়ে সভা সমীপস্থ কোন বিটপি (৩) আশ্রিত কোকিল কুজিত (৪) শ্রুতিগোচর হইল। পণ্ডিতাগ্রণী তদ্ব্যাজে (৫) রাজাকে এই বোধগর্ভ শ্লোকটি কহিলেন, যাহাতে বুদ্ধবুদ্ধি প্রলাপী সৌগতগণের চিত্তে ক্ষোভ সঞ্চার হয়। শ্লোক যথা;—

মলিনৈশ্চেন্নসঙ্গস্তে শঠৈঃ কাককুলৈঃ পিক।
শ্রুতি দূষকনির্হ্রাদৈঃ শ্লাঘ্যনীয় তদাভবে॥

অর্থ। হে পিক (৬)! মলিন, শঠ, শ্রুতি-দূষক-রবকারী কাক-কুলের সহিত যদি তোমার সঙ্গ না থাকে তবে সংসারে শ্লাঘ্যনীয় বটে।

১ মান্য ব্যক্তি আসিলে অগ্রে গিয়া আনয়ন।

২ পাদস্পর্শ পূর্ব্বক প্রনাম।

৩ বৃক্ষ। ৪ রব। ৫ সেই ছলে। ৬ কোকিল

ইঙ্গিতার্থ। পিক রাজস্থানীয়; কাক-কুল বৌদ্ধ-কুল স্থা-নীয়; শ্রুতি-দূষক এক পক্ষে শ্রবণ দুঃসহ, পক্ষান্তরে বেদ নিন্দক। ইহার তাৎপর্য্য এই, যে, হে মহারাজ! যদি মলিন, শঠ, বেদ-নিন্দক বৌদ্ধ-কুলের সহিত তোমার সঙ্গ না থাকে তবে সংসারে শ্লাঘ্যনীয় বটে। সুতরাং শঠ বৌদ্ধ-পণ্ডিতগণ এই তাৎপর্য্য-গর্ভিত-বাক্য শ্রবণ করিয়া চরণস্পৃষ্ট ভূজঙ্গ তুল্য ক্রোধে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন, মেধাবী পণ্ডিতবর যুক্তি কুঠার দ্বারা বুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পাদপ (১) সমূল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সেই বিদারিত গ্রন্থ ইন্ধনে (২) বৌদ্ধগণের ক্রোধরূপ জ্বালা সম্বর্দ্ধিতা করিলেন। পরস্পরের বিচারে উপন্যাস-আক্ষেপ (৩) খণ্ডন জনিত নির্ঘোষে (৪) প্রায় রসাতল ভেদিত হইয়া উঠিল। ভট্টপাদ বুধেন্দ্র কর্ত্তৃক তৎপক্ষ ক্ষীণ হইল।

বৌদ্ধগণ প্রক্ষীণ-দর্প হইলে, ভট্টপাদ, নৃপেন্দ্রকে ভূয়সী প্রশংসা করত বহুল প্রকার বেদ বাক্য প্রবোধন করিলেন। তখন নরপতি কহিলেন, জয়াজয় প্রতিজ্ঞানের উপায় এই, যিনি উন্নত গিরিশৃঙ্গ হইতে পতিত হইয়া অব্যয়-শরীর হই-বেন, তাঁহার মত সত্য ও প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হইবে। এত-দ্বাক্য শ্রবণে সকলে পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগি-লেন, কিন্তু ভট্টপাদ বেদ নিষ্ঠতা বলে তৎক্ষণাৎ বেদ স্মরণ করিয়া শিখর-শেখরে (৫) সমারোহণ পূর্ব্বক "যদি বেদ সত্য হয় তবে কোন হানি হইবে না" ইহা কহিয়া গিরিশৃঙ্গ হইতে

---

১ বৃক্ষ। ২ কাষ্ঠে। ৩ তর্ক পূর্ব্বপক্ষ। ৪ শব্দে।
৫ পর্ব্বত শৃঙ্গে।

পতিত হইয়া তুলাপিণ্ডতুল্য ধরাগত হইলেন। অহো! শ্রুতি-আত্মা শরণ্যগণের ব্যসন(১) অবশ্যই ছিন্ন হয় তাহাতে সংশয় নাই।

কুমারের জয়।

এতদদ্ভুত কর্ম্মের বার্ত্তা শ্রবণে, যেমত মেঘনির্ঘোষে(২) শিখিপুঞ্জ নিকুঞ্জ(৩) হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ দিগ্বিদিক হইতে দ্বিজগণ সমাগত হইতে লাগিলেন।

সুধন্বা ভূপতি শৈল হইতে পতিত ভট্টপাদকে সুস্থ-শরীর সন্দর্শন করিয়া শ্রুতিতে অতীব শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেন, আর খল-সংসর্গ-দোষিত আপনাকে বহুতর নিন্দা করিলেন।

শঠ বৌদ্ধগণ স্বমতের প্রামাণ্য প্রতিপাদন জন্য ভূপতিকে কহিলেন, পৃথ্বীনাথ! মন্ত্র মহৌষধি দ্বারা দেহ রক্ষা সম্ভব, ইহাতে মতের প্রামাণ্য কি? দুর্ব্বোধ বৌদ্ধগণের প্রত্যক্ষ বিষয়ে অন্যথা কল্পনা করাতে নরপতি অত্যন্ত ক্রোধ-বিকৃত-চিত্ত হইলেন এবং উগ্রতর অন্য সন্ধি নির্দ্ধারণ করিয়া, এই অনুজ্ঞা প্রকাশ করিলেন, যে, অধুনা একটি প্রশ্ন করিতেছি, যাঁহারা তাহার প্রকৃত উত্তর প্রদানে অক্ষম হইবেন, তাঁহারদিগকে পাষাণ যন্ত্রে বিনষ্ট করিব। ভূপতি অতিশয় রোষ-পরবশে ঐ রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া আশীবিষ(৪) গর্ভিত(৫) একটি কলস আনয়ন পূর্ব্বক কহিলেন, পণ্ডিতগণ! বলুন্ ইহাতে কি আছে? ইহা শ্রবণে সৌগত বিপ্রগণ "কল্য

---

১ বিপৎ। ২ মেঘ ধ্বনিতে। ৩ বন।
৪ স৹ ৫ পূর্ণিত।

প্রাতে নির্ণয় করিব" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব ভবনে গমনানন্তর সলিলে মগ্নকণ্ঠ হইয়া ভাস্করের আরাধনা করিলে, তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়া বক্তব্য বিষয় ব্যক্ত করিয়া তিরোহিত হইলেন। প্রাতে সৌগতগণ সমবেত(১) ও রাজ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, এই ঘট মধ্যে সর্প আছে। আস্তিক ব্রাহ্মণগণ অম্লান-বদনে উক্তি করিলেন, কুম্ভ মধ্যে ফণাধর এবং ফণাতে ভগবান্ শয়ান আছেন। এই বাক্য শ্রবণে মহীপতির মুখারবিন্দ নৈদাঘ(২)-তাপ-সন্তপ্ত কাশার(৩) তুল্য, ম্লানি প্রাপ্ত হইল।

এমত সময়ে সংশয়-নাশিনী এই অশরীরিণী-বাণী সকলের শ্রুতিগোচর হইল, "মহারাজ! ব্রাহ্মণ বাক্য সত্য, তদ্বিষয়ে সংশয় কর্ত্তব্য নহে, এক্ষণে সত্য প্রতিশ্রুব(৪) হও" নরপতি এই অশরীরিণী-দিব্য-বাণী শ্রবণ করিয়া হর্ষোদিত মনে কলসের মুখাচ্ছাদন উদ্ঘাটন করিয়া তন্মধ্যে মধুরিপুর মধুমূর্ত্তি ভুজগ শয়ান দর্শন করিলেন। তখন ইতর-দর্শন(৫) দ্বারা বিন্যস্ত অখিল সন্দেহ নিরস্ত(৬) হইল।

বৌদ্ধ নিধন।

দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত সুধন্বা নরপতি উগ্রদণ্ড দণ্ডধরের ন্যায় ক্রোধাবির্ভাবে রক্তাক্ত-লোচন হইয়া পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা পালনে প্রবর্ত্ত হইলেন। বিত্ত-ভোগ-বশবর্ত্তী ভৃত্যবর্গকে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন, যে, সেতুবন্ধ হইতে হিমাদ্রি পর্য্যন্ত

১ মিলিত। ২ গ্রীষ্ম। ৩ ক্ষুদ্রনদী। ৪ প্রতিজ্ঞাপালক।
৫ অন্য দর্শন-শাস্ত্র। ৬ নষ্ট।

যে স্থানে প্রাপ্ত হইবে, শ্রুতি-বিদ্বেষী(১) বৌদ্ধগণের বৃদ্ধ, যুবা, বালক, সকলকে বধ কর। যে ব্যক্তি ইহার অন্যথাচরণ করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড করিব। মহাত্মাগণের উক্তি আছে, যে, দৃষ্ট-দোষ(২) ইষ্টও(৩) বধ্য হয়। ভৃগু-নন্দন সাক্ষাৎ জননীর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। রাজাজ্ঞা প্রকাশ হইলে অনেক বৌদ্ধ পূর্ব্ব পশ্চিম প্রদেশে পলায়ন করিল। বৌদ্ধ-নিধনে-নিযুক্ত রাজ-ভৃত্যবর্গ কর্ত্তৃক বৌদ্ধ-কুল নির্মূল হইল। ভারতে বৌদ্ধ নাম মাত্র রহিল না। দুষ্ট সকল নিহত হইলে শ্রীমান কুমারল ভট্টপাদ সর্ব্বস্থানে বর্ণাশ্রম ও ধর্ম্মাচার সংস্থাপন পূর্ব্বক লোক সকলকে শ্রৌত-কর্ম্মে(৪) নিয়োজিত করিয়া বিরাজমান রহিলেন। কুমার মৃগেন্দ্র(৫) কর্ত্তৃক জিন(৬) হস্তি নিহত হইলে শ্রুতি-শাখা সকল নির্ব্বিঘ্নে চতুর্দ্দিগে বর্দ্ধিতা ও বিস্তৃতা হইল।

শম্ভুতনয় কুমার নর-শরীর ধারণ পূর্ব্বক কর্ম্মিগণকে নিগম বিহিত বর্ত্মে(৭) প্রবর্ত্ত করিয়া স্থিত হইলে, সুর ও নরগণের সুখদাতা লোক-শঙ্কর মহেশ্বর স্বয়ং ভূতলে বিহার করিতে ইচ্ছা করিলেন।

ইতি শ্রীশঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী নাম গ্রন্থে কুমার প্রাদুর্ভাব নাম প্রথম সর্গঃ॥১॥

---

১ বেদবিরোধী। ২ দৃষ্ট হইয়াছে দোষ যাহার। ৩ গুরুও। ৪ বৈদিক-কর্ম্মে। ৫ সিংহ। ৬ বৌদ্ধ। ৭ পথে।

দ্বিতীয় সর্গ।

শিবগুরুর গৃহে শঙ্করের আবির্ভাব।

ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি ভূ-বিহার অভিলাষ করিয়া প্রথমতঃ ধর্ম্মার্দ্রী-ভূমি কেরল-দেশে(১) পূর্ণা নাম্নী তটিনী-তটে(২) স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ রূপে প্রকট হইলেন, এবং তত্রত্য ভূপতিকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ করিলেন, যে, এই স্থানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া সর্ব্বদা প্রকটিত শিব-লিঙ্গে আমার পূজা কর। নরপতি প্রবোধ-প্রাপ্তে(৩) বহু-ভাগ্য মানিয়া স্বপ্নাদিষ্ট অনুজ্ঞানুসারে মন্দির প্রস্তুত করিয়া প্রজা নিকরের সহিত উক্ত লিঙ্গার্চ্চনায় নিরত হইলেন।

সেই স্থানে সর্ব্ব বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী বিদ্যাধিরাজ নামে জনৈক দ্বিজবর বাস করিতেন, তাঁহার গৃহে শিবগুরু নামে একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলেন। শিবগুরু পিতামাতার স্নেহে প্রতিপালিত ও ক্রমে সম্বর্দ্ধিত হইলে যথা সময়ে গুরুর নিকট বিধিবৎ উপনীত(৪) এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরু-গৃহে অবস্থিত হইয়া সাঙ্গোপাঙ্গ সমুদায় বেদ অভ্যাস করিলেন। একদা, গুরু প্রসন্ন হইয়া শিবগুরুকে কহিলেন, বৎস! তুমি বেদাভ্যাস ও বিদ্যালাভে কৃতকৃত্য হইয়াছ, অধুনা স্ব ভবনে গমন করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আশ্রয় ও পিতা মাতার শুশ্রূষা কর। শিবগুরু গুরুর নিকট এরূপ আদিষ্ট হইয়া বৈরাগ্য সূচক এবম্বিধ উক্তি করিলেন, প্রভো! গুরু

---

১ মালওয়ার-দেশে। ২ নদীতীরে। ৩ নিদ্রাভঙ্গে।
৪ কৃতোপনয়ন।

আজ্ঞা শিরোধার্য্য, কিন্তু সংপ্রতি মনে যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে তন্নিরাস(১) জন্য কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি। শ্রুতিঃ কহিয়াছেন,

"যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"

অর্থ। যে দিবস বৈরাগ্য হইবে সেই দিবস সংন্যাস গ্রহণ করিবে। আরও কহিয়াছেন,

"যস্মিন্নহনি বৈরাগ্যং ভবেত্তস্মিন্ দিনে তু তে।
প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহা পরং বৈরাগ্য মাশ্রিতাঃ ॥১
ব্রহ্মচর্য্যাদ্গৃহী ভূত্বা তথেষ্ট্বা বিবিধৈ র্মখৈঃ।
পুত্রানুৎপাদ্য ধর্ম্মেণ মনোমোক্ষে নিবেশয়েৎ ॥২"

প্রথম শ্লোকার্থ। যে দিবস বৈরাগ্য হইবে সেই দিনই অকৃত-বিবাহ পরম-বৈরাগ্য আশ্রয় করত সংন্যাস গ্রহণ করিবে।১। দ্বিতীয় শ্লোকার্থ। ব্রহ্মচর্য্য হইতে গৃহী হইয়া বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা ঈশ্বরারাধনা করত ধর্ম্মেতে পুত্র সকল উৎপাদন করিয়া মন মোক্ষে নিবেশিত করিবে।২। শ্রুতিতে এই দ্বিবিধ আদেশ দৃষ্টি করিয়া সংশয়াবিষ্ট মানস হইয়াছি। হে কৃপানিধে! এতদুভয় মতের মধ্যে যাহা শ্রেয়ঃ(২) হয়, তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া আজ্ঞা করুন্।

অধিকার-তত্ত্ববিৎ গুরু, শিষ্যের এবম্প্রকার ভাব-গর্ভিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তাত! অধুনা সাক্ষাৎ মোক্ষ সাধনে অধিকার হয় নাই, প্রথমে গার্হস্থ্যাশ্রম আশ্রয় করিয়া স্ব ধর্ম্মে ঈশ্বর আরাধনা করিবে, ঈশ্বর প্রসাদে বুদ্ধি শুদ্ধি হইলে বিবেকাদিতে মতি হইবে। উত্তমরূপ সাধন সম্পন্ন

১ তাহার বিনাশ।　　২ কল্যাণকর।

হইলে তখন সাক্ষাৎ মোক্ষ সাধনে প্রবর্ত্ত মনুষ্য ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।

গুরু শিষ্যের এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছিল, এমত সময়ে, শিবগুরুর পিতা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অধ্যয়নের উচিত গুরু-দক্ষিণা প্রদান করিয়া পুত্রকে সঙ্গে লইয়া স্ব ভবনে গমন করিলেন। শিবগুরুর বেদ দর্শনাদি সর্ব্বশাস্ত্রে নৈপুণ্য বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, বেদবিৎ সম্পদযুক্ত ব্রাহ্মণকে কন্যা-সম্প্রদান মানসে, পাত্র-দর্শনার্থ নানা স্থান হইতে দ্বিজগণ সমাগত হইতে লাগিলেন। তাঁহারদিগের প্রত্যেকের জাতিকুল করণ কারণাদির পরিচয় প্রদত্ত হইলে, সম-কুল-জাতা পাত্রীই প্রার্থিতা হইল। যাচিত কন্যাদাতা পাত্র-গুণ-লোলুপ হইয়া স্বয়ং কন্যাকে আনয়ন পূর্ব্বক পাণি-গ্রহণ বিধানানুসারে শুভক্ষণে ও শুভলগ্নে পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করিলেন। দ্বিজবর-শিবগুরু, সুভদ্রা নাম্নী সেই রূপ ও গুণবতী, সুশীলা, পতিব্রতা ভার্য্যাকে লাভ করিয়া তৎ সহবাসে বিবিধ দাম্পত্য সুখ সম্ভোগে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে কিয়ৎকাল অতীত হইলে দম্পতীর অন্তঃকরণে পুত্রাভিলাষ উৎপন্ন হইল, কিন্তু বহুকাল গত হইল আশা ফলবতী হইল না। একদা, সাধ্বী পুত্র দর্শনে উৎকণ্ঠিতা হইয়া পতিকে সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, স্বামিন্! পুত্র কামনাতেই চিরদিন অতিবাহিত হইল, কিন্তু অদ্যাবধি পুত্র মুখাবলোকন অদৃষ্টে ঘটিল না। পুত্র হীন গৃহ উষর(১) ও বন

১ মরুভূমি।

তুল্য। পুত্র বিনা ঐহিক বা আমুষ্মিক (১) সুখ সাধন হয় না। মনুষ্য পুত্রমুখ দর্শন করিয়া পুন্নাম নামক নরক হইতে উদ্ধার হয়। লোকে পুত্রহীনের নাম প্রাতে কেহ গ্রহণ করে না। পিতৃগণ বংশে পুত্র কামনা করেন, পুত্র জন্মিলে তাঁহারদিগের আনন্দের সীমা থাকে না, তাঁহারা করতালি দিয়া নৃত্য করেন। আর মনুষ্যের শেষাবস্থায় পুত্র সেবা ও পালন এবং উপরত হইলে শ্রাদ্ধাদি পিণ্ড দান করিয়া পরলোক রক্ষা করেন। যে কামিনীর কুক্ষিতে পুত্র না জন্মে সে বন্ধ্যা বলিয়া লোকে ঘৃণিতা হয়। পুত্রবতী রমণীগণ সমাজে তাহার সম্মান থাকে না, সে তাহারদিগের কটাক্ষিতা হইয়া সর্ব্বদা লজ্জিতা থাকে। নিরপত্যা কামিনী পতিরও অপ্রিয়া হয়। পুত্র মুখ দর্শনে পিতা মাতার যে অদ্ভুত আনন্দ জন্মে তাহার উপমা নাই। পুত্র যখন মধুর-স্বরে মা বলিয়া ডাকে তখন জননীর অন্তঃকরণে যে কি অনির্ব্বচনীয় সুখের আবির্ভাব হয় তাহা বলা যায় না। হে নাথ! এমত পুত্র রত্নে বঞ্চিত থাকিয়া এ বৃথা জীবন ধারণে কি ফল? নানা প্রকার উপায় চিন্তা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই অভিষ্ট সিদ্ধ হইল না। অধুনা আমার মনে এই দৃঢ় প্রত্যয় হইতেছে, যে, আমরা একান্তভাবে সর্ব্ব-ফলদাতা মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া পরাভক্তিতে তাঁহার আরাধনা করিলে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব-গুণসম্পন্ন সুত লাভ করিতে পারিব। সর্ব্বশাস্ত্রে শুনা যাইতেছে, মহেশ্বরের সেবা করিয়া কেহ কখন অভিষ্ট লাভে বঞ্চিত হয় নাই।

---

১ পারলৌকিক।

দ্বিজবর-শিবগুরু, প্রিয়ম্বদা প্রণয়িনীর এবম্বিধ প্রিয় বাক্য শ্রবণে অতীব হর্ষযুক্ত হইয়া পূর্ণা-তীরস্থ শিবালয়ে নিত্য সংস্থিতি পূর্ব্বক সপত্নিক শূলপাণির আরাধনাতে দৃঢ়-ব্রত হইলেন, এবং ঐকান্তিক ভক্তিভাবে তদ্গত চিত্ত হইয়া কঠোর তপস্যার সহিত কায়-মনো-বাক্যে পূর্ব্বোক্ত স্বয়ম্ভূ-লিঙ্গের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুদিন অতীত হইল। একদা, দ্বিজবর-শিবগুরু তপশ্চর্য্যা(১) করিয়া সেই স্থানে নিদ্রিত হইলে, ভক্ত-বাঞ্ছা-ফলদাতা বরদেশ্বর স্বপ্নে ব্রাহ্মণ বেশে তাঁহাকে কহিলেন, বিপ্রবর! কি বর প্রার্থনা কর? শিবগুরুও স্বপ্নাবস্থাতেই কহিলেন, পুত্র প্রদান করুন্। মহেশ্বর কহিলেন, সর্ব্বজ্ঞ এক পুত্র, কি নির্গুণ বহুপুত্র? শিবগুরু কহিলেন, কৃপানিধে! তোমার সদৃশ সর্ব্বজ্ঞ এক পুত্র হউক, বহু পুত্র প্রার্থনা করি না। মহেশ্বর তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। শিবগুরু-দ্বিজবরেরও নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন তিনি নিজ পত্নীকে ডাকিয়া কহিলেন, অয়ি ভদ্রে! আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, অদ্য দেবাদিদেব মহাদেব হইতে বর প্রাপ্ত হইয়াছি। শিবগুরু ভার্য্যাকে এই অমৃত-স্রাবণী-বাণীতে জীবন দান করিয়া, তদ্দিনে দেবতা ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ অর্চ্চনাতে পরিতৃপ্ত করিলেন, এবং অতিশয় আনন্দে শম্ভু-তেজেতে যুক্ত হইয়া তপঃ-শোধিত-ক্ষেত্রে সেই তেজঃ সেচন করিলেন। দৈবকী যেমত বৈষ্ণব-তেজে তেজোযুক্তা হইয়াছিলেন, সাধ্বী সতী সুভদ্রাও সেইরূপ পতি সঙ্গে শিব-তেজেতে সম্পন্না হইলেন।

---

১ তপস্যাচরণ।

চির-পালিত-আশা-লতাকে ফলোন্মুখী দেখিয়া দম্পতির আনন্দের পরিসীমা রহিল না। ক্রমে গর্ভের নিয়মিত কাল সম্পূর্ণ হইলে, সুমুহূর্ত্তে ও শুভলগ্নে পঞ্চ গ্রহের উচ্চাবস্থিতি কালে, সতী, শঙ্করাখ্য জগদ্গুরুকে বালক রূপে প্রসব করিলেন। মেঘমণ্ডল ভেদ করিয়া যেন পূর্ণ-শরচ্চন্দ্র প্রকাশ পাইল। সংসার হইতে তমোরাশি এককালে অপনীত হইল। গন্ধবহ শুভ সম্বাদ ছলে সুরভি-গন্ধ লইয়া জগতে প্রবাহিত হইল। দোদুল্যমান-পল্লব-ও-পত্রাবলি তরুগণ যেন আনন্দে করতালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। কলধ্বনি দ্বিজকুল(১) বৃক্ষ শাখাতে বসিয়া মধুর নিস্বনে(২) গান করিতে আরম্ভ করিল। বোধ হইল দ্বিজগণ যেন মহোৎসবে সমবেত হইয়া সামগানে(৩) লোক বিমোহিত করিতেছেন। মধুকর নিকর মকরন্দ(৪) পান করিয়া হর্ষোৎফুল্লিত-চিত্তে ব্রহ্ম-সঙ্গীত করিতে গুঞ্জমান হইল। নিখিল জীবগণের হৃদয়ে অহেতুক আনন্দের সঞ্চার হইতে লাগিল। জনক জননীর সুখ-সিন্ধু হিল্লোলিত ও উদ্বেলিত(৫) হইল। দ্বিজরাজশিবগুরু, পুত্র জনোৎসব শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সচেল(৬) অবগাহন করিলেন এবং জাতকর্ম্ম সম্পন্ন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ গণকে গো হিরণ্যাদি বহুবিধ দানে পরিতুষ্ট করিলেন।

তদনন্তর জ্যোতির্বেত্তাগণকে আহ্বান করিয়া সবিনয়ে জাত তনয়ের শুভাশুভের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দৈবজ্ঞবৃন্দ গণনা করিয়া কহিলেন, লগ্ন, নক্ষত্র ও গ্রহযোগাদি

১ পক্ষিগণ। ২ ধ্বনিতে। ৩ সামবেদ গান করিয়া।
৪ পুষ্পরস। ৫ উথলিত, বেলা অতিক্রান্ত। ৬ সবস্ত্র।

দ্বারা বালকের অসাধারণ শক্তি প্রকাশ পাইতেছে। বালক সর্ব্বজ্ঞ এবং অসংখ্য-গুণসম্পন্ন হইবেন। ইনি বেদজ্ঞানে শম্ভুসম এবং কারুণ্যে বিষ্ণুতুল্য হইয়া অবনীতে নিষ্কলঙ্ক, ও পবিত্র কীর্ত্তি সমস্ত সংস্থাপন করিবেন। শিবগুরু এই সকল বিবরণ শ্রবণ করিয়া অসীম আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। অতীব হর্ষোন্মত্তে বালকের পরমায়ুর কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। দৈবজ্ঞগণ ধন, দ্রব্য, বস্ত্রালঙ্কারাদি নানাবিধ পুরস্কার লাভ করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

দেবগণের শাস্ত্রবিৎ গৃহে অবতরণ।

শঙ্কর অবনীতে অবতীর্ণ হইলে, অমরগণ ভূতলে শাস্ত্রবিৎকুলে জন্ম গ্রহণ করিলেন। মৃগাঙ্ক(১) পদ্মপাদ, পবন হস্তামলক, প্রভাকর গৃহে ও পবন দশাংশে তোটক, উদক, শিলাদ স্তুতিপুত্র, ব্রহ্মা সুরেশ্বর, বৃহস্পতি আনন্দগিরি; মতান্তরে অরুণ(২) সনন্দন, বরুণ চিৎসুখ, বিধিশাপে বৃহস্পতি মণ্ডন এবং নন্দীশ্বর আনন্দগিরি হইলেন। এক সময়ে, সপ্তর্ষি ব্রহ্মার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া নির্ভরানন্দে সাঙ্গ-বেদ পাঠ করিতেছিলেন। শারদা, বেদে স্বর-স্খলিত শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলেন। ব্রহ্মা, সরস্বতীকে হাস্যযুক্তা অবলোকন করিয়া রোষ-পরবশ হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, শারদে! তুমি মানব যোনিতে পতিতা হও। ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, বাণী খিন্না ও বিষণ্ণা হইয়া ব্রহ্মার প্রসাদ লাভ জন্য বিনয় বাক্যে বহু

---

১ চন্দ্র। ২ সূর্য্য।

বিধ স্তব করিতে লাগিলেন, এবং সপ্তর্ষিকে প্রসন্ন করিতেও অনেক প্রকার বিনয়ান্বিতা ও করুণা-গর্ব্ভিতা বাণী প্রয়োগ করিলেন। দয়াশীল, উদার-স্বভাব মুনিবৃন্দ দয়াদ্র-চিত্ত হইয়া ব্রহ্মাকে সানুনয়ে অনুরোধ করিলেন, প্রভো! শারদাকে ক্ষমা করুন্। পুনঃ পুনঃ এবম্প্রকার অনুরোধ করিলে, ব্রহ্মা সরস্বতীকে কহিলেন, দেবি! আমার বাক্য অমোঘ(১)। তুমি পৃথিবীতে গমন করিয়া মানব-যোনিতে জন্ম গ্রহণ কর। যৎকালে শম্ভুকে মনুষ্য রূপে দর্শন পাইবে, তখন পুনরায় আমার নিকট প্রত্যাগত হইবে। সরস্বতী, ব্রহ্মার এরূপ আশ্বস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অবনীতলে গমন করিলেন, এবং শোণতীরে সৎকুলোদ্ভব দ্বিজবর গৃহে অবতীর্ণা হইয়া, আ-জান সিদ্ধা(২) সাঙ্গোপাঙ্গ চতুর্ব্বেদ, ষট্‌শাস্ত্র ও চৌষট্টি কলাতে পূর্ণা, কুমারী ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কহেন এখানে নাম লীলাবতী হইয়াছিল। তাঁহার প্রণীত স্ব-নাম-খ্যাত লীলাবতী গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু গ্রন্থে নাম সরস্বতী লিখিত আছে।

সরস্বতী ও বিশ্বরূপের পরিণয়।

একদা, সরস্বতী কুমারী পিতৃগৃহে বিশ্বরূপের সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্ব-গুণসম্পন্নতা, বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শীতা ও অলৌকিক সৌন্দর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া দময়ন্তী সদৃশী চিত্ত-ক্ষেত্রে গোপনে প্রেমাঙ্কুর রোপণ করিলেন এবং অবিরত অশ্রুবারি

১ অব্যর্থ।　　২ পূর্ব্ব-সিদ্ধা

সেচন করিতে লাগিলেন। বিশ্বরূপও সরস্বতীর অলোক-সামান্য রূপ লাবণ্য, মহীয়সী বুদ্ধিবৃত্তি, ও সর্ব্ব-শাস্ত্র-পারদর্শীতার বিষয় শ্রুত হইয়া নল তুল্য প্রেমাসক্ত-চিত্তে তৎপ্রতি চিত্ত সমর্পণ করিলেন। উভয়ের অন্তঃকরণে প্রগাঢ় প্রেমের সঞ্চার হইতে লাগিল এবং ক্রমে বিশেষ অনুরাগের চিহ্ন স্বরূপ সকল বিষয়ে বিরাগ উপস্থিত হইল। পরস্পরের সন্দর্শনের উৎকণ্ঠা অতীব প্রবলা হইয়া উঠিল। বিরহানলে সন্তপ্ত ও প্রপীড়িত হওয়ায় আহার নিদ্রাদি ক্রিয়া প্রায় পরিত্যক্ত হইল। উভয়েরই কায়িক কৃশতা ও বিবর্ণতা এবং মানসিক চিন্তাকুলিতা ভাব অবলোকন করিয়া, বন্ধু ও সখী গণ ব্যগ্র-হৃদয়ে অন্তর্বর্ত্তী কারণ জানিবার জন্য সময়ে সময়ে নির্জ্জনে নানা কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু লজ্জাবশে কেহ কিছুই ব্যক্ত করিলেন না। যদিও উৎকণ্ঠিতা বশে মনোভাব প্রকাশে অভিলাষ হয়, তথাপি, লজ্জা রূপ নিশাগমে অলিনী-বাণী মুখারবিন্দে অবরুদ্ধা থাকে। কিন্তু, মৃগমদ যেমত শত শত আবরণে আবৃত থাকিলেও সৌরভ প্রকাশে অবশ হয়, তদ্রূপ প্রেম-রত্ন বহু যত্নে গোপন করিলেও বাহ্য উপচারে অন্তর্ভাব প্রচার করে। উভয়ের ভাব ভঙ্গি দ্বারা আন্তরিক ভাব আত্মীয়বর্গের অনুমিতিতে(১) প্রভাসিত হইয়া উঠিল।

বিশ্বরূপের জনক পুত্রের বৈবর্ণ্যাদি অবস্থা অবলোকন করিয়া, বিষণ্ণ চিত্তে এক দিবস বিশ্বরূপকে নিকটে ডাকিয়া

১ অনুমানে।

স্নেহময় বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তোমার কি চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে? আর সেই চিন্তার কারণই বা কি? আমি বর্ত্তমানে কোন্ বিষয়ের চিন্তায় তোমার শরীর শীর্ণ ও বিবর্ণ হইতেছে।

সুপণ্ডিত ধর্ম্মবিৎ বিশ্বরূপ, পরমগুরু জনকাগ্রে মিথ্যা বাক্য কথন অনুচিত বিবেচনা করিয়া নত কন্ধরে(১) মৃদু স্বরে উক্তি করিলেন, শোণতীরস্থা বালাই ইহার কারণ। পিতা এই মর্ম্মাবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ দুই জন বেদ-পারগ ব্রাহ্মণকে যথারীতি পত্র দিয়া সেই স্থানে প্রেরণ করিলেন। বিপ্রদ্বয় পত্র গ্রহণ পূর্ব্বক শোণতীরে দ্বিজবরের ভবনে সমুপস্থিত হইয়া সরস্বতীর পিতাকে পত্র প্রদান করিলেন। তিনি পত্র পাঠ করিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত ও তাঁহারদিগের বাচনিক সকল শ্রুত হইয়া স্বীয় দয়িতাকে(২) সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি প্রিয়ম্বদে! রাজ-ভবন হইতে বর-পক্ষের দুই জন ব্রাহ্মণ পত্র লইয়া আসিয়াছেন। বিশ্বরূপের নিমিত্ত তাঁহার পিতা কন্যা সরস্বতীকে যাচিঞা করিয়াছেন। অধুনা কর্ত্তব্য কি? বিপ্রপত্নী পতির শুভ-সূচক এই বাণী শ্রবণ করিয়া, তনয়ার হৃদয় ও পাত্রের রূপ গুণের বিবরণ অবগত হইয়া, ন্যায়-যুক্ত এইরূপ উক্তি করিলেন, স্বামিন্! সুযোগ্য পাত্রে কন্যা-সম্প্রদান করিবে এই শাস্ত্র। বিশ্বরূপ অতি যোগ্য পাত্র, বর ঘর উৎকৃষ্ট, আপনি অবগত আছেন। এ কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাতে বিলম্বের প্রয়োজন নাই, শুভ কর্ম্ম সত্বর সম্পন্ন করাই শ্রেয়ঃ।

---

১ গ্রীবায়; স্কন্ধে। ২ ভার্য্যাকে।

দ্বিজবর, ব্রাহ্মণীর এই যুক্তি-যুক্তা-বাণী শ্রবণ করিয়া, হর্ষোৎফুল্লিত চিত্তে শুভ লগ্ন স্থির করিয়া, মাঙ্গলিক পত্র লেখাইয়া বিপ্রদ্বয়কে সম্মানের সহিত বিদায় করিলেন। তাঁহারা অনতিবিলম্বে জ্যোতিষ্মিতী নগরীতে প্রত্যাগত হইয়া, বিশ্বরূপের পিতাকে পত্র দিলেন। দ্বিজরাজ লিপি পাঠে অভিলাষ সিদ্ধ হইয়াছে, এই মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া পরমানন্দে বৈবাহিক কর্ম্মের যথোচিত আয়োজন করিতে উদ্যোগী হইলেন। নির্দ্দিষ্ট কাল সমাগত প্রায় হইলে, বন্ধু বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে মহা-সমারোহে বরপাত্র লইয়া যাত্রা করিলেন, এবং নিয়মিত দিবসে পাত্রী-ভবনে সমুপস্থিত হইয়া শুভলগ্নে পাণিগ্রহণ কর্ম্ম যথাবিধি সুসম্পন্ন করিলেন। বিরহ বিকলিত দ্বয়ের বিচ্ছেদ যামিনী অবসান ও উৎকণ্ঠা রজনী প্রভাত হইল। বিশ্বরূপের পিতা কিছু দিন সেই স্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক কন্যা ও অমাত্যগণের সহিত স্বভবনে প্রত্যাগত হইয়া স্বীয় বিত্তানুরূপ মহোৎসব করিলেন।

বিশ্বরূপ ও সরস্বতী পরমানন্দে বিলাস করিতে লাগিলেন। শতধৃতি ব্রহ্মা অংশরূপে অবনীমণ্ডলে বিপ্রবর্য্য-কুলে বিশ্বরূপ নামে অবতীর্ণ হইয়া, নিগম-বিহিত বর্ত্মে ব্রাহ্মণগণকে সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং পত্নীর সহিত কর্ম্মকাণ্ডে স্থিত হইলেন। বিবিধ বুধগণকে জয় করিয়া গুণ সমূহে বিখ্যাত হইয়া "মণ্ডন" আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। সুকবি, নৃপবর-মান্য বিশ্বরূপ শাস্ত্রমতে স্ব গৃহে অগ্নি স্থাপন করিয়া শোভা করিলেন।

ইতি শ্রীশঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী গ্রন্থে সগণ শম্ভু আবির্ভাব ও বিশ্বরূপ সরস্বতী পরিণয় নাম দ্বিতীয় সর্গঃ ॥২॥

তৃতীয় সর্গ।

শঙ্করের মহিমা

শঙ্কর নিজ মায়াতে দ্বিজবর-শিবগুরুর ভবনে অবতীর্ণ ও বাল্যভাব প্রাপ্ত হইয়া সিত-পক্ষীয় শশিকলার ন্যায় দিন দিন বিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। প্রথম বর্ষ বয়ঃ প্রবর্ত্তে সার্থিক দেশ-ভাষা অভ্যাস করিলেন। দ্বিতীয় বর্ষে বর্ণ-বিজ্ঞান ও পুরাণ শ্রবণ, তৃতীয় বর্ষে দৈবযোগে তাঁহার পিতৃ বিয়োগ হইল। তৎকালে তিনি কোন স্বাভাবিকী প্রতিভা (১) লাভ করিলেন। চতুর্থ বর্ষে মহেশ্বরের সর্ব্বশক্তি প্রাদুর্ভূত হইল। পঞ্চম বর্ষে উপনীত (২) হইয়া গুরুর সন্নিধানে সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়া স্বয়ং তাহার অর্থ-সংযোগ করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। সর্ব্ব-শাস্ত্র ও সর্ব্ব-বিদ্যা সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়ে প্রভাসিত হইল। তিনি বেদে ব্রহ্মা, ফল সমূহে গার্গ্য, তাৎপর্য্য বোধে বৃহস্পতি, বেদের পূর্ব্বকাণ্ডে সাক্ষাৎ স্বয়ংজৈমিনি, এবং বেদান্ত সিদ্ধান্তে ব্যাসের সমান হইলেন। লোক-গুরু বেদান্ত-সরোজ-বিভাকর শঙ্করের উপমা নাই।

শঙ্কর গুরু-গৃহে অবস্থান সময়ে, একদা, ভিক্ষার্থ গমন করিয়া কোন নিঃস্ব (৩) বিপ্রের ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া "ভিক্ষা দেহ" এই বাক্য কহিলেন। বিপ্রপত্নী তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া

১ নবনবোন্মেষ শালিনী প্রজ্ঞা; প্রত্যুৎপন্নমতি। ২ কৃতোপনয়ন
৩ ধনহীন; দরিদ্র।

বিষণ্ণ মনে কহিলেন, এই সংসারে সেই সুকৃতি জনগণের জীবন ধন্য, যাঁহারা ভবাদৃশ ব্যক্তি বৃন্দকে সর্ব্বদা ভোজন দানে পরিতৃপ্ত করিয়া সুখী হন। আমরা ভাগ্যহীন, দৈব কর্ত্তৃক বঞ্চিত। এই বাক্য কহিয়া আমলক ফল আনিয়া ভিক্ষা দিলেন। দীন-দয়ার্দ্র-ধী শঙ্কর করুণা-রস-গর্ভিণী এই বাণী শ্রবণে দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পদ্মালয়া কমলাকে স্তুতি করিলেন। হরিপ্রিয়া শঙ্করের স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া অবিলম্বে তৎপ্রাঙ্গণে প্রাদুর্ভূতা হইলেন, এবং শঙ্করকে কহিলেন, বটো! তোমার মঙ্গল, বর গ্রহণ কর। তখন বটুবর লক্ষ্মীকে সমীপবর্ত্তিনী দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার স্তুতি করিতে লাগিলেন। কমলা অধিক সন্তুষ্টা হইয়া কহিলেন, তুমি যন্নিমিত্ত স্তুতি করিতেছ তাহা অবিলম্বে গ্রহণ কর, আমি স্বয়ং প্রসন্না হইয়া প্রদান করিতেছি। তখন শঙ্কর, করুণা-রসাবিষ্ট-বুদ্ধি কমলার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেবি! যদি তুমি বরদা হইলে, তবে এই বিপ্রপত্নীর ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহ সুবর্ণে পূর্ণ করিয়া স্থিরা হও।

এই প্রকার বটুবর কর্ত্তৃক লক্ষ্মী নিয়োজিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের গৃহ সুবর্ণে পূর্ণ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। শঙ্করের কৃপা-দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ও প্রভূত ধনের অধীশ্বর হইয়া সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। ইহাতে বটুবরের সুপাবনী সৎকীর্ত্তি লোকে প্রথিত হইয়া সজ্জন সমাজে শরদিন্দু-প্রভা তুল্য প্রকাশ পাইতে লাগিল, এবং তদবধি তাঁহার "বেদ-মর্ম্ম-ভর্ত্তা" খ্যাতি লাভ হইল।

শঙ্কর ষষ্ঠ বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্তে স্বীয় শক্তিতে বেদ সকলের গ্রন্থি-ভেদ করিলেন। সপ্তম বর্ষে গুরু-গৃহ হইতে সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক স্বালয়ে সমাগত হইয়া মাতৃ শুশ্রূষাতে নিরত হইলেন। ঐ সময়ে রাজা রাজশেখর শঙ্করের অসাধারণ ধীশক্তি ও নিখিল গুণসম্পন্নতার বিষয় শ্রবণ করিয়া আপন অমাত্যকে শঙ্করের নিকট প্রেরণ করিলেন। মন্ত্রীবর সমাগত হইয়া নরপতির অভিলষিত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলে, শঙ্কর তাঁহাকে এই সদুত্তর প্রদান করিলেন;—

"ভিক্ষান্ন অজীন-পরিধান শর্ম্মদায়ি (১) নিগম-প্রাপ্তি, নিজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, হৃদ্রোগ-পুরোবর্ত্তি কুভোগে কি প্রয়োজন" ?

মন্ত্রীবর ইহা শ্রবণ করিয়া রাজ সদনে গমন পূর্ব্বক তদ্বিবরণ নিবেদন করিলেন। ভূপতি, শঙ্করের বৈরাগ্য ও ধর্ম্ম-গর্ভিত বাক্যে মর্ম্ম অবগত হইয়া স্বয়ং শঙ্করের নিকট সমুপস্থিত হইলেন এবং চরণান্তিকে অযুত স্বর্ণ মুদ্রা রাখিয়া প্রণাম করিলেন। শঙ্কর আশীর্ব্বাদ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। নরপতি, সবিনয়ে স্বীয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া স্ব প্রণীত "ত্রীতয় নাটক" নিজে পাঠ করিয়া শ্রবণ করাইলেন। শঙ্কর, তাহা শুনিয়া অতীব উল্লাস প্রাপ্ত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, নরপতে! তোমার অসামান্য নৈপুণ্য ও সদ্বৃত্তি-কুশলতায় আমি অসীম হর্ষ লাভ করিলাম, অধুনা বর গ্রহণ কর। তখন ভূপতি আপনাকে কৃতকার্য্য মানিয়া পুত্র প্রার্থনা করিলেন। শঙ্কর প্রসন্ন মনে তথাস্তু কহিলেন।

---

১ সুখদায়ি।

শান্তমতি নরপতি, বর প্রাপ্ত হইয়া শঙ্করের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বভবনে গমন করিলেন।

মুনিগণের শঙ্করের নিকট আগমন ও শঙ্করের আয়ু কথন।

এক সময়ে গৌতমাদি মুনিগণ শঙ্করের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে দর্শন মানসে তদীয় ভবনে সমাগত হইলেন। শঙ্কর মাতার সহিত আনন্দ-মনে অর্ঘ্যাদি প্রদান পুরঃসর মুনিগণের যথোচিত পূজা করিলেন, এবং মহা হর্ষে ঋষি-বৃন্দের অগ্রে অবনতভাবে ও করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, অদ্য আমার জন্ম সফল, জীবন সফল, যেহেতু পাপ-তাপ-হারী মুনিগণের পদারবিন্দ দর্শনে দর্শনেন্দ্রিয়ের সার্থকতা সাধন করিলাম। অহো ধন্য, ধন্য ভাগ্য! কোথা দোষাকর কলি, আর কোথা আপনারদের শ্রীচরণ দর্শন। শঙ্করের মাতা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনত ভাবে কহিলেন, এই দুর্লভ বিষয় কি সৌভাগ্যে সংযোগ ও সুলভ হইল? আমারদের পুরাকৃত পুণ্যবলে, কি আমার বালকের তপস্যা ফলে আপনারা সমাগত হইয়াছেন? যদি দয়া প্রকাশ করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, তবে কৃপা করিয়া এ বালকের পরমায়ুঃ কিয়ৎ সংখ্যা আজ্ঞা করুন। এই বাক্য শ্রবণে অগস্ত্য মুনিবর কহিলেন, তোমার পুত্রের আয়ুঃ দ্বি-অষ্টবর্ষ। ইহা কহিয়া সকলে গমন করিলেন।

শঙ্করের মাতার বিলাপ ও শঙ্করের প্রবোধন।

তখন শঙ্করের জননী অশনি নিপাতের ন্যায় এই হৃদয়-বিদারক-বাণী শুনিয়া শোক-বিহ্বলা ও ব্যাকুলা হইয়া ক্রন্দন

করিতে লাগিলেন। হাপুত্র! শরচ্চন্দ্রানন! গুণের সাগর! বিধি-বিড়ম্বিতা এ অভাগিনীর উদরে কেন আসিয়াছিলে? হা বিধে! এমত অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়া দুঃখিনীকে বঞ্চনা করিয়া তোমার কি লাভ হইল? আমি পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া পতি-শোক বিস্মৃতা হইয়াছি। সে চন্দ্রানন না দেখিয়া, কি রূপে প্রাণ ধারণ করিব? হা দেবদেব ভূতনাথ! তুমি কৃপা করিয়া আমাকে গুণনিধি দিয়াছ, আবার কেন নির্দ্দয় হইয়া আমাকে বঞ্চিত করিবে? হে ধর্ম্মরাজ শমন! পতিকে যেমন অকালে গ্রহণ করিয়াছ, আমাকেও সেইরূপ শীঘ্র গ্রহণ কর। যেন পুত্রের মুখ দেখিতে দেখিতে আমার প্রাণ বাহির হয়। এ দারুণ শোকানল হইতে যেন রক্ষা পাই। মুনিবরের বজ্র তুল্য বাণীতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। রে প্রাণ! তুই এখনও কিরূপে রহিয়াছিস। হা পুত্র! তুমি কি ছল করিয়া আমার জঠরে আসিয়াছ? আমার সন্তাপ বৃদ্ধি জন্য কি এত গুণে সম্পন্ন হইয়াছ? বৎস! আমি আর প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। জননীর করুণা-সঞ্চারিণী-বিলাপ শ্রবণে শঙ্করের চিত্ত কারুণ্য-রসাভিভূত হইল। তিনি তখন রোদনশীলা জননীকে মধুর বাক্যে প্রবোধন করিতে লাগিলেন, অম্ব! এত শোক-নিমগ্ন-চিত্ত হইতেছেন কেন? শোক কখনই কর্ত্তব্য নহে। শোকে ধর্ম্ম জ্ঞান বিনষ্ট হয়। শোক সকল অনিষ্টের হেতু ও অনর্থের মূল, এবং সমস্ত কুবৃত্তির আকর। গতাসু ব্যক্তির জন্য শোক ও রোদন করা বৃথা, তাহাতে কোন ফলোদয় নাই, কেবল মনের কষ্ট ও শরীর নষ্ট হয়। আমি তোমার নিকট

বিদ্যমান রহিয়াছি, তবে কেন এত শোক-সন্তপ্তা হইতেছেন? অম্ব! দেখুন, এই অসার সংসার অনিত্য, ইহাতে কাহারও স্থিরতা নাই। ভূত সকল অদর্শন হইতে, আগত হইয়া, পুনর্ব্বার অদর্শনে লীন হয়। এ সংসারে কেহ কাহার নহে, কেবল মোহবশে আমার আমার বলিয়া মমতা-পাশে বদ্ধ হইয়া জীবগণ হত হইতেছে। ব্যাসদেব কহিয়াছেন, এই সংসারে সহস্র সহস্র মাতা, পিতা, ও শত শত দারা, পুত্র, বন্ধু, স্ব জন বারম্বার হইয়াছে। তাঁহারা কোথায় এবং আমি বা কোথায়? এক ব্রহ্ম মাত্র সার, তিনিই সত্য, আর সমস্ত পদার্থ মায়া-কার্য্য ইহা শ্রুতিতে নির্ণীত হইয়াছে। অতএব, হে অম্ব! যদি আয়ুর সীমা এই হইল, তবে এইক্ষণে চতুর্থাশ্রম (১) গ্রহণ করিয়া ভব বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার যত্ন করি।

পুত্রের দুঃখের-নিদান-ভূত বাক্য সমীরণে জননীর শোকানল দ্বৈগুণ্য রূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি সন্তপ্ত হৃদয়ে অবিরত অশ্রু-বারি সেচন করিতে লাগিলেন, এবং পুত্রকে সম্বোধন করিয়া গদ্গদ স্বরে কহিলেন, তাত! তুমি বুদ্ধিমানের শ্রেষ্ঠ, এ বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। গার্হস্থ্যাশ্রম আশ্রয় করিয়া বিবিধ যাগ যজ্ঞ দ্বারা যজন কর। তোমার পিতার নিকট শুনিয়াছি, গার্হস্থ্য সকল আশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ, ইহা রক্ষা করিতে পারিলে দুই লোক রক্ষা ও স্বর্গাপবর্গ লাভ হয়। পূর্ব্বতন ঋষিগণ গৃহস্থ হইয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। সকল আশ্রমী ও সমস্ত জীব গৃহস্থের আশ্রিত। গার্হস্থ্যে নিয়মে থাকিলে সকল আশ্রমের কর্ম্ম

১. সন্ন্যাস।

সম্পন্ন হইতে পারে। বৎস! সন্ন্যাস ধর্ম্ম রক্ষা করা অতি কঠিন, আচার কিছু মাত্র স্খলিত হইলে পাতিত্য দশা হয়। গৃহস্থের অপরাধ মার্জ্জনা সম্ভব, এমত আশ্রম ত্যাগ করিয়া অসাধ্য সাধনে (যাহাতে পদে পদে পাপিত্য আশঙ্কা) প্রবর্ত্ত হওয়া উচিত নহে। গৃহস্থের ব্রহ্ম-জ্ঞানে অধিকার আছে। ব্রহ্ম-নিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ গৃহস্থ ব্রহ্মার্পিত কর্ম্ম করিয়া মুক্ত হয়েন। আশ্রমে থাকিলে তপস্যা হয়, জ্ঞানহীন সন্ন্যাসীর মুক্তি হয় ইহা আমি শুনি নাই। বৎস! গার্হস্থ্যে কর্ম্ম কর, জ্ঞানাভ্যাস কর, যদি রুচি হয় অন্তে যতি হইবে। তাত! তুমি সন্ন্যাসী হইলে, আমি কিরূপে গৃহে বাস করিব? আমি বিধবা সতী, কিরূপে তোমাকে জীবিত পরিত্যাগ করিব? আমার মৃত্যু হইলে গতি কি হইবে? ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কে করিবে? তুমি সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়া এ দুঃখিনী জননীকে ত্যাগ করিতে বাসনা করিতেছ, এ অভাগিনী মাতাকে দেখিয়া কি তোমার চিত্ত দ্রব হয় না?

যোগীরাট, জননীর এবম্বিধ করুণা-রসোদ্দীপক ক্রন্দনে ও তাঁহাকে শোকাভিভূতা দর্শনে, ব্যাসোক্ত বৈরাগ্য-রস-গর্ভিত নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু, প্রসূতীর স্নেহ-রোধিত অন্তঃকরণে কিছু মাত্র প্রবিষ্ট হইল না।

শঙ্করের সন্ন্যাস গ্রহণের উপায় চিন্তা এবং মায়া প্রদর্শন পূর্ব্বক মাতার অনুজ্ঞা গ্রহণ।

অষ্টম বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্তে শঙ্কর স্থির চিত্তে চিন্তা করিলেন, আমার গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য নয়, কিন্তু জননী পরিত্যাগ করেন না,

কি করি, মাতা গুরু তাহার সন্দেহ নাই, মাতৃ আজ্ঞা পালনকে পণ্ডিতগণ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তথাপি আমার জন্ম বেদান্ত উপদেশ ও তন্মত সংস্থাপন জন্য, তাহা, সন্ন্যাস বিনা সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব অধুনা এমত কোন সদুপায় করি, যে, সুত-বৎসলা জননী স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণে অনুজ্ঞা প্রদান করেন। শঙ্কর অনেক প্রকার বিবেচনা করিয়া পরিশেষে বুদ্ধিতে এক সদ্‌যুক্তি স্থির করিলেন।

এক দিবস অবগাহন মানসে স্রোতস্বতী তীরে গমন করিয়া, সলিলে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র গ্রাহ (১) কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, হা মাত! আর কি দেখিতেছ, আমাকে দুরন্ত কুম্ভীরে ধরিয়াছে, চলৎশক্তি নাই। মাতা এই অশনি-নিপাত-রূপিণী মর্ম্মঘাতিনী বাণী শুনিয়া, সলিল মধ্যে তদ্রূপ অবলোকন করিলেন এবং কোন প্রতিকারের পথ ও নিস্তারের উপায় না দেখিয়া বিলাপ করিতে করিতে ভূপতিতা হইয়া হৃদয়ে করাঘাত ও উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, হা বিধাত! পতি জীবদ্দশায় পালন করিতে করিতে অকালে কাল কবলিত হইলেন, অধুনা আমার পুত্র মাত্র শরণ, তাহার এই দশা। পতির সঙ্গে আমার জীবন কেন গেল না? ইহা কহিতে কহিতে জীবন সন্ত্যক্ত মীন তুল্য সরিত্তীরে পতিতা হইয়া আছাড় বিছাড় করিতে লাগিলেন।

শঙ্কর জননীর দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া জল মধ্য হইতে কহিলেন, অম্ব! এই ক্ষণে আর কোন উপায় অবলোকিত হয় না, যদি আমার জীবন রক্ষা করা তোমার অভিপ্রেত হয়,

১ কুম্ভীর।

তবে অবিলম্বে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে আজ্ঞা কর। জননী পুত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জীবন প্রাপ্ত হইলেন, এবং কহিলেন, তাত! তুমি সত্বর সন্ন্যাস গ্রহণ কর। শঙ্কর জননীর অনুজ্ঞা লাভ করিয়া, মানসে সন্ন্যাস সঙ্কল্প পূর্ব্বক সত্বর জল হইতে বহির্গত হইলেন, এবং তীরে মাতার নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন; মাত! যখন মানসে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলাম তখন দুষ্ট গ্রাহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। অম্ব! অধুনা আমি সন্ন্যাসী, আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা শীঘ্র আদেশ করুন। শঙ্করের জননী কহিলেন, এইক্ষণে আমার আর কিছু বক্তব্য নাই, তুমি স্বয়ং বিবেচনা কর। তখন শঙ্কর-যতি বিনীত ভাবে জননীকে নিবেদন করিলেন, অম্ব! আমার সঞ্চিত পৈত্রিক ধন যে বান্ধবগণ গ্রহণ করিবেন, অন্নাচ্ছাদন প্রদান করিয়া তাঁহারা তোমাকে পোষণ করিবেন। জননী বলিলেন, বৎস! আমার মৃত্যু হইলে গতি কি হইবে? শঙ্কর মাতার আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মাত! তোমার নিকট এই অঙ্গীকার করিতেছি, যে, দুঃখে বা সুখে যখন স্মরণ করিবেন তখনই আমাকে নিকটে পাইবেন। এমত মনে করিবেন না, যে, শিশু সন্ন্যাস লইয়া, বিধবা সতী মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। আমি নিকটে থাকিয়া যেরূপ পালন করিতাম, দূরস্থ হইয়া তাহার শত গুণ করিব। এক্ষণে আমার নিবেদন এই, যে, এ সংসার নশ্বর। ধন, পুত্র, বিত্ত, সম্পদাদি সকলই অল্প দিনের নিমিত্ত, কিছুই চিরস্থায়ী নহে। অধিক কি, যে শরীরকে আমি বলিয়া পালন করা যাইতেছে, তাহার সহিত কিছু মাত্র সম্বন্ধ নাই।

ঐহিকের সুখ জন্য যে সকল বিষয় প্রতীত হয়, তাহাতে নানাবিধ দুঃখ ও তাপ অনুবিদ্ধ (১) আছে। অতএব ইহার অনুরাগ পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ ভজনে নিরত থাকিবেন। কোন বিষয়ে শোচনা করিবেন না।

শঙ্কর এই রূপ সান্ত্ব (২) বাক্যে জননীকে প্রবোধ প্রদান করিলেন, এবং বান্ধবগণকে আহ্বান পূর্ব্বক মাতাকে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, অধুনা আমি সন্ন্যাসী, জননীকে আপনারদের নিকট অর্পণ করিয়া গমন করিতেছি, অশন বসনাদি প্রদান পূর্ব্বক সুযত্নে রক্ষা করিবেন। বান্ধবগণ শঙ্করের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া প্রতিশ্রুব হইলেন। শঙ্কর প্রসূতীকে অতীব শোক-বিহ্বলা ও স্নেহ-ব্যাকুলা দেখিয়া পুনঃ প্রবোধদায়িনী বাণীতে কহিলেন, মাত! আর অধিক শোক করিবেন না, শোকে সহায়তা নাই। ইহা বলিয়া জননীর হিত কামনায় দূরস্থা নদীকে দেবালয় সহ নিকটবর্ত্তিনী করিলেন।

•◉•

শঙ্করের বন গমন ও গোবিন্দ পূজ্য-পাদ গুরু সমাগম।

অনন্তর বিদাম্বর (৩) শঙ্কর, জননীর অনুজ্ঞা লাভ করিয়া দূর গমনে মনোনিবেশ করিলেন। নদ, নদী, বন, গিরি সকল ক্রমে অতিক্রম করিয়া পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন, যেন পথ তাঁহার পূর্ব্ব-দৃষ্ট ছিল। গমন করিতে করিতে তপোবনে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং এক মুনিকে "শ্রীমৎ গোবিন্দ পূজ্য-পাদ স্বামীর আশ্রম" জিজ্ঞাসা করায়, তিনি

১ যুক্ত। ২ অত্যর্থ মধুর ৩ বুদ্ধিমান।

যত্নের সহিত স্বামীর-গুহা দেখাইয়া দিলেন। শঙ্কর সেখানে গমন করিয়া স্থানের অতিশয় শোভা সন্দর্শন করিলেন। পুষ্প-ফলাবনত-শাখা তরুরাজির মনোহর দৃশ্য, শ্রুতি-সুখকর কোকিলকুল কুজিত কল-ধ্বনি, এবং মকরন্দ পানোন্মত্ত গুঞ্জমান অলি বৃন্দের গুণ গুণ রব যেন পরমানন্দ ঘোষণা করিতেছে। পরস্পর বিরোধী পশু পক্ষিগণ স্বাভাবিকী মৎসর ভাব পরিত্যক্ত হইয়া সমভাবে বিচরণ করিতেছে। গোবিন্দ পূজ্য-পাদ স্বামী, গুহা মধ্যে যেন প্রত্যগাত্মা বুদ্ধি-গুহাতে বিরাজ করিতেছেন। শঙ্কর দর্শন মাত্র মহতী ভক্তি সহকারে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ ও প্রদক্ষিণ করিয়া মধুরোক্তিতে কহিলেন, শ্রীগুরু পাদ-পদ্ম-মহিমা বেদবিৎ মহাত্মাগণ নির্ণয় করিয়াছেন।

গুরু বিদাম্বর শঙ্করের বাক্য শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? শঙ্কর কহিলেন, স্বামিন্! আমি ধরা, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, অথবা ইন্দ্রিয় নহি, না আমি তৎ সকলের সঙ্ঘাত, অর্থাৎ পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় ও তৎ সঙ্ঘাত শরীর আমি নহি। এই ভ্রান্তি কল্পিত পদার্থ সকল নেতি নেতি নিষেধে, যাহা অবশিষ্ট থাকে সেই শিব আমি। যেখানে বাক্য সকল মনের সহিত নিবর্ত্ত হয়। শ্রীগুরু শঙ্করের উক্তি শ্রুতি-গোচর করিয়া কহিলেন, আমি জানিলাম, তুমি মহাদেব শঙ্করাচার্য্য রূপ প্রাপ্ত হইয়াছ। শঙ্কর দ্বন্দ্ব-তাপহারী শ্রীগুরুর চরণ-দ্বন্দ্ব পূজনানন্তর সম্প্রদা মতে শিষ্যত্বে উপগত হইলেন, এবং আচার্য্য বাক্যেতে আপনাতে ব্রহ্মত্ব লাভ করিলেন।

শঙ্করের গুরূপদেশ, ব্যাসোক্ত ভাবী বৃত্তান্ত,
এবং কাশী প্রবেশ।

শ্রীগুরু গোবিন্দনাথ স্বামী সম্প্রদায়ানুসারে তত্ত্বমস্যাদি বাক্য দ্বারা শাশ্বত অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করিলেন, ব্যাসদেব যাহা আপন পুত্র শুকদেবকে কহিয়াছিলেন। শুকদেব হইতে গৌরপাদ, গৌরপাদ হইতে গোবিন্দনাথ লাভ করিয়াছিলেন। গোবিন্দনাথ হইতে শঙ্কর প্রাপ্ত হইলেন।

স্বয়ং শিব পরমহংসচর্য্যা অঙ্গীকার করিয়া "ব্রহ্মৈবাস্মি" "ব্রহ্মই আমি" ইহা নিশ্চয় করত সর্ব্বত্র অসঙ্গ হইলেন। ব্রহ্মক্ষীর জগৎনীর হংস বৃত্তিতে অনুভব করিয়া শ্রীগুরু চরণার্চ্চনাতে নিরত এবং ইন্দুভবা-নদী তটে অবস্থিত হইলেন। বর্ষা চতুর্মাস ধ্যানযোগে সেই স্থানেই অতিবাহিত করিলেন। এক সময়, শঙ্কর-যতি, গুরুকে ধ্যান নিষ্ঠাতে নিমগ্ন সন্দর্শন করিয়া, নদী-জলপ্রবাহ-শব্দ সমাধিতে বিঘ্ন রূপ বিচার করিয়া, নদীর জল সকল সমাহরণ পূর্ব্বক মন্ত্রপূত কমুণ্ডল মধ্যে সংস্থাপন করিলেন, যেমত অগস্ত্য করে সিন্ধু সলিল সমাহৃত হইয়াছিল। গুরু গোবিন্দনাথ লোক প্রমুখাৎ তদ্বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হর্ষোৎফুল্ল-মনে ও সহাস্য-বদনে শঙ্করকে কহিলেন, তাত। তোমার বুদ্ধিতে যুক্তিত নির্ম্মল শরদাকাশ সদৃশ তত্ত্ব ভাসিত হইয়াছে। অধুনা তুমি শ্রীমতী কাশী-পুরীতে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য অধিকারী মুমুক্ষু দিগকে আত্ম জ্ঞান প্রদান করিয়া সেইখানে অবস্থিতি কর।

পূর্ব্বে হিমাচলে মুনিগণ সম্মুখে জিজ্ঞাসা করাতে ব্যাসদেব আমাকে সকল কহিয়াছিলেন। কথান্তরে আমি

ব্যাসদেবকে কহিলাম, আর্য্য! আপনি বেদ বিভাগ, ভারত রচনা, ব্রহ্ম-মীমাংসা এবং যোগ-ভাষ্য করিয়াছেন। কেহ কেহ বিবাদে তাহা অন্যথা জল্পনা করিয়া থাকে, অতএব, বেদ-নির্ণয়-ভাষ্য আপনকার কর্ত্তব্য। ব্যাসদেব আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে দেবগণ এই কথা শ্রীমন্মহাদেবকে বিজ্ঞপ্তি করিলে, মহেশ্বর স্বয়ং অবতরণের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। শিব অবতার হইয়া তোমার শিষ্য হইবেন, নদীর জল কুম্ভ মধ্যে স্থাপন করিবেন, এবং বেদান্তার্থ প্রকাশক ভাষ্য প্রস্তুত ও মোহান্ধ দুর্ব্বুদ্ধি কুপক্ষগণকে নিরাস করিবেন। ব্যাসদেব আমাকে ইহা কহিয়া কৈলাসে গমন করিলেন। আমি যাহা ব্যাসদেবের মুখে শ্রুত হইয়াছিলাম, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিলাম। গোবিন্দনাথ তৎপরে শঙ্করকে কহিলেন, হে পরমোদার! তুমি জগদুদ্ধরণে ব্যগ্র, কাশী-পুরীতে গমন কর। সেখানে সদাশিব তোমাকে সাক্ষাৎ দর্শন দিবেন। ইহা কহিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। শঙ্করও শ্রীগুরুর চরণ বন্দনা করিয়া বারাণসী যাত্রা করিলেন, এবং অচিরে গঙ্গালঙ্কৃতা-কাশী প্রাপ্ত হইয়া প্রণাম ও উত্তর-বাহিনী ভাগীরথী-প্রবাহে অবগাহন করিলেন। পরে পরিবারের সহিত বিশ্বেশ্বরের পূজা করিয়া সেই মোক্ষ-প্রদ-ক্ষেত্রে সুর-তরঙ্গিণী তটে অবস্থিত হইলেন। শঙ্কর, বিমল-সুখ-জননী শম্ভু-পুরী কাশীতে জাহ্নবী-সলিলে মজ্জন করিয়া, বেদান্ত বাক্যে আত্ম তত্ত্ব বিচার করত অচল পদে সন্নিবিষ্ট হইলেন।

ইতি শ্রীশঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী গ্রন্থে শঙ্করের গুরু সঙ্গম ও কাশী প্রবেশ কথনে তৃতীয় সর্গঃ।।৩॥

চতুর্থ সর্গ।

শঙ্করের সনন্দনাদিকে শিষ্যত্বে গ্রহণ।

শ্রীমচ্ছঙ্কর-যতি বারাণসীতে অবস্থিত হইলে, এক দিবস, একান্তে কোন বেদপারগ ও বৈরাগ্যাদি সমন্বিত ব্রাহ্মণ আগত হইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিলেন। যতীশ্বর তাঁহাকে উত্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে ? কোথা হইতে সমাগত ? দ্বিজবর পুটপাণি হইয়া বিনত ভাবে স্বীয় বিবরণ নিবেদন করিতে লাগিলেন, চৌল দেশ বাসী, সংসারানল-তাপ-সন্তপ্ত, সজ্জন দর্শনার্থী, আমি বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া দৈবযোগে এই পুরী প্রাপ্ত হইয়াছি। পূর্ব্ব সঞ্চিত পুণ্য-ফলোদয়ে অদ্য যতি-রাজের শরণে স্নিগ্ধ হইলাম। হে কৃপানিধে ! অধুনা এ ভব-তাপ সন্তপ্যমানকে ঘোর সংসার হইতে রক্ষা করুন। বিরিঞ্চি আদি লোক সকল স্পর্দ্ধাতে অতিশয় দূষিত, ইহাতে অকৃত্রিম সুখ লেশ নাই। কৃত্রিম সুখে অভিলাষ হয় না। সলোকপাল লোক সকল বিনশ্বর ও নানা দোষাক্রান্ত, তাহাতে রুচি নাই। সংসারাময় শান্তি মানসে সদ্বৈদ্য যতি-রাজের শ্রীচরণ আশ্রয় করিলাম।

শঙ্কর-স্বামী, দ্বিজবরের এরূপ বিনয়ান্বিত ও বৈরাগ্য গর্ভিত বাক্য শ্রবণ করিয়া করুণা-রসার্দ্র-চিত্তে তাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন, এবং সাধন সম্পন্ন, বিরক্ত ও জিতেন্দ্রিয় জানিয়া প্রৈষোচ্চারণ পুরঃসর সন্ন্যাস প্রদান করিয়া তত্ত্বমস্যাদি বাক্যে স্বাত্মতত্ত্ব উপদেশ করিলেন।

শঙ্কর-গুরুর এই প্রথম শিষ্য সনন্দন হইলেন। অনন্তর যে সমস্ত বিরক্ত মুমুক্ষগণ শরণাগত হইলেন, সকলে শিষ্যত্বে অনুগৃহীত হইয়া কৃতার্থতা লাভ করিলেন। লোক-শঙ্কর লোক সকলকে নানাবিধ শাস্ত্রোদিত শব্দ-জালে ভ্রমিত ও সংসার সাগরে নিমগ্ন পর্য্যাবেক্ষণ করিয়া, কৃপাবশে ব্রহ্মাদ্বৈত উপদেশে কৃতকৃত্য করিলেন।

শঙ্করের শিব দর্শন ও তত্ত্ব সংবাদ।

এক দিবস, শঙ্কর-যতীশ্বর অবগাহন মানসে উত্তর-বাহিনী সুর-তরঙ্গিণীতে গমন করিতেছিলেন। পথি মধ্যে, এক মন্দাকৃতি চাণ্ডাল শ্বান (১) চতুষ্টয় যুক্ত, নয়ন গোচর হইল। শঙ্কর তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া "চল চল, পথ ছাড়, স্পর্শ করিও না" এই বাক্য কহিলেন। চাণ্ডাল শঙ্করের উক্তি শ্রবণ করিয়া হাস্য বদনে বেদান্ত সংসিদ্ধ এই ন্যায়যুক্ত বাক্য কহিলেন,

"অদ্বিতীয় মসঙ্গং সৎ, সুখরূপ মখণ্ডিতং,
নির্ণীতং শ্রুতিভিস্তত্র, চিত্র তে ভেদ কলপনা"।

অর্থ। শ্রুতিতে নির্ণীত অদ্বিতীয়, অসঙ্গ, সৎ, অখণ্ড, সুখরূপ যে পদার্থ তাহাতে তোমার ভেদ কল্পনা, আশ্চর্য্য!

"অন্নময়াদন্নময়, চৈতন্য মেব চৈতন্যাৎ,
যতিবর দুরীকর্ত্তুং বাঞ্ছসি, কিংব্রূষি গচ্ছ গচ্ছেতি"।

অর্থ। যতিবর! তুমি "গচ্ছ গচ্ছ" কি কহিতেছ? অন্নময় হইতে অন্নময়কে, কি চৈতন্য হইতে চৈতন্যকে, দূরী-

১ কুক্কুর।

কৃত করিতে বাঞ্ছা করিয়াছ ? স্থূল শরীর সকল অন্নময়, আর জীব সকল চৈতন্য। অতএব অন্নময়কে অন্নময় হইতে ও চৈতন্যকে চৈতন্য হইতে দূরীকরণ সম্ভব নহে। তুমি তাহা কিরূপে করিতে চাহ ?

"প্রত্যগাত্মনি নিস্তরঙ্গে সহজানন্দাব বোধাম্বুধৌ,
বিপ্রোয়ং শ্বপচোয়মিত্যপি মহান্ কোয়ং বিভেদক্রমঃ।
কিং গঙ্গাম্বুসি বিম্বিতেঽমরমণৌ চাণ্ডাল বীথীপয়ঃ,
পূরে বাস্তর মস্তি কাঞ্চন ঘটী মৃৎ কুম্ভয়োর্ব্বাম্বরে"॥

অর্থ। তরঙ্গহীন সহজানন্দ-বোধ-সিন্ধু প্রত্যগাত্মাতে; এ বিপ্র, এ শ্বপচ, (১) ইত্যাদি ভেদ কল্পনা কি ? গঙ্গাতে বা চাণ্ডাল বীথিকাস্থ (২) জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের, আর কাঞ্চন-ঘটে ও মৃৎ-কুম্ভে আকাশের কি অন্তর আছে ?

"দণ্ডিনো ব্রতকুণ্ডাযে, বেশ মাত্রেণ ভিক্ষবঃ,
জ্ঞান শূন্যা গৃহস্থাংস্তে, বঞ্চয়ন্তি ভবাদৃশাঃ"।

অর্থ। তোমার সদৃশ জ্ঞান-শূন্য যে সকল দণ্ডি আপনাতে কৃত-পূজ্যাভিমান ও বেশধারী ভিক্ষু, তাহারা কেবল গৃহস্থগণকে বঞ্চনা করিতেছে।

"সুর নদ্যাং সুরায়াং বা, কোভেদ সূর্য; বিম্বয়োঃ,
অহং দ্বিজোয়ং চাণ্ডালঃ কিন্তে মিথ্যা গ্রহ যতে"।

অর্থ। সুরনদী অর্থাৎ গঙ্গাতে বা সুরাতে সূর্য্য প্রতিবিম্বের কি ভেদ সম্ভব ? হে যতে ! আমি দ্বিজ, এ ব্যক্তি চাণ্ডাল, একি তোমার মিথ্যা গ্রহ (৩)।

---

১ চাণ্ডাল। ২ গৃহাঙ্গনস্থ। ৩ জ্ঞান।

চাণ্ডালরূপী এরূপ অনেক শ্লোক কহিয়া বিরত হইলে, শঙ্কর বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, হে উদার! তুমি যাহা কহিলে তাহা সত্য। অধুনা আমি ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিলাম। শ্রুতিশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতগণ অনেক আছেন, কিন্তু তন্মধ্যে কোন বিশুদ্ধ-বুদ্ধিরই অভেদ বুদ্ধি হয়।

"জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিষু স্ফুটতরা যা সম্বিদুর্জ্জৃম্ভতে,
যা ব্রহ্মাদি পিপীলিকান্ত তনুষু প্রোতা জগৎসাক্ষিণী।
সৈবাহং নচ দৃশ্যবস্ত্বিতি দৃঢ়া প্রজ্ঞাপি যস্যাস্তিচেৎ,
চাণ্ডালোঽস্তু সতু দ্বিজোঽস্তু গুরু রিত্যেষা মনীষা মম॥"

অর্থ। যে সম্বিৎ(১) জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিন অবস্থাতে প্রকাশ পাইতেছেন। যিনি ব্রহ্মাদি পিপীলিকা পর্য্যন্ত সকল শরীরে ওতপ্রোত ভাবে জগতের সাক্ষীরূপ হইয়া আছেন। আমি সেই সম্বিৎ, দৃশ্যবস্তু নহি, এরূপ দৃঢ়া প্রজ্ঞা(২) যাহার, তিনি, চাণ্ডাল হউন বা দ্বিজই হউন, আমার গুরু, এই আমার জ্ঞান।

"যা চিতি বিষ্ণু ধাত্রাদিষু ভাতি সা পুক্কসাদিষু,
সৈবাহং নাস্তি দৃশ্যংহি যেন বুদ্ধ স মে গুরুঃ।
যত্র যত্র ভবেদ্বোধ স্তত্তদর্থ মুপেক্ষ্য যৎ,
বোধমাত্র মহং তৎস্যাং বুদ্ধ যেন স মে গুরুঃ॥"

অর্থ। যে চিতি(৩) বিষ্ণু, ব্রহ্মাদিতে ভাসমান, সেই চিতি চাণ্ডালাদিতেও প্রকাশ, সেই চিতিই আমি, দৃশ্য নাই, যাহার এমত জ্ঞান তিনি আমার গুরু। যেখানে যেখানে বোধহয়, সে সে বিষয়কে উপেক্ষা করিয়া, যে শুদ্ধ বোধমাত্র, সেই আমি, এরূপ যাহার জ্ঞান তিনি আমার গুরু।

১ জ্ঞান। ২ বুদ্ধি। ৩ চৈতন্য।

শঙ্করের শিবরূপ দর্শন ও স্তুতি।

শঙ্কর যাবৎ এইরূপ কহিতেছিলেন, ইতিমধ্যে সেই শরীরকে স্বয়ং শিব চতুর্ব্বেদ-যুক্ত দর্শন করিলেন। তখন তিনি ভয়ে ভক্তি ও ধৈর্য্যের সহিত প্রত্যগাত্মা(১) মহেশ্বরের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

হে মহেশ্বর! দেহ দৃষ্টিতে আমি তোমার দাস, জীব দৃষ্টিতে তোমার অংশ, এবং আত্ম দৃষ্টিতে তুমিই আমি, এই আমার নিশ্চিত মতি। যাহার প্রকাশে লোক ও লোকেশ্বর সকল প্রকাশ পাইতেছে, সেই পরমাত্মা চিদানন্দ-বিগ্রহকে নমস্কার। জ্ঞাতৃ জ্ঞেয় বিভাগ যে আত্মার সত্তায় ভাসমান, সেই মহেশ্বর গুরু শিবকে নমস্কার। ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপিণী পার্ব্বতীতে আলিঙ্গিত শিব কাশীতে অবস্থিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই অমল ব্রহ্মকে নমস্কার। যিনি, বট বিটপী মূলে তর্ক-মুদ্রাতে সনকাদি মুনিবৃন্দকে চিদদ্বয় বস্তুতত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই বিশ্বগুরুকে নমস্কার। যে, আত্মারাম মহাদেব সদা নন্দীশ্বরাদি গণেতে সেব্যমান, সেই ব্রহ্মরূপ তোমাকে নমস্কার। যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া জীব রূপে সকল শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, আর সদা নির্ম্মল আকাশ সদৃশ নির্লেপ, সেই ব্রহ্মকে নমস্কার। জিজ্ঞাসু, বিবেক বৈরাগ্যাদি সম্পদযুক্ত হইয়া যাহাকে নিরন্তর ভজনা করে, শ্রোতব্য, মন্তব্য, বিধি বিধায়ক(২) সেই ভিক্ষুবর শূলীকে নমস্কার। যিনি, স্বয়ং মোহাদি পরিত্যাগ করিয়া পরানিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া চিদাত্মাপর বোধরূপ সদানন্দঘনেতে,

১ স্বাক্ষীরূপ আত্মা, যাহাতে সকল প্রকাশ। ২ বিধান কর্ত্তা।

রমিত, সেই ভবাতীত(১) শম্ভুকে নমস্কার। যে বিভু, সাঙ্গ, সমন্ত্র, সরহস্য মূর্ত্তিমান বেদ চতুষ্টয় সহিত বিরাজিত, সংসার-দাব-দহন-সন্তপ্ত জনগণকে কৃপা-কটাক্ষ-সুধা বৃষ্টিতে জীবিত করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার।

ভাষ্য প্রস্তুত করিতে শঙ্করের প্রতি শিবের আদেশ।

ভূতভাবন ভগবান ভব, এইরূপ শঙ্কর কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া, সন্তুষ্ট মনে কহিলেন, যতিবর! তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তুমি ধন্য, তুমি কৃত কৃত্য। যেরূপ নারায়ণ বেদব্যাস আমার প্রিয়, তুমিও সেইরূপ প্রিয়। আমিই তুমি, তুমিই আমি। যে তোমাকে মান্য করে, সে আমাকে মান্য করে। তোমাতে আমাতে অন্তর নাই, মুনিগণের এই স্থির বৃত্তি। বেদবেত্তা বেদব্যাস শ্রুতি সর্ব্বস্ব সংগ্রহ পূর্ব্বক মোক্ষ-তৎপরা ব্রহ্মা-দ্বৈত-আত্মমীমাংসা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাহাতে সাংখ্যাদি মত সমস্ত উদ্দেশ করিয়া খণ্ডন করা হইয়াছে। কোন কোন মর্ম্মানভিজ্ঞ মূঢ়বুদ্ধি তাহার যে ভাষ্য করিয়াছে, কুবুদ্ধি দ্বারা তাহাতে বেদবাক্য সকলের অন্যথা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সর্ব্বজ্ঞ বিনা সে সকল সূত্রের মর্ম্ম অবধারণ ও প্রকাশ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। মুনে! তুমি সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভাবে ইহার যোগ্য পাত্র। শ্রুতি সকলের যেমত পর-ব্রহ্মেতে নিষ্ঠতা, তুমি অভিনিবেশ পূর্ব্বক সেইরূপ তাহার অদ্বৈত-পরতা ভাষ্য প্রস্তুত কর। যতে! অধুনা যত্ন সহকারে

---

১ সংসার অতীত।

শ্রুতি-সূত্র ইতিহাস সমূহ ব্যাখ্যাময় সম্প্রদায়(১) অনুরূপ মতে প্রকাশ কর। এবং বেদান্ত নিবন্ধন(২) প্রসিদ্ধ অদ্বৈত মতে দিক্ সকল জয় করিয়া শিষ্য প্রশিষ্য দ্বারা তাহা চির-প্রচার কর। মুনে! যখন যখন বেদক্রম সংকীর্ণ হয়, তত্তৎ কালে আমি অবতীর্ণ হইয়া অর্থ নির্ণয় করি। আমার এ নিয়ম চির-প্রসিদ্ধ আছে। তোমার কৃত ভাষ্য সর্ব্বতঃ প্রভব(৩) হইবে, এমন কি পদ্মযোনির সভাতে পরিনিষ্ঠতা প্রাপ্ত হইবে।

যতিবর! তুমি অদ্বৈত মত প্রচার জন্য কর্ম্মঠ মণ্ডনকে, প্রভাকর এবং শৈব নীলকণ্ঠকে, পুণ্যাখ্য শক্তিককে ও ভেদাভেদ মতনিষ্ঠ বেদ-তস্কর ভাস্করকে ক্রমে জয় করিয়া শিষ্যত্বে নয়ন কর, এবং নিবেশ পূর্ব্বক মোহান্ধকার দলন উপযোগী সাক্ষাৎ অদ্বৈত ভাস্কর প্রকাশ কর, পরে আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

মহেশ্বর, শঙ্কর-ভিক্ষুবরের সহ এবম্প্রকার সম্ভাসণ করিয়া, আগমের সহিত অন্তর্ধান হইলেন। শঙ্কর গঙ্গাতীরে গমন করিলেন।

শঙ্করের ভাষ্য করণ।

শঙ্কর, জাহ্নবী-সলিলে স্নাত ও কৃতাহ্নিক হইয়া, হৃদি-স্থিত পরমেশ্বরকে ধ্যান করিয়া, বেদান্তার্থ বিচার করিতে লাগিলেন। তৎকালে যতীশ্বরের সর্ব্বশক্তিত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রতিভা প্রকাশ হওয়াতে ভাষ্য-কর্ত্তৃত্ব-শক্তি স্বয়ং হৃদয়ে

১ পরম্পরা গুরু উপদেশ। ২ মূলক। ৩ শ্রেষ্ঠ।

আবির্ভূতা হইল। তিনি সেই দিবস বদরী-কাননে যাত্রা করিলেন। সে স্থানে সমুপস্থিত হইয়া ব্রহ্মর্ষি ও মুনি বৃন্দের সহিত সমস্ত আগম বিচার করিয়া, স্বয়ং মুহূর্ত্ত চিন্তা করণানন্তর ঈশাবাস্য প্রভৃতি দশোপনিষদ, গীতা, বিষ্ণু-সহস্র-নাম, ও সনৎসুজাতীয়ের ভাষ্য করিলেন এবং বেদান্তের বেদার্থ প্রকাশক অতি প্রসন্ন ও গম্ভীর ভাষ্য নির্ম্মাণ করিলেন। পরে নৃসিংহতাপিনী-ব্যাখ্যা ও উপদেশ-সাহস্র্যাদি অনেক নিবন্ধ রচনা করিয়া, শিষ্যগণকে উপদেশ ও অধ্যাপন করিতে লাগিলেন। প্রথমে শান্তি পাঠ বিধানে শিষ্যবৃন্দ নমস্কার করিলে, উদার-ধী, বেদ-ভাষ্য সকল অধ্যাপন করেন, অন্তেও পূর্ব্ব বিধানে শান্তি পাঠান্তে মন্তব্যার্থে(১) শিষ্যগণকে নিয়োগ করেন।

সনন্দনকে পদ্মপাদ নাম প্রদান।

সনন্দন, ভগবৎ পূজ্য-পাদের শ্রেষ্ঠ শিষ্য, শান্ত্যাদি গুণ সম্পন্ন ও জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সম্পদান্বিত।

এক সময়, শঙ্কর গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট হইয়া, গঙ্গার অপর পার স্থিত শিষ্য সনন্দনকে আহ্বান করিলেন। সনন্দন গুরুর আদেশে গমনোদ্যত হইয়া বিবেচনা করিলেন, যিনি অপার ও দুস্তর সংসার পারাবার(২) হইতে অধীন ভক্ত জনকে তারণ করিতেছেন, তিনি সামান্যা স্রোতস্বতীতে কি তারণ করিবেন না? দৃঢ় ভক্তিতে এই রূপ নিশ্চয় ও নির্ভর করিয়া জাহ্নবী জলে প্রবিষ্ট হইলেন। এবং যেমত যেমত

১ মনন কর্ত্তব্য বিষয়ে। ২ সমুদ্র।

পদ বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, পদ রক্ষণ জন্য জলের উপর এক একটী পদ্ম উদ্ভব হইতে লাগিল। সেই পদ্মে পদ নিবেশ পূর্ব্বক শ্রীগুরুর পদান্তিকে সমুপস্থিত হইলেন। গুরু শিষ্যকে এবম্প্রকার অদ্ভুত ব্যাপারপর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, এবং তাঁহার পদে পদে পদ্ম প্রকাশ হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম পদ্মপাদ রাখিলেন।

শৈবগণ শঙ্করের নিকট পরাজিত ও শিষ্য হওন।

এক সময়, যতীশ্বর, অমাত্যবর্গ-পরিবৃত-ভূপতি তুল্য, শিষ্যগণে বেষ্ঠিত হইয়া বেদ অধ্যাপন করিতে ছিলেন। হঠাৎ কতিপয় বেদান্ত-বিজ্ঞান-শূন্য শৈব যতিবরকে দর্শন করিতে সমাগত হইল। তাহারা জিগীষাপর অনুভূত হওয়ায় শঙ্কর বেদান্তানুযায়ী তর্ক দ্বারা তাহারদের বিকল্প সকল নিরাস ও তন্মতাভাস প্রচণ্ডাগম যুক্তিতে খণ্ড খণ্ড করিয়া কহিলেন, ভবদীয় মতে যদি জীব ও ঈশ্বরে ভেদ সিদ্ধ, তবে মুক্তি কি প্রকারে সম্ভব? যদি বল ধ্যান জন্য মুক্তি হয়, তবে তাহা অনিত্য, যেহেতু জন্যত্বে নিত্যতার অভাব প্রসিদ্ধ আছে। আর পণ্ডিতগণ ঈশ্বরের গুণ সকল মোক্ষ কালে পশুতে সংক্রম(১) স্বীকার করেন। তাহারদের ক্রম সে স্থলে ঘটনা। গুণ সমূহের অংশ কাহারও মতে কোথাও সম্মত নহে। যদি বল পশুতে ঈশ্বর গুণ, বায়ুতে পদ্মগন্ধ তুল্য। তাহা হইতে পারে না, যেহেতু গন্ধ বায়ু সমবায়ী (২) নহে।

১ যোগ। ২ উপাদানভূত অর্থাৎ সদাযুক্ত।

আরও পশুতে গুণ সকল এক দেশ বা সাকল্য যোগে আশ্রয় করে। প্রথম পক্ষে দোষ কীর্ত্তন করা হইয়াছে, দ্বিতীয় পক্ষে পরমেশ্বরে অজ্ঞতা দোষাপত্তি হয়। শঙ্কর, এই প্রকার সত্তর্ক কুঠার দ্বারা পণ্ডিতাভিমানী গণকে ভেদ করিলেন। সুতরাং তাঁহারা স্বীয় পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া শিষ্যত্বে প্রবিষ্ট হইলেন।

সূত্র-ভাষ্য প্রমেয় কথন।

শঙ্করাচার্য্য মহেশ্বরের অনুজ্ঞানুরূপ শারীরিক সূত্রে বেদান্তার্থ প্রকাশক ভাষ্য করিলেন। শারীরিক সূত্র, ১—সমন্বয়, ২—অবিরোধ, ৩—সাধন, ও ৪—ফল এই চতুর্লক্ষণ যুক্ত চতুরধ্যায়ে বিভক্ত, প্রতি অধ্যায়ে চারি পাদ, সমষ্টি ষোড়শ পাদে সম্পূর্ণ, তৎসমুদয়ের পৃথক্ পৃথক্ মীমাংসা করিয়া অতি প্রসন্ন ও গম্ভীর ভাষ্য করিয়াছেন।

প্রথম সমন্বয়াধ্যায়ে বেদান্ত সকলের ব্রহ্মাদ্বৈতে সমন্বয়(১) নানা প্রকার যুক্তির সহিত নির্ণীত হইয়াছে। প্রথম পাদে প্রথম সূত্রে "শ্রোতব্য" এই বাক্য আদিতে অনেক প্রকারে মীমাংসা করিয়াছেন। শাস্ত্র আরম্ভনীয় কি না? এই সংশয় উত্থাপন করিয়া পূর্ব্বপক্ষে বিষয়াদির অভাব হেতু অনারম্ভনীয়, তাহার সিদ্ধান্তে বিষয়াদির সম্ভব সদ্ভাব (২) জন্য ব্রহ্মপরায়ণ শাস্ত্র আরম্ভনীয়, এই প্রকার সামান্য নির্ণয় করিয়া বিশেষ নির্ণয়ে বিশেষ রূপ বিস্তার করিয়াছেন। যথা, ব্রহ্ম বিচার্য্য কি না? এই সংশয়ে

---

১ যোগ, মিলন।　　২ থাকা।

পূর্ব্বপক্ষে অফলত্ব হেতু ব্রহ্ম বিচার্য্য নহেন। তাহা কি প্রকার? এই আকাঙ্ক্ষাতে কহিতেছেন, যদি ব্রহ্ম সন্দিগ্ধ বা সপ্রয়োজন হয়েন, তবে অবশ্য-জিজ্ঞাস্য হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাতে উক্ত উভয় কারণাভাব, যেহেতু পরংব্রহ্ম সকলের স্বাত্মারূপ, "অহং" (আমি) ইহা আত্মরূপে মানবগণের সর্ব্বতোভাবে প্রসিদ্ধ আছে। "অহং" বা "নাহং" অর্থাৎ আমি কি না, এমত সংশয় কাহারও দৃষ্ট হয় না। "অহং" (আমি) এই বাক্যে পরংব্রহ্মে প্রত্যয় প্রকাশ। অতএব লোকানুভবে ব্রহ্ম সন্দিগ্ধ নহেন। যে বস্তু সংশয়ের বিষয় নহে, তাহা জিজ্ঞাস্য হয় না। যেমত, স্ফীতালোক মধ্যস্থিত ঘট সমনস্ক ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষে কখন জিজ্ঞাস্য হয় না, দেখা যাইতেছে। তথা, পরংব্রহ্ম প্রকাশ জন্য জিজ্ঞাস্য নহেন। আর সপ্রয়োজন বস্তু জিজ্ঞাস্য হয়, তদভাবে জিজ্ঞাস্য হয় না। ব্রহ্ম তাহা নহেন, কারণ, ভোগাদিতে দীনতা দৃষ্ট হইতেছে। ব্রহ্ম সুখরূপ বা দুঃখাভাব হইলে লোকের ভোগাদিতে দীনতার সম্ভব ছিল না। "অহমস্মি" (আমি) এই জ্ঞান সদ্ভাবে ভোগাদি বিষয়ে দীনতা লোকে অবলোকিত হইতেছে, তবে কি প্রকারে ব্রহ্ম সুখরূপ স্বীকৃত হইতে পারে? আতুর ব্যক্তিবৃন্দের সুবৈদ্য ও ভেষজে প্রয়োজন ও প্রার্থনা দেখা যায়, রোগ দুঃখাভাবে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব "অহমস্মি" (আমি) ভিন্ন তাহা ব্রহ্ম প্রত্যয় অনুভূত নহে। আত্মাই ব্রহ্ম, আমি আত্মা, ইহা মানববৃন্দের নিত্য প্রকাশ হইতেছে। নিষ্প্রয়োজন বস্তু জিজ্ঞাস্য লোকে পর্য্যবেক্ষণ হয় না। যেমত কাক-দন্তের পরীক্ষা, তদ্রূপ ব্রহ্ম

স্বাধ্যায় (১) বিধি দ্বারা বেদ-অধ্যয়ন-বিধি-বিহিত হয়। ব্রহ্মাত্ম-তৎপর বেদান্ত তন্মধ্যে ব্যবস্থিত। যদি বল, ব্রহ্ম নিষ্কল, কি প্রকারে ব্যবস্থা করিতেছ? তবে শ্রবণ কর। বেদান্ত-কর্ত্তা বাজপে স্তাবক(২) অথবা তাহার উপচর্য্যার্থ উপযোগিত্ব হয়।

এতদ্রূপ পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্ত করিতেছেন। পরব্রহ্ম বেদান্ত সম্মত জিজ্ঞাস্য। তিনি অবিচারীগণে প্রকাশ পান না। অদ্বয়ানন্দ, স্বজ্যোতিঃ, অমল, শ্রুতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ, তিনি অহঙ্কার গোচর নহেন। "অহং" (আমি) যে জ্ঞান, সে মিথ্যা জ্ঞান। দেহাদি অনাত্মবর্গে যে অহঙ্কার লক্ষণ প্রত্যয়, তাহা অনর্থরূপ সংসৃতির (৩) কারণ। অনন্ত নির্ম্মল আত্মা বা কোথায়! আর মল ভাজন দেহ বা কোথায়! আত্মা ও অনাত্মার অবিবেক, এ উভয় ঐক্যের কারণ। প্রথম, বেদ সকল অধ্যয়ন করিয়া সাধন-সম্পত্তি-প্রাপ্ত জিজ্ঞাসুর উপলভ্য, শ্রীমৎবাদরায়ন যুক্তি-সন্দর্ভে ব্রহ্মৈক্য নির্ণয় করিতে "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" ইত্যাদি সূত্র সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহাতে বন্ধের অধ্যাস(৪) সগ্যগ্রূপে সূচিতা হইয়াছে। তথা, মিথ্যা বন্ধের বাধন বিষয়াদি শাস্ত্র বিস্তার রূপে কথিত হইয়াছে। মিথ্যা অধ্যাস বাধন হেতু ইহা জাগ্রৎ বোধের সমান সিদ্ধ, সূত্রে সূচনা করণে বন্ধের ব্রহ্ম জ্ঞান নিবর্ত্তত্ব, তবে সম্ভব হইতে পারে যদি বন্ধ মিথ্যা হয়, ইহা স্পষ্ট রূপ সূত্রিত হইয়াছে। তত্ত্ব জ্ঞানের ফল দুঃখ-ছেদ ও

১ বেদ পাঠ। ২ স্তুতিকারক। ৩ সংসারের।
৪ যে যাহা নহে তাহতে সেই বুদ্ধি, আরোপ, ভ্রম।

সুখ প্রাপ্তি হেতু তত্ত্ব জ্ঞান জন্য সর্ব্বদা বেদান্ত বিচার কর্ত্তব্য। এমত সূচিত বিষয়াদির সম্ভব হেতু শাস্ত্র আরম্ভনীয়, সূত্রে এই রূপ বিচার করিয়াছেন। এই শাস্ত্র বিচার দ্বারা তত্ত্ব জ্ঞান উৎপত্তি হয়। অধ্যাস সমুচ্ছেদ ও বেদান্ত বাক্য বিচার ভিন্ন জ্ঞান হয় না। যদি বল, বিনা অধ্যাস যুক্তিতে কি প্রকার সূত্রে নিশ্চিত হইয়াছে? যেহেতু অধ্যাস রহিত আত্মা ও অনাত্মা কাহারও দর্শন হয় না। তবে শ্রবণ কর। আত্মানাত্মা উভয়ের পরস্পর ভাবের তমো ও প্রকাশ তুল্য বিরুদ্ধ স্বভাব হেতু তাদাত্ম্য (১) রহিত। উভয়ের বিরুদ্ধ স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন, বিজ্ঞানে প্রকাশ। অতএব বিবেক দ্বারা হেতুর অসিদ্ধতা নাই।

ভাল, তবে কি লোক সিদ্ধ উভয় পক্ষ গোচর? কি প্রভাকর মত সিদ্ধ? কি বেদান্তী সম্মত? আদ্য দ্বয়ের অনুমান দ্বারা সাধন সিদ্ধ তৃতীয় অনুমানের অনুভব বিরুদ্ধতা হয়। যথা;—প্রথম; লোকে দেহাদি চৈতন্য পর্য্যন্তের আত্মতা জ্ঞান ও পাষাণাদির অনাত্মত্ব, এ উভয়ের ঐক্য সম্মত নহে। আর, উভয়ের বিরোধ নিয়ত অনুভূত হয় না। দ্বিতীয়; প্রভাকরাদি স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা কল্পনা করিয়া কহেন, প্রমাতৃত্ব ও কর্ত্তৃতাদির আশ্রয় জড় আত্মা এবং দেহেন্দ্রিয়াদি অনাত্মা প্রপঞ্চ। তৃতীয়; বেদান্তীর সম্মত এই, যে, কর্ত্তৃত্বাদির আশ্রয় অহঙ্কার, তাহার কারণ অজ্ঞান, এ অনাত্মা। উভয়ের অধ্যাস বিনা ঐক্য স্বীকার করাতে উক্ত দোষ দ্বয় পূর্ব্বপক্ষবৎ এ পক্ষে পতিত হয়। যেহেতু, বেদান্তীগণ সর্ব্ব-দোষ-শূন্য,

১ ঐক্য।

নিরঞ্জন, বিজ্ঞানঘন আত্মা কহেন, তাহা ভিন্ন অকল অনাত্মা অনর্থক। উভয়ের অধ্যাস অনুভব দ্বারা সিদ্ধ এই তথ্য। উভয়, পরস্পর বিরুদ্ধ ও ভিন্ন, স্বভাবের ভ্রান্তি দৃষ্টি হেতু, অধ্যাস ভ্রান্তি হেতুক বলা যায়। ইহা হইলেও দৃষ্টান্ত দ্বারা বাস্তব ঐক্য সম্ভাবিত নহে। লোকে পুরোবর্ত্তী-শুক্তি ও রজতের ঐক্য যথার্থরূপ দৃষ্ট হইলেও বাস্তব ঐক্য দৃষ্ট হয় না। প্রকৃত বিষয়ে অধ্যাসই কারণ।

চিদ্রূপ প্রযুক্ত দ্রষ্টার দৃশ্য-তদাত্ম্য কখন সম্ভব হইতে পারে না, তাহা হইলে কূটস্থতা নাশ হয়। নিষ্কলঙ্ক আকাশ স্বয়ং বা কারণান্তরে দৃশ্যাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয় না। দৃশ্য ও দ্রষ্টার তাদাত্ম্য স্বীকার অন্যতঃ কি স্বভাবতঃ হয় ইহা বিবেচ্য। অন্ত্যে স্বভাবতঃ হইলে দৃশ্যত্ব ব্যাঘাত ও কর্ম্ম কর্ত্তার বিরোধতা। আদ্যে যদি অন্যতঃ স্বীকার কর, তবে সে অন্যরূপ, যাহাতে তাদাত্ম্য হয়, অজ্ঞান কি তাহার কার্য্য? আদ্যে অজ্ঞান কহিলে তাহা অদ্যাপি অসম্ভব, সুতরাং তাহা স্বীকৃত হইতে পারে না। অতএব তাহার ব্যাপ্তিত্ব(১) সর্ব্বথা নাই। যদি, তদুভয়ের ধর্ম্মাধ্যাস অঙ্গীকার কর, তাহাও যুক্তিসিদ্ধ হয় না, কারণ ধর্ম্ম কখন ধর্ম্মিকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করে না, জবা-পুষ্প বিনা স্ফাটিকে লৌহিত্য নাই। অতএব তোমার মতে অধ্যাস যুক্তি সহ হয় না। এস্থলে আমরাও তাহা যুক্তিতে পরিহার(২) বিধান করি।

১ সর্ব্বত্র ব্যাপিতত্ব লক্ষণাদি। ২ পরিত্যাগ।

তোমার মতে অধ্যাসের অবস্তুত্ব কি প্রকারে স্বীকৃত হয়? যুক্তি বিরোধে, কি অধ্যাস, স্বতঃ উপলব্ধ হয়? আদ্য যুক্তি বিরোধ অনির্ব্বাচ্য রূপে আমাদের ইষ্ট, যেহেতু যুক্তি দ্বারা বস্তুত্ব সাধন ও অধ্যাসের বিরোধ হয়। অতএব, আত্মা ও অনাত্মার অধ্যাস, যুক্তি বিরোধ সিদ্ধ। তজ্জন্য আমরা অবস্তুত্ব অনির্ব্বাচ্য স্বীকার করি।

অধ্যাস আক্ষেপ পক্ষে, উৎকৃষ্ট পরিহার শ্রবণ কর। প্রত্যক্ সত্ত্ব মাত্র, যজ্জীব্য, তাহাতে আনন্দাচ্ছাদক রূপে, আদির প্রত্যক্ষ ভানাভাব হেতু সম্মত হয়। অনুভূতি সিদ্ধ অধ্যাসে আক্ষেপ করিতে পার না। যেখানে অধ্যাস কারিণী অবিদ্যা সামগ্রী সাধিকা প্রসিদ্ধা রহিয়াছে, সেখানে আক্ষেপের প্রবেশতা নাই। যদি বল, কার্য্যাধ্যাস অনাদি, যুক্তিসিদ্ধ হয় না। তবে শ্রবণ কর। কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব রাগাদি দোষ সংযোগ কর্ত্তৃতা অধ্যাস অপেক্ষিত(১) হয়। ভোক্তৃত্ব কর্ত্তৃত্ব অধ্যাস বিনা আত্মাতে ভোগ কোন রূপে সম্ভব হয় না। কর্ত্তৃত্বে রাগাদি দোষ সংযোগ অধ্যাস অপেক্ষিত হয়। অতএব, সে অধ্যাস বীজাঙ্কুরবৎ প্রবাহ রূপে কর্ত্তৃত্বাদির অনাদিত্ব আপনি যুক্তিসিদ্ধ হয়। এই রূপে পর অধ্যাসে পূর্ব্বাধ্যাসের হেতুত্ব সিদ্ধ। সুতরাং দেহাদির প্রবাহ ক্রমে অধ্যাসেরও অনাদিত্ব প্রসিদ্ধ। যদি বল, শরীরাদির অবস্তুত্ব হেতু, আরোপ সিদ্ধ হইতে পারে না। তবে শ্রবণ কর। প্রতীতি মাত্রই আরোপ সিদ্ধি বিষয়ে সত্তা প্রযোজিকা, এই রজত ইত্যাদি স্থলে দৃষ্ট হয়। যথা, শুক্তি রজতের অধ্যাস সত্যানৃত,

১ অপেক্ষাকৃত।

উভয় পদার্থের তাদাত্ম্য, ইহাতে পরস্পর অন্যোন্যাধ্যাস উভয়ের সমান। তথা, আত্মা অনাত্মাতে অধ্যাস ইহা সংসৃষ্ট রূপ, স্বরূপত নহে।

অতএব, জড় চৈতন্যের তাদাত্ম্যাধ্যাস তদ্ভেদ জ্ঞান জন্য একতা স্বীকৃত হইতে পারে না। দেহাদি সকল বস্তুতে "আমার" এই বিজ্ঞানে ভেদ সহিষ্ণু অভেদ তাদাত্ম্য হয়। ভেদ গ্রহণে অধ্যাস হয় না, যেহেতু তাদৃক্ ভেদ গ্রহই তন্নি-বর্ত্তিতা, তাহাতে বিনাশ সম্ভব। মানবগণ "দেহ আমার" ব্যবহার করাতে দেহ হইতে আত্মা ভিন্ন, ইহা বিনা শ্রুতি গ্রহণ করিতে পারে না। অনুভূতি সত্ত্বে ব্যবহারত ঐক্যা-ধ্যাস, এই তাদাত্ম্য অধ্যাস ব্যপদেশ(১) করিতে পারে। আমি এই অভেদ, আমার দেহ তাহাতে ভেদ, ইহাই তাদাত্ম্য, ঐক্য নহে, যেহেতু উভয়ের ভেদ বিদ্যমান আছে। বস্তুত জীব ব্রহ্ম ঐক্য, অবিদ্যা কল্পিত ভেদ অপেক্ষা করত তত্তাদাত্ম্য কহিয়া থাকে। দেহ ও আত্মার ভিন্নরূপ বশত ঐক্য হয় না, তদুভয়ের সত্য মিথ্যা কৃত ভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে।

অবিদ্যার নাম অজ্ঞান। অনির্ব্বাচ্য ভাবরূপ সমগ্র অধ্যাসের কারণ, তৎ সত্ত্বে অধ্যাস হয়, অতএব অধ্যাস সত্য নহে। সে অজ্ঞানে কাহারও বিরোধ নাই, যেহেতু "আমি অজ্ঞ" এ প্রথা প্রথিত(২) আছে। আমি আপনাকে ও অন্যকে জানি না, ইহা প্রত্যক্ষ প্রকাশ। আত্মাশ্রয় যে অজ্ঞান, তাহাই উপাদান(৩) ভূত সকল বস্তুতেই ব্যাপিত,

---

১ শব্দ প্রয়োগ। ২ বিখ্যাত, প্রচারিত। ৩ কার্য্যযুক্ত কারণ।

ইহা সকলের অনুভূত বটে। "অহং" সুখীবৎ যে, যেমত বস্তু প্রতীত ভাবরূপ, সাক্ষীর প্রত্যক্ষ গম্য, এ উক্তিতে অজ্ঞান বিষয়ত্বে কোন হানি হয় না, সে ভ্রান্তি, সর্ব্বযুক্তি, বিরোধিনী, নিরালম্বা, তমো দিবাকর তুল্য বিচার সহ্যা নহে। বিচার অসহিষ্ণুতা(১) তাহার ভূষণ, অবিদ্যার অবিদ্যাত্বই লক্ষণ। বিচার সহ্যা হইলে বস্তু হয়। কোন অধ্যাস অবিদ্যা অতিরিক্ত হয় না। প্রমাণ বস্তু অনাদর করিয়া পরমাত্মা তুল্য অবস্থিত হয়, ইহা অবিদ্যার চাতুর্য্য পণ্ডিত গণ কহেন।

যদি বল, অজ্ঞানের জ্ঞান নাশ্যত্ব অতি অসংমত। "অহ মজ্ঞ" এই জ্ঞানে প্রত্যক্ষ বাক্যের ব্যাঘাত হয়, কারণ, বিষয় ও আশ্রয়, বিজ্ঞান গর্ভিত (২)। তবে শ্রবণ কর;—আশ্রয়, বিষয়, অজ্ঞান এ তিন এক চিদ্ঘন সাক্ষী ভাস্য। সাক্ষী সাধক বটেন, নিবর্ত্তক নহেন, বৃত্তি জ্ঞান তাহার নিবর্ত্তক, ইহা অস্মদাদির সম্মত। অধুনা তাহার অসদ্ভাব (৩), এ হেতু আমারদের বাক্যের ব্যাঘাত নাই। অনাদি, অনির্ব্বাচ্য ভাবরূপ, চিদাশ্রয়, চিদ্বিষয়ক(৪) অজ্ঞান জগতের কারণ উপাদান রূপ সিদ্ধ। তদ্বিজ্ঞানীগণের ইহাতে বিরোধ নাই। অর্থাধ্যাসে কারণ অজ্ঞান আমারদের মত, "আমি" "আমার" ব্যবহারাদি তৎকৃত হয়।

প্রথম, আত্মাতে অজ্ঞান কল্পিত "অহং" অধ্যাস হইলে, পরে তাহার সহিত দেহেন্দ্রিয়াদির অধ্যাস হয়। এ আমার

১ অসহনশীলতা। ২ অন্তঃস্থিত। ৩ অবিদ্যমানতা।
৪ চৈতন্যকে বিষয় করে'লে।

ইহা ভাবরূপ, বাহ্য বিষয়ের অধ্যাস। যখন দেহেন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধ ভোক্তা অধ্যস্ত, তখন বাহ্য ভোগাদি অধ্যস্ত তাহার সংশয় নাই। স্বপ্নে বা ইন্দ্রজালে কল্পিত নরপতির রাজোপকরণ বস্তু যেমত অসত্য, তদ্রূপ জানিবা। অতএব "অহং" "ইদং" "মমেদং" এ তিন অধ্যাস অজ্ঞান কল্পিত হয়। "আমি বধির" "আমি অন্ধ" "আমি মূক" "আমি খঞ্জ" ইত্যাদি ধর্ম্মাধ্যাস ইহা নির্ব্বিবাদ। অর্থ অধ্যাস বিনা জ্ঞানাধ্যাস পৃথক্ রূপে অনুভবারূঢ় হওয়া দুঃসাধ্য, এ অধ্যাসে আক্ষেপ করিতে পার না।

ভাষ্যকার যতীশ্বর, এই সমস্ত বুদ্ধিতে অবধারিত করিয়া, যুস্মদিত্যাদি সন্দর্ভে(১) গম্ভীর বস্তু-গর্ভিত শব্দ দ্বারা শাস্ত্র সংসিদ্ধ অধ্যাস, প্রথমে দেখাইয়াছেন। শাস্ত্র বিচারক, গুরু শিষ্য বা বাদিদ্বয় পরস্পরের উক্তি রূপে কথিত হইয়াছে। গুরু, শিষ্য প্রতি অধ্যাস কহিলেন, এস্থলে যাহারা অধ্যাসে বিবাদী, তাহাদের উদ্দেশ করিয়া লক্ষণ সম্ভাবনা প্রমাণ, ভাষ্যকার পৃথক্ পৃথক্ কহিয়াছেন। শ্রুতিত যুক্তিত সর্ব্বানর্থকর অধ্যাস দর্শিত করিয়াছেন। বেদান্ত জনিত আত্ম জ্ঞানে অধ্যাস বাধন। ব্রহ্মাত্ম বিজ্ঞানে আনন্দাপ্তি লক্ষণ। অতএব দুঃখাভাব পুরঃসর প্রয়োজন সিদ্ধ। তত্ত্বজ্ঞানোৎপন্নে প্রাক্তন কর্ম্মের বিদ্যমানতা রূপ মিথ্যা দেহেন্দ্রিয়াদি ভাসমান থাকে, তাহা অবিদ্যা লেশ মাত্র প্রারব্ধ স্থিতি। ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্ম প্রতিবন্ধ ক্ষয় হইলে, তত্ত্বজ্ঞানে অবিদ্যার লেশ মাত্র থাকে না। অতএব সমস্ত অনর্থ সংসারের

১ সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যে।

নিবৃত্তি উদ্দেশে ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বিজ্ঞান অপরোক্ষ রূপ, মহর্ষি বেদব্যাস, সকল বেদান্তের মীমাংসা সূত্রিত করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম সূত্রের যৎকিঞ্চিৎ ভাষ্য-ভাব ভাষাতে, লিখিত হইল, সমস্ত অতি বাহুল্য, ভাষাতে সাধারণের অবধারণ দুরূহ জন্য সংক্ষেপে সম্পন্ন করা হইল। শারীরক ভাষ্যে অনেক প্রকার টীকা হইয়াছে, অতি গম্ভীর ভাষ্যের তাৎপর্য্য ভাষ্যকারেরই বিদিত, অধ্যয়ন করিয়া সকলের মর্ম্ম বোধ হয় না। ভাষাতে তৎসমুদয় লেখা মিথ্যা প্রয়াস মাত্র।

ইতি শ্রীশঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী গ্রন্থে শারীরক ভাষ্য প্রমেয় কথনে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥৪॥

পঞ্চম সর্গ।

বেদব্যাস সমাগম।

শঙ্করাচার্য্য যতীশ্বর, বারাণসী নগরীতে সুর-তরঙ্গিণী তীরে অবস্থিত হইয়া, প্রতিনিয়ত শিষ্যবৃন্দকে স্বকৃত শারীরক ভাষ্য অধ্যাপনে নিরত ছিলেন। এক দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে পাঠ সমাপনান্তর সুস্থিত হইলে, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তৎ-স্থানে সমাগত হইয়া কহিলেন, তুমি কে? কোন্ শাস্ত্র অধ্যাপন করিতেছ? দ্বিজবরের বাক্য শ্রবণ করিয়া শিষ্যগণ প্রত্যুক্তি করিলেন, ব্রহ্মন্! এই ভগবান্ আমারদের গুরু অদ্বৈতবাদী, স্বয়ং শারীরক সূত্রে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে বেদান্ত সম্মত অদ্বৈত মত সম্যগ্রূপে নির্ণীত হইয়াছে। আমরা গুরুর নিকট তাহাই অধ্যয়ন করিতেছি। ব্রাহ্মণ এতৎ প্রত্যুক্তি শ্রবণে ভাষ্যকারকে কহিলেন, অহো! এই শিষ্যগণ তোমাকে ভাষ্যকর্ত্তা কি কহিতেছেন? ভাষ্য কর্ত্তৃত্ব থাকুক্, বেদব্যাসের অন্তবর্ত্তী তাৎপর্য্য যথার্থ রূপ বর্ণিত একটী সূত্র আমার নিকট বল। দ্বিজবরের বাক্য শ্রুতি-গোচর হইলে ভাষ্যকার কহিলেন, আচার্য্যগণকে নমঃ, ও ব্রহ্মবিৎবৃন্দকে নমস্কার, ব্রহ্মন্! সূত্র আমার উপস্থিত হয় না, আপনকার যাহা ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করুন, যথাশক্তি তাহা বর্ণন করিব। শঙ্করাচার্য্যের বাক্য শ্রবণ মাত্র দ্বিজবর, শারীরকের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম সূত্র "তদন্তর প্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষ্বক্তঃ" প্রশ্ন নিরূপণাভ্যাং, জিজ্ঞাসা করিলেন;

যাহাতে জীবের সূক্ষ্ম ভূত সহিত পরলোক গিত নিরূপিত হইয়াছে। যতীশ্বর উক্ত সূত্রে কৃতভাষ্য বিস্তার পূর্ব্বক সংশয় পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্ত কহিলে, দ্বিজবর তাহাতে সহস্র প্রকার লোক-বিস্ময়-জনক কল্পনা করিয়া পূর্ব্বপক্ষ করিতে লাগিলেন। ভাষ্যকার শত শত যুক্তি দ্বারা তাহা ক্রমে খণ্ডন করিলেন। এরূপ পরস্পারের বিবাদে ও প্রশ্নোত্তরে অষ্ট দিবস হইল। শঙ্করাচার্য্যের শ্রেষ্ঠ শিষ্য পদ্মপাদ যতি, গুরুর অগ্রে নিবেদন করিলেন, প্রভো! এই বিপ্রবর পরম গুরু ভগবান্ বেদব্যাস। অতএব, "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ, ব্যাসো নারায়ণোহরিঃ। তয়োর্ব্বিবাদ সংবৃত্তে, কিঙ্করা কিঙ্করো বাণীতি"।

অর্থ। শঙ্কর সাক্ষাৎ শঙ্কর, ব্যাস স্বয়ং নারায়ণ হরি, উভয়ের বিবাদ স্থলে কিঙ্করেরা কি করিবে?

পদ্মপাদের এই উক্তিতে ভাষ্যকার, গুরু ব্যাসদেবকে দর্শন করিয়া প্রণাম পুরঃসর বিনীত ভাবে স্তুতি বাক্য কহিলেন, যদি আপনি সূত্র-সন্দর্ভে প্রতিপাদ্য অদ্বয় ও অদ্বৈত মত প্রতিপাদন করিয়াছেন, তবে কৃপা প্রকাশে অদ্য সেই বিষ্ণু-অংশাবতার পৈলাদি শিষ্যবৃন্দ সেবিত স্ব স্বরূপ দর্শন করাইয়া কৃতার্থ করুন। এই বাক্য কহিতে কহিতে দিব্যপিঙ্গ জটাকলাপ বিভ্রাজমান শ্যামল কলেবর, দিব্যারবিন্দ নয়ন যুগল, আজানুলম্বিত করযুগ্ম, প্রসন্ন সুস্মিতানন, কৃষ্ণাজিন পরিধান, শুক্ল যজ্ঞোপবীত বিলম্বমান, শিষ্যবৃন্দ সমাবৃত শ্রীমদ্ব্যাসদেবকে স্বরূপত অগ্রে সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন।

তখন, শঙ্কর অমিত(১) উল্লাসে হর্ষোৎফুল্ল মানসে সশিষ্য উত্থিত হইয়া দণ্ডাকারে প্রণাম করিয়া কহিলেন, গুরো! স্বাগত কুশল, অদ্য আমার ভাগ্য-সঞ্চিত পুণ্যচয়ের সহিত ফলিত হইল, যে শ্রীগুরুর শুভাগমন হইয়াছে। আমরা সাক্ষাৎ পরম গুরুকে নয়ন-গোচর করিয়া জীবন ও মনের সাফল্য সঞ্চয় করিলাম, এবং কৃতার্থ হইলাম।

শঙ্করোক্তি ব্যাস স্তুতি।

আপনি স্বীয় অলং(২) বুদ্ধিতে অষ্টাদশ পুরাণ ইতিহাস সকল প্রণয়ন করিয়াছেন, আর চতুর্ব্বেদ বিভাগ, এবং ভারত সাগর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অন্য কাহার সাধ্য এরূপ অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করে? আপনি কেবল লোকের হিত সাধন জন্য ধর্ম্মজ্ঞান বর্ত্ম প্রকাশ করিতে ভূতলে উদিত হইয়াছেন। বেদান্ত সকল যে সচ্চিদানন্দ পরাৎপরকে প্রতিপাদন করিতেছেন, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ, এই শ্রুতিঃ।

সৃষ্টি কালে ব্রহ্মাদি দেব যাঁহা হইতে উদ্ভব হয়েন, তিনি আপনি ভগবান্ ব্যাসদেব, ইহাতে সংশয় নাই। সৃষ্টির পূর্ব্বে যে এক অদ্বিতীয় সৎ শ্রুতিতে শ্রুত হইতেছে, তিনি আপনি কৃপাসিন্ধু বাদরায়ণ নামে প্রকাশ হইয়াছেন। যে অলুপ্তদৃক্(৩) পরানন্দ, মায়া-শক্তিকে বশ করিয়া স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ প্রভু হইয়াছেন, সেই তুমি আমারদের পরম গুরু। যে যোগ-নিদ্রেশ্বর প্রথমে সলিল সৃজন করিয়া তাহাতে তল্প(৪) কল্পনা করত সুখে শয়ান হইয়াছেন, সেই তুমি স্বয়ং ঈশ্বর ভগবান্

---

১ অতিরিক্ত। ২ অত্যর্থ। ৩ লোপ হীন দ্রষ্টা অর্থাৎ চৈতন্য। ৪ শয্যা।

হরি। যে বিষ্ণু মরীচ্যাদি মুনিগণকে সৃষ্টি করিয়া, প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছেন, সেই বিশ্ব-পালক বিশ্বম্ভর তুমি। যে বিভু সনকাদি মুনিবৃন্দকে সৃজন করিয়া নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মে নিরত করিয়াছেন, সেই মোক্ষদাতা দয়াময় তুমি। তুমি বেদব্যাস নাম ধারণ করিয়া লোক-হিত মানসে এক বেদকে ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব রূপ চতুর্ধা করিয়াছ। বেদাধিকার শূন্য স্ত্রী, শূদ্র, বর্ণসঙ্করাদির নিমিত্ত করুণা-রসার্দ্র বুদ্ধিতে তুমি ইতিহাস পুরাণ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছ। হে গুরো! তুমি লোকের হিত কামনায় গূঢ় বেদার্থ সমালোচন করিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধন বেদ-মর্ম্ম ভারত রচনা করিয়াছ। যে সময় লোকে ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, তখন তুমি অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া বেদমার্গ বিস্তার করিয়া থাক।

ব্যাস শঙ্কর-সংবাদ।

শ্রীমদ্বেদব্যাস ভাষ্যকার কর্ত্তৃক এবম্প্রকার সংস্তুত হইয়া আসনে উপবেশন করিলেন, এবং হর্ষযুক্ত হইয়া অতি সাদরে মধুর বাক্যে যতিবর শঙ্করকে কহিলেন, শঙ্কর! তুমি ধন্য, তুমি কৃতার্থ, শুক সমান আমার প্রিয়, অদ্বৈতাব্দ(১) প্রকাশ করিবার জন্য লোকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। শম্ভু সভাতে তোমার ভাষ্যের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া, সে ভাষ্য শুনিবার মানসে তোমার নিকট আসিয়াছি, তোমার মুখে তাহা শ্রবণ করিয়া সীমামিত(২) হর্ষ প্রাপ্ত হইলাম। শঙ্কর এরূপ বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণে বিনীত ভাবে কহিলেন, প্রভো!

১ অদ্বৈত শাস্ত্র। ২ অসীম।

কোথা আপনকার সূত্র মার্ত্তণ্ড(১) ও কোথা ক্ষুদ্র দীপ আমার ভাষ্য! তথাপি আপনি করুণাবশে এ প্রকার কহিতেছেন। শিষ্যগণের গুরু শুশ্রূষা কর্ত্তব্য বিধায়ে ইহা করিয়াছি, এই ভাষ্যেতে স্বয়ং বুদ্ধি দ্বারা যে কোন সাহস করিয়াছি, তাহা আপনি বিচার করিয়া সংশোধন ও সমীকরণ করুন। ব্যাসদেব শঙ্করের বাক্য শ্রুতি-গোচর মাত্র তাঁহার হস্ত হইতে ভাষ্য গ্রহণ করত পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। ভাষ্য অতি প্রসন্ন ও গম্ভীর, শ্রুতি সিদ্ধান্ত যুক্তিতে সূত্রানুকারী বাক্যেতে যুক্ত নিরীক্ষণ করিয়া, অমিত সন্তোষবশে প্রফুল্ল চিত্ত হইয়া শঙ্করকে কহিলেন, এই মহত্তর ভাষ্যে কোন স্থানে তোমার সাহস প্রসঙ্গ নাই। শঙ্কর! মীমাংসা, ন্যায়, বেদ, ব্যাকরণ, সাংখ্য এবং যোগে স্বর্গ ভূমণ্ডলে তোমার সদৃশ কেহ নাই। তুমি প্রাকৃত নহ, গোবিন্দ স্বামির শিষ্য, স্বয়ং শিব। তোমার বদন হইতে দুরুক্তি কিরূপে নিস্থত হইবে? তোমার কৌশলের তুলনা পৃথিবী মধ্যে কাহারও সহিত হয় না। আমার কৃত বহু অর্থ ও তাৎপর্য্য-গর্ভিত সূত্র সকল তুমি বিনা কোন্ ব্যক্তি শ্রুতি যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে শক্ত হইবে? তুমি ভিন্ন দেবাসুর, নর, ঋষি মধ্যে আমার মনোবর্ত্তী ভাব ও মর্ম্ম অবগত হইয়া, কোন্ জন ভাষ্য করিতে যোগ্য ও সমর্থ হইবে? পূর্ব্বে অনেকে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পরে তোমার ভাষ্য হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বের সে সকল তোমার ব্যখ্যার তুল্য নহে। অধিকন্তু, তুমি বেদান্ত-বাক্য সকল

১ সূর্য্য।

ব্যাখ্যা করিয়াছ। অধুনা তুমি ভেদ-বুদ্ধি-মূঢ়গণকে জয় করিয়া স্বীয় মত প্রচার কর। তোমার মত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রাদির সম্মত। এই ক্ষণে আমিও কৃতকৃত্য হইলাম, যথা ইচ্ছা গমন করি।

শঙ্করের আয়ু বৃদ্ধি।

ভাষ্যকার, গুরু ব্যাসদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে গুরো! আপনি মৎকৃত ভাষ্য পাঠ ও অবলোকন করিলেন, যথা তথ্য সমস্ত বেদমার্গ নির্ণীত হইয়াছে। অধুনা আর আমার জগতী-তলে অবশিষ্ট কর্ত্তব্য নাই। আপনি মুহূর্ত্ত মাত্র প্রতীক্ষা করুন, আমি আয়ু শেষান্তে মণিকর্ণিকাতে তবান্তিকে এ কলেবর পরিত্যাগ করি। ব্যাসদেব, শঙ্করের উক্তি শ্রবণে ক্ষণমাত্র ধ্যান-নিরত হইয়া কহিলেন, শঙ্কর! ইহা কর্ত্তব্য নহে, তোমার অবশিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। যাহারা বেদ মত অন্যথা করিয়াছে, এমত বাদী অনেক আছে, সে সকলের মত নিরাস করিবার জন্য তোমাকে পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতে হইবে, নচেৎ ইহলোকে মুমুক্ষা(১) যথার্থত দুর্লভ হইবে। তুমি পৃথিবী পরিত্যাগ করিলে বেদান্ত সকল নিরাশ্রয় হইবে। তোমার আয়ুঃ দৈবকৃত অষ্ট বর্ষ, স্ব বুদ্ধি যোগে আর অষ্ট বর্ষ, এই ষোড়শ বর্ষ হইয়াছে, অধুনা ঈশ্বরের বরে আর ষোড়শ বর্ষ হইবে। ভাষ্যকার কহিলেন, আপনকার সূত্র সম্বন্ধে আমার ভাষ্য সর্ব্বতোভাবে

১ মুক্তির ইচ্ছা।

প্রচার হউক। ইহা কহিয়া ব্যাসদেবের চরণ বন্দনা করিলেন। ব্যাসদেব তথাস্তু বলিয়া অভিনন্দন করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

শঙ্করের প্রয়াগ যাত্রা এবং ভট্টপাদ সমাগম ও সংবাদ।

শ্রীমদ্বেদব্যাস তিরোহিত হইলে, শঙ্কর তাঁহার নিয়োগ-মতে দিগ্বিজয় করিবার মানসে চিন্তাবস্থিত হইয়া স্থির করিলেন, বিদুষবর কুমারল ভট্টপাদের সহিত আমার সমূহ সম্বন্ধ আছে, তদ্দারা ভাষ্যেতে অনুত্তম বার্ত্তিক করাইব। এই বিবেচনা করত সশিষ্য কাশী হইতে যাত্রা করিয়া বিন্ধ্যাচল-বর্ত্মে তীর্থরাজ প্রয়াগে প্রস্থান করিলেন। প্রয়াগ তীর্থে ত্রিবেণী তীরে সমুপস্থিত হইয়া বিধান মত স্তুতি, নতি, করণান্তর পরমানন্দে সশিষ্য বেণী-সঙ্গমে অবগাহন করিয়া ও কৃতাহ্নিক হইয়া বেণী তীরে স্বাশ্রমে বিশ্রাম করিলেন। সেখানে লোক প্রমুখাৎ বৌদ্ধ সন্তান নাশক, কৃতিশ্রেষ্ঠ ভট্টপাদের নানাবিধ কথা শ্রবণ করিলেন। যাঁহার প্রসাদা-শ্রয়ে দেবগণ যজ্ঞ ভাগ প্রাপ্ত হইতেছেন, সেই শ্রৌত-কর্ম্ম ও বেদ-মার্গ প্রবর্ত্তক বেদাম্বুজ-ভাস্কর সম্প্রতি তুষানলে প্রবেশ করিতেছেন। ভাষ্যকার এ প্রকার জনরব শ্রুতি মাত্র অবিলম্বে সেই স্থানে গমন করিলেন ও সাক্ষাৎ ভট্টপাদকে দেখিলেন। প্রভাকরাদি শিষ্যবৃন্দে বেষ্টিত, তুষাগ্নিতে সংস্থিত তেজোনিধিকে প্রসন্ন-মুখ-পঙ্কজ দৃষ্টি করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অহো ধৈর্য্য! অহো তেজঃ! চিন্তা করত স্থিত হইলেন। ভট্টপাদ, দূর হইতে শঙ্করাচার্য্যকে দর্শন করিয়া

প্রণাম পুরঃসর পাদ্যার্ঘাদি দ্বারা সাদরে পূজা করিলেন। আচার্য্য-স্বামী প্রমোদিত মনে স্বকৃত ভাষ্য তাঁহাকে দেখাইলেন। ভট্টপাদ অতীব হর্ষে তাহা গ্রহণ করিয়া পর্য্যালোচন সহ অবলোকন করত পুলোকোৎফুল্ল চিত্তে কহিলেন, অষ্ট সহস্র শ্লোক বার্ত্তিকাখ্য মৎ কর্ত্তৃক অধ্যাস সন্দর্ভে প্রকাশ হইয়াছে, অধুনা কি করি, মৃত্যু পরিগৃহীত হইয়াছি, কাল দুরতিক্রম। স্বামিন্! এই অসার সংসারে মহৎ সঞ্চিত পুণ্য ফল আপনকার দর্শন, তাহা অদ্য লাভ হইল। আমি বেদমার্গ প্রবর্ত্তিত করিয়াছি, এবং সজ্জনগণ মধ্যে সম্মান প্রাপ্ত হইয়া ইপ্সিত(১) ভোগ্য সকল ভোগ করিয়াছি। এক্ষণে জন্তুগণের অপরিহার্য্য, সর্ব্ব-সংহারক, দুর্দ্দান্ত কাল-কবলে পতিত হইয়াছি, তাহার পরিহরণ শক্য নহে।

ভট্টপাদের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কথন।

স্বামিন্! আমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত নিবেদন করি, শ্রবণ করুন। ইতিপূর্ব্বে সন্মার্গ-দূষক বৌদ্ধগণ প্রবল হইয়াছিল। তৎকর্ত্তৃক পৃথিবী আক্রান্তা হইয়া বৈদিক ধর্ম্ম বিরল হইলে, মানব গণের ঈশ্বর, বেদ এবং ধর্ম্মে নাস্তিক্য প্রবর্ত্তিত হইল। তখন আমি রাজ-গৃহে প্রবেশ করিলাম। সৌগতগণ রাজাকে বশীভূত করিয়া, বেদ প্রমাণ মিথ্যা বিশ্বাস করাইয়া তদ্বিষয়ক বাক্যালাপে নিরত ছিল। আমি বৌদ্ধগণকে জয় করিতে উদ্যত হইলাম, কিন্তু আমি সে বেদ-দূষক নিষিধ্য মত অবগত ছিলাম না, সুতরাং তন্মত জানিবার জন্য

---

১ বাঞ্ছিত।

তাহারদের শরণ গ্রহণ করিলাম। যত্ন সহকারে তাহারদের গ্রন্থ অবলোকন ও পাঠ করিয়া সম্মত-দূষণ বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত সমস্ত জ্ঞাতা হইলাম। এক সময়, আমি সেই মতে শ্রুতিতে দোষারোপ করিলাম, তখন ঐ দুষ্কর্ম্মে আমার নয়নাশ্রু নিপতিত হইল। ইহাতে বৌদ্ধগণ আমাকে লক্ষ্য করিয়া শাত্রবতাচরণে(১) প্রবর্ত্ত হইল, এবং আমার বধন জন্য সমুদ্যত হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিল, যে, এ পাঠী(২) বলবান বিপক্ষ, নিশ্চয় আমারদের মত দোষ-দূষিত করিবে, অতএব যে প্রকারে সম্ভব ইহাকে বিনষ্ট করা অতীব কর্ত্তব্য। এক সময়, তাহারা আমাকে প্রমত্ত জানিয়া সৌধাগ্র(৩) হইতে নিপাতন করাইল, পতন সময় কহিলাম, "যদি বেদ প্রমাণ হয় তবে জীবিত থাকিব", "যদি" এই সংশয় বাক্যে এবং গুরু-দ্রোহিতা জন্য উচ্চদেশ হইতে পতনে আমার একটি চক্ষু বিনষ্ট হইল। একাক্ষর-দাতা গুরু হন, বহু পাঠকের ত কথাই নাই। আমি তাঁহারদের নিকট অধ্যয়ন করিয়া পুনঃ তাঁহারদের মত দূষিত করিলাম এবং তাঁহারদের কুল সমূল নাশে মহা অপরাধী হইলাম। এ সকল পাপের ফল নয়নে উদিত হইল। আর জৈমিনীয় মতে প্রবিষ্ট হইয়া ঐশ্বর মত দূষিত করিয়াছিলাম। গুরু-দ্রোহিতা ও ঈশ্বর অমানতা এই দোষ দ্বয়ের নিষ্কৃতি বিধি পূর্ব্বক করিতে উদ্যত হইয়াছি। অনলে প্রবেশ করিয়া স্বামীর চরণ দর্শন করিলাম। আমার অভিলাষ ছিল, যে, স্বামীর কৃত এই ভাষ্যে সম্পূর্ণ

১ শত্রুতাচরণে। ২ পঠনশীল। ৩ অট্টালিকার উপর।

বার্ত্তিক(১) করিয়া যশস্বী হইব, কিন্তু সে আশা আমার ফলবতী হইল না। আমি ইহা জানি, আপনি মহেশ্বর শিব, অদ্বৈত সম্প্রদায় করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অধুনা নয়ন পথে প্রাপ্ত হইলাম। হে মহাযশে! অধিগমন করি তাদৃশ ভাগ্য হইল না। এই অদ্বৈত নিষ্ঠ ভাষ্যে বার্ত্তিক দ্বার স্বরূপ, তাহা করিবার আর সময় নাই।

ভট্টপাদের প্রতি শঙ্করের প্রবোধ বাক্য ও মণ্ডন-মিশ্রের প্রসঙ্গ।

শঙ্কর, ভট্টপাদের উক্তি শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ষড়ানন! তুমি সৌগতগণকে নির্ম্মূল করিতে অবনীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তোমার তৎকর্ম্ম সাধনে পাতক সম্বন্ধ কোথায়? আমি তোমার জীবন দান করি, তুমি আমার ভাষ্যে বার্ত্তিক কর। ভট্টপাদ, শঙ্করের কৃপা-বর্ষিণী-বাণী শ্রবণ করিয়া কহিলেন, স্বামিন্! আপনি যাহা কহিলেন তাহা করিতে সমর্থ বটেন, ইহা আপনকার যোগ্যোক্তি তাহাতে সংশয় নাই। আপনি ঈশ্বর, আপনকার মাহাত্ম্য নিরঙ্কুশ। আমি জানি আপনি জগৎ সংহার করিয়া পুনর্ব্বার তাদৃশ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, আমার জীবন দান কি বিচিত্র! তথাপি ব্রত ভঙ্গে আমার উৎসাহ নাই, এ সময় ব্রহ্মাদ্বৈত উপদেশ করুন, যাহাতে সংসার হইতে মোক্ষ হয়। আর এক নিবেদন, যদি এই অদ্বৈত মার্গ প্রকাশ করিতে মানস করিয়াছেন, তবে অগ্রে মণ্ডনাখ্য কবিকে জয় করা কর্ত্তব্য। তাঁহাকে জয় করিলে

১ উক্ত, অনুক্ত, দুরুক্তার্থের প্রকাশক গ্রন্থ

জগৎ-জিত হইবে। বেদ বেদাঙ্গের বক্তা তাদৃশ কেহ নাই। মণ্ডন, কর্ম্মিগণের মুখ্য আচার্য্য, গার্হস্থ্যের প্রবর্ত্তক, নিবৃত্তিতে অকৃত-আদর। তাঁহাকে স্ব বশে আনয়ন করুন। আর সরস্বতী কোন কারণ বশতঃ অভিশপ্তা হইয়া ভার্য্যাভাবে মণ্ডন গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে মণ্ডন হইতে অধিকতর কৃতী(১) ও সর্ব্বকলা(২) কুশলী(৩)। সেই মণ্ডনের প্রিয়সীকে সাক্ষিণী করিয়া তাঁহাকে পরাজিত এবং বশীভূত করুন। আমি যাবৎ প্রাণ পরিত্যাগ করি, তাবৎ এক মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা করুন।

ভাষ্যকার, ভট্টপাদের সদুক্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মাদ্বৈত উপদেশ করিলেন। ভট্টপাদ তদ্গত বুদ্ধিতে তাহা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণে স্বাত্মা সাক্ষাৎ করিলেন এবং কলেবর ত্যাগ করিয়া মোক্ষভাক্ হইলেন। শঙ্কর-যতি, ভট্টপাদের বাচনিক মণ্ডনের বিবরণ ও নাম শ্রুত হইয়া, সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন মণ্ডনের দর্শনেচ্ছু হইলেন।

ইতি শ্রীশঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী গ্রন্থে ব্যাসদেব ও ভট্টপাদ সমাগম নাম পঞ্চম সর্গঃ ॥৫॥

১ নিপুণা। ২ চৌষট্টি বিদ্যা। ৩ নিপুণা।

ষষ্ঠ সর্গ।

শঙ্করের মণ্ডন-মিশ্রালয়ে গমন।

ভগবান্ শঙ্কর যতীশ্বর, মণ্ডন-মিশ্রের সাক্ষাৎ অভিলাষে চিত্তাকর্ষিত হইয়া প্রয়াগ হইতে প্রস্থান করিলেন। রেবা স্রোতস্বতী তীর-বর্ত্তিনী মাহিষ্মতী নাম্নী নগরী প্রাপ্ত হইলেন এবং পুর-মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পুষ্করিণী সলিলে অবগাহন করিয়া ও কৃতাহ্নিক হইয়া মণ্ডনালয়ে প্রবেশ করিলেন। পথি-মধ্যে আনন্দ-নির্ভরা, পরস্পর হাস্য পরিহাস বিলাস তৎপরা, প্রমোদিত-মনা দাসীগণকে সলিলানয়নার্থ গমনশীলা দেখিয়া, যতিবর, তাহারদিগকে মণ্ডনের নিকেতন-নিদর্শন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা প্রত্যুক্তি করিল ;—

"স্বতঃ প্রমাণং পরতঃ প্রমাণং, কীরাঙ্গনা যত্র গিরাং গিরন্তি।
দ্বারস্থ নীড়ান্তর সন্নিরুদ্ধা, জানীহি তন্মণ্ডন পণ্ডিতৌকঃ" ॥

অর্থ। যে দ্বারে নীড় মধ্যে রুদ্ধা শূক পক্ষিণী সকল "স্বতঃ প্রমাণ ও পরতঃ প্রমাণ" বাক্য কহিতেছে, সেই মণ্ডন্ পণ্ডিতের আলয়।

তাৎপর্য্য। যেস্থানে সর্ব্বদা যে সকল বার্ত্তালাপ হয়, অত্রস্থ পক্ষীগণ তাহাই অভ্যাস করত তৎকথনে নিরত থাকে। মণ্ডনালয়ে সর্ব্বদা শাস্ত্র বিচার হইয়া থাকে। বাদী প্রতিবাদী মধ্যে কেহ কহে বেদ স্বতঃ প্রমাণ, অন্য পরতঃ প্রমাণ বলে। এক পক্ষের উক্তি ফলপ্রদ কর্ম্ম, পক্ষান্তরে ফলপ্রদ অজ (ঈশ্বর)। একের উক্তি জগৎধ্রুব, (সত্য), অন্য জগৎ অধ্রুব (অসত্য) কহে। পক্ষী সকল তাহা অভ্যাস

করিয়া উক্তি করিতেছে। দাসীগণ পরিহাস সহ কহিতেছে :

দ্বিতীয় দাসীর উক্তি ;—

"ফলপ্রদং কর্ম্ম ফল প্রদোঽজঃ, কীরাঙ্গনা যত্র গিরং গিরন্তি।
দ্বারস্থ নীড়ান্তর সন্নিরুদ্ধা, জানীহি তন্মণ্ডন পণ্ডিতৌকঃ" ॥

অর্থ। যে দ্বারস্থ নীড় মধ্যে রুদ্ধা শূক-পক্ষিণী সকল "ফলপ্রদ কর্ম্ম" "ফলপ্রদ অজ" (ঈশ্বর) বাক্য কহিতেছে, সেই জান মণ্ডন পণ্ডিতের আলয়।

তৃতীয় দাসীর উক্তি ;—

"জগদ্ধ্রুবং স্যাজ্জগদধ্রুবংস্যাত, কীরাঙ্গনা যত্র গিরং গিরন্তি।
দ্বারস্থ নীড়ান্তর সন্নিরুদ্ধা জানীহি তন্মণ্ডন পণ্ডিতৌকঃ" ॥

অর্থ। যে স্থানে দ্বারস্থ নীড় মধ্যে রুদ্ধা শূক-পক্ষিণী সকল "জগৎ ধ্রুব" "জগদধ্রুব" বাক্য কহিতেছে, সেই মণ্ডন পণ্ডিতের আলয় জানিবে।

যতিবর, দাসীগণের বাক্য প্রমাণে গমন করত সেই ভবনের সান্নিধ্য সমুপস্থিত হইলেন, এবং নিরুদ্ধ-দ্বার গৃহ দুষ্প্রবেশ দেখিয়া যোগ-শক্তিতে আকাশ মার্গে গমন পূর্ব্বক সৌধাগ্রে উপস্থিত হইয়া বিষয়ালঙ্কৃত মণ্ডন-মিশ্রকে নিকটে দেখিলেন। তিনি তৎ কালোপস্থিত ব্যাসদেব ও জৈমিনিকে হর্ষোৎফুল্লচিত্তে অর্চ্চনা করিতেছেন। যতিবর সেই স্থানে আগত হইয়া যথাযোগ্য বেদব্যাস ও জৈমিনিকে নমস্কার করিলেন। মুনিদ্বয়ও অভিনন্দন করিলেন।

মণ্ডন ও শঙ্করের কৌতুহল বাক্য।

তখন প্রবৃত্তি-শাস্ত্র-নিরত মণ্ডন, আকাশ হইতে উত্তীর্ণ

সন্ন্যাসীকে সমীপবর্ত্তী অবলোকন করিয়া রোষাবিষ্ট হইলেন। মণ্ডন ও শঙ্করের বাক্‌কৌশলে প্রশ্নোত্তর হইতে লাগিল।

মণ্ডন শঙ্কর মং
"কুতোমুণ্ডা, গলান্মুণ্ডী, পন্থাতে পৃচ্ছতে ময়া।
শাং মং শাং
কিমাহ পন্থা, ত্বন্মাতা মুণ্ডেত্যাহ, তথৈবহিঃ" ॥

শঙ্করোক্তি ;—

"ত্বংপন্থান মপৃচ্ছ, ত্বাংপন্থা প্রত্যাহ মণ্ডন।
ত্বন্মাতেত্যত্র শব্দোঽয়ং, নমাং ব্রূয়াদপৃচ্ছকং" ॥

অর্থ। "কুতঃ" শব্দের অর্থ কোথা হইতে। মণ্ডন কহিলেন, "মুণ্ডি কুতঃ" হে মুণ্ডি! কোথা হইতে আগত? শঙ্করোক্তি ;—গলদেশ হইতে মুণ্ডী। মণ্ডন কহিলেন, আমা কর্ত্তৃক তোমার পথ জিজ্ঞাস্য। শঙ্করোক্তি ;—পথ তোমাকে কি কহিল? মণ্ডন বলিলেন, তোমার মাতা মুণ্ডা ইহা কহিল। শঙ্করোক্তি ;—তাহাই বটে, হে মণ্ডন! তুমি পথকে জিজ্ঞাসা করিলে পথ তোমাকে কহিল, "তোমার মাতা মুণ্ডা" এই শব্দ আমাকে কহে নাই, যেহেতু আমি জিজ্ঞাসক নহি। অর্থাৎ তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, তোমাকে কহিয়াছে "তোমার মাতা মুণ্ডা"।

মং শাং
"অহো পীতা কিমুস্থুরা, নৈব শ্বেতা যতঃস্মর।
মং শাং
কিং ত্বং জানাসি তদ্বর্ণ, মহং বর্ণং ভবান্‌সং" ॥

অর্থ। পীতা শব্দে পানকর্ত্তা এবং পীত বর্ণা।

মণ্ডন উক্তি ;—"অহো! কিং সুরা পীতা" অর্থাৎ সুরা কিপান করা হইয়াছে? শঙ্করোক্তি ;—সুরাপীতা (পীতবর্ণা)

নহে শ্বেতা (শ্বেত বর্ণা) স্মরণ কর। মণ্ডন উক্তি ;—তুমি কি তাহার বর্ণ জান ? শঙ্করোক্তি ;—আমি বর্ণ জানি, তুমি রস জান।

মণ্ডনোক্তি ;—

"মত্তোজাত কলঞ্জাশী, বিপরীতানি ভাষসে"।

অর্থ। মত্তোজাত শব্দে মত্ত হইয়াছ, পক্ষান্তরে আমা হইতে জন্মিয়াছ।

মণ্ডন কহিলেন, তামাকু আশী অর্থাৎ গাঁজাখোর মত্ত হইয়াছ, তাহাতে বিপরীত সকল কহিতেছ।

শঙ্করোক্তি ;—

"সত্য ব্রবীষি পিতৃবৎ, ত্বত্তোজাতঃ কলঞ্জভুক্"।

অর্থ। শঙ্কর কহিলেন, সত্য পিতৃবৎ বাক্যটি কহিতেছ, তোমা হইতে গাঁজাখোর জন্মিয়াছে।

মণ্ডনোক্তি ;—

"কন্থাং বহসি দুর্বুদ্ধে, গর্দ্দভেনাপি দুর্ব্বহা।
শিখা যজ্ঞোপবীতাভ্যাং, কস্তে ভারো ভবিষ্যতি" ॥

অর্থ। মণ্ডন কহিলেন, গর্দ্দভ বহন করিতে পারেনা এমত কাঁথা বহন করিতেছ, শিখা যজ্ঞোপবীত তোমার কি ভার হইত ?

শঙ্করোক্তি ;—

"কন্থাং বহামি দুর্বুদ্ধে, তব পিত্রাপি দুর্ভরা।
শিখা যজ্ঞোপবীতাভ্যাং শ্রুতের্ভারো ভবিষ্যতি" ॥

অর্থ। শঙ্কর কহিলেন, আমি কাঁথা বহন করিতেছি

তাহা তোমার পিতা কর্ত্তৃক দুর্ভরা। শিখা যজ্ঞোপবীত দ্বারা শ্রুতির ভার হয়, অর্থাৎ শ্রুতির ভার বহন করিতে হয়।

মণ্ডনোক্তি ;—

"ত্যক্ত্বা পাণি গৃহীতাং স্বা, মশক্তা পরিরক্ষণে।
শিষ্য পুস্তক ভারেভ্যো, বিখ্যাতা ব্রহ্মনিষ্ঠতা" ॥

অর্থ। মণ্ডন কহিলেন, আপন পাণি-গৃহীতা ভার্য্যাকে রক্ষণে অশক্ত হইয়া পরিত্যাগ করিয়াছ। শিষ্য পুস্তকের ভারে ব্রহ্ম-নিষ্ঠতা বিখ্যাতা হইয়াছে।

শঙ্করোক্তি ;—

"গুরু শুশ্রূষণালস্যাৎ, সমাবর্ত্ত্য গুরোঃ কুলাৎ।
স্ত্রিয়াঃ শুশ্রূষামানশ্চ বিখ্যাতা কর্ম্ম নিষ্ঠতা" ॥

অর্থ। শঙ্কর কহিলেন, গুরু সেবাতে আলস্য প্রযুক্ত গুরুকুল হইতে সমাবর্ত্তন(১) করিয়া, স্ত্রী-সেবাযুক্ত কর্ম্ম-নিষ্ঠতা বিখ্যাতা করিয়াছ।

মণ্ডনোক্তি ;—

"স্থিতোসি যোষিতাং গর্ভে, তাভিরেব বিবর্দ্ধিতঃ।
অহো কৃতঘ্নতা মূর্খ, কথংতাএব নিন্দসি" ॥

অর্থ। মণ্ডন কহিলেন, স্ত্রীগণের গর্ভে স্থিত, এবং তাহারদের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছ। রে মূর্খ! আশ্চর্য্য কৃতঘ্নতা, যে তাহারদের নিন্দা করিতেছ।

শঙ্করোক্তি ;—

"যাষাং স্তনাং ত্বয়াপীতং, যাষাং জাতাসি যোনিতঃ।
তাসু মূর্খতম স্ত্রীষু, পশুবৎ রমসে কথং" ॥

---

১ ব্রহ্মচারীর গুরুকুল হইতে গৃহে প্রত্যাগমন।

অর্থ। শঙ্কর কহিলেন, যে স্ত্রীগণের স্তন্য তুমি পান করিয়াছ ও যাহারদের যোনিতে জন্মিয়াছ, হে মূর্খতম! সেই স্ত্রী সকলেতে কি প্রকারে পশু তুল্য রমণ করিতেছ ?

মণ্ডনোক্তি ;—

"বীর হত্যা মবাপ্তোসি, বহ্নিরুদ্বাস্য দূরতঃ"।

অর্থ। মণ্ডন কহিলেন, তুমি অগ্নি দূরে ত্যাগ করিয়া বীর-হত্যা প্রাপ্ত হইয়াছ।

শঙ্করোক্তি ;—

"আত্ম হত্যা মবাপুস্ত্ব, মবিদিত্বা পরংপদং"॥

অথ। শঙ্কর কহিলেন, তুমি পরংপদ না জানিয়া আত্ম-হত্যা প্রাপ্ত হইয়াছ।

মণ্ডনোক্তি ;—

"দৌবারিকং বঞ্চয়িত্বা, কথং স্তেন বদাগতঃ"॥

অর্থ। মণ্ডন কহিলেন, দৌবারিককে বঞ্চনা করিয়া চৌরতুল্য কি প্রকারে আগত হইলে ?

শঙ্করোক্তি ;—

"ভিক্ষুভ্যোঽন্নমদত্বাত্বং, স্তেনেব ভক্ষসে কথং"॥

অর্থ। শঙ্কর কহিলেন, তুমি ভিক্ষুগণকে অন্ন না দিয়া চৌর তুল্য কি প্রকারে ভোজন করিতেছ।

মণ্ডনোক্তি ;—

"কর্ম্মকালে ন সম্ভাষ্য, স্তু হং মূর্খেণ সাম্প্রতি"॥

অর্থ। মণ্ডন কহিলেন, অধুনা কর্ম্মের সময় মূর্খের সহিত সম্ভাষণ করিব না।

শঙ্করোক্তি ;—

"অহো প্রকটিতং জ্ঞানং, যতি ভঙ্গেন ভাষিণা" ॥

অর্থ। শঙ্কর কহিলেন, যতি-ভঙ্গ-ভাষী কর্ত্তৃক আশ্চর্য্য জ্ঞান প্রকটিত হইল।

মণ্ডনোক্তি :—

"যতি ভঙ্গে প্রবর্ত্তস্য যতি ভঙ্গে ন দোষ ভাক্" ।

অর্থ। মণ্ডন কহিলেন, যতি ভঙ্গে প্রবর্ত্ত ব্যক্তির যতি ভঙ্গে দোষ হয় না।

শঙ্করোক্তি ;—

"যতি ভঙ্গে প্রবর্ত্তস্য পঞ্চমত্বং সমস্যতাং" ।

অর্থ। শঙ্কর কহিলেন, যতি ভঙ্গে প্রবর্ত্তের পঞ্চমত্ব সমাস কর, অর্থাৎ যতি হইতে ভঙ্গে প্রবর্ত্ত ব্যক্তির যতি হইতে ভঙ্গে দোষ হয় না, ইহা বল।

মণ্ডনোক্তি ;—

"ক্ব ব্রহ্ম চ দুর্ব্বোধং, ক্ব সন্ন্যাসঃ ক্ববা কলিঃ।
স্বাদ্বন্ন ভক্ষ কামেন, বেশোহয়ং যোগিনাংধৃতঃ" ॥

অর্থ। মণ্ডন কহিলেন, দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্ম কোথা, আর কোথা সন্ন্যাস, কোথা কলি! স্বাদু অন্ন ভোজনাভিলাষে যোগীগণের এ বেশ ধারণ করিয়াছ।

শঙ্করোক্তি ;—

"ক্ব স্বর্গঃ ক্ব দুরাচারঃ, ক্বাগ্নিহোত্র ক্ববা কলিঃ।
মন্যে মৈথুন কামেন বেশোহয়ং কর্ম্মিণাংধৃতঃ" ॥

অর্থ। শঙ্কর কহিলেন, কোথা স্বর্গ, কোথা দুরাচার, কোথা অগ্নিহোত্র, কোথা কলি! বোধ করি মৈথুন বাঞ্ছাতে কর্ম্মিগণের এ বেশ ধারণ করিয়াছ।

শঙ্করের বাদ ভিক্ষা ও মণ্ডনের স্বীকার।

মণ্ডন ও শঙ্করের এরূপ দুর্বাক্য সন্দোহ(১) অতিশয় কৌতুহল জনক হইল। তখন মণ্ডন-মিশ্র, জৈমিনির কটাক্ষ ইঙ্গিতে সংস্থিত হইলে, বেদব্যাস কহিলেন, বৎস! যোগী গণের প্রতি দুর্ব্বাক্য উক্তি কর্ত্তব্য নহে, বিশেষ অভ্যাগত স্বয়ং বিষ্ণু, অতএব ইহঁাকে ঔচিত্য বিধানে নিমন্ত্রণ কর। মণ্ডন-মিশ্র ব্যাসানুশাসনে(২) জল স্পর্শ করিয়া যথাশাস্ত্র যতিবরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তখন শঙ্কর যতীশ্বর, মণ্ডনা-ভিধেয় বিশ্বরূপকে কহিলেন, আমি বিবাদ(৩) সদ্ভিক্ষা বাঞ্ছা করিয়া তোমার নিকট সমাগত হইয়াছি, সেই শিষ্য-ভাবত্ব ভিক্ষা দেহ। অন্য লৌলিক সম্মত নহে। আমার লিপ্সিত(৪) তুমি কর্ম্মঠ(৫) আমার প্রিয় বেদান্ত সিদ্ধান্ত বিনা অঙ্গ সকল তিরস্কার(৬) কর। আমি বাদী সমস্ত জয় করত অদ্য তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার ব্রহ্মাদ্বৈত মত আশ্রয় কর। ব্রহ্মন্! যদি সামর্থ্য হয় তবে যুক্তি সহ বিচার কর, নচেৎ আমার নিকট স্পষ্ট স্বীকার কর যে "আমি পরাজিত হইলাম"।

যতিবরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বিজবর মণ্ডন প্রত্যুক্তি করিলেন, যদি শেষ, কণাদ, গৌতমের সহিত বিবাদ হয়, তথাপি "আমি পরাজিত হইলাম" এমত উক্তি করিতে অনু-মোদন করি না, এবং বেদ-বর্ত্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য

---

১ সমূহ। ২ আদেশে। ৩ শাস্ত্র বিচার। ৪ বাঞ্ছিত। ৫ কর্ম্মী। ৬ অনাদর।

মার্গ আশ্রয় করি না। আমার নিত্য সিদ্ধ রীতি এই যে, লোকে যে কোন পণ্ডিত হউন, শ্রুতি নির্ণয়ে তাহার সহিত বাদ করি।

বাদ কথা কি! অধুনা আমারদের শ্রম সাফল্য এই যে, লোকে পণ্ডিতগণ বেদ-বাক্যার্থ নির্ণয় শ্রবণ করুন। আপনি যে কিছু উক্তি করিলেন, তাহা সাহস মাত্র, বিচারত নহে। "বাদ ভিক্ষা দেহ" যে কহিলে, এমত বাক্য কখন শ্রুতি-গোচর হয় নাই। আমি বাদে প্রবর্ত্ত হইলে আর পূর্ব্ববৎ উক্তি করিবে না। বিবাদ বিষয়ে একটি বিবেচনা করা প্রয়ো-জন। বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই স্ব স্ব পক্ষ রক্ষা করিয়া থাকে, এ নিয়ম চিরপ্রসিদ্ধ আছে। স্বামিন্! তুমি আপন পক্ষ অবশ্যই রক্ষা করিবে, আমিও নিশ্চয় স্বীয় পক্ষ রক্ষা করিব, অতএব বিবাদে মধ্যস্থের আবশ্যকতা মানিতে হয়। এস্থলে আমারদের বিবাদে মধ্যবর্ত্তী কে হইবে, যে বিবা-দান্তর সপণ জয়াজয় ব্যক্ত করে? আগামী কল্য মধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাপনান্তর এ বাদ হইবে। শঙ্কর ইহা শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন। মিশ্র কহিলেন, এ বিবাদে ব্যাসদেব ও জৈমিনি মুনিদ্বয় সাক্ষী হইবেন। মুনি-দ্বয় ইহা শ্রবণে অনুজ্ঞা করিলেন, মণ্ডন! তোমার ভার্য্যা সরস্বতী নির্ণয়ে সদস্য(১) যোগ্যা, তিনি মধ্যস্থা হইবেন। মণ্ডন-মিশ্র মুনি বাক্যে সর্ব্বতোভাবে কৃতচিকীর্ষু(২) হইলেন। অনন্তর মণ্ডন-মিশ্র, প্রমোদিত চিত্তে মুনিদ্বয়কে নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্যাদি সংযুক্ত ভোজনে পরিতৃপ্ত করিলেন।

---

১ বিধিদর্শী, ভ্রম শোধনকারী। ২ করণেচ্ছাবান।

ব্যাসদেব ও জৈমিনি ভোজনান্তে মুহূর্ত্তকাল কথোপকথন করিলেন। মণ্ডন অনুজ্ঞা লইয়া ভোজন করিয়া তৎস্থানে সমাগত হইলে, ব্যাসদেব জৈমিনির সহিত অন্তর্দ্ধান হইলেন। ভাষ্যকার রেবা-নদী-তটস্থ দেবালয়ে গমন করিলেন। বিশ্বরূপ হর্ষচিত্তে সে দিবস স্ব গৃহে অতিবাহিত করিলেন।

শঙ্কর এবং মণ্ডনের বাদে পণ ও প্রতিজ্ঞা মতের তাৎপর্য্য কথন।

নিয়মিত দিবসে মণ্ডন প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সশিষ্য পৌরজনে বেষ্টিত হইয়া উক্ত দেবালয়ে সমুপস্থিত হইলেন এবং পুলোক-প্রফুল্ল-মনে ভাষ্যকারকে প্রণাম করিলেন। শঙ্কর তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া সশিষ্য সভা মধ্যে পরমামোদ-যুক্ত বেদার্থ নির্ণয়ে অমিত(১) কৌতুহলকর হইলেন। তখন উভয়ের বেদার্থ-গর্ভিতা বার্ত্তা প্রবর্ত্তা হইল। সর্ব্বজ্ঞা সরস্বতী সাক্ষিণী সদস্য কার্য্যে সংস্থিতা হইলেন। বেদ-পরায়ণা মুদান্বিতা(২) উভয়ের বিবাদ-সংবৃত্ত(৩) বিবেচনা করিতে যতিবরের মহত্ত্ব চিন্তা করিয়া স্থিতা হইলেন। তখন শঙ্করাচার্য্য আনন্দিত মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন। শ্রুতি সকলের যুক্তি সমূহে মহাত্মা গণের স্বানুভূতি সিদ্ধ ব্রহ্মাদ্বৈত মত পরিস্কার করিতে বিশ্বরূপের প্রতি উক্তি করিলেন, মণ্ডন! আমি বেদার্থ কহিতেছি, তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। এক ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বাত্মাস্বরূপ নিরঞ্জন যে অদ্বয়, সকল বেদের প্রতিপাদ্য(৪), তিনি অজ্ঞানাবৃত হইয়া স্বয়ং বিশ্বরূপে ভাসমান(৫), যেমত রজত

১ অপরিমিত। ২ হর্ষযুক্তা। ৩ বিচার শেষ। ৪ জ্ঞাপনীয়। ৫ প্রকাশ।

রূপে শুক্তি ও ভুজঙ্গ রূপে রজ্জু ভাসিত হইয়া থাকে। যেমত সার্ব্বভৌম-মহীপাল(১) সপত্নক স্বীয় পর্য্যঙ্কে সুপ্ত, রঙ্ক(২) রূপ দীন দারিদ্র্য যুক্ত ভ্রমেতে ভাসমান হয়, সেই রূপ এস্থলে আত্মানন্দ ব্রহ্ম স্ব মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত অজ্ঞানাবৃত হইয়া জীব রূপে ভাসমান হয়েন। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মৈক্য জ্ঞানানন্তর কার্য্য সহিত অজ্ঞান অভাব হয়। এই প্রকার মিথ্যা জীব-জগৎ-ভ্রান্তি-বাধ স্বরূপাবস্থিতি মুক্তি, ইহাতে বেদান্ত সমস্ত প্রমাণ। যথা পরংব্রহ্ম সত্য এবং শ্রুতি সকল প্রমাণ, তথা এ বিবাদে আমার জয়, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। মণ্ডন! শ্রবণ কর, যদি পরাজয় হয়, তবে কষায় বসন পরিত্যাগ করিয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান করিব।

ভাষ্যকারের পণ সহ প্রতিজ্ঞা-বাণী শ্রবণ করিয়া মণ্ডন-মিশ্র কহিলেন, ব্রহ্মাদ্বয়ে বেদান্ত কোন প্রকারে প্রমাণ হয় না। সাধ্যাভাব (৩) প্রযুক্ত পরব্রহ্ম বিষয়(৪) কি প্রকারে হইতে পারে? যেহেতু অক্রিয় বাক্য সকলের আনর্থক্য প্রসিদ্ধ আছে। প্রমাণতঃ শব্দ-সকলের-কার্য্যান্বয়ত্বে-শক্তি-গত্ব(৫), কর্ম্ম হীন পরংব্রহ্ম কিরূপে শ্রুতিতে প্রতিপাদ্য হয়েন? আর কর্ম্মেতে মোক্ষ হয়, জ্ঞান ব্যর্থ, এই মতই সম্মত। বেদে উক্ত হইয়াছে, যে, যাবজ্জীবন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না, অপিচ, ফলপ্রদ কর্ম্ম, ঈশ্বর ফলদাতা কেহ নাই। ধর্ম্ম বিষয়ে সর্ব্বদা বেদের প্রামাণ্য, অন্যের নহে। স্বামিন্! এই বাদে ন্যায়-যুক্ত-বেদ-বাক্যে যদি আমার পরাজয় হয়, তবে

১ চক্রবর্ত্তী রাজা। ২ নিঃস্ব; দরিদ্র। ৩ জানিবার হেতুর অভাব, যথা, অগ্নির ধূম। ৪ গোচর। ৫ কার্য্যযুক্ত শব্দের শক্তি প্রকাশ হয়।

গৃহাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার শিষ্য হইয়া দণ্ড ধারণ করিব। ইহাতে জয়াজয় ফলপ্রদা আমার ভার্য্যা সাক্ষিণী রহিলেন।

শঙ্করাচার্য্য ও মণ্ডন-মিশ্র উভয়ে এই প্রকার কৃতপণ ও প্রতিশ্রুত হইয়া বেদ বাদে সমুদ্যত হইলেন।

শঙ্কর ও মণ্ডনের বিচার।

প্রতিদিন কৃত আহ্নিক হইয়া সমভাবে বাদ করিতে লাগিলেন। সরস্বতী বিজেতু-কাম(১) উভয়ের গলদেশে মাল্য অর্পণ করিয়া কহিলেন, এই উভয়ের ধৃত মালিকা জয়াজয়ের সাক্ষিণী রহিল।

সরস্বতী, তদবধি প্রতি দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে পাকাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, বাদ স্থানে সমাগতা হইয়া, যতিবরকে ও পতিকে আহ্বান করেন। যতীশ্বরকে কহেন, স্বামিন্! ভিক্ষার্থ আগমন করুন। পতিকে বলেন, আর্য্যপুত্র! ভোজন জন্য গাত্রোত্থান করুন। উভয়ের শ্রুতি-তাৎপর্য্য-নির্ণয় বাদ শ্রবণাভিলাষে ব্রহ্মাদি অমর বৃন্দ ছদ্ম বেশে সভাতে উপবিষ্ট ছিলেন। বেদবিৎ দুই জনের মীমাংসা বিষয়ে বেদ-মর্ম্ম-রসান্বিত বাদ, ছল ক্রোধ বর্জ্জিত, হর্ষোৎসাহ সহিত বাক্য, উভয়ের এ বাদে নয়(২) যুক্ত বেদ সিদ্ধান্ত হইবে, সভাস্থ জনগণ তাহা শ্রবণ আকাঙ্ক্ষায় সুস্থির নয়নে বক্তার বদনে দৃষ্টি অচল করিয়া রহিলেন। মহাত্মা দ্বয়ের বাদ নানা প্রকার শ্রৌত যুক্তিযুক্ত, শাস্ত্র মূলক, মহা বিস্ময়

১ জয়কামী। ২ নীতি; ন্যায্য।

জনক হইল। ষষ্ঠ দিবস বাদ সমভাবে হইলে, সপ্তম দিবস প্রত্যুষে মণ্ডন-মিশ্র ভাষ্যকারকে আহ্বান করিয়া সভা মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন।

শেষ বিচার ও মণ্ডন পরাজিত।

মণ্ডন-মিশ্র কহিলেন, যতিবর! এইক্ষণে আপন সিদ্ধান্ত ব্যক্ত কর। আপনারা যে জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য স্বীকার করেন, তাহার প্রমাণ দৃষ্টিগোচর হয় না, যদি কোন প্রমাণ থাকে তাহা প্রকাশ করুন।

শঙ্কর যতীশ্বর এরূপ অভিহিত(১) হইয়া প্রত্যুক্তি করিলেন মণ্ডন! তুমি অবহিত চিত্তে বেদ বাক্য শ্রবণ কর। শ্বেতকেতু মুনিগণকে উদ্দালক প্রভৃতি যে ঐক্য উপলব্ধি করাইয়াছেন, সেই শাস্ত্র ইহাতে প্রমাণ। ছান্দোগ্য ও কঠবল্লী প্রভৃতি শ্রুতি সমূহে ইহা স্পষ্ট রূপে কথিত হইয়াছে। তবে তুমি "প্রমাণ নাই" কি প্রকারে কহিতেছ?' মণ্ডন কহিলেন, স্বামিন্! বেদান্ত সকলের ব্রহ্মবস্তুতে প্রামাণ্য নহে। অতএব জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য প্রমাণ দেখা যায় না। বেদ স্বাধ্যায়-বিধিতে-ফলবত্ত্ব-রূপে(২) বোধিত, ইহাতে ফলবান ধর্ম্ম, তাহারই প্রামাণ্য। ব্রহ্মের সিদ্ধরূপত্ব(৩) ও নিষ্ফলত্ব প্রযুক্ত বেদান্ত তাহাতে যথার্থ রূপ প্রামাণ্য লাভ করিতে পারে না, অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্য-সিদ্ধ ও নিষ্ফল বস্তু হয়েন। বেদান্ত, সিদ্ধ ও নিষ্ফল বস্তু প্রতিপাদন বিষয়ে কিরূপে প্রমাণ হইতে পারে? উক্ত

---

১ জিজ্ঞাসিত। ২ অধ্যয়ন করিবার বিধিতে ফলবানত্ব রূপে।
৩ যাহা নিত্য আছে।

হেতু দ্বারা বেদ সকল ক্রিয়ামাত্রে প্রমাণ, এই নিশ্চয়। কোন প্রকারে ব্রহ্মাদ্বয়মাত্রে প্রমাণ হয়েন না। অপিচ, যদি বল ক্রিয়ান্বয় বিহীন ব্রহ্মবাদিগণের পক্ষে বেদান্ত বাক্য সকলের কিরূপ সঙ্গতি হয়? তবে শ্রবণ কর। যজ্ঞার্থ কর্ত্তৃনিষ্ঠত্ব অথবা স্তাবকত্ব উত হুঁ ফডাদিবৎ জপার্থতা হয়। ব্রহ্ম মানান্তরে (১) যোগ্য কি অযোগ্য? অযোগ্য হইলে তোমার মতে বেদে তাহার শক্তি গ্রহ কি প্রকারে হইতে পারে? যদি যোগ্য হয়, তবে বেদ প্রমাণক ব্রহ্মজ্ঞানী ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি তাহার সদুত্তর প্রদান করুন, যে, প্রমাণান্তরের সম্বাদে, বা বিসম্বাদে, শ্রুতি ব্রহ্ম-বোধিকা। সম্বাদে শ্রুতি অনুবাদিনী হয়। দ্বিতীয় বিসম্বাদে বিরোধিতা হেতু সে বোধিকা কি প্রকারে হইতে পারে? অপিচ, বেদান্ত সকল সিদ্ধ বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না, তাহা কি প্রকার শ্রবণ কর। বৃদ্ধ ব্যক্তি "গো আনয়ন কর" কহিলে মধ্যম জন তাহাতে প্রবর্ত্ত হয়, বালক দূরে বসিয়া আপন বুদ্ধি দ্বারা জানিতে পারে, গো আনয়ন কার্য্য এই বাক্যেতে বোধিত হয়, "গো আনয়ন কর" এই প্রয়োগে যুক্তিত দ্বার প্রাপ্ত হইল, তাহাতে কার্য্যযুক্ত শব্দের সামর্থ্য বোধ হয়। সেই রূপ বৈদিকে প্রবৃত্তি, অর্থাৎ বেদ বাক্য কর্ম্মের সহিত বোধ হয়। যদি কখন কার্য্য-শূন্য-বাক্য প্রয়োগ হয়, তথাপি তাহা দেখিবে এরূপ অন্তে বলা হয়। কদাচ বিনা কার্য্য শব্দের বোধকত্ব সম্ভব নহে। বিনা কৃতি(২) সাধ্য-ফল(৩) বাক্য প্রয়োগে সংসিদ্ধ হয় না। অতএব যুক্তিত

১ প্রমাণান্তরে।　২ কর্ম্ম।　৩ বাঞ্ছিত ফল।

বেদান্ত সকল নিয়োগ নিষ্ঠ হয়। আরও ব্রহ্ম-বিজ্ঞান মাত্রই ফল উপলাভ সম্ভব নহে, যেহেতু শ্রবণোত্তর কালেও মনন ধ্যানের বিধি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যেমত, লোকে, কণ্ঠমালাদিতে তৎকাল ফল দৃষ্ট হয়, জ্ঞান মাত্র উপলব্ধি বিষয়ে সেরূপ দেখা যায় না। অতএব, বেদান্ত নিয়োগ-নিষ্ঠ তাহাতে সংশয় নাই। যেহেতু আগম(১) সকলের বিধিতে অতি নিষ্ঠতা আছে। যে সকল বেদান্ত বাক্য ব্রহ্মাত্ম বিষয়পর দৃষ্ট হয়, তাহা অনুষ্ঠব্য, জিজ্ঞাস্য আত্মা ইত্যাদি বিধিতে উক্ত হইয়াছে। তৎ শেষাত্মপর বেদ-বাক্য হেত্বাভাবে মন্ত্রার্থ বাদ তুল্য তাহারদের প্রমাণ অবধারণ করা যায়। তোমার মতানুযায়ী বেদান্ত বাক্য সকলের অনন্য-শেষ (২) অদ্বৈতাত্মা বোধকতা নাই।

মণ্ডন-মিশ্রের এই প্রকার শাস্ত্রোক্তি শ্রবণ করিয়া শঙ্করাচার্য্য কহিলেন, দ্বিজবর! তুমি যে কহিতেছ সিদ্ধ-বিষয়ে(৩) শব্দ বোধক সম্ভব হয় না, তাহা প্রবিধান কর। যথা, কার্য্য-বোধে হর্ষাদি লিঙ্গ(৪) ইষ্ট, তথা, সিদ্ধ-বোধে অর্থবত্তা(৫) হিত শাসন হেতু শাস্ত্রত্ব নিশ্চিত হয়। লোকে, যেমত, ভূত-বিষয়ে(৬) পদ সমূহের সঙ্গতি(৭) গ্রহ(৮) শক্য হয়, সেইরূপ উপনিষদের সিদ্ধ-বিষয়ে তৎপরত্ব হয়। বেদান্ত সকলের পূর্ব্বাপর আলোচোনা করিলে শ্রুতার্থহান, আর অশ্রুত কল্পনা নিমিত্ত যে কার্য্যপরতা, তাহা হয় না। যদি লোকে সিদ্ধ-বিষয়ে সঙ্গতি গ্রহ দৃষ্ট না হয়, তবে বেদেও কার্য্য মাত্র পরত্ব হইতে পারে,

১ বেদ। ২ শেষ অন্য নাই। ৩ যাহা স্থির আছে। ৪ চিহ্ন। ৫ অর্থবানতা। ৬ সিদ্ধ-বিষয়ে। ৭ বোধ; সংস্থান। ৮ গ্রহণ।

কিন্তু এমত নহে, যেহেতু, লোকে সিদ্ধ-বিষয়ে সঙ্গতি গ্রহ দৃষ্ট হইতেছে। যথা, পৃথ্বী সপ্তদ্বীপা ও মেরু পর্ব্বতগণের শ্রেষ্ঠ মহান্, আর সর্প নয় এ রজ্জু ও রজত নয় এ শুক্তি, এরূপাদি ভূত-বিষয়ে শব্দ বোধ অনেক দেখা যাইতেছে। অপিচ, হর্যাদি জননে সিদ্ধার্থ বাচক সকল হেতু লোকে দৃষ্ট হইতেছে। যথা, তোমার পুত্র জন্মিয়াছে, এ সর্প নহে কিন্তু মালা, এবং স্থাণু নহে এ পুরুষ, ইত্যাদি শব্দ সকল বিনা কার্য্য লোক বোধক হয়। বেদান্ত বাক্য দ্বারা বিরোধাপত্তি হেতু ব্রহ্ম ভিন্ন অধ্যয়ন বিধি ও কর্ম্মপরতা ও উভয়ে নিয়োগ কি প্রকারে সম্মত শক্য হইতে পারে ? বিধেয় (১) নিরূপণাভাবে নিয়োগ মাত্র হইতে পারে না। ব্রহ্ম-বিজ্ঞান শাব্দ-বিধেয় নহে, তাহা শ্রুতির অধ্যয়নানন্তর বিচার দ্বারা নির্ণয় সিদ্ধ হয়, অন্যথা, অগ্নিহোত্রাদি জ্ঞানেরও সিদ্ধিতা সম্ভব হয় না।

শব্দাবগতি দ্বারা স্মৃতি সকল বিধেয় হইতে পারে না, অদৃষ্ট ফলত্বে সে বিধির বৈযর্থ্য হয়। সেইরূপ অদৃষ্ট ফলত্বে মোক্ষও স্বর্গাদি তুল্য মিথ্যা হয়। বেদান্ত শ্রবণ ও অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা মুমুক্ষুর ব্রহ্মজ্ঞান হয় ইহা বিধি নহে। যথা, গান্ধর্ব্ব-শাস্ত্রাদি (২) শ্রবণে ষট্‌রাগাদি জ্ঞান জন্মে, তদ্ভিন্ন নহে, এস্থলে তাহাই গ্রাহ্য। স্বতঃ প্রামাণ্য সম্ভব জন্য ধ্যান বিধেয়ও হয় না। প্রামাণ্যে বিধি সংস্পর্শিতা কারণ হইতে পারে না। প্রমিতি-জনন (৩) প্রামাণ্যে পরম কারণ হয়। 'সত্য জ্ঞানাদি বাক্য দ্বারা পরা-প্রমিতি জন্মে। লৌকিক

---

১ বিধি যোগ্য। ২ গীত-শাস্ত্রাদি। ৩ জ্ঞানোৎপত্তি।

প্রামাণ্য হইতে বৈদিক প্রামাণ্য অন্য নয়, যে সমস্ত লৌকিক শব্দ তদ্বিষয়ক হয় তাহাই বৈদিক। লোক ও বেদের একত্ব হেতু তাহাই তাহার প্রামাণ্য হয়। বেদান্তে কিঞ্চিন্মাত্র বিধেয় বলিতে পারা যায় না। আর ইহাতে যুক্তিত নিয়োগ নিরূপণ করা শক্য হয় না। আচার্য্য শিষ্যকে যে বায়ু আদি কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, সে উত্তমের অবর (১) প্রেরণ নিয়োগ হয়। অপৌরুষ বিষয় আগম, ইহাতে নিয়োগ-কর্ত্তা সেরূপ নহেন। অত এব, বেদ কৃতি যোগ্য ইষ্ট সাধন প্রবর্ত্তক নহে। যদ্যপি কৃতি যোগ্য ফলের প্রেরকত্ব হয়, তথাপি মধ্যম ব্যক্তিতে গো আনয়ন লক্ষণ প্রবৃত্তি, বাল বোধের নিমিত্তত্বে হেতুভূত হয়। অতএব, তোমার মহতায়াসে যে কার্য্য ব্যুৎপত্তি সাধিত হইয়াছে, তাহাতে আমারদের কোন প্রকারে নিষ্ঠা নাই। এ বিষয়ে কৃতি যোগ্য ইষ্ট সাধন রূপের কার্য্যতা, এক স্বীকৃতা আছে, কৃতি সাধ্য রূপের কার্য্য ইচ্ছা নিরূপ্যত্ব হেতু ইষ্ট সাধন বলা যায়। অতএব, ইহাতে কৃতি যোগ্য ইষ্ট সাধন বিধির বিষয় হয়। বেদান্তে এতাদৃশ বিধির সম্ভব নাই। ইহাতে আত্ম-মোক্ষ, অবিদ্যা নিবৃত্তি, তাহার সাধন ব্রহ্মাদ্বৈতাত্ম জ্ঞান লোক প্রসিদ্ধ, তাহাতে সাধ্য সাধনতা ভাব বিধি গ্রহণ বৃথা; যেহেতু, শুক্তি জ্ঞানেতেই তাহার অজ্ঞান নিবৃত্তি দেখা যায়। তজ্জন্য বেদান্ত বাক্য সকলের সিদ্ধবিষয়ে নিষ্ঠতা আছে। বিনা নিয়োগ শেষ কেবল অদ্বয় বোধক হয়, ইহাতে বেদ ভাগ নাই, যে উক্ত হইয়াছে, তাহাও হয় না। বেদান্ত সকল নিঃসঙ্গ ব্রহ্মাদ্বয় বোধক শত

১ নীচ; ছোট।

শত বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে প্রমাণ নাই এ বাক্য সাহক হেতুক অর্থাৎ বল পূর্ব্বক কথন। দ্বিজবর! বেদান্ত-গম্য নিঃসঙ্গ পুরুষের অন্যশেষতা যুক্তি দ্বারা কথন শক্য নহে। কর্ত্তৃত্বাদি বিহীনের বোধক বেদান্ত, তুমি তাহা কর্ত্তৃ-নিষ্ঠ বলিতেছ, ইহা অতীব সাহস বলা যায়। বেদান্ত বাক্যে অসংসারী মহান্ পুরুষ পরভূমা(১) অনন্যশেষ(২) অধিগম(৩) হয়েন, তিনি কি প্রকারে পরমার্থত বিধিশেষত্ব যোগ্য হয়েন? এবম্বিধ বোধ কখন হয় না, এ উক্তিই সাহস মাত্র। আত্ম শব্দ হেতু তিনি আত্মা, নেতি নেতি বাক্যে আত্মাতে প্রত্যাখ্যান(৪) অশক্য হেতু এ পরমাত্মার নিষেধ-কর্ত্তা নাই। চিদানন্দ ঘন ব্রহ্ম, যাঁহার আনন্দ লব(৫) হিরণ্যগর্ভাদি পর্য্যন্ত সর্ব্ব জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তঁহার নিষ্ফলত্ব কি প্রকারে তোমার সংমত? তাহা শীঘ্র বল। ব্রহ্ম অকৃত্রিম সুখ, তাহাই মুখ্য ফল। এরূপে ব্রহ্মাত্ম বিজ্ঞান সর্ব্ব দুঃখ বিনাশক, আনন্দ লাভের পরম হেতু, বেদান্ত প্রতিপাদন করিতেছে। উপ-নিষৎ শব্দে সবাসনা অবিদ্যা-হীন বৃহৎ বপু প্রাপণ করায়, এই অর্থ যুক্ত হয়। উপনিষৎ বাচ্য বিদ্যা, এ হেতু শ্রুতি-শিরঃ, আর উপনিষৎ নামে বিদিত পুরুষ উক্ত হয়, তজ্জন্য পরমাত্মা অদ্বয় ঔপনিষদঃ কথিত। সে পরম পুরুষ স্ব প্রকাশ হইয়াও বেদান্ত গম্য হয়েন। প্রমাণান্তরের যোগ্য বটেন কি না, ইহা অসার প্রলাপ বাক্য। অধুনা শ্রবণ কর;—যে

---

১ পরব্রহ্ম। ২ যাহার পর আর নাই; অন্য শেষ হীন।
৩ বোধ। ৪ খণ্ডন; নিরসন। ৫ লেশ, অতি সূক্ষ্ম ভাগ।

আত্মা শ্রুতিগোচর, তিনি প্রমাণান্তরের গম্য নহেন। তিনি কূটস্থ, নিত্য, এক, স্বতঃসিদ্ধ, বিমুক্ত, অজ, সম, জ্ঞান-ঘন, পুমান; সেখানে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, চক্ষু প্রভৃতি ও লৌকিক শব্দ, সকল ভাসক নয়। যে "অহং" প্রত্যয়ে ভাসিত ভ্রান্তি-সিদ্ধ অল্পজীব, কর্ত্তৃত্বাদির আশ্রয়, সে পরং পুমান আত্মা নহে। অসংসর্গী, নিরালম্ব দেহাদি হইতে বিলক্ষণ, পরমাত্মা কি প্রকারে মিথ্যা প্রত্যয়ে গোচর হইবেন? শরীরে যে অহং স্থিতি, ইহাই মহাপীড়া ও দুঃখের সীমা এবং ইহাই মহা অবিদ্যা, আর এই কাল সূত্র পদবী ও মহাবিচী ও বাগুরা এবং তাহাই মহাবন শ্রেণী যে দেহে অহং স্থিতি। যিনি সমস্ত বস্তুর আত্মা, তিনি কি প্রকারে হেয় হইবেন? এবং উপাদেয়ও নহেন, তবে কিরূপে অন্যশেষ হইবেন? তাহা বল। তাঁহার অর্থাববোধন কর্ম্ম দ্বারা যে দৃষ্ট হয়, সে অর্থাববোধন বিধ্যাদি শাস্ত্রের অভিপ্রায়। শাস্ত্রবেত্তাগণ তাহা বেদান্ত বাক্যে উদাহৃত করেন না। বেদের কর্ম্ম বিষয়ত্ব জন্য অসদর্থ অনর্থক হয়। এরূপ যাহাদের সাহস, এমত কর্ম্মিগণ নাম করণক শূন্য বা নিষ্প্রয়োজন বলিতে পারেন, তাহাতে আনর্থক্য পদের দূষণ শ্রবণ কর;—দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সকল সিদ্ধার্থের বাচক, আম্নায়েতে তোমার মতে আনর্থক্যে অনর্থতা বোধ হয় না। বিনা বোধে ক্রিয়া কোথা? অধুনা, যদি বল, সে সকল সিদ্ধ দ্রব্যাদি ক্রিয়ার্থা হয়, কদাচ স্বার্থ নিষ্ঠা হয় না, তাহাও শ্রবণ কর;—যদি দ্রব্যাদি বাচক শব্দ সকল বেদে ভূতার্থ বোধক হয়, তবে তদ্রূপ যুক্তিতে অদ্বৈত তৎপর বেদান্ত বাক্য সমূহ কি বিধ্যাদি ব্যতিরেকে কূটস্থ বোধ

করায় না? শ্রুতির উপদিশ্যমান(১) যে ভূত(২) সে ক্রিয়া হয় না। তুমি ইদানীং ক্রিয়া হীন আনর্থক্য প্রমার্জ্জিত করিয়াছ। শ্রুতি ইহাতে স্ব প্রয়োজন ভূত মাত্র উপদেশ করিতেছেন, ব্রহ্ম ঔদাসীন্য হেতু অকর্ত্তা হয়েন, এবং স্ব প্রয়োজনও নহেন। তিনি ক্রিয়া-হীনের শ্রুত হইয়া উপদেশ্য হয়েন না, যদি এরূপ শঙ্কা হয়, তবে তদুত্তর শ্রবণ কর;— অজ্ঞাত সদ্বস্তু বেদে মুখ্য প্রয়োজন, সেই সর্ব্বাশ্রয়পর সর্ব্বজ্ঞকে বেদ কি বোধ করান না? মণ্ডন! জন্মাদি অনর্থ সমূহের হেতুভূতা, মায়ার্থিকা(৩), মিথ্যা প্রতীতি জননী অবিদ্যা, এবংজ্ঞান তাহার নাশক, এই হেতু বেদে উক্ত হয়, "তন্তৌপনিষদং" ইত্যাদি বাক্যে নিশ্চিত। তত্ত্বমস্যাদি বাক্যোত্থিত সম্যক্ জ্ঞান জন্ম মাত্র অবিদ্যা কার্য্য সহিত নিঃশেষ বিনাশিত হয়। মিথ্যা জ্ঞান প্রনষ্ট হইলে দুঃখ মাত্র নাশ হয়, এবং আনন্দ রূপ পরংব্রহ্ম প্রকাশ হন, বেদ-বাক্য দ্বারা এই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। বেদের ক্রিয়ার্থত্ব(৪) বলাতে কি প্রমাণ? উক্ত বিষয়ে কাহার অধিকার তাহা নিরূপণ করিতেছেন যে অধিকারী তাহা বিশেষ রূপে শ্রবণ কর;—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা বিশুদ্ধ বুদ্ধি, সদাচার, শ্রদ্ধাবান, ঈশ্বরানুকম্পায় লব্ধ-বৈরাগ্য ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী। মণ্ডন কহিলেন, যদি এরূপ বৈরাগ্য পুরুষের হয়, বৈরাগ্যের দুর্লভ কারণ বিচারত স্বর্গাদির অনিত্যত্ব যদি হয়, আর শ্রুতি প্রমাণে তদ্ব্যতিরিক্ত সুখ সম্ভব হয়, এবং বৈরাগ্য সুখের হেতু বিবেক

১ উপদিষ্ট। ২.সিদ্ধ। ৩ মায়ার বিষয়। ৪ কর্ম্ম বিষয়ত্ব

যদি হয়, তবে পুরুষের বৈরাগ্য সম্ভব হইলে হইতে পারে। যতে! বিবেক বৈরাগ্য তদুভয় দুর্নিরূপ্য, তবে কি প্রকারে ইহা শ্রোতব্য হইতে পারে স্বর্গাদির নিত্যত্বে শ্রুতি সকল প্রমাণ রহিয়াছে। চাতুর্মাস্যাদি যাজীর সুকৃতি অক্ষয়। সুকৃতির অক্ষয্য তবে সম্ভভ হইতে পারে, যদি স্বর্গ নিত্য হয়। সাক্ষাৎ আগমে স্বর্গরূপ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। যাহা দুঃখ অসম্ভিন্ন ও তগদ্রস্ত নয় এবং পরেও নহে অভিলাষ-উপনীত(১) হয়, সে স্বর্গাস্পদ সুখ। অতএব দুঃখের বিরোধী স্বর্গ সুখ বিশেষ, স্বর্গ সহেতু দুঃখ বিনাশ করে। শ্রুতিতে "অপাম সোম মমৃতাদি" অক্ষয় উক্ত হইয়াছে। স্বর্গ ক্ষয়ে স্বর্গবাসীর অমৃতত্ব কিরূপে হইতে পারে? তাপত্রয় বিনাশক বৈদিক উপায় জ্যোতিষ্টোগ প্রভৃতি আছে, তাহা মানবগণের সুকর বটে। অতএব, কর্ম্মফল জনগণের সুখ সাধক উপায়, ভোগেপ্সু মানবগণ তাহাতে বিরাগ কিরূপে করিবে? সুখাভিলাষীগণের স্বর্গাদিতে ও তৎ সুখ সমূহে এবং তাহার সাধনে কিরূপে বৈরাগ্য সম্ভব হইতে পারে? ও সুখার্থীগণ এমত সুখে প্রবর্ত্ত কেন না হইবেন? তাহা বল। যদ্যপি এরূপ সুখ ব্রহ্ম বস্তুতে থাকে, ও কোন মতে এমত সিদ্ধ হয়, তথাপি তাহা জীবের ভোগ করা শক্য হয় না। কারণ, স্বাশ্রয় সুখের উপলব্ধিরই ভোগতা, ব্রহ্ম সুখ জীবাশ্রয়তা রূপে উপলাভের যোগ্য নহে। লোকে অন্যের সুখের অন্যাশ্রয়তা দৃষ্ট হয় না। জীববৃন্দের ব্রহ্মের সহিত ঐক্য যুক্তিত অসম্ভব। ব্রহ্ম ও জীবগণের বৈধর্ম্ম্য প্রযুক্ত অনল সলিল সদৃশ ভেদ

---

১ বাসনার মত।

সিদ্ধ হয়। অতএব মোক্ষ পদার্থ নিরানন্দাত্মক তাহার সন্দেহ নাই। রাগীগীতা ও তন্ত্র মোক্ষ দোষ প্রকাশক। যথা,—

বরং বৃন্দাবনে শূন্যে শৃগালত্বং সমিচ্ছতি।
নতু নির্ব্বিষয়কং মোক্ষং মন্তুমর্হতি গৌতম॥

অর্থ। হে গৌতম! বরং বৃন্দাবনে শূন্যেতে শৃগালত্ব ইচ্ছা করে, তথাপি নির্ব্বিষয় মোক্ষ মনেও করিবে না।

যদি আত্মা সুখ-রূপ ও ব্রহ্মাত্ম ঐক্য সম্ভব হইত, তবে পরীক্ষক(১) জনবৃন্দ লৌকিক ভোগে কেন প্রবর্ত্ত হইতেন? আর পণ্ডিতগণ সে নিত্য-সিদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া কি জন্য অন্যেতে নিরত হইতেছেন, ও অভিজ্ঞ সকল কি নিমিত্ত তাহা দর্শাইতেছেন? ভাল, যদি অর্কে(২) মধু লাভ হয়, তবে লোক কি কারণে অত্যুঙ্গ(৩) পর্ব্বতে গমন করিবে? প্রাপ্ত ইষ্ট বিষয়ে কোন্ বিদ্বান যত্নাচরণ করিয়া থাকে? এই হেতু লোক সমস্ত নিরানন্দ মোক্ষ ত্যাগ করিয়া দুঃখ-মিশ্রিত ভোগানন্দে অল্প সুখে প্রবর্ত্ত হয়। কোন বুদ্ধিমান অজীর্ণ ভয়ে ভোজন ত্যাগ করে না। কিন্তু শাস্ত্র-বিচক্ষণ জনগণ তদ্বিষয়ে প্রতিকার নিরূপণ করিয়াছেন, যে, সুখে এমত যত্ন কর্ত্তব্য, যাহাতে দুঃখ উপস্থিত হইতে না পারে। লোকোত্তর(৪) মোক্ষে মানব নিবহের(৫) আশা কর্ত্তব্য নহে।

এই সকল মণ্ডনোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, শঙ্কর-যতীশ্বর উত্তর করিলেন, মণ্ডন! তোমার মতে বেদ স্বয়ং ব্রহ্ম ভিন্ন

১ নিরূপক; প্রমাণ দ্বারা নির্ণয় কর্ত্তা। ২ আকন্দ-বৃক্ষে ও তৎ পুষ্পে। ৩ অতি উচ্চ। ৪ পরলোক। ৫ সমূহের।

বস্তু সকলের অনিত্যতা দর্শান না, কিন্তু এ অনিত্য বিষয়ে শ্রুতি সকল সাক্ষাৎ প্রমাণ, যথা ;—"যথেহ কর্ম্মোচিত লোকো ক্ষীয়তে, এবং পুণ্যোচিতো লোকোমুত্র চ ক্ষীয়তে"। ইহার অর্থ এই, যে, যেমত ইহলোকে কর্ম্মকৃত লোক ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এই রূপ পরলোকে পুণ্যকৃত লোকও ক্ষয় হয়। "অতোঽন্যদর্থ মিত্যাদি" অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ মিথ্যা। শত সহস্র বাক্যে স্বর্গাদি বস্তু সকলের অনিত্যত্ব দেখা যাইতেছে। অপিচ, যুক্তিত প্রপঞ্চের অনিত্যত্ব সম্ভাবিত। যাহা জন্য তাহা শস্যাদি বস্তু তুল্য অনিত্য দৃষ্ট হইতেছে, এবং যাহা দৃশ্য তাহা রজ্জু সর্পবৎ নিত্য হয় না, আর পরিছিন্ন বস্তুজাত(১) ও নিত্য নহে, যেমন, পিণ্ড, কুড্য, ঘটাদি, আদ্যন্তে যাহা নাই, বর্ত্তমানে সে তাহা, যেমত স্বপ্ন, ব্যোমপুর, মনোরাজ্য, ইন্দ্রজাল, জগৎ মিথ্যাত্ব সাধক এই সমস্ত যুক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। অধুনা চাতুর্মাস্যাদি বাক্য সকলের যথার্থ ব্যবস্থা শ্রবণ কর ;—পুরাণে "সাপেক্ষক(২) নিত্যত্ব" উক্ত হইয়াছে। আভূত-সংস্তব-স্থানকে(৩) অমৃতত্ব(৪) কহেন। শ্রুতিতেও সেই রূপ, শ্রুতি মতে নিত্যত্ব নহে, তবে যে রূপে মানববৃন্দের ধর্ম্মে শ্রদ্ধা হয়, তাহাই শ্রুতি কহেন। সে ধর্ম্ম চিত্ত শুদ্ধি জন্য, মনুষ্যের চিত্ত শুদ্ধ হইলে আত্মা পরব্রহ্মের জিজ্ঞাসা জন্মে। দৃশ্যাসম্ভব হেতু প্রথমে ধর্ম্মবোধন, আপ্তবেদ(৫) সর্ব্বজ্ঞ তিনি অন্যথা কেন বলিবেন? "মৃত্যোঃ সমৃত্যু মাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" ইতি

---

১ বস্তু সমূহ। ২ অপেক্ষাযুক্ত ; সাকাঙ্ক্ষ।

৩ প্রশংসিত স্থান প্রাপ্ত পর্য্যন্তকে। ৪ মুক্তি। ৫ হিতৈষী; প্রত্যয়িত।

শ্রুতিঃ। যে ইহলোকে নানা মত দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পুনঃপুনঃ মৃত্যু প্রাপণ করে।

এরূপ কথনে কি প্রকারে স্বর্গ প্রভৃতির নিত্যতা সিদ্ধ হইতে পারে? বেদ সর্ব্বজ্ঞ পূর্ব্বাপর অনুসারে সকল কহেন। অতএব মুমুক্ষুগণের নিত্যানিত্য বিবেক দ্বারা ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত পুরুষার্থে (১) বৈরাগ্য হয়। আর শ্রুতি "ব্রহ্ম বিজ্ঞানানন্দ" কহেন, বেদ-বাক্যানুসারে পরংব্রহ্মই সুখ রূপ। এই ব্রহ্মানন্দ বস্তুতে অধিকারী মুমুক্ষুর সাক্ষাৎকার নিশ্চয় হয়। পরমাত্মা স্বরূপত পরম প্রেমাস্পদ, তজ্জন্য তিনি আনন্দ রূপ, জীব ব্রহ্ম বিলক্ষণ নহে। শত শত শ্রুতি জীব বিজ্ঞান স্পষ্ট কহিয়াছেন, পুনরায় অভেদ রূপ আনন্দ বিজ্ঞান ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন। সমস্ত দেহীগণের জীবাত্মা প্রত্যগাত্মা, প্রধান ব্রহ্ম সত্যাত্মা, ইহা শ্রুতি সকল স্পষ্ট রূপে গান করিতেছেন। যুক্তিত ব্রহ্ম ও জীবের বাস্তব অভেদ, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই শ্রুতিঃ। মূঢ়বুদ্ধি নিকর, বেদ সিদ্ধ অভেদে অনাদর করিয়া, ব্রহ্ম হইতে জীব নিচয়কে ভেদ করিয়া বেদবাহ্য কীর্ত্তন করে। ব্রহ্মই ব্যাপক বস্তু, স্বীয় অজ্ঞানে প্রাণ ধারণ হেতু এবং পঞ্চকোশাবৃত জন্য লোকে জীব উক্ত হয়েন। "যো ভূমা তৎসুখংনাল্পে" এই বেদ-বাণী স্পষ্ট বিদ্যমানা রহিয়াছে, অর্থাৎ ব্রহ্মই সুখ অন্য নহে, তাহাই পুরুষার্থ, পরম প্রেমাস্পদ, ব্রহ্ম অভিন্ন জীব সুখরূপ, বেদ প্রমাণত বৈদিক ব্যক্তিবৃন্দের ইহাতে বিবাদ নাই। ব্রহ্মানন্দের লেশভূত দেবাদি সকল,

---

১ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে।

পণ্ডিতগণের সে দেবানন্দ প্রার্থনীয় নহে, ব্রহ্ম সুখই প্রার্থ্য হয়। অতএব, সংসার দুঃখার্ত্ত, প্রেক্ষাবন্ত(১) অধিকারীগণ সদানন্দ ইচ্ছুক ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবর্ত্ত হয়েন। সারাসার বিচারী ধীর নিবহের তুচ্ছ ও দুঃখগ্রস্ত বিনশ্বর সুখে প্রার্থনা হয় না। কর্ম্ম জন্য সুখ স্বল্প, স্বর্গাদিবৎ প্রসিদ্ধ, যেহেতু সঙ্করাদি(২) যুক্ত অপূর্ব্ব(৩) জন্য দোষাদি অন্বিত(৪), যথা জ্যোতিষ্টোমাদি জনিত অপূর্ব্ব পশু হিংসাদি জন্য অনর্থ হেতু অপূর্ব্ব সঙ্কর অর্থাৎ মিশ্রিত হয়, তজ্জন্য স্বর্গ সুখ নিশ্চয় দুঃখগ্রস্ত ও নশ্বর(৫)। যেমত, পর-সম্পৎ-সমুৎকর্ষ-হীন-ব্যক্তি(৬) লোকে অনুতাপ ও দুঃখের ভাজন হয়, স্বর্গ সুখ সেইরূপ। কৃত্রিমত্বাদি হেতু স্বর্গ সুখাদির ক্ষয়িত্ব অবধারিত হয়, এবং যেমত ইহলোকে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক তিন তাপ প্রথিত, তথা স্বর্গে অতিশয়, ক্ষয় এবং পতন তাপ এই তাপত্রয় প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। ক্লেশানন্তর স্বর্গ সুখ পামরগণের অভিলষিত হয়। অতএব, কর্ম্ম জন্য স্বর্গাদি সুখ অতি তুচ্ছ, ধীরগণ তাহাতে বিরাগী হইয়া ব্রহ্মানন্দেপ্সু হইবেন। মণ্ডন! তুমি যে প্রতিজ্ঞা উক্তি করিয়াছ, কর্ম্মেতে মুক্তি হয়, সে সাহস মাত্র, বেদবিচারীগণের এমত ভান হয় না। কর্ম্মফল, ১-উৎপাদ্য, ২-বিকার্য্য, ৩-সংস্কার্য্য এবং ৪-প্রাপ্য এই চতুর্ব্বিধ, বেদবেত্তাগণ নিশ্চিত করিয়াছেন।

---

১ প্রজ্ঞাবন্ত, বুদ্ধিমান। ২ মিশ্রিতাদি।
৩ মীমাংসা মতে কর্ম্ম নাশানন্তর ফল প্রাপ্তির কারণ। ৪ যুক্ত।
৫ নাশ্য; ধ্বংস যোগ্য। ৬ পরের উত্তম ঐশ্বর্য্য তাহা হইতে হীন ব্যক্তি।

যদি মোক্ষ কর্ম্মফল জন্য ১-উৎপাদ্য (উৎপাদনীয়) হয়, তবে ঘটাদি তুল্য অনিত্য। যদি ২-বিকার্য্য (বিকারী) বল, তবে দধি আদি সমান স্বতঃ নাশ্য। যদি ৩-সংস্কার্য্য (সংস্কার যোগ্য) স্বীকার কর, তবে প্রণিধান কর;—বুদ্ধিমানগণের বিচারণীয় লোকে গুণাধান ও দোষাপনয়ন দুই প্রকার সস্কার হয়, তাহা মোক্ষে সম্ভব নহে। প্রথম, গুণাধান দুই প্রকার, ১-আধেয় অর্থাৎ একবস্তুর উপর বস্ত্বান্তর স্থাপন, ২-অতিশয় (যেমত থাকে তাহা অধিক করণ) ইহা মোক্ষে হইতে পারে না, কারণ মোক্ষ ব্রহ্ম স্বরূপ। দ্বিতীয়, দোষাপনয়ন, তাহাও সম্ভব নহে, যেহেতু মোক্ষ নিত্য শুদ্ধ স্বভাব। আর আত্মত্ব হেতু ৪-প্রাপ্য হইতে পারে না, স্বয়ং নিত্য-প্রাপ্ত আত্মারূপ মোক্ষ হয়। অতএব, জ্ঞান বিনা কর্ম্মফলে মুক্তি কোন প্রকারে হয় না, ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি সিদ্ধ। মণ্ডন! তোমার বাক্য এই যে, সমুচ্চয় জ্ঞান ও কর্ম্মে মোক্ষ হয়। অতএব, শ্রবণ কর;—মুমুক্ষুগণ কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞানোদ্দেশে সর্ব্বদা বেদান্ত-বাক্য বিচার করিবে।

মণ্ডন কহিলেন, যতিবর! আপনি কহিতেছেন, যে, অধিকারীগণ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্ম-জ্ঞানে প্রবর্ত্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করিবেন, ইহা সম্মত নহে। যেহেতু, সর্ব্বদা কর্ম্ম কর্ত্তব্য এই বৈদিকী নিয়ম বিধি দেখা যাইতেছে, এমতে কর্ম্ম ত্যাগ প্রশস্ত হইতে পারে না। আর কেবল জ্ঞানে মুক্তি, ইহা শ্রুতিতে শ্রুত হয় না। কর্ম্মের সহিত জ্ঞান মুক্তির হেতু উক্ত হইয়াছে। মানবগণ বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় সহকারে কৃতার্থ হইবে। ইহাতে শ্রুতি প্রমাণ, যথা;—

"মৃত্যুংবাহবিদ্যয়াতীর্ত্বা,বিদ্যয়ামৃত মশ্নুতে" অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃত হইবে। শ্রুতিতে আরও প্রমাণ আছে, "কুর্ব্বন্নেবহি কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছ শতং, সমাঃ"। কর্ম্ম করিতে করিতে শতবর্ষ জীবিত থাকিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মর্ত্যগণের আয়ুঃ শত বর্ষাধিক নহে, তাবৎ কর্ম্ম করিবে। "যাবজ্জীব মগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" অর্থাৎ যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র জুহন করিবে। এবঞ্চ, "তং যজ্ঞ পাত্রৈর্দহনীত্যাদি" বাক্য সকলে মানবগণের ইহলোকে যাবজ্জীবন কর্ম্ম কর্ত্তব্য কহিতেছেন। পরিব্রজ্যাদি(১) শাস্ত্র প্রশংসার্থ হয়। অথবা, পঙ্গু, অন্ধাদি অধিকার শূন্য মানববৃন্দের পারিব্রাজ্যে অধিকার, যেহেতু তাহারদের কর্ম্ম ত্যাগই আছে। আর শ্রুতি সকল কহেন, যে, কর্ম্মিগণেরও জ্ঞান হয়, জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয় মোক্ষের হেতু উক্ত হইয়াছে। যে শাস্ত্রে জ্ঞান কহেন, সেই শাস্ত্রেই কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। আর, কর্ম্মিগণের আত্ম-জ্ঞান হয়, কর্ম্মত্যাগীর হয় না।

শঙ্কর-যতীশ্বর মণ্ডনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মণ্ডন! তোমার বেদার্থ বিজ্ঞান যদি স্বাতন্ত্র্য হইত, তবে উক্ত মত হইতে পারিত, এমত নহে, কিন্তু স্বয়ং বেদ গম্ভীরার্থ বিচার দ্বারা কর্ম্ম জ্ঞান উভয়ের ভেদ তোমার বুদ্ধি গোচর হয় নাই। অধুনা তুমি বেদার্থগত বুদ্ধি হইয়া শ্রবণ কর;—যাহার সর্ব্ব-দোষ-বর্জ্জিত ব্রহ্মাত্মাতে অসংদিগ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার কর্ম্ম সম্ভব হয় না। অদ্বিতীয়, পরংব্রহ্ম কর্ত্তৃত্ব শূন্য, শ্রুতির মত। আত্মত্ব রূপে বিজ্ঞাত

---

১ সন্ন্যাসাদি।

হইলে অকর্ত্তা ভাব আবির্ভাব হয়, তখন আর ক্রিয়া উৎপন্ন হয় না। ক্রিয়া কর্ত্তৃ ফলাদি স্বাত্মা ব্যতিরিক্ত দর্শন করত শ্রুতি কি প্রকারে কর্ম্ম কর্ত্তব্য কহিবেন? যাহার ক্রিয়া কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান অধ্যাসাশ্রয় আত্মাতে দেখা যায়, শ্রুতি তাহার প্রতি কর্ম্ম বিধান কহেন। "আমি কর্ত্তা" "এ কর্ম্ম আমি করিব," "এই কর্ম্মের ফল আমার হইবে" এমত যাহার জ্ঞান, তাহারই সমস্ত কর্ম্ম, শ্রুতি আদেশ করেন। ব্রহ্মাত্ম বিজ্ঞানীকে কেহ কর্ম্মে নিয়োগ করিতে শক্য হয় না, সুতরাং আগমও করেন না। যদি বল, বেদের নিত্যত্ব প্রযুক্ত স্বাতন্ত্র্য বশাৎ সকলকে নিয়োগ করিতে সমর্থ হয়েন। তবে শ্রবণ কর;—যদি সর্ব্ব জনগণকে সর্ব্ব কর্ম্ম আদেশ করেন, তবে শ্রুতির বর্ণাশ্রম বিভাগ জ্ঞান বৃথা হয়। বেদের এ সঙ্কর দোষ প্রাপ্তি কে নিবারণ করে? একেতে বিরুদ্ধার্থের জ্ঞান তাহা কি প্রকারে হয়? যে কৃতাকৃত বিষয়ের সম্বন্ধী এবং সেই তাহা বিহীন, যদি বেদ এরূপ বোধ করান, তবে কি প্রকারে প্রমাণ হইতে পারেন? একেতে শীত উষ্ণ সহ গ্রহণ সম্ভব হয় না। সেইরূপ বিদ্যা ও কামাদি দোষ কর্ম্মের একত্র সম্ভাবনা হইতে পারে না। অবিদ্যাদি ক্ষীণ হইলে জ্ঞানীর কর্ম্ম সম্ভব হয় না। যদি বল, জ্ঞানীর স্বতঃ প্রাপ্ত সন্ন্যাস, তাহার আর সন্ন্যাসে কি প্রয়োজন? ইহা প্রশ্ন যোগ্য বটে। অন্ধকারে ক্লেদিতে প্রবর্ত্ত ব্যক্তির গর্ত্ত পঙ্কাদিতে পতনাভাবে আলোক প্রয়োজন হয় না, ইহা প্রশ্নার্হ। তবে শ্রবণ কর;—গার্হস্থ্যে যদি ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞান নিঃসন্দিগ্ধ রূপ হয়, তাহাতে স্থিত থাকুক। সন্ন্যাসে প্রয়োজন নাই, এ মত সম্মত নহে। কাম[illegible]

গৃহে স্থিতি, যাহার অনুরাগত পুত্র বিত্তাদি সম্বন্ধ নিয়ম, তাহা হইতে উত্থানাভাব জন্য অন্যত্র গতি সম্ভব নহে। অনু-রাগাভাবে অন্যত্র গতি হয়, ইহা কথিত প্রথিত আছে। যেহেতু, জ্ঞানীগণের সর্ব্বত্র মমতাভাবই ইষ্ট। অতএব, সমস্ত পরিত্যাগ ও কর্ম্ম সকলের সন্ন্যাস জ্ঞানী জনের এই মত প্রসিদ্ধ, তাহা নিষেধ করা সাহস(১) মাত্র।

কর্ম্ম জ্ঞান সমুচ্চয়ে যে শ্রুতি দর্শিতা হইয়াছে, তাহার কিরূপ সঙ্গতি(২) হয়? যদি ইহা বল, তবে অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর;—"মৃত্যুংবাহবিদ্যয়া তীর্ত্বা, বিদ্যয়ামৃত মশ্নুতে" এই শ্রুতির তাৎপর্য্য, বিদ্যা শব্দার্থ দেবতা-জ্ঞান, আর অবিদ্যা অর্থ কর্ম্ম কহেন, ও মৃত্যু স্বাভাবিক কর্ম্মজ্ঞান, এবং অমৃত দেবতা ভাব, সমুচ্চয়ে অর্থাৎ একত্রানুষ্ঠান দ্বারা হয়, কর্ম্ম জ্ঞান সহ কর্ত্তব্যার্থে এই শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ। অধুনা, "কুর্ব্বন্নেবহি" বাক্যের ভাবার্থ কহিতেছি, তাহা অবধারণ কর;—অজ্ঞানীর অধিকার জন্য কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য, শ্রুতি কহেন, তাহার জীবনেচ্ছা দৃষ্ট হইতেছে, যদি শত বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, কদাচ কর্ম্ম ত্যাগ করিবে না। ব্রহ্মাত্ম জ্ঞানীগণের জীবনেচ্ছা যুক্ত হয় না, তবে সে জীবনেচ্ছা যুক্ত কর্ম্ম তাহার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? স্বর্গাভিলাষী ব্যক্তিবৃন্দের প্রতি যাব-জ্জীবাদি উক্তি সম্ভব হয়, যেহেতু, তাহাতে কামাদি দোষ সম্ভাবিত আছে। দেহাভিমানী পুরুষের সর্ব্বদা বিধি কিঙ্করতা, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম তাহার সম্ভব, আত্মজ্ঞের হয় না।

---

১ বলাৎকার। ২ সংস্থান।

আর, কর্ম্মিগণের জ্ঞান হয় ইহা অতীব সাহস উক্তি। জ্ঞানের জিজ্ঞাসু কর্ম্ম ত্যাগে অধিকারী, ইহাতে জ্ঞানীর কথা কি? কর্ম্ম সন্ন্যাস অলৌকিক হয়, "প্রজয়া কিংকরিষ্যাম" অর্থাৎ প্রজাতে কি করিব এ শ্রুতি শ্রুত হয় নাই। আর, এই দুই পন্থা দ্বারা শ্রুতি রক্ষিত ইহাও কি শ্রুতিগোচর হয় নাই? "দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ যত্র বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ" অর্থ;—এই দুই পন্থা যাহাতে বেদ সকল প্রতিষ্ঠিত আছেন।

দেবাচার্য্য বেদব্যাস এই রূপ বিচার করিয়া স্বীয় পুত্রকে কর্ম্ম ও জ্ঞানের বিভাগত অধিকার দেখাইয়াছেন। তোমার উক্তি যে অনধিকারীর কর্ম্ম ত্যাগ হয়, অথবা স্তুতি বাক্য, ইহা বেদ-বাক্য বিরোধী জন্য সঙ্গত হইতে পারে না। শ্রুতিঃ যথা;—"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনা-মৃতত্বমানশুঃ" অস্যার্থ;—মোক্ষ, না কর্ম্ম দ্বারা, না পুত্র দ্বারা, না ধন দ্বারা হয়, কেবল এক ত্যাগ দ্বারাই হইয়া থাকে, ইহা শ্রুতি কহেন।

"কর্ম্মণাবধ্যতে জন্তু, বিদ্যয়াচ বিমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম্মং ন কুর্ব্বন্তি, যতয়ঃ পারদর্শিনঃ"॥

অর্থ। জীব কর্ম্মেতে বদ্ধ হয়, আর জ্ঞানেতে মুক্ত হয়। এই নিমিত্ত পারদর্শী যতিগণ কর্ম্ম করেন না। অপিচ,

"সংসারমেব নিঃসারং, দৃষ্ট্বাসার দিদৃক্ষয়া।
প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ, পরং বৈরাগ্য মাশ্রিতাঃ"॥

অস্যার্থ। সার দৃষ্টি দ্বারা সংসারকে অসার দেখিয়া, পরংবৈরাগ্যাশ্রিত হইয়া অকৃত-বিবাহ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

এই প্রকার ভূরি ভূরি শত সহস্র শ্রুতি স্মৃতি বাক্য

সন্ন্যাস সাধক প্রকট রহিয়াছে। এ বিষয়ে তোমার যে অন্যথা মত তাহা বাধ্য(১) হয়। তথা, ভগবান্ দেবকী-তনয় নারায়ণ বিবেচনা করিয়া গীতা শাস্ত্রে কর্ম্ম ও জ্ঞানের নিষ্ঠা পৃথক্ পৃথক্ কহিয়াছেন। যথা,—

"লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা, পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানাং, কর্ম্ম যোগেন যোগিনাং" ॥

অস্যার্থ। পূর্ব্বে আমি কহিয়াছি, যে, ইহলোকে দুই প্রকার নিষ্ঠা হয়। সাংখ্যগণের জ্ঞান যোগে ও কর্ম্মিগণের কর্ম্ম যোগে নিষ্ঠা।

"যস্ত্বাত্মরতি রেবস্যাদাত্ম তৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেবচ সন্তুষ্ট স্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে" ॥

অস্যার্থ। যে মনুষ্য আত্মাতে ক্রীড়াযুক্ত ও আত্মাতে তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই।

এবম্প্রকার বহুতর বাক্য অধিকারীগণের নিমিত্ত জ্ঞান-নিষ্ঠা ও কর্ম্ম-নিষ্ঠা বিভাগ কহিয়াছেন। পরন্তু, আমারদের নিশ্চয় বোধ হইল, তুমি অদ্বৈত বাসনা দাতা সর্ব্ব কর্ম্ম ফলপ্রদ ঈশ্বরকে অর্চ্চনা কর নাই, এই হেতু এ জ্ঞান উদয় হইতেছে না।

তখন, মণ্ডন-মিশ্র শঙ্করের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, যতিবর! ইদানীং ঈশ্বর ফলদাতা ইহা কি, উক্তি করিলেন!! যদি দেশ, কাল, নিমিত্ত যুক্ত বিচিত্র স্বতন্ত্র ফলদাতা কর্ম্ম হইতে হয়; এবঞ্চ, বেদ-বাদীগণ কর্ম্মের অচিন্ত্য প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন; অপিচ, যদি ঈশ্বরও

১ বাধ যোগ্য।

মানব বৃন্দের কর্ম্ম-সাপেক্ষ ফলপ্রদ হয়েন; তবে তাঁহার বৈষম্য ও নির্ঘণতা অর্থাৎ নির্দ্দয়তা দোষাপনয়ন হেতু, বেদ-জ্ঞানাভিমানী আপনারদিগের বক্তব্য, যাহা বিনা পরমেশ্বরের সামর্থ্য লাভ না হয়, সেই কর্ম্মই স্বতন্ত্র জীব নিকরের ফলদাতা হয়, তবে কি নিমিত্ত নিষ্প্রয়োজন ঈশ্বর কল্পনা করা। কর্ম্ম সকলের প্রতিপন্ন(১) ফলদাতৃত্ব ত্যাগ করিয়া যে ঈশ্বর কল্পনা করিতেছ, সে আপনারদের কল্পনার গৌরব(২) মাত্র। যদি চৈতন্য আত্মা বিনা কর্ম্ম সকল সৎ ফল প্রদান না করেন, তবে ইহাতে প্রযোজক জীব কর্ত্তা আছেন।

শঙ্কর-যতীশ্বর প্রত্যুক্তি করিলেন, মণ্ডন! শ্রবণ কর;—যদি বিনা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর কেবল স্বয়ং কর্ম্ম হইতে এই বৈচিত্র প্রপঞ্চের সম্ভব হয়, তবে তোমার উক্ত ইহা হইতে পারে। যে এই দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, সমন্বিত আকাশাদি পৃথিব্যন্ত, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র যুক্ত, প্রাণীগণের বিচিত্র ভোগ যোগ্য স্থান, বিহার যান; শিল্পীগণের নৈপুণ্য মত অচিন্ত্য রচনা রূপ, ও দেশ কাল নিমিত্তানুরূপ বিত্তি, সাধ্য সাধন সম্বন্ধী এই চরাচর জগৎ উক্ত লক্ষণ সম্ভব হেতু, গৃহ, প্রাসাদ, দুর্গ, রথাথি সদৃশ কার্য্যত্বরূপ ভোক্তৃ কর্ম্ম বিভাগজ্ঞ ঈশ্বরের যত্ন পূর্ব্বক সম্পাদিত হয়, বিপক্ষে অর্থাৎ গৃহাদি সম্পাদন বিষয় আত্ম তুল্য জানিবে। ইহা যুক্তি দ্বারাও সিদ্ধ হয়, যে, ঈশ্বর নিত্য, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান, দেশ, কাল, নিমিত্তাদির নিয়ন্তা ভোগদায়ক আছেন।

১ প্রস্তুত ২ গুরুত্ব

লোকে দৃষ্টফলা ও অদৃষ্টফলা ক্রিয়া দুই প্রকার হয়। তন্মধ্যে ভুজি ক্রিয়া ইহলোকে যাহার ফল হয় সে দৃষ্ট-ফলা। আর, আগমাদি ক্রিয়া কালান্তর ফলা অদৃষ্টফলা উক্তা হয়। সেবা কৃষ্যাদি ভোগীগণের দৃষ্টফলা। এ উভয়ের মধ্যে যে দৃষ্টফলা সে অনন্তর ফলপ্রদ, আর কালান্তর ফলা ক্রিয়া মাত্র, বিচার্য্য কৃষি সেবাদির ফল সেবাদির অধীন দৃষ্ট হয়, তথা যাগাদি কর্ম্ম সকল কালান্তর ফল ঈশ্বর আয়ত্ত জানিবে, তাহা কদাচ স্বতন্ত্র নহে। যিনি কৃতকর্ম্ম ফল সমূহের বিভাগজ্ঞ, তিনি ঈশ্বর, কর্ম্ম শান্তি হইলে সেবাদি তুল্য কর্ম্ম ফলদাতা হয়েন। তিনি নিত্য-জ্ঞান-স্বভাব, সমস্ত কর্ত্তৃ ক্রিয়া ভোগ ফল প্রত্যয়ের অবভাসক, সাক্ষী এবং তিনি সংসার ধর্ম্মে অসংস্পৃষ্ট, ইহা শ্রুতি কহেন। তিনি লোক দুঃখে লিপ্ত হয়েন না, ইহা অবধারণ কর।

সেই ঈশ্বর অজর, অমর, সত্যকাম, সত্য-সঙ্কল্প, সর্ব্বে-শ্বর হয়েন। তিনি যাহার উন্নতি ইচ্ছা করেন, তাহাকে পুণ্য কর্ম্মে, আর যাহাকে অধো নয়ন বাঞ্ছা করেন, তাহাকে পাপে প্রবর্ত্ত করান। সেই লোকপতি-পাল নিজে গত না হইয়া অন্যেকে প্রকাশ করেন। যথা;—

"এষ লোক পতিপালো, নশ্নন্ন্যং প্রকাশতে।
সূর্য্য চন্দ্র মসৌ গার্গি, হ্যক্ষরস্য প্রশাসনে"॥

অর্থ। এই লোকপতি-পাল ভোগ করেন না, অন্যকে প্রকাশ করিতেছেন, হে গার্গি! সূর্য্য, চন্দ্রমা অক্ষরের প্রশাসনে স্থিত।

পরমেশ্বর সাধক শ্রুতি স্মৃতি সকল প্রমাণভূত রহিয়াছে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতি কহিয়াছেন,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্ব ভূতানাং, হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্ব ভূতানি, যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

অর্থ। হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সকল ভূতগণের হৃদয়-দেশ-স্থিত আছেন, যন্ত্রারূঢ় সমস্ত ভূতগণকে মায়াতে ভ্রমণ করাইতেছেন।

এই সকল ঈশ্বর নিষ্ঠ প্রমাণ নিশ্চিত রহিয়াছে। এক নিত্য মুক্ত অসংসারী ঈশ্বর সিদ্ধ বিষয়ে শ্রুতি স্মৃতি সহস্র সহস্র বিদ্যমান, তাহা কদাচ অর্থবাদ বলা শক্য হয় না। অনন্য-যোগিতা সদ্ভাবে বিজ্ঞানের উৎপাদকত্ব হেতু উৎপন্ন বিজ্ঞান, অপ্রতিষেধকে বাধন করিতে পারে না। ঈশ্বর নাই এমত নিষেধ বাক্য, এবং ঈশ্বরের কর্ম্ম-ফলদাতৃত্ব নাই, ইহা শ্রুতিতে নাই। আর, এমত বাক্য বেদে প্রাপ্তি হয় না, যে, কর্ত্তা নাই, কেবল প্রযুক্ত কর্ম্ম ভোগদাতা, ও বিনা ঈশ্বর জীবের ভোক্তৃত্ব বিষয়ে কর্ম্মের ফল দাতৃত্ব হয়, অথবা, ঈশ্বরে তাহা অভাব। এ সকল শ্রুতি যুক্তি অনুভূতিতে কোন স্থলে সম্ভব হয় না। আর, নষ্টযাগ কোন রূপে কালান্তরে ফলদাতা হইতে পারে না। কিন্তু, দেব ঈশ্বর যাগাদি কর্ম্ম সকলের প্রতি নিয়ত ফলদাতা হয়েন, কর্ম্ম বিনষ্ট হইলেও সস্কৃত বুদ্ধিতে যাগাদি কর্ম্মের ফল ঈশ্বর হইতে উপলাভ হয়; যেমত, সেব্য বুদ্ধিতে সেবাতে প্রবিষ্ট ব্যক্তি সেব্য হইতে কালান্তরে যোগ্য ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দেশ, কাল, নিমিত্ত কর্ম্ম সকলের বিপাক বিভাগ সংস্কার অপেক্ষিত

হয়। কালান্তর ফলত্ব হেতু সেবাদি জন্য ফল তুল্য ও সেবানু-রূপ ফল সংস্কার অপেক্ষিত হয়, কালান্তর ফলও তদ্রূপ। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সিদ্ধ, তিনিই সমস্ত বুদ্ধিবেত্তা কর্ম্ম ফল সাক্ষী নিশ্চিত জানিবে। “স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত” এই শ্রুতির অর্থ,— স্বর্গ-কামী অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা যজন করিবে। ইত্যাদি, বৈদিক বাক্যে যাগ সাধন দ্বারা স্বর্গ সাধ্য হয়, এই মত। ভাল, যাগ নাম ক্রিয়া রূপ সে তৎক্ষণাৎ নাশ প্রাপ্ত হয়, কালান্তরে তাহার ফল স্বর্গ ঈশ্বর বিনা কি রূপে সিদ্ধ হইতে পারে? শ্রুতি সিদ্ধ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া যে অপূর্ব্ব কল্পনা করা এ মত বিবেকীগণের রমণীয় বোধ হয় না। যেমত কর্ম্ম, ফল বিষয়ে স্বতন্ত্র নয়, সেমত অপূর্ব্বও অস্বতন্ত্র হয়। অতএব, ঈশ্বর হইতে যাগাদি কর্ম্মের ফল সিদ্ধ, ইহাতে সংশয় নাই। কর্ম্ম সকলের অপূর্ব্ব কল্পনা করা বৃথা।

জীবগণের প্রতি শ্রুতি স্মৃতি পরমেশ্বর অজ্ঞাভূত হয়। তাঁহার আজ্ঞাকারী প্রিয়, সে, ঈশ্বরের প্রসন্নতায় স্বর্গাদি ফল উপলাভ করে। যে ব্যক্তি শ্রুতি স্মৃতি পরি-ত্যাগ করিয়া যথেষ্ট বিষয়ে প্রবর্ত্ত হয়, সে, ঈশ্বরের অপ্রিয়াচ-রণ জন্য অপ্রিয় হইয়া নরকাদি ফল ভোগ করে। মহে-শ্বরের সেতু-ভঙ্গকারী নরাধম লোক নরক হইতে নরকান্তর এবং দুঃখ হইতে দুঃখান্তর পুনঃপুনঃ প্রাপ্ত হয়। মণ্ডন! অধুনা তুমি ইহা আপন বুদ্ধিতে বিচার কর। সর্ব্বজ্ঞ, সমর্থ, নিত্য মুক্ত, ঈশ্বরের কোপানুগ্রহ দুই শক্তি সকলের নিয়া-মিকা রহিয়াছে, সেই উভয় শক্তি দ্বারা মহেশ্বর সমস্ত বিশ্ব

পালন করিতেছেন, সে নিত্যশুদ্ধ বোধ-স্বরূপের কোন বিষয়ে লিপ্ততা নাই। ঈশ্বর সজ্জনগণকে পালন, আর পাপী-দিগকে দণ্ড করিয়া রাজার তুল্য নৈর্ঘণ্য ও বৈষম্য দোষ প্রাপ্ত হয়েন না। যেমত, অগ্নি সমীপস্থ লোকের তমঃ ও শীত অপহরণ করেন, আর, দূরস্থের তাহা না করণে তিনি বৈষম্য দোষ ভাজন নহেন। কল্পপাদপ জীব নিবহকে কামনানুসারে ফল প্রদান করেন, তজ্জন্য কোন বিজ্ঞ তাহা বিষম বলিয়া উক্ত করেন না। সেই রূপ ঈশ্বর প্রাণীপুঞ্জের কর্ম্মানুরূপ ফল স্ব শক্তি দ্বারা প্রদান করেন। অতএব, তিনি বিষম ও নির্ঘৃণ দোষস্পৃষ্ট হয়েন না। সকল ভূতগণের অন্ত-রাত্মা সেই মহেশ্বর, তাঁহা হইতে জীবগণের অন্য-রূপত্ব নাই, "নান্যোস্তি বাক্যেন" অন্য নাই এই বাক্য দ্বারা শ্রোতা দ্রষ্টাদিরূপ ধারক এ সকল ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে, ইহা শ্রুতি স্পষ্ট কহিতেছেন। শ্রুতি, তত্ত্বমস্যাদি বাক্যে উপক্রমাদি লিঙ্গ দ্বারা ব্রহ্মের সহিত জীবগণের ঐক্য উপদেশ করিতেছেন। যদি বল, জীব সকলের ও ব্রহ্মের পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম না থাকিলে ইহা সম্ভব হয়, কিন্তু, তাহা বিদ্যমান আছে। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও জীব কিঞ্চিৎজ্ঞ, ঈশ্বর শুদ্ধ ও জীব অশুদ্ধ, ঈশ্বর মুক্ত ও জীব বদ্ধ, ইত্যাদি ভেদ সত্বে, জীবগণের ও ব্রহ্মের বিরুদ্ধত্ব হেতু কি প্রকারে ঐক্য সঙ্গত হয়? তবে শ্রবণ কর,—ভেদাপ-বাদিনী(১) শ্রুতি সহস্র সহস্র রহিয়াছে। শ্রুতি কহিতেছেন,—যদি জীব ব্রহ্মে অল্প অন্তর করে, তাহার ভয় হয় সংশয় নাই।

১ নিরাসকারিণী।

শ্রুতিঃ যথা,—"যদহ্যেবৈব এতস্মিন্নুদর মন্তরং কুরুতেহথ তস্য ভয়ং ভবতি"। সৎ হইতে অন্য শ্রোতা, দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, পৃথক্ নাই। শ্রুতিঃ যথা,—"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" অর্থ,—যে ইহলোকে নানা দেখে, সে পুনঃপুনঃ মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। "তত্ত্বমসি" তুমি ব্রহ্ম "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই আত্মা ব্রহ্ম "অহং ব্রহ্মাস্মি" আমি ব্রহ্ম, ইত্যাদি বাক্য সকল জীব ব্রহ্মে ভেদ নিন্দা পুরঃসর অভেদ কহিতেছেন। আমারদের বাক্য সকলের তোমার কর্ম্ম কাণ্ড পীড়িত মতের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। ভিন্ন প্রকরণস্থ ও বৈধর্ম্ম্য(১) উপপাদন(২) হেতু, ও স্বার্থ(৩) প্রামাণ্য সম্ভব জন্য উপচার্য্যার্থতা(৪) নাই। অসংসারী ক্রিয়া-শূন্য পরম পুমান্ প্রতিপাদ্য। অতএব, তদ্বাক্য সকলের বিধির সহিত ঐক্য অবধারণ নাই, আর, হুঁ ফডাদি তুল্য ইহাদের নিঃস্বার্থতা(৫) নহে, এবং জপ হেতুর অভাব বশতঃ জপার্থতা সঙ্গতি হয় না। অতএব, বেদান্ত সকল ব্রহ্মাত্ম ঐক্যে সফল প্রমাণ হয়েন, উপক্রম-উপসংহার(৬) সহিত বাক্যেতে ব্রহ্মের বোধ করান। অধুনা, আদর পূর্ব্বক তাহা তোমার স্বীকার কর্ত্তব্য। মণ্ডন! তুমি যে জীবগণের ব্রহ্ম সহ বিরুদ্ধ ধর্ম্মত্ব কহিয়াছ, তাহা যুক্তি দ্বারা পরিহার শক্য হয়। তত্ত্বমস্যাদি বাক্য তৎপরত্ব

---

১ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। ২ সাধন। ৩ স্বীয় বিষয়।

৪ অন্যের অযোগ্য মহত্ত্ব কথন, যথা, রাজপুরুষে রাজবৎ উক্তি।

৫ স্ব বিষয় হীনতা।

৬ বেদোক্ত লিঙ্গ অর্থাৎ আরম্ভ ও শেষ এক রূপ বাক্য।

হেতু সহ সুখেতে ব্রহ্মাত্মার ঐক্য অসন্দিগ্ধ কহিতেছেন। ঈশ্বর মায়া উপাধি, ও জীব অবিদ্যা উপাধি, সে মায়া দ্বারা ঈশ্বরে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি অর্পিত হইয়াছে, আর, অবিদ্যা দ্বারা অজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম জীবে সমর্পিত হইয়াছে। সে মায়া ও অবিদ্যা, ও তাহারদের অর্পিত গুণ সকল তিরস্কার(১) করিয়া অবশিষ্ট চিদানন্দাদ্বয় জীব ঈশ্বরের পরম অভিন্ন, তাহা নহে বলিলে, তদুভয়ের ভেদে কোন রূপ প্রমাণ সম্ভাবিত হইতে পারে না। ভেদক উপাধি মিথ্যা জন্য তদেকতা স্বতঃ সিদ্ধই আছে। যেমত, ঘট মঠাদি উপাধিতে এক মহাকাশ, ইহা অবধারণ কর। জীবে যে অশুদ্ধত্বাদি ধর্ম্ম তাহা বস্তুত নহে, সে সমস্ত অবিদ্যা কল্পিত, সমস্ত অবিদ্যা কল্পিত নহে। আকাশ, কল্পিত নীলাদি বর্ণে অশুদ্ধ হয় না, তদ্রূপ পরম বস্তুতে কল্পিত অশুদ্ধাদি ধর্ম্মের সংসর্গাভাব। পরমানন্দ পরমাত্মা স্বাজ্ঞানে জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, স্বাত্ম-জ্ঞান দ্বারা সে অজ্ঞান নাশ হইলে পুনঃ প্রকৃততা(২) প্রাপণ করেন। যেমত, রাজ-ভোগ-যুক্ত সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তী রাজা স্বীয় পর্য্যঙ্কে চামর ব্যজ্যমান শয়ান হইয়া, নিদ্রাবশে সেই ক্ষণে শত্রু কর্ত্তৃক পরাভূত, ধৃত, ও নীত হইয়া দুর্দ্দশা সহ মল মূত্রাদি পূরিত কারাবাসে নিক্ষিপ্ত, ব্যথিত, দুঃখিত, হাহাকার শব্দে রোদন করে, "হায় আমার একি কষ্ট হইল?" সে অবস্থায় কোন করুণাময় ক্লেশ দেখিয়া রাজাকে উপদেশ করিলেন, ঈশ্বর আরাধনা সকল দুঃখ নাশের কারণ, অতএব, তুমি শীঘ্র ঈশ্বর আরাধনা কর। ঈশ্বরানুকম্পায় বন্ধ

১ অনাদর। ২ যথার্থতা।

হইতে মুক্ত হইবে। তখন ভূপতি, এরূপ সম্বোধিত হইয়া পরমা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ঈশ্বর আরাধনাতে প্রবর্ত্ত হইলেন। একান্ত ভাবে তাহা করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে দৈবযোগে নিদ্রা ক্ষয় হইলে প্রবুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণে সেই পর্য্যঙ্কে স্বয়ং সার্ব্বভৌম দর্শন করত স্বপ্ন ভাব স্মরণে হাস্য-যুক্ত বিরাজিত রহিলেন। তথা স্বাত্মা অপরিজ্ঞানে(১) পর-মাত্মা সনাতন পরমানন্দ অদ্বয় বোধরূপ তাহা বিস্মৃত হইয়া রাগ দ্বেষাদি সঙ্কুল সংসারে দেহাভিমানাদি দুঃখ-দায়ক শত্রু সমূহ কর্ত্তৃক ক্ষুধা তৃষা মোহাদি পাশে নিযন্ত্রিত, দেহ গেহ আত্মীয় বন্ধু মমতাদি দুঃখোদকময় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া পুনঃপুনঃ জন্ম মৃত্যু ও বন্ধনাদি ঘোর দুঃখময়ী দশাতে নীত হওত "হা কষ্ট" বলিয়া রোদন করে, তখন করুণা-সাগর গুরুর বারম্বার প্রদত্ত বোধে ঈশ্বর আরাধনা করিয়া তৎ প্রসাদাৎ প্রবোধ লাভে আপনাকে অজর আনন্দ রূপ অদ্বয় ব্রহ্ম জানিয়া পূর্ব্ব দশাতে হাস্য করত সেই আত্মাতে অবস্থিত হয়েন। অতএব, এই জীব ব্রহ্মজ্ঞানে স্ব মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত(২) হইয়া মুক্ত, এবং মিথ্যাবন্ধ নিবর্ত্ত হয়।

শঙ্কর-যতীশ্বর এই রূপ শ্রুতি যুক্তি সমূহ দ্বারা মণ্ডনকে জয় করিলেন। মণ্ডনও নিরুত্তর হইয়া তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত হইলেন। তখন সরস্বতী ভাষ্যকারের শ্রৌত-মত(৩) দৃঢ় জানিয়া, এবং ভর্ত্তাকে জিত অবলোকন করিয়া মনে মনে হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। প্রতিজ্ঞাবসরে পরীক্ষা জন্য যে মালা পতির কণ্ঠে অর্পণ করিয়া-ছিলেন, সে মালিকা ভিক্ষুর বিজয় সূচিকা ম্লানিতা প্রাপ্তা অব-

---

১ জ্ঞানাভাবে। ২ স্থিত। ৩ বৈদিক মত।

লোকন করিয়া কহিলেন, যে, আপনারা উভয়ে ভিক্ষা করুন। হে মুনে! তুমি ভর্ত্তাকে জয় করিয়াছ, দ্বিজবর! তুমি জিত হইয়াছ। পূর্ব্বে আমি কোন কারণ বশতঃ দুর্ব্বসা কর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইয়াছি। মুনে! আপনকার জয় হইল আমার শাপের অবধি এই, অধুনা, আমি যথা ইচ্ছা গমন করি। সরস্বতী যতিবরকে ইহা কহিয়া গমনোদ্যতা হইলেন। মিশ্র তাহা দর্শনে মৌনাবলম্বন করিয়া স্থিত রহিলেন। তখন ভাষ্যকার দেবীকে সাক্ষাৎ সরস্বতী জানিয়া কহিলেন, দেবী! আমি জানিয়াছি, তুমি ব্রহ্ম-ভার্য্যা সরস্বতী, এখানে অবস্থিতি কর, গমন করিও না। দেবী সরস্বতী ভাষ্যকার কর্ত্তৃক এ প্রকার উক্তা হইয়া গমনে ক্ষন্তা ও স্থিতা হইলেন।

যে শঙ্কর, যতীশ্বর রূপে জগতী মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া শ্রুতি প্রভৃতির অদ্ভুত ভাষ্য সকল সজ্জনগণে স্থাপন করিয়াছেন। মণ্ডনকে পরাজয় করিয়া তাঁহার গৃহে হর্ষ মনে স্মিত বদনে বিরাজিত হইলেন। সেই করুণাসিন্ধু বেদান্ত-সরোজ-দিনবন্ধু ইন্দু-মৌলি দীনবন্ধুর চরণ-সরসিরুহরাজ-যুগলে পুনঃ-পুনঃ প্রণাম করি। যিনি পৃথিবীতে নষ্ট বেদান্ত মত, শ্রুতি যুক্তি নয় যুক্ত বাক্যে উদ্ধার করিয়া, সংস্থাপন করত দুঃখী জীবগণের ভবসিন্ধু তরণের সেতু প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই অসীম গুণ কীর্ত্তি অখিল জীব নিবহের স্বাত্মা রূপ লোক-শঙ্কর শঙ্করের চরণ-প্রফুল্ল-কমল-যুগলে চিত্ত-মধুব্রত মকরন্দ পানানন্দে মত্ত হইয়া নিরন্তর তদ্‌গুণ গানে গুঞ্জমান থাকুক।

ইতি শ্রীশঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী গ্রন্থে মণ্ডন পরাজয় নাম ষষ্ঠ সর্গঃ ॥৬॥

সপ্তম সর্গ।

মণ্ডনের সংশয় নিরাস জন্য শঙ্করোক্তি জৈমিনি অভিপ্রায়।

পরাজিত মণ্ডন-মিশ্র পুনর্ব্বার সংশয়-উৎপন্ন-মানস হইয়া যতীশ্বরকে কহিলেন, যতিবর! সম্প্রতি আমার পরাজয় জন্য বিষাদ মাত্র নাই, কিন্তু, আমার হৃদয়ে মহান্ সংশয় উদয় হইয়াছে। আপনি বেদ-প্রমাণক নয় রূপ যুক্তি দ্বারা যে সকল সূত্র উন্মথিত করিলেন, তাহা কি রূপ? সর্ব্বজ্ঞ জৈমিনি মুনি কি প্রকারে বেদের অন্যথা সূত্র করিয়াছেন? এরূপ সন্দিহান মণ্ডনের প্রতি, শঙ্কর বোধ-গর্ব্ভিণী-বাণীতে প্রত্যুক্তি করিলেন, মণ্ডন! সর্ব্ববিৎ জৈমিনি কিঞ্চিন্মাত্রও অন্যথা বিধান করেন নাই। উদার-বুদ্ধি মণ্ডন ভাষ্যকারের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সংশয়াপনয়ন অভিলাষে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি তাঁহার অভিপ্রায় আমার নিকট ব্যক্ত করুন। শঙ্কর, এরূপ অভিহিত(১) হইয়া জৈমিনি মুনির অতি গম্ভীর-হৃদয়(২), মিশ্র অগ্রে সুবিস্তার রূপে বর্ণন করিলেন। দ্বিজবর! তুমি বেদার্থ-গত-চিত্ত হইয়া শ্রবণ কর;—পরম দয়ালু মুনি জৈমিনি যে রূপ অভিপ্রায়ে বেদার্থ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা সাধারণের বোধগম্য নহে। তিনি জন সকলকে অবিদ্যা কাম কর্ম্মাদি দোষাধীন, রাগ দ্বেষাবৃতাচার, বিষয়ে অতি লম্পট(৩), সুখার্থী অনুপায়েতে দুঃখ ভারার্ত্তি, এবং মূঢ় ভাবে যথার্থ সাধনাভাবে ক্লেশাবিষ্ট দৃষ্টি করিয়া করুণা-রসার্দ্র-চিত্ত হইয়া

১ জিজ্ঞাসিত। ২ গম্ভীর অভিপ্রায়। ৩ আসক্ত।

স্বীয়ান্তঃকরণে চিন্তা করিলেন,—এই দুঃখ ভোগী মানব বৃন্দের সুখ কি প্রকারে হইতে পারে? সংসার-ভূমিতে সুখ লেশ মাত্র নাই। ব্রহ্ম-তত্ত্বজ্ঞ ধীরগণ যথার্থ সুখ ভোগ করেন। অতএব, এই জনগণের ব্রহ্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভ জন্য, আমি শ্রুতি সকলের বিচারে বিশেষ যত্ন করি; দেহিগণের বৈদিক উপায় বিনা সুখ লাভ সম্ভব নহে, তন্মধ্যে ব্রহ্ম জ্ঞান মুখ্যো-পায় কথিত হইয়াছে। অত্যন্ত দুঃখাভাব ব্রহ্ম সুখ, তাহা, বিনা ব্রহ্ম-জ্ঞান অন্য উপায়ে সিদ্ধ হয় না। সে ব্রহ্ম-জ্ঞান কেবল বেদান্ত বিচারায়ত্ত। মানব বৃন্দের বিনা সাধন-সম্পত্তি বেদান্ত বিচার সফল হইতে পারে না। সে সাধন-সম্পত্তি চিত্ত-শুদ্ধি ব্যতিরেকে সম্ভাবিত নহে, ও বিনা ধর্ম্ম চিত্ত-শুদ্ধি জন্মে না। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে ধর্ম্ম সাদরে বিহিত(১) হইয়াছে, সে ধর্ম্ম নিষ্কাম ঈশ্বর আরাধনা মহাফলা হয়, অন্য সকাম কর্ম্ম বুদ্ধি-শুদ্ধির হেতু নহে। বিষয়-গ্রস্ত-চিত্ত, ভোগৈষী, বৃথা-হুঙ্কারী গণের সে ধর্ম্ম অতীব দুর্লভ!! তাহারদের সামান্য যে পশু প্রবৃত্তি, কি প্রকারে তাহা নিরাস পূর্ব্বক এ শাস্ত্রে প্রবেশতা হয়? যদি তাহারা বহুল-আয়াস স্বল্প-ফল স্বর্গপ্রদ কর্ম্মে প্রবিষ্ট হয়, তবে তখন তাহারদের কাকতালিয়ের(২) ন্যায় বস্তুতে সারাসার বোধ উৎপন্ন হইবে, এবং তাহারদের বাক্যাদ্বাক্য দ্বারা স্বর্গাদির অনিত্যতা বিচারে ভাগ্য-যোগে জিজ্ঞাসা-বুদ্ধি উদয় হইবে, তখন মানব নিচয়ের ব্রহ্ম বিচারে

১ কর্ত্তব্য বিধান।

২ কাক উড়িতে তাল পতিত হয়; অন্য কর্ম্ম দ্বারা বিনা যত্নে যথার্থ ফল লাভ।

প্রবৃত্তি জন্মিবে। বিচার দ্বারা ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তাহাতে মুক্তি লাভ করিবে। ব্যাস-শিষ্য করুণা-সাগর মুনি জৈমিনি কারুণ্য-রস-সংসিক্ত-চিত্তে এরূপ বিচার করিয়া "অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা" ইত্যাদি সূত্র সমূহে সহস্র সহস্র ন্যায়ে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত শাস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে জনগণের সুখ উদ্দেশে সাধ্য সাধন ভেদে নিয়োগ করা হইয়াছে। শ্রুতি লিঙ্গ প্রমাণত বেদ বাক্য প্রবোধন করত "অম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদিত্যাদি" বচন দ্বারা মানব বৃন্দের দৃঢ়তর শ্রদ্ধা হইবার আশয়ে উক্ত হইয়াছে, আর "ফলপ্রদ স্বনেত্রে তৎ কর্ম্ম নেশ" অর্থাৎ কর্ম্ম স্ব কর্ত্তাকে ফল প্রদান করে, ঈশ্বর নহেন ইত্যাদি বাক্যের আশয় অধুনা কহিতেছেন,—মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কদাচিত ত্যজ্য নহে, যেহেতু বিনা কর্ম্ম কেহ ফল দানে সমর্থ ও ক্ষম হয় না, এরূপ কর্ম্মেতে নিষ্ঠা হইলে, ঈশ্বরাজ্ঞা পালন বশাৎ আপনি চিত্ত-শুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বরে ভক্তি উৎপন্না হইবে। আর, কোন কাণাদ(১) পক্ষাদিতে মত প্রকাশ আছে, যে, ঈশ্বর স্বতন্ত্রত অনুমান প্রমাণ, শ্রুতি তাহাতে অনুবাদিনী হয়েন, অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন ইহা অনুমান হয় তাহাই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। জৈমিনি মুনি ইহা অবগত হইয়া সে মত ধ্বংস করিবার মানসে "অনুমান শতৈরত্র নেশ্বর সিদ্ধ্যতি" সূত্র কহিয়াছেন অর্থাৎ শত শত অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হয়েন না। বেদ বাক্যত ফল দানে কর্ম্মের স্বতন্ত্রতা আছে, এই চরাচর জগতে সমস্তই কর্ম্ম হইতে হয়, ইহা সাধ্য সাধন সম্বন্ধে

১ কণাদ মুনি কৃত বৈশষিক শাস্ত্র

শ্রুতি সাক্ষাৎ বোধ করাইতেছেন, বেদ-বাক্য-বিচারীগণের তাহাতে বিবাদ নাই। যাহা বিনা স্বর্গ ও যাগের সম্বন্ধ সম্ভব হয় না, এমত কালান্তর ফলপ্রদ অপূর্ব্ব কল্পনা করেন, তাৎপর্য্য,—যাগ ক্রিয়া সম্পন্না হইলে বিনষ্টা হয়, কিন্তু তাহাতে যে অপূর্ব্ব জন্মে, সেই কালান্তরে তৎ কর্ম্মের ফল প্রদান করে, অনুমান কল্পিত ঈশ্বরের কি প্রয়োজন?

জৈমিনি মুনি এই প্রকার যুক্তি দ্বারা আনুমানিক ঈশ্বর খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু শ্রুতি সিদ্ধ যে ঈশ্বর, তাঁহাকে তিনি খণ্ডন করেন নাই। কারণ, মুনি জৈমিনি সর্ব্বজ্ঞ, বেদবেত্তা, পরমেশ্বরে ভক্তিমান, তিনি কি প্রকারে সর্ব্ব বেদের বিষয় এবং সমস্ত জগৎ ও জীবগণের নাথ ঈশ্বরকে খণ্ডন করিতে ক্ষম হইবেন? শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ মহেশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা, তিনি মুনি হইতে কিরূপে খণ্ডনীয় হইবেন? বেদ-পুরুষ শরণ্য সর্ব্বভাসককে সর্ব্ব প্রকারে আশ্রয় কর্ত্তব্য, এই নিশ্চয়, জৈমিনি মুনির এই আশয়।

জৈমিনি আগমন ও শঙ্করোক্তি যথার্থ কথন।

মণ্ডন-মিশ্র ভাষ্যকারের এই প্রকার অশ্রুতপূর্ব্ব(১) আশ্চর্য্যা বাণী শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণে জৈমিনির ধ্যানে নিমীলিত-লোচন-দ্বয় হইলেন। মণ্ডনের ধ্যানবশে জৈমিনি মুনি অবিলম্বে সেই স্থানে সমাগত হইয়া দর্শন দিলেন, এবং অর্ঘাদি দ্বারা যথোচিত সংপূজিত হইয়া মণ্ডনকে কহিলেন, মণ্ডন! শঙ্কর যাহা কহিয়াছেন, তাহা সত্য সত্য

---

১ পূর্ব্বে শ্রুত হয় নাই।

পুনঃ সত্য, ভাষ্যকারের বাক্যে তোমার সন্দেহ কর্ত্তব্য নহে। বেদের তাৎপর্য্য বিষয়ে গুরু-বেদব্যাসের যে মত আমারও তাহাই, শঙ্কর তোমার নিকট সেই রূপ বর্ণন করিয়াছেন। আমার ও ব্যাসদেবের আশয় ইনি ভিন্ন কেহ অবগত নহেন, গুরু-ব্যাসদেবের সহিত আমার আশয় বিরুদ্ধ নহে, অস্মদাদি সকলের তত্ত্বমস্যাদি বেদান্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা সংসাধিতা ব্রহ্মাদ্বয়াত্মাতে নিষ্ঠা।

"শঙ্করং শঙ্করং বিদ্ধি, ব্যাসো নারায়ণ হরিং।
বয়ং ভক্তাশ্চ শিষ্যাঃস্মো, ব্যাসস্য করুণানিধেঃ"॥

অর্থ। শঙ্করকে শঙ্কর মহাদেব, আর নারায়ণ হরিকে ব্যাস জানিবে। আমরা ব্যাস করুণানিধির শিষ্য এবং ভক্ত।

সত্য যুগে সত্ব-মুনি, ত্রেতাযুগে দত্তাত্রেয়, দ্বাপরে গুরু-ব্যাস, কলিযুগে শঙ্কর জ্ঞান-দাতা। ইনি বেদান্ত-ভাস্কর ও জ্ঞান-চন্দ্র এবং ঐশ্বর্য্য-সমুদ্র, শৈবপুরাণে এ বিভুর মহিমা উক্ত হইয়াছে। মুনি জৈমিনি এ প্রকার বাক্য দ্বারা মণ্ডনকে বোধিত করিয়া গমন করিলেন।

তখন মণ্ডন-মিশ্র যতীশ্বরকে যথেষ্ট প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, যতিবর! আপনি সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বিদিত হইলেন, মহাদেব শিব স্বয়ং আমার ভাগ্য হইতে সমাগত হইয়াছেন। আমি কর্ম্ম-যন্ত্রে সমারূঢ় হইয়া পুনঃপুনঃ ভ্রমমাণ দারাগার আপ্ত বিজ্ঞানী মমতাবদ্ধ মানস নানা ভোগ পরায়ণ হইয়া লব্ধ-বিশ্রান্তি হই নাই। আমি সংসার তাপে সন্তপ্ত, দৈবযোগে আপনকার শরণ্য চরণাম্বুজে শরণাপন্ন হইলাম, অধুনা আপনকার পরিপাল্য।

গুরো! কোথা আমি কর্ম্মগতিতে পতিত, নিমগ্ন ও কোথা গুরুর পাদপদ্ম, পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্য- সম্পত্তি কি ছিল তাহা জ্ঞাতা নহি, যাহাতে প্রভুর চরণার্ক দর্শন পাই-লাম ও হৃদ্গত তামস সমস্ত এক কালে অপহৃত(১) হইল, অতঃপর শ্রীমৎ সদাচার্য্যের চরণ-যুগল-ফুল্ল-সরোজে জ্ঞান-কিঞ্জল্ক-রস(২)-লুব্ধ মধুব্রত হইলাম। গুরো! আমি বেদবেত্তা গণের শ্রেষ্ঠ, আমার সদৃশ নাই, ও কবি এবং সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি নানা অহঙ্কারবান্, সে সকল অভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর চরণে শরণাগত হইলাম, কৃপা-কটাক্ষ পাতে আমাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করুন। হে বেদান্ত-বিভাকর! আপনি সর্ব্ব-লোক-গুরু শিব শম্ভু ভূত নিবহের হিত সাধন জন্য স্ব মায়াতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ভাষ্যকার মণ্ডনের বিনীত বাক্য শ্রবণে অতীব হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহার ভার্য্যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সরস্বতী যতিবরকে কহিলেন, যতীশ্বর! আমি আপনকার সমীপে আত্ম বৃত্তান্ত নিবেদন করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন।

সরস্বতীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কথন এবং বাদ প্রার্থনা।

এক সময় আমি আপন জননীর ক্রোড়ে ছিলাম, তৎকালে কোন সিদ্ধ ত্রিকালজ্ঞ মুনি সেই স্থানে সমাগত হইলে, মাতা তাঁহাকে পূজা করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনিবর! এই কন্যাটী কিদৃশী লক্ষণা? মুনি আমার প্রতি

১ মূষিত, গত। ২ মধু।

করিয়া প্রসূতীকে প্রত্যুক্তি করিলেন, বৎসে! এ কন্যাটী পতিব্রতা-গুণালঙ্কৃতা প্রকাশ পাইতেছে, ইনি সামান্যা নহেন, ব্রহ্মার ভার্য্যা। প্রজাপতিও ভূতলে বিশ্বরূপ নামে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তিনি নিখিল বিদ্যা বিভূষিত, তজ্জন্য মণ্ডনাখ্যাতে বিখ্যাত, চতুর্ব্বেদবেত্তাগণের শ্রেষ্ঠ। এ কন্যা তাঁহার গৃহধর্ম্মিণী হইবেন, অতএব যত্নে পালন কর্ত্তব্য। যখন শ্রীমহাদেব শম্ভু সাক্ষাৎ ভিক্ষু বেশে অবতীর্ণ হইয়া বেদান্ত প্রচার জন্য মণ্ডনকে বিচারে জয় করিবেন, সে সময় মণ্ডনার্থ তাঁহার সহিত বাদ হইবে। ভিক্ষু জয় প্রাপ্ত হইলে ইঁহার পতিকৃতী মণ্ডন, শঙ্কর-যতির শিষ্য হইয়া বেদান্ত প্রচার করত লোকে বিচরণ করিবেন, তখন এ কন্যা সত্য-লোকে ব্রহ্মপার্শ্বগতা হইবেন। সিদ্ধ মুনি জননীকে ইহা কহিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিলেন। সরস্বতী কহিলেন, যতীশ্বর! মুনিবর্য্য যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা যথার্থ প্রত্যক্ষ দেখিলাম। সেই আমি অলৌকিক পুরুষকে কহিতেছি, মনে! আমার ভর্ত্তা জিত হইয়াছেন, আমি এ পর্য্যন্ত জিতা হই নাই, আমি ভার্য্যা, পতির অর্দ্ধ-শরীরিণী, আমাকে জয় করিয়া ইহাঁকে শিষ্যত্বে গ্রহণ কর্ত্তব্য, আমি জিতা না হইলে ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? আপনি সর্ব্বজ্ঞ সসামর্থ্য মহাদেব, যদিচ আমি স্ত্রীজাতি হীনা, তথাপি আপনকার সহিত বিবাদ করিব।

যতীশ্বর, বাণীর বিবাদ-গর্ব্বিণী বাণী শ্রবণ করিয়া কহি-লেন, সরস্বতী! মহান্তগণ অযোগ্যে বিবাদ করেন না, কিন্তু অদ্বৈত মতে যিনি আক্ষেপ করিতে উদ্যত হইবেন,

পুরুষ বা স্ত্রীজনের সহিত আমি জয় জন্য বাদ করিব। ইহা প্রথাও আছে, যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর সহিত ও জনক স্থুলভার সঙ্গে বাদ করিয়াছিলেন।

শঙ্কর ও সরস্বতীর বিচার।

যতিবরের বাক্যে শারদা অত্যন্ত হর্ষ প্রাপ্তা হইয়া বৈদিকী যুক্তিতে শঙ্করের সহিত বাদে প্রবর্ত্তা হইলেন। উভয়ের বিবাদে সপ্তদশ দিবস হইল। সরস্বতী মুনিকে অজেয় বিবেচনা করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, ইনি বাল্য কাল হইতে যথাবিধি কৃতসন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্যে দৃঢ়, শান্ত এবং সৎ সমাধি যুক্ত, কাম-শাস্ত্র অবগত নহেন, তদ্দ্বারা ইহঁাকে জয় করিব। সরস্বতী স্বীয়ান্তঃকরণে এরূপ আলোচনা করিয়া সভা মধ্যে প্রসঙ্গত জিজ্ঞাসা করিলেন, যতিবর! কামকলা কিরূপ ও কয় এবং আধার কি? আর কামের স্থিতি কোথায়? নারী বা নরে কি প্রকারে থাকে? শারদার এরূপ বাণী শ্রুতিগোচর হইলে, যতিবর কিছুমাত্র কহিলেন না। নিজ চিত্তে চিন্তা করিলেন, ইহা সন্ন্যাসীগণের ধর্ম্ম নহে, কিন্তু বাদে প্রবর্ত্ত হইয়া "কর্ত্তব্য নয়" এমত উক্তিও উচিত হয় না। অতএব, ইহার উত্তর অবশ্য কর্ত্তব্য, এ প্রকার বিচার করিয়া সরস্বতীকে কহিলেন, মাসান্তরে ইহার উত্তর হইবে। সরস্বতী স্বীকৃতা হইলে, যতিবর স্বাভিমত দেশে গমন করিলেন।

শঙ্করের মৃত রাজ শরীরে প্রবেশ মানস প্রকাশ ও পদ্মপাদের নিষেধ উক্তি এবং মৎস্যেন্দ্র যোগীর উপাখ্যান।

শঙ্কর-যতীশ্বর গমন করত মকরাখ্য দেশ প্রাপ্ত হইলেন। সে দিবস রাজা মকরাখ্য মৃত হইয়াছেন, রাজার মৃত শরীর বৃক্ষ মূলে নানা মন্ত্রীগণেতে সমাবৃত। শঙ্কর যোগ-চক্ষু দ্বারা সমালোকন করিয়া তৎক্ষণে যোগিবর পদ্মপাদাখ্য শ্রেষ্ঠ শিষ্যকে কহিলেন, সনন্দন! শ্রবণ কর,—যোগেতে দেখিলাম, রাজা মকরাখ্য গতাসু হইয়াছে, অতএব, আমি অল্প দিনের নিমিত্ত সেই শরীরে প্রবেশ করিয়া রাজা হইয়া পুনর্ব্বার এ দেহে প্রবেশ করিব, ইহাতে তোমারদের সন্দেহ কর্ত্তব্য নয়। শিষ্য পদ্মপাদ গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া নিবেদন করিলেন, গুরো! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনকার অবিদিত কি আছে? পূর্ব্বতন কালে মৎস্যেন্দ্র নামা যোগী গোরক্ষাখ্যা শিষ্যকে দেহ রক্ষণে নিযুক্ত করিয়া কোন্ রাজার মৃত শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি রাজা হইয়া রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হওত সিংহাসনে উপবিষ্ট, অমাত্য পরিবৃত পরম সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন। রাজার বিজ্ঞ সুবিচক্ষণ সচিবগণ কোন যোগীকে ভূপতি শরীরে প্রবিষ্ট অনুমান করিয়া, তাঁহার বশীকরণে যত্ন-তৎপর হইলেন। নানাবিধ মনোহর রাজভোগ্য সামগ্রী সকল প্রস্তুত করিয়া অহরহ তাঁহার মনোরঞ্জন সাধন করিতে অনুরত হইলেন। যোগীবর বিবিধ ভোগ ও সুন্দরী রাজমহিলাগণের সহবাসে ও সঙ্গীত নৃত্য কলালাপ(১) হাব ভাব এবং রস-সঞ্চারিণী সুধাময়ী বাণী আদিতে

---

১ গীতালাপ।

দিবা নিশি সমাসক্ত বুদ্ধি হইয়া যোগ সমাধি সকল বিস্মৃত হইলেন। সত্যবটে কামিনী কুলের কমনীয় কটাক্ষ কুলিশ (১) পাতে ধৈর্য্য ভূধর চূর্ণ ও বিলয় প্রাপ্ত হয়। তাবৎ যোগ, বিরাগ, ধ্যান, জ্ঞান বিদ্যমান থাকে, যাবৎ কন্দর্পের প্রখর আয়ুধ রূপ সুন্দরী যোষিৎবৃন্দ সম্মুখ-বর্ত্তী না হয়। বিবেক রাজ্যের ছত্র-ভঙ্গ-কারিণী রমণীবর্গ হইতে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে।

আশ্রমে শরীর রক্ষণে নিযুক্ত গোরক্ষ শিষ্য যোগশক্তি প্রভাবে যোগীবরের রাজভোগে মোহাপন্নতা অবগত হইয়া গুরুর হিত সাধন মানসে যোগ দ্বারা আপনাকে দ্বিধা করিয়া এক দেহে সেই স্থানে অবস্থিত হইয়া গুরুর শরীর পালন করেন, দ্বিতীয় শরীরে বিদ্বদ্বেশ ধারণ করিয়া রাজ সমীপে সমুপস্থিত হইলেন, এবং মন্ত্রীতুল্য নানা শাস্ত্র উপদেশ করত ভূপতির প্রিয় পাত্র হইলেন। তিনি কোন সময়ে নির্জনে তত্ত্বজ্ঞান ও যোগ উপদেশ করিয়া গুরুকে পূর্ব্ব কলেবরে সমানয়ন করিয়াছিলেন। ভগবান্! ঈদৃশ বিষয়-স্নেহ যোগী-গণের পরম রিপু এবং নানা প্রকার দুঃখকর শ্রুত ও দৃষ্ট আছে। আপনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে যথার্থত বিবেক করিতে সমর্থ। গুরো! কোথা কাম শাস্ত্র কলনা(২)আর কোথা আমাদের ব্রত, আমি যাহা নিবেদন করিলাম তাহা কিছুই স্বামীর অবিদিত নাই, অতএব ইহাতে ক্ষান্ত হওয়াই কর্ত্তব্য।

১ বজ্র　　২ জলপনা, বশতা।

জ্ঞানীগণের অসঙ্গতা কথন পুরঃসর শঙ্করের রাজদেহে প্রবেশ।

শঙ্কর যতিবর পদ্মপাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সৌম্য! তুমি যাহা কহিলে তাহা নিন্দিত ও গর্হিত বটে, কিন্তু শ্রবণ কর; কাম, অসঙ্গ জনগণকে বশ করিতে প্রভু হয় না, শ্রীকৃষ্ণের গোপ-বধূ-গণের সমাগম যেমত, সেইরূপ জানিবে।

সনন্দন! সঙ্কল্প কাম সকলের মূল, আমি সদা এক অসঙ্গ, সে সঙ্কল্প আমাতে কখন নাই, তাহা অজ্ঞানমূলক বিষয় মানব বৃন্দের দুঃখ কর হয়, ব্রহ্মজ্ঞানে যাহার সে কারণ অজ্ঞান নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং তাহার সঙ্কল্পাভাস সবীজ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, বিনষ্ট সঙ্কল্পের বিষয়াসক্তি আপনি নাশ হয়, অতএব আমাদের সে সঙ্কল্প মূলাভাবে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। আর, সঙ্কল্প দেহাভিমানী জন নিকরের সকল দুঃখের কারণ, আত্মারাম ধীরগণের কিছুমাত্র বাধা করেনা। স্বাত্মজ্ঞান বিহীনের সকল কর্ম্ম সংসার জনক হয়, ও নিত্য ব্রহ্মাত্মনিষ্ঠ জনের সমস্ত কর্ম্ম সুখময়। ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে যাহার দ্বৈত বুদ্ধি অপাকৃতা (১) হইয়াছে, সে জ্ঞানীর ব্রহ্ম হত্যাদি পাপে এবং অশ্বমেধ জন্য পুণ্যে লিপ্ততা নাই। দেব-রাজ ইন্দ্র ত্রিশির্ষকে (২) বধ করিয়াছিলেন, এবং যতি বৃন্দকে বৃকগণে (৩) অর্পণ করিয়া ভক্ষণ করাইয়াছিলেন, সুর-পতির তাহাতে লোম হানি হয় নাই, ইহা বহ্বৃচ শ্রুতি কহিতেছেন। আর, রাজা জনক অশ্বমেধ যাগদ্বারা যজন করিয়া-ছিলেন, বিদেহ, মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সে পুণ্যের

১ অপহৃতা। ২ মুনি বিশেষ। ৩ ব্যাঘ্রগণে।

সহিত জনকের সম্বন্ধ ছিলনা, ইহা বাজশেনেয় শ্রুতি কহেন। অতএব কাম শাস্ত্রের অনুশীলন আমার বাধক নয়।

ভিক্ষুবর ইহা কহিয়া গিরিশৃঙ্গে গমন করিলেন। সেখানে ক্ষণ মাত্র স্থিত হইয়া শিষ্যবর্গকে কহিলেন, যাবৎ আমি কামশাস্ত্র ও কামকলা জ্ঞাতা হইয়া এ ভিক্ষু-শরীরে প্রত্যাগত হই, তাবৎ তোমরা এ শরীর সাবধানে, গৌরবের সহিত পালন কর।

শঙ্কর যোগীশ্বর, শিষ্যগণকে অনুশাসন করিয়া যোগবলে স্থূলকলেবর পরিত্যাগ করত পুর্য্যষ্টক লিঙ্গদেহময় হইয়া রাজার মৃত শরীরে সমাবেশন করিলেন।

এখানে রাজার শরীর সপ্রাণ হইয়া, শনৈঃশনৈঃ নয়ন প্রোন্মীলন করিয়া, ক্রমে সবল হইয়া প্রমদাকুল(১)ও প্রজা(২) পুঞ্জকে হর্ষোৎফুল্ল করিলেন। মন্ত্রীগণ ও যোষিৎবৃন্দ রাজাকে জীবিত প্রাপ্ত হইয়া জীবন উপলাভ করিলেন, এবং সকলে মহাহর্ষে সহস্র সহস্র শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। আর, চতুর্দ্দিগ হইতে জয়শব্দ ও স্বস্তিশব্দে অতিশয় কোলাহল হইল। পশুপতি শঙ্কর মানুষী-তনু ধারণ করিয়া লোকে বিহার করিয়াছিলেন, যেমত মানব শরীরে স্বাত্ম-বুদ্ধি প্রাপ্ত জন নিকর লৌকিক ভোগজালে ব্যবহার নিরত হয়েন, লোকদৃষ্টিতে শঙ্কর সেরূপ ব্যবহৃতিতে তৎপর হইয়াছিলেন।

ধীরগণ ইহা মনে বিচার করত স্থূল সূক্ষ্ম শরীরাদিতে অহঙ্কার এবং কুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বেদান্ত-বাক্য দ্বারা স্বাত্মজ্ঞানে বিমল সুখঘন আত্মাতে স্থিত হইবে।

ল। ২ পুত্র।

সজ্জন মুনিগণ সমাজে বিচার করিয়া বিষয়জালে সুখ-লেশাভাব, সুখনিধি এই আত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা জানিয়া ক্ষণ মাত্রও সমাধিতে স্থিত হও।

ইতি শ্রীশঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী গ্রন্থে শঙ্করের রাজ শরীরে প্রবেশ নাম সপ্তমসর্গঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম সর্গ।

শঙ্করের রাজদেহে রাজ্য-পালন ও অঙ্গনাসঙ্গ এবং কামকলা ও কামশাস্ত্র সমালোচন।

মহামতি নরপতি, মন্ত্রিগণ সহ কৃতশান্তি হইয়া ভদ্রাসনে সমারোহণ করত স্বীয় রাজ্য পালনে নিরত হইলেন। রাজ-পুরোহিত ও সচিবগণ ভূপতিকে অপূর্ব্ব গুণ সম্পন্ন অবলোকন করিয়া পরস্পর সমবেত(১) হইয়া মন্ত্রণা করিলেন, এবং কহিলেন পূর্ব্বতন সদ্‌গুণ ভূষিত ভূপতিগণ হইতে এ বর্ত্তমান নরপতির আশ্চর্য্য রূপ ও গুণ দৃষ্ট হইতেছে, দানে যযাতি তুল্য, বক্তৃতায় পৃথু প্রায়, জয় শীলতায় অর্জ্জুন সম, সর্ব্ব-জ্ঞতাতে শ্রীপতি সদৃশ, একাধারে বহু গুণ সামান্য জনে সম্ভব নহে, অতএব ইনি কোন দিব্য তেজস্বী, ইহাতে সংশয় নাই। এইক্ষণে অস্মদ্‌গণের মহতী যুক্তি সহকারে এমত যত্ন ও উপায় কর্ত্তব্য যাহাতে এই মহামনা পুনর্ব্বার স্ব শরীরে গমন না করেন। অধিকার মধ্যে যে কোন স্থানে গতাসু শরীর গুপ্ত বা প্রকট থাকে তাহা অবিচারে দগ্ধ করা হয়, পূর্ব্ব শরীর ভস্মীভূত হইলে এদেহ হইতে গমন সম্ভব হইবেনা। সকলে একত্র হইয়া মন্ত্রণা দ্বারা এইরূপ পরামর্শ ও যুক্তি

---

১ মিলিত।

স্থির করিয়া অবনীস্থ সমস্ত মৃতদেহ দাহ করিবার জন্য আজ্ঞাধীন সেবক বৃন্দকে নিযুক্ত করিলেন। তাহারা লব্ধানুজ্ঞা হইয়া তৎকার্য্য সম্পাদনে প্রাণ পণে প্রবর্ত্ত হইল।

নরপতি অমাত্যবর্গ প্রতি রাজ্য ভার সংন্যস্ত (১) করিয়া স্বয়ং মনোহরা বামলোচনা সুন্দরী বহু কামিনী ভোগে নিরত ও তদ্গত হইলেন। কামকলা ও কাম শাস্ত্রানুবোধে বাৎস্যায়নাদি প্রণীত গ্রন্থ সমূহ যথা অর্থ নিরীক্ষণ ও সমালোচন করিতে লাগিলেন, স্বয়ং তাহাতে নিবন্ধ করিলেন। কন্দর্প সময় পাইয়া অরি পরাভূত করিতে সগণ সায়ুধ রণরঙ্গে প্রবর্ত্ত হইল। এই প্রকার রাজ-শরীর-প্রবিষ্ট-যোগীর কামিনীগণ সহবাসে ও রমণী রঙ্গরস বিলাসে মাস মাত্র অতিক্রান্ত হইল। এখানে শৃঙ্গগিরি আশ্রমে পদ্মপাদাদি শিষ্যবৃন্দ ভাষ্যকারের নিয়মিত কালের অতিক্রমণ অবলোকন করিয়া পরস্পর বিচার করিতে লাগিলেন; মাসাবধি হইল অদ্যাপি আচার্য্য স্ব শরীরে প্রত্যাগত হইয়া অস্মদগণকে সনাথ করিলেন না। আমরা অধুনা আচার্য্যের অন্বেষণে কি করিব ও কোথায় বা যাইব? সকলে স্ব স্ব বুদ্ধিতে উপায় চিন্তা কর, কিরূপে গুরুর তত্ত্ব প্রাপ্ত হইতে পারা যায়, এবং জানা যায় কোন্ স্থানে কি রূপে বিলাস করিতেছেন? পদ্মপাদ সকলকে কহিলেন, আমরা কি নিমিত্ত এত শোচনা করি? অন্বেষণ করিলে অবশ্যই গুরুর তত্ত্ব প্রাপ্ত হইব, তাঁহার গুণ গোপন থাকিবার নহে।

---

১ অর্পিত।

শিষ্যগণের গায়ক বেশে রাজ সমীপে গমন ও গান ছলে স্মরণ দেওন।

স্বতীর্থগণ পদ্মপাদের নয়যুক্ত বাক্যে নিশ্চয় করিয়া, কেহ কেহ সেই স্থানে গুরুর শরীর রক্ষণে নিযুক্ত রহিলেন, আর আর সকলে দক্ষিণ দিশায় গমন করিয়া লোক প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলেন, যে, এতদ্দেশের ভূপতি মৃত হইয়া পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়াছেন, এবং সর্ব্বদা তরণীগণেতে সংসক্ত আছেন। ইহা অবগত হইয়া সকলে গায়কের বেশ ধারণ করিয়া গীত-কুশল সকলে তৎপুরে প্রবেশ করিলেন।

সঙ্গীত-রস-তত্ত্ববিৎ গায়কগণ ভূপতির অনুমতি লব্ধ হইয়া সমীপে গমন করত, সভা মধ্যে সিংহাসনোপবিষ্ট, চামরে ব্যজ্যমান, তরণীগণেতে পরিবৃত ও যুবতীবৃন্দে বেষ্টিত নর-পতিকে দর্শন করিয়া নমস্কার করিলেন। রাজাজ্ঞা মতে সভা প্রবিষ্ট হইলেন। সঙ্গীতালাপন আরম্ভ করিলেন।

প্রথমে ভৃঙ্গ সম্বোধনে গিরিশৃঙ্গের পাদপগণের সঙ্গ পরিত্যাগ ইত্যাদি গীত ব্যাজে প্রকৃত ভাব অবগতি করিয়া, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা স্মরণ করাইলেন। যথা;—

"নেতি নেত্যাদি নিগম বচনেন নিপুণ নিষিধ্য মূর্ত্তামূর্ত্ত রাশিং। যদশক্য নিহ্নবং স্বাত্মরূপ ত্বয়াচ জানন্তি কোবিদা তত্ত্বমসি তত্ত্বমসিত ত্বং ॥১॥ স্বাদ্য মুৎপাদ্য বিশ্ব মনুপ্রবিশ্য গূঢ় মন্নময়াদি কোশ জালৈঃ। কবয়ো

অর্থ। নিপুণ পণ্ডিতগণ নেতি নেতি (নয় নয়) আদি বাক্য দ্বারা মূর্ত্তামূর্ত্ত সকল নিষেধ করিয়া যে নিরাস অশক্য বস্তুকে আত্মত্ব রূপে জানেন, তত্ত্বমসি অর্থাৎ সেই তুমি, সেই তুমি, তুমি সে ॥ ১ ॥ যিনি আদ্য বিশ্ব উৎপাদন করিয়া

বিবিচ্যাবঘাততো যত্তণ্ডুল বদাদি তত্ত্বমসি তত্ত্বমসি তত্ত্বং ॥২॥ বিষম বিষযেষু সঞ্চারিণোঽক্ষাশ্বান দোষ দর্শন কশাভিঘাততঃ স্বৈরং। সন্নিবৃত্ত্য স্বান্ত রশ্মিভি র্ধীরা বধ্নন্তি যত্র তত্ত্বমসি তত্ত্বমসি তত্ত্বং ॥৩॥ ব্যাবৃত্ত জাগ্রদাদি ষনুস্যূত স্তেভ্যোঽন্যাদিব পুষ্পেভ্য ইবসূত্রং। ইতি যদৌপাধিক-ত্রয় পৃথক্তেন বিন্দতি সুরয় স্তত্ত্বমসি তত্ত্বমসি তত্ত্বং ॥৪॥ পুরুষ এবেদ মিত্যাদি বেদেষু সর্ব্বকারণতয়া যস্য সর্ব্বাত্মং। হাটকস্যেব মুকুটাদি তাদাত্ম্যং সরস মাম্নায়তে তত্ত্বমসি তত্ত্বমসি তত্ত্বং ॥৫॥ যশ্চাহ মত্র বর্ষ্মণি ভামি সো যোসৌ বিভাতি রবিমণ্ডলে সোহহং। ইতি বেদ বেদিনো ব্যতি-

তাহাতে প্রবেশ করত অন্নময়াদি কোশ তুষ-জালেতে গূঢ় আছেন, বিচক্ষণগণ যুক্তি দ্বারা অবঘাত করিয়া যাহাকে তণ্ডুল তুল্য বাচিয়া লয়েন, সেই তুমি, সেই তুমি, তুমি সে ॥২॥ বিষম বিষয় মার্গ সঞ্চারী (১) ইন্দ্রিয়াশ্বগণকে ধীর সকল দোষ দর্শন কশাভিঘাতন (২) দ্বারা নিবর্ত্ত করত সচ্ছন্দ-চিত্ত রশ্মি যোগে যাহাতে বন্ধন করেন, সেই তুমি, সেই তুমি, তুমি সে ॥৩॥ গমনশীল জাগ্রদাদি অবস্থা সকলে অনুস্যূত(৩) অথচ সে সমস্ত হইতে অন্য, যেমত পুষ্প হইতে সূত্র ভিন্ন, সুরগণ যাহাকে তিন উপাধি হইতে পৃথক্ রূপে দেখেন, সেই তুমি, সেই তুমি, তুমি সে ॥৪॥ সর্ব্বংপুরুষ এবেদং ইত্যাদি অর্থাৎ এ সমস্ত পুরুষ নিশ্চয় বাক্যে বেদে সর্ব্ব-কারণ রূপে যাঁহার সর্ব্বাত্মত্ব সুবর্ণের মুকুটাদি তাদাত্ম্যতুল্য কহিতেছেন, সেই তুমি, সেই তুমি, তুমি সে ॥৫॥ যে আমি এ শরীরে ভাসমান আছি, সেই আমি সূর্য্য মণ্ডলে প্রকাশ পাইতেছি, ইহা বেদবেত্তাগণ পরস্পর নিরন্তর অধ্যয়ন

১ বিচরণকারী। ২ চাবুক মারণ। ৩ সর্ব্বান্তরস্থ, যেমত পুষ্প মালার সূত্র।

হারতো যদধ্যয়ন্তি যত্নত স্তত্ত্বমসি তত্ত্বমসি তত্ত্বং ॥৬॥ বেদানুবচন সন্দান মুখ ধর্ম্মৈঃ শ্রদ্ধয়ানুষ্ঠিতৈ বিদ্যয়াযুক্তে। বিবিদিষন্ত্যা বিমল স্বান্তা ব্রাহ্মণা যদ্ধি তত্ত্বমসি তত্ত্বমসি তত্ত্বং ॥৭॥ শম দমোপরমাদি সাধনৈ-র্ধীরাঃ স্বাত্মনাত্মনি যদন্বিষ্য কৃতকৃত্যাঃ। অধিগতাতঃ সচ্চিদানন্দরূপা ন পুন রিহ খিদ্যন্তি তত্ত্বমসি তত্ত্বমসি তত্ত্বং ॥৮॥"

করিতেছেন, সেই তুমি, সেই তুমি, তুমি সে ॥৬॥ বেদ-বচনানু-সারে সদানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অত্যন্ত বিমল বুদ্ধি মানববৃন্দ বিদ্যা যুক্তিতে যাঁহাকে জানিতে পারেন, সেই তুমি, সেই তুমি, তুমি সে ॥৭॥ ধীরগণ শম দমোপরমাদি সাধন সম্পন্ন সুবুদ্ধি যোগে আপনাতে যাহা অন্বেষণ করত, যে সচ্চিদানন্দ রূপে অধিগত হইয়া কৃতকৃত্য হয়েন, পুনঃ ইহ সংসারে বিদ্য-মান হয়েন না, সেই তুমি, সেই তুমি, তুমি সে ॥৮॥

গায়ক বেশধারী পদ্মপাদাদির ব্রহ্মাদ্বয় তত্ত্বামৃত স্বাত্মা-নন্দ রসান্বিত গাতাবলি নরপতি তদ্গত চিত্তে শ্রবণ করিয়া, আপন সিদ্ধার্থ ত্যাগ অবগত হইয়া, বিস্মিত প্রায় হইলেন। পদ্মপাদাদি ভূপতির উদ্দেশ্য তত্ত্বাবগতি নিশ্চয় জ্ঞান করিয়া সত্বর গিরিশৃঙ্গে স্বাশ্রমে গমন করিলেন।

শঙ্করের স্ব দেহে প্রবেশ।

ভূপতি, গায়কগণের গমনান্তর অন্তর্বুদ্ধ হইয়া স্বয়ং মূর্চ্ছাশ্রয় করত রাজ-শরীর হইতে নির্গত হইয়া স্ব দেহে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন, গিরিশৃঙ্গে ভিক্ষু কলেবরে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া উত্থান করত নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়া গিরি গহ্বরে দৃষ্টি করিলেন, রাজ-ভৃত্যগণ মন্ত্রীবর্গের আদেশে

গতাসু শরীর দাহার্থে গিরি কন্দরে অনল প্রজ্বলিত করিয়াছে। যতিবর, চতুর্দ্দিগে অগ্নি বিস্তৃত ও বিবর্দ্ধিত অবলোকন করিয়া তাহার শান্তি জন্য প্রণতার্ত্তিহর (১) ভগবান্ নৃসিংহ দেবকে স্মরণ করত স্তুতি পাঠ করিলেন।

নৃসিংহ স্তব ও তাঁহার দর্শন এবং বর।

বিরিঞ্চি শঙ্করাদি দেবগণের সেব্য, স্তবনীয়, সংসার-ভীতিহর, মোক্ষপ্রদ, সৎশরণ্য, শ্রুতির পরব্রহ্ম, নির্ব্বাণদাতা, ভবসিন্ধু তরণের পোত স্বরূপ, অতি সুন্দর শ্রীনরহরির পাদ-পদ্ম বন্দনা করি।

হে নরহরে! তুমি সিংহ স্বভাবে নরগণের ভব বন্ধন ধ্বংসকারী, তুমি সজ্জনের বরদাতা প্রসিদ্ধ, তোমার সর্ব্ববন্দ্য চরণ-সরোজ আশ্রয় করি। তুমি তাপ সংহর্ত্তা, এ দুর্জ্জয় অনল তাপ সংহরণ কর।

হে নরহরে! তুমি স্বীয় ভজন তৎপর ভক্তগণের সংসার মৃত্যু বিষবল্লী (যাহার মূল কাম দর্প ও দুঃখ পুষ্প অবিদ্যা পাপে পুষ্ট) তোমার নাম স্মরণ করিলে দগ্ধ কর। আকাশাদি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া দেব, নর, পশু আদি দেহ জালে প্রবিষ্ট লোকে নরপদে কথিত সিংহ ঈশ্বর, তুমি বুদ্ধিতে প্রবেশ করত ভব-দাব-দহন-তাপ পরিহরণ কর।

শঙ্কর-যতিবর, এই রূপ অনেক স্তুতি করিলে, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের নিয়ন্তা নৃসিংহ দেব ভাষ্যকারের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ দর্শন দিলেন, এবং গুহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী

---

১ প্রণত জনের দুঃখহারী।

জ্বলন্ত হুতাশন প্রাশন (১) করিয়া শঙ্করকে কহিলেন, যতিবর! তুমি অধুনা ইষ্ট বর প্রার্থনা কর; শ্রুতি মতে নিরত মৎপদ ধ্যানশীল সজ্জন বৃন্দের দর্শন আমার এই সফল। তোমার কৃত স্তব ভক্তিভাবে পাঠ করিলে আমার প্রিয় হইয়া মৎ প্রসাদে আমার বিমল পদ প্রাপ্ত হইবে। বিমল-মতি-যতিবর, শ্রীনৃসিংহ দেবের প্রসাদ (২) বাক্য শ্রবণ করিয়া গম্ভীরভাব স্তুতি ও বিনয় বিশিষ্ট বাক্যে প্রার্থনা করিলেন, প্রভো! আমার বর এই বেদান্ত সম্মত ব্রহ্ম-মার্গ শ্রুতি যুক্তি দ্বারা ভ্রমযুক্ত বর্ত্ম দোষিত মৎকৃত ভাষ্য সজ্জনগণ মধ্যে প্রচার হয়।

বিকসিত মুখাম্ভোজ শ্রীনৃসিংহ দেব ভাষ্যকারের বচন শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন বদনে কহিলেন, যতিবর! তোমার অভিপ্রেত মত হইবে, তুমি শঙ্করাচার্য্য আমা হইতে ভিন্ন নহ, শ্রুতির অভিপ্রায় আমি ও তুমি অবগত, স্বয়ম্ভু তাদৃক্ জ্ঞাতা নহেন। ইহা কহিয়া অখিলাত্মা নরহরি গিরিশৃঙ্গে অদৃশ্য হইলেন।

ভাষ্যকারের মণ্ডনালয়ে গমন ও শারদান্তর্দ্ধান।

তদনন্তর ভাষ্যকার শিষ্যবৃন্দে পরিবৃত হইয়া মণ্ডন-মিশ্রালয়ে প্রস্থান করিলেন। মণ্ডন-মিশ্র আকাশ-বর্ত্মে সমুপস্থিত যতীশ্বরকে সন্দর্শন করত অমিত হর্ষে ভার্য্যার সহিত উত্থান পুরঃসর যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন। বিনত

১ ভক্ষণ। ২ প্রসন্ন।

ভাবে অহো ভাগ্য! অহো ভাগ্য! কহিয়া বিনয়াবনত ভাবে অগ্রে স্থিত হইলেন।

তখন সরস্বতী, শঙ্কর-যতীশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া অর্চ্চনা করিয়া সাবনতা মূর্ত্তি হর্ষোৎফুল্ল মনে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি সাক্ষাৎ সদাশিব, সমস্ত বিদ্যার ঈশান, সকল দেহীগণের ঈশ্বর, ব্রহ্মার অধিপতি, আমাকে সভা মধ্যে জয় না করিয়া কাম শাস্ত্র শিক্ষার্থ তোমার রাজ-শরীরে প্রবেশ লোক বিড়ম্বনা মাত্র, আমি মহেশ্বর হইতে সদুত্তর লব্ধা হইয়াছি। ব্রহ্মন্! আমি স্ত্রীজাতি, চঞ্চলতা আমারঃ দিগের স্বভাব সুলভ, আমি শিক্ষাভিলাষে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, স্ত্রীগণের কায়মন বাক্যে পতিপক্ষানুসারিত্বই ধর্ম্ম, ইহা নিশ্চিত আছে, আমারা স্বামী হইতে বিজিত হইয়াছি, অধুনা অনুজ্ঞা করুন স্ব ধামে গমন করি।

শঙ্কর বাণীর বাণী-কৌশলে সন্তোষিত হইয়া কহিলেন, আমি অবগত আছি, তুমি ব্রহ্ম-ভার্য্যা সরস্বতী দেবী, বিশ্বের কল্যাণ মানসে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া মহীতলে অবতীর্ণা হইয়াছ। অতএব, আমার কৃত স্থানে ফলকামী জন নিকরের অর্চ্চ্যমানা হইয়া সদা হৃষ্ট ভাবে ইষ্ট ফল প্রদাত্রী রহিবে। সরস্বতী, শঙ্করকে তথাস্তু বলিয়া, মণ্ডন গৃহে সভা মধ্যে অন্তর্ধান হইলেন। তত্রস্থ সর্ব্বজন ইহা চাক্ষুস দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। আর সরস্বতী ব্রহ্ম ধামে গমন করত ব্রহ্মপার্শ্বে স্থিতা হইলেন।

বুধবৃন্দের বদন রঙ্গভূমিতে বেদ-বাদ্য-প্রমত্তা শ্রুতি-শেখর রসাভা শারদা সদা নয়যুক্তা হইয়া স্বাত্মভাবে নৃত্য

করিতেছেন। তিনি যতিবর হইতে বিজিতা হইয়া ব্রহ্মপার্শ্ব গতা হইলেন।

শঙ্কর-ভাস্কর করুণাকীর্ণ কিরণপাতে বেদান্ত নয়যুক্ত কৃতভাষ্য অলৌকিক আলোকে সজ্জন নিকরের হৃদয়াম্বুজ প্রফুল্লকারী এবং কুমত তিমিরহারী হইলেন।

ইতি শ্রীশঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী গ্রন্থে শঙ্করের রাজ-দেহ ও স্ব শরীর প্রবেশ এবং শারদা অন্তর্ধান নাম অষ্টম সর্গঃ ॥৮॥

নবম সর্গ।

মণ্ডনের সন্ন্যাস ও তত্ত্বোপদেশ।

প্রভাতে মণ্ডন-মিশ্র সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ন্যায়োপার্জ্জিত বিত্ত সকল যাগ দক্ষিণা রূপ সৎপাত্র বিপ্রগণকে প্রদান করিয়া সন্ন্যাসাচরণ করিলেন। দেশিকেন্দ্র, যতীশ্বর শঙ্করাচার্য্যকে আশ্রয় করিয়া তত্ত্বমসি বাক্য বিধিবৎ শ্রবণ করিলেন। উপদেশ শ্লোক যথা ;—

শঙ্করোক্তি।

"তত্ত্বং পদার্থ শুদ্ধ্যর্থ গুরুঃ শিষ্যং বচো ব্রবীৎ। বাক্য তত্ত্বমসী তাত্র ত্বং পদার্থ বিবেচয় ॥ ১ ॥ ন ত্বং দেহোসি দৃশ্যত্বাৎ উপজাত্যাদি

অর্থ। তত্ত্বং পদার্থ শোধন জন্য, গুরু, শিষ্যকে কহিলেন, তত্ত্বমসি এই বাক্য ইহাতে যে তিন পদ তৎ ত্বং অসি,

মত্ত্বতঃ। ভৌতিকত্বাদশুদ্ধত্বাদনিত্যত্বাত্তথৈবচ ॥ ২ ॥ অদৃশ্যো রূপ-হীনস্ত্বং জাতিহীনোপ্যভৌতিকঃ। শুদ্ধনিত্যোঽসি দৃগ্রূপো ন ঘটো যদ্বৎদৃগ্‌ভবেৎ ॥ ৩ ॥ ন ভবানিন্দ্রিয়াণ্যেষাং করণত্বেন যা শ্রুতি। প্রেরকস্ত্বং পৃথক্ তেভ্যো ন কর্ত্তাকরণং ভবেৎ ॥ ৪ ॥ নানৈতান্যেকরূপস্ত্বং ভিন্নস্তেভ্যঃ কুতঃ শৃণু। ন চৈকেন্দ্রিয়রূপস্ত্বং সর্ব্বত্রাহং প্রতীতিতঃ ॥৫॥ ন তেষাং সমুদায়োসি তেষামন্যতমস্যচ। বিনাশেপ্যাত্মধীস্তাবদস্তি স্যান্নৈবমন্যথা ॥ ৬ ॥ প্রত্যেকমপি তান্যাত্মা নৈব তত্র নয়ং শৃণু।

সে ত্বং পদের অর্থ বিবেচনা কর, অর্থাৎ ত্বং পদে তুমি গুরু কহি, শিষ্য আমি জানিয়া বিচার করিবে, সে ত্বং (তুমি) কোন বস্তু বিচার করিয়া দেখ ॥ ১ ॥ ত্বং (তুমি) দেহ নয় যেহেতু দেহ দৃশ্য জাতি আদি-যুক্ত ও ভৌতিক, অশুদ্ধ অনিত্য ॥২॥ তুমি অদৃশ্য, রূপহীন ও জাতিহীন ও অভৌতিক, শুদ্ধ, নিত্য, দ্রষ্টারূপ ঘট দ্রষ্টা হয় না, এবং দ্রষ্টাও ঘট হয় না ॥ ৩ ॥ স্থূল শরীর নিরাস করিয়া সূক্ষ্ম দেহ নিষেধ করিতেছেন। তুমি ইন্দ্রিয়গণ নহ, ইহাদের করণত্ব রূপ শ্রুতি আছে, অর্থাৎ শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়গণ করণ উক্ত হইয়াছে, তুমি সে সকল হইতে পৃথক তাহাদের প্রেরক, কর্ত্তা করণ হয় না, ও না করণ কর্ত্তা হয় ॥ ৪ ॥ ইহারা নানা তুমি একরূপ সে সমস্ত হইতে ভিন্ন, কি রূপে তাহা শ্রবণ কর, সর্ব্বত্র অহং প্রতীতি হেতু তুমি এক ইন্দ্রিয় রূপ নহ ॥৫॥ তাহাদের (ইন্দ্রিয়গণের) সমুদয় তুমি নহ, অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয় মিলিত সংঘাত নহ, কারণ তন্মধ্যে একের বিনাশ হইলে আত্মবুদ্ধি থাকে তাহার অন্যথা হয় না ॥৬॥ সে সকল প্রত্যেক আত্মা হয় না, তদ্বিষয়ে

নানাস্বামিকদেহোয়ং নশ্যেদ্ভিন্নমতাশ্রয়ঃ ॥ ৭॥ নানাত্মাভিমতং নৈব বিরুদ্ধ বিষয়ত্বতঃ। স্বাম্যৈক্যে তু ব্যবস্থা স্যাদেকপার্থিবদেশবৎ॥৮॥ ন মনস্ত্বং নবা প্রাণো জড়ত্বাদেব চৈতয়োঃ। গতমন্যত্র মে চিত্তমিত্যন্যত্বানুভূতিতঃ ॥৯॥ ক্ষুত্তৃড্ভ্যাং পীড়িতঃ প্রাণো মমায়ং চেতি ভেদতঃ। তয়োর্দ্রষ্টা পৃথক্ তাভ্যাং ঘটদ্রষ্টা ঘটাদ্যথা ॥ ১০॥ সুপ্তৌলীনাস্তি যা বোধে সর্ব্বং ব্যাপ্নোতি দেহকং। চিচ্ছায়য়া চ সম্বন্ধা ন সা বুদ্ধি ভবান্ দ্বিজ ॥ ১১॥ নানারূপবতী বোধে সুপ্তৌ লীনাতিচঞ্চলা। যতোদৃগেকরূপস্ত্বং পৃথক্ তস্য প্রকা-

---

যুক্তি শ্রবণ কর, এ দেহ নানা-স্বামিক হইলে ভিন্ন ভিন্ন মতাশ্রয়ে নষ্ট হয় কারণ এক ইন্দ্রিয়ের এক দেশে ও অন্য ইন্দ্রিয়ের অন্য দিগে গতি হইলে দেহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥৭॥ পরস্পর বিরুদ্ধ বিষয় হেতু নানা আত্মা অভিমত নহে যেমত দেশে এক রাজা স্বামী ব্যবস্থা হয় ॥৮॥ তুমি মনঃ বা প্রাণ নহ যেহেতু উভয়ের জড়ত্ব প্রকাশ আছে, আমার মনঃ অন্যত্র গিয়াছিল এ অনুভব দ্বারা ভিন্ন, অর্থাৎ আমি অন্য মন অন্য, স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে ॥৯॥ আমার এ প্রাণ ক্ষুধা তৃষ্ণাতে পীড়িত হইয়াছে, এই ভেদ দ্বারা মনঃ ও প্রাণ উভয়ের দ্রষ্টা উভয় হইতে পৃথক যেমত ঘটের দ্রষ্টা ঘট হইতে পৃথক হয় তদ্রূপ ॥১০॥ হে দ্বিজ, যে বুদ্ধি সুষুপ্তিতে লীনা ও জাগ্রতিতে সকল দেহ ব্যাপিতা হয়, চিদাভাসের সহিত মিলিতা সে বুদ্ধি তুমি নহ ॥১১॥ অপিচ সে বুদ্ধি চঞ্চলা জাগ্রৎ সময়ে নানা রূপবতী হয়, ও সুষুপ্তিকালে বিলীনা হয়, তুমি তাহার দ্রষ্টা এক রূপ তাহা হইতে পৃথক তাহার প্রকাশক অর্থাৎ বুদ্ধির চাঞ্চল্য ও নানা রূপ এবং বিলীনা হওয়া তুমি

শকঃ ॥ ১২ ॥ সুপ্তৌ দেহাদ্যভাবেপি সাক্ষী তেষাং ভবান্ যতঃ। স্বানুভূতিস্বরূপত্বান্নান্যস্তস্যাস্তি ভাসকঃ॥ ১৩॥ প্রমাণং বোধয়ন্তন্তং বোধং মানেন যে জনাঃ। বুভুৎসন্তে তে এধোভির্দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি পাবকং॥ ১৪॥ বিশ্বমাত্মানুভবতি তেনাসৌ নানুভূয়তে। বিশ্বং প্রকাশয়ত্যাত্মা তেনাসৌ ন প্রকাশতে॥ ১৫॥ ইদৃশং তাদৃশং নোয়ং ন পরোক্ষ সদেবযৎ। তদ্ব্রহ্ম ত্বং ন দেহাদিদৃশ্যরূপোসি সর্ব্বদৃক্ ॥১৬॥ ইদন্ত্বেনৈব যদ্ভাতি সর্ব্বং তচ্চ নিষিধ্যতে। অবাচ্যতত্ত্বমনিদং ন বৈদ্যং

দেখিতেছ, সুতরাং তুমি দ্রষ্টা পৃথক ॥ ১২॥ অধুনা কারণ শরীর নিরাস করিতে স্বরূপ কহিতেছেন। সুষুপ্তিতে দেহাদির অভাবে তুমি থাক, যেহেতু তুমি সে সকলের সাক্ষী স্বানুভূতি স্বরূপত্ব জন্য তাহার ভাসক, অর্থাৎ অনুভূত রূপের ভাসক, অন্য নাই ॥১৩॥ যে বোধ প্রমাণকে বোধিত করে যাহারা সে বোধকে প্রমাণ দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নিকে দগ্ধ করিতে বাঞ্ছা করেন ॥১৪॥ বিশ্বকে আত্মা অনুভব করিতেছেন, সে বিশ্ব দ্বারা আত্মা অনুভূত হয়েন না, আত্মা বিশ্বকে প্রকাশ করিতেছেন সে বিশ্ব কর্ত্তৃক আত্মা প্রকাশ্য নহেন। বিশ্ব শব্দে জগৎ এবং জাগ্রৎ চৈতন্যের নাম বিশ্ব এ শ্লোকে উভয়ার্থের সঙ্গতি হয় ॥১৫॥ যে সৎ ইদৃশ তাদৃশ নহেন এবং পরোক্ষ নহেন সেই ব্রহ্ম তুমি সকলের দ্রষ্টা দেহাদি দৃশ্যরূপ তুমি নহ। সম্মুখস্থিত বস্তুই দৃশ্য ও পরোক্ষ বস্তু অদৃশ হয় ॥১৬॥ আপনা হইতে ভিন্ন অগ্রে স্থিত বস্তুকে ইদং বলা যায়, তাহা পৃথক কহিতেছেন। ইদন্ত্বরূপে যাহা ভাসিতেছে, তাহা নিষেধ যোগ্য হয়, সে অনিদং অবাচ্য

স্বপ্রকাশতঃ ॥ ১৭ ॥ সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণমুচ্যতে। সত্যত্বাৎ জ্ঞানরূপত্বাদনন্তত্বাত্ত্বমেবহি ॥ ১৮ ॥ সতি দেহাদ্যুপাধৌ স্যাজ্জীবস্তস্য নিয়ামকঃ। ঈশ্বরঃ শক্ত্যুপাধিত্বাদ্দ্বয়োর্ব্বাধে স্বয়ংপ্রভঃ ॥ ১৯ ॥

তুমি স্বপ্রকাশ হেতু অবেদ্য ॥১৭॥ তটস্থ লক্ষণে দেখাইয়া স্বরূপ লক্ষণ কহিতেছেন। উপলক্ষ দ্বারা লক্ষ কথন তটস্থ লক্ষণ, যথা কাক দৃষ্টে গৃহ নির্ণয়, কিন্তু কাক ও গৃহের পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই, কাক উড়িলে গৃহ সেইরূপ থাকে। বুদ্ধি বা বিশ্বাদির সাক্ষী বা প্রকাশক কিম্বা জগৎ-স্থষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা ব্রহ্মকে তটস্থ লক্ষণে বলা যায়। শ্লোকার্থ। সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম-লক্ষণ উক্ত হয়, অতএব সত্যত্ব জ্ঞানত্ব এবং অনন্তত্ব হেতু তুমি সেই ব্রহ্ম। ভাবার্থ ব্রহ্মে যে সত্য জ্ঞানাদি লক্ষণ তাহা তোমাতে রহিয়াছে, আমি আছি, ত্রিকাল অবাধ্য, এই সত্য লক্ষণ, এবং আমি সকল জানিতেছি, এই জ্ঞান লক্ষণ, সীমা নাই এই অনন্ত লক্ষণ, অর্থাৎ আরম্ভ শেষ নাই তোমাতে এসকল লক্ষণ প্রকাশ রহিয়াছে, এক লক্ষণ হেতু তুমি সেই ব্রহ্ম বস্তু যেমত শীতলতা ও কটুতা এবং সুগন্ধি যে কাষ্ঠে থাকে, সেই চন্দন এই ভাব ॥১৮॥ এ রূপে এক লক্ষণ হইলেও জীব ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ধর্ম্মজন্য ঐক্য কি রূপে হইতে পারে এ আশঙ্কা নিরাকরণ জন্য জীব ও ঈশ্বরের উপাধিভেদ কহিতেছেন। এক সদ্বস্তু চৈতন্য দেহাদি উপাধি সত্ত্বে তাহার নিয়ামক জীব হয়েন আর মায়াশক্তি উপাধি জন্য নিয়ামক ঈশ্বর হয়েন পঞ্চকোশ উপাধি ও মায়া উপাধি দুই বাধ করিলে উভ-য়ের ভাসক এক স্বপ্রকাশ চৈতন্য মাত্র ॥১৯॥ উক্তরূপ

অপেক্ষ্যতেখিলৈর্ম্মানৈর্নয়নং মানমপেক্ষতে। বেদবাক্যং প্রমাণং তদ্‌ব্রহ্মাত্মাবগতৌ মতং॥ ২০॥ অতস্তত্ত্বমস্যাদি বেদবাক্য প্রমাণতঃ। ব্রহ্মণোঽস্তি যয়া যুক্ত্যা সম্যগস্মাপীহ কীর্ত্ত্যতে॥ ২১॥ শোধিতে ত্বং পদার্থেহি তত্ত্বমস্যাদি চিন্তিতং। সম্ভবেন্নান্যথা তস্মাচ্ছোধনং কৃতমাদিতঃ॥ ২২॥ দেহেন্দ্রিয়াদিধর্ম্মান্যঃ স্বাত্মন্যারোপয়ন্ মৃষা। কর্ত্তৃত্বাদ্যভিমানী চ বাচ্যার্থস্ত্বং পদস্য চ॥ ২৩॥ দেহেন্দ্রিয়াদিসাক্ষী যস্তেভ্যো ভাতি বিলক্ষণঃ। স্বয়ংবোধস্বরূপত্বাল্লক্ষ্যার্থস্ত্বং পদস্য সঃ॥ ২৪॥ বেদান্তবাক্যসম্বেদ্য বিশ্বাতীতাক্ষরাদ্বয়ং। বিশুদ্ধং যৎ স্বসংবেদ্য

হইলেও সে ব্রহ্ম বেদবাক্য দ্বারা জ্ঞান হয় অন্যথা নহে তাহা কহিতেছেন। সমস্ত প্রমাণে নয়ন অপেক্ষা করে সেরূপ ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞানে বেদবাক্য প্রমাণ এই মত॥২০॥ এইক্ষণে ত্বং পদ শোধন করিয়া ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। অতএব তত্ত্বমস্যাদি বেদবাক্য ব্রহ্মের প্রমাণ যে যুক্তিতে হয় তাহা আমি সম্যক রূপে কহিতেছি॥২১॥ ত্বং পদার্থ শোধিত হইলে তত্ত্বমস্যাদি বাক্যার্থ চিন্তন সম্ভব হয়, অন্যথা হয় না, তজ্জন্য প্রথমে ত্বং পদ শোধন করিলাম॥২২॥ ত্বং পদের বাচ্যার্থ কহিতেছেন। দেহেন্দ্রিয়াদি ধর্ম্ম অন্য তাহা স্বাত্মাতে মিথ্যা আরোপ করত কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানী হয়, ইহা ত্বং পদের বাচ্যার্থ, অর্থাৎ উপাধি ও ধর্ম্মযুক্ত বাচ্যার্থ॥ ২৩॥ লক্ষ্যার্থ কহিতেছেন। যিনি স্বয়ং বোধ স্বরূপ হেতু দেহেন্দ্রিয়াদির সাক্ষী তিনি সকল হইতে ভিন্ন বিলক্ষণ এই ত্বং পদের লক্ষ্যার্থ যেমত প্রদীপের প্রয়োজনে অগ্নিশিখা লক্ষ্য হয়॥ ২৪॥ তৎপদের লক্ষ্যার্থ কহিতেছেন। বেদান্ত বাক্য বেদ্য বিশ্বাতীত

লক্ষ্যার্থস্তৎপদস্য সঃ ॥ ২৫ ॥ সামান্যাধিকরণ্যং হি পদয়োস্তত্ত্বমোর্দ্বয়োঃ। সম্বন্ধস্তেন বেদান্তৈর্ব্রহ্মৈক্যং প্রতিপাদ্যতে॥ ২৬ ॥ ভিন্নপ্রবৃত্তিহেতুত্বে পদয়োরেকবস্তুনি। বৃত্তিত্ব যত্তথৈবৈকং বিভক্ত্যন্তকয়োস্তয়োঃ ॥ ২৭ ॥ সামানাধিকরণ্যং তৎ সম্প্রদায়িভিরীরিতং। তথা পদার্থয়োরেব বিশেষণবিশেষ্যতা ॥ ২৮ ॥ অয়ং সঃ সোয়মিতিবৎ সম্বন্ধো ভবতি দ্বয়োঃ। প্রত্যক্ত্বাং সদ্বিতীয়ত্বপরোক্ষত্বঞ্চ পূর্ণতা ॥ ২৯ ॥ পরস্পরবিরুদ্ধং স্যাত্ততো ভবতি লক্ষণা। লক্ষ্যলক্ষণসম্বন্ধ পদার্থ প্রত্যগাত্মনোঃ ॥ ৩০ ॥ মানান্তরোপরোধাচ্চ মুখ্যার্থস্যাপরিগ্রহে। মুখ্যার্থস্য

অক্ষর অদ্বয় যে বিশুদ্ধ স্ববেদ্য সেই তৎপদের লক্ষ্যার্থ ॥ ২৫ ॥ ত্বং পদ ও তৎপদ শোধন করিয়া উভয় পদের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ কহিয়া অধুনা উভয় পদের লক্ষ্যার্থ লইয়া তিন সম্বন্ধের দ্বারা ঐক্য প্রতিপাদন মানসে সম্বন্ধত্রয় কহিতেছেন। তৎ ও ত্বং পদদ্বয়ের সামান্যাধিকরণ সম্বন্ধ তদ্দ্বারা বেদান্তে ব্রহ্মাত্মৈক্য প্রতিপাদন করেন ॥ ২৬ ॥ সমান বিভক্ত্যন্ত দুই পদের ভিন্ন প্রবৃত্তি হেতুসত্বে এক বস্তুতে যে বৃত্তি সেরূপ ঐক্য সামান্যাধিকরণ্য হয় ॥ ২৭ ॥ এ রূপ সামান্যাধিকরণ্য সম্প্রদায়িগণ কহিয়াছেন, সেরূপ দুই পদের বিশেষণ-বিশেষ্যতা কহেন ॥ ২৮ ॥ অয়ং সঃ সোহয়ং অর্থাৎ এ সেই সেই এ সদৃশ উভয়ের সম্বন্ধ হয় এই বিশেষণ বিশেষ্যতা এ সেই সেই এ কহিলে এক পিণ্ডমাত্রে বৃত্তি হয়। আর প্রত্যকত্ব ও সদ্বিতীয়ত্ব ও পরোক্ষত্ব এবং পূর্ণতা পরস্পর বিরুদ্ধ, এহেতু পদার্থে পরোক্ষ ও প্রত্যগাত্মার লক্ষ্য লক্ষণ সম্বন্ধ রূপ লক্ষণা করিতে হয় ॥২৯॥ ॥ ৩০ ॥ প্রমাণান্তরের উপরোধ হেতু মুখ্যার্থ পরিগ্রহ না

বিনা ভূতে প্রবৃত্তির্লক্ষণোচ্যতে॥ ৩১॥ ত্রিবিধা লক্ষণা জ্ঞেয়া জহতাঽজহতী তথা। অন্যোভয়াত্মিকা জ্ঞেয়া তত্রাদ্যা নৈব সম্ভবেৎ ॥৩২॥ বাচ্যার্থমখিলং ত্যক্ত্বা বৃত্তিঃ স্যাদ্যা তদান্বিতে। গঙ্গায়াং ঘোষ ইতিবজ্জহতী লক্ষণা হি সা॥ ৩৩॥ বাচ্যার্থস্যৈকদেশস্য প্রকৃতে ত্যাগদৃশ্যতে। জহতী সম্ভবেন্নৈব সম্প্রদায়বিরোধতঃ॥ ৩৪॥ বাচ্যার্থ-

হইলে মুখ্যার্থের অসিদ্ধেয় প্রবৃত্তি তাহাকে লক্ষণা বলা যায়॥ ৩১॥ সে লক্ষণা ত্রিবিধা হয়, জহতী ১ অজহতী ২ এবং তদুভয় মিলিত, জহত্যজহতী ৩ তন্মধ্যে প্রথমা জহতী লক্ষণা এস্থলে সম্ভব হয় না। জহতী শব্দে ত্যাগ, অজহতী অত্যাগ, আর জহত্যজহতী উভয়রূপ ত্যাগ ও অত্যাগ, অর্থাৎ বিরুদ্ধাংশের ত্যাগ ও অবিরুদ্ধাংশের অত্যাগ, এই ভাব॥ ৩২॥ জহতী লক্ষণার অসম্ভবতা কহিতেছেন। সমস্ত বাচ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া তদ্যুক্ত বিষয়ে যে বৃত্তি, যেমত গঙ্গাতে ঘোষ বাস করিতেছে, এইরূপ জহতী লক্ষণা হয়। তাৎপর্য্য গঙ্গা প্রবাহিত সলিল, তাহাতে বাস অসম্ভব হেতু তত্তীরে লক্ষণা হয়, অর্থাৎ গঙ্গাতীরে ঘোষ বাস করিতেছে। তত্ত্বমসি বাক্যে তাহা সম্ভব না হইবার কারণ তদ্ভিন্ন তদ্যুক্ত বস্তুর অভাব বশতঃ সে লক্ষণা হইতে পারে না॥ ৩৩॥ স্পষ্ট করিতেছেন। প্রকৃত (তত্ত্বমসি) বিষয়ে বাচ্যার্থের এক দেশ ত্যাগ দেখা যাইতেছে অতএব সমুদয় ত্যাগ জহতী লক্ষণা সম্ভব হয় না, যেহেতু ইহাতে সম্প্রদায় (পরস্পর গুরূপদেশ) বিরোধ হয়॥ ৩৪॥ অজহতী লক্ষণার বিবরণ কহিতেছেন। বাচ্যার্থ পরিত্যাগ না করিয়া যে অন্য বিষয়ে

মপরিত্যজ্য বৃত্তিরন্যার্থকে তু যা। কথিতেয়মজহতী শোনোয়ং ধাবতীতিবৎ॥ ৩৫॥ ন সম্ভবতি সাপ্যত্র বাচ্যার্থেতি বিরোধতঃ। বিরোধংশপরিত্যাগ দৃশ্যতে প্রকৃতের্বতঃ॥ ৩৬॥ বাচ্যার্থস্যৈকদেশঞ্চ পরিত্যজ্যৈকদেশকং। যা বোধয়তি সা জ্ঞেয়া তৃতীয়া ভাগলক্ষণা॥৩৭॥ সোঽয়ং বিপ্র ইদং বাক্যং বোধয়ত্যাদিতো যথা। তৎকালত্ববিশিষ্টঞ্চ, তথৈতৎকালসংযুতং॥ ৩৮॥ অতস্তয়োর্ব্বিরুদ্ধং তত্তৎকালত্বাদিধর্ম্মকং। ত্যক্ত্বা বাক্যং যথা বিপ্রপিণ্ডং বোধয়তীরিতং॥ ৩৯॥ তথৈব প্রকৃতেস্তত্ত্বমসীত্যত্র শ্রুতৌ শৃণু॥৪০॥ প্রত্যকৃতাদীন্ পরিত্যজ্য

বৃত্তি তাহাকে অজহতী লক্ষণা কহে যেমত শোণো ধাবতি (রক্তবর্ণ ধাবিত হইতেছে) তদ্রূপ। তাৎপর্য্য রক্তবর্ণের ধাবন অসম্ভব জন্য তদ্ভিন্ন অশ্ব গ্রহণ হয়, অর্থাৎ রক্তবর্ণ বিশিষ্ট অশ্ব ধাবিত হইতেছে, রক্তবর্ণের অত্যাগে তদ্ব্যতিরিক্ত অশ্বে বৃত্তি হয়॥ ৩৫॥ বাচ্যার্থ বিরোধ হেতু তত্ত্বমসি বিষয়ে তাহা সম্ভব হয় না কারণ তাহাতে বিরুদ্ধাংশের পরিত্যাগ দৃষ্ট হইতেছে॥ ৩৬॥ বাচ্যাংশের একদেশ পরিত্যাগ করিয়া যে একদেশ বোধ করায় সেই তৃতীয়া ভাগ লক্ষণা হয় অর্থাৎ বিরুদ্ধাংশ যে একদেশ তাহা ত্যাগ করিয়া অবিরুদ্ধাংশ একদেশ বোধ করায়॥ ৩৭॥ এ সেই বিপ্র এবাক্য আদি লইয়া তৎকাল বিশিষ্ট তথা এতৎকাল বিশিষ্ট যেমত বোধ করায়। অতএব উভয় বিরুদ্ধ তৎকালত্ব ও এতৎকালত্বাদি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যেমত বিপ্রদেহ মাত্র অবিরুদ্ধ বোধ করায়, তদ্রূপ প্রকৃত বিষয়ে তত্ত্বমসি স্থলে শ্রুতি যেমত কহেন তাহা শ্রবণ কর॥ ৩৮॥ ॥ ৩৯॥ প্রত্যক্ত্বাদি জীব ধর্ম্ম সকল ত্বং পদ হইতে

জীবধর্ম্মাংস্তমঃ পদাৎ। সর্ব্বজ্ঞত্ব পরোক্ষাদীন্ পরিত্যজ্য ততঃ পদাৎ ॥ ৪১ ॥ শুদ্ধং কূটস্থমদ্বৈতং বোধয়ত্যাদরাৎ পরং। তত্ত্বমোঃ পদয়োরৈক্যমেব তত্ত্বমসীত্যলং ॥৪২॥ ইত্থমৈক্যাববোধেন সম্যক্‌জ্ঞাতং দৃঢ়ং নরৈঃ। অহং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানং যস্য শোকং তরত্যসৌ ॥ ৪৩ ॥ আত্মা প্রকাশমানোপি মহাবাক্যৈস্তথৈকতা। তত্ত্বমোর্ব্বোধ্যতেঽথাপি পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারত ॥ ৪৪ ॥ তথাপি শক্যতে নৈব শ্রীগুরোঃ করুণাং বিনা। অপরোক্ষয়িতুং লোকে মূঢ়ৈঃ পণ্ডিতমানিভিঃ ॥ ৪৫ ॥ অন্তঃকরণসংশুদ্ধৌ স্বয়ং জ্ঞানং প্রকাশতে। বেদবাক্যৈরতঃ কিং

পরিত্যাগ করিয়া এবঞ্চ তৎপদ হইতে সর্ব্বজ্ঞত্ব পরোক্ষত্বাদি সমস্ত ত্যাগ করতঃ শুদ্ধ কূটস্থ অদ্বৈত পরম বস্তু সাদরে বোধ করাইতেছেন, তত্ত্বং পদদ্বয়ের অত্যন্ত ঐক্য এই তত্ত্বমসি অর্থ হয়, অর্থাৎ তৎই তুমি ও তুমিই তৎব্রহ্ম ॥ ৪০ ॥ ॥ ৪১ ॥ ঐক্য শব্দে ইহা বিবেচনা কর্ত্তব্য নয় যে দুই বস্তু মিলাইয়া ঐক্য করা, ঐক্য একতা ভাব একই ইহা জানা মাত্র যে রূপে সে এক জ্ঞান হয় তাহা কথিত হইল, অধুনা এক জ্ঞানের ফল কহিতেছেন, এইরূপ ঐক্য জ্ঞানের যাহার অহং ব্রহ্ম (আমি ব্রহ্ম) জ্ঞান যুক্তি সহ সম্যক দৃঢ় হয়, সে শোক হইতে উত্তীর্ণ হয় যথা শ্রুতি শোকং তরতি চাত্মবিৎ ॥ ৪২ ॥ আত্মা প্রকাশমান সত্বেও পূর্ব্বপরানুসারে মহা বাক্য দ্বারা তত্ত্বং উভয়ের একতা অববোধন যোগ্য হয় ॥ ৪৩ ॥ তথাপি পণ্ডিতাভিমানী মূঢ়গণ শ্রীগুরুর করুণা বিনা অপরোক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎকার করিতে পারে না ॥ ৪৪ ॥ অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে বেদবাক্য দ্বারা স্বয়ং জ্ঞান প্রকাশ হয়, গুরুতে কি প্রয়োজন, ইহা সজ্জনগণের মত নহে ॥ ৪৫ ॥ অন্তঃকরণ

স্যাদগুরুণেতি ন সাম্প্রতং ॥ ৪৬ ॥ আচার্য্যবান পুরুষো হি বেদেত্যেবং শ্রুতিভির্জগৌ। অনাদাবিহ সংসারে বোধকো গুরুরেবহি ॥ ৪৭ ॥ অতোব্রহ্মাত্মবস্ত্বৈক্যং জ্ঞাত্বা দৃশ্যমসত্তয়া। অদ্বৈতে ব্রহ্মণি স্থেয়ং প্রত্যগ্ব্রহ্মাত্মনা সদা ॥ ৪৮ ॥ যৎপ্রত্যক্ষাৎ পরিজ্ঞাতমদ্বৈতব্রহ্মচিদ্ঘনঘং। প্রতিপাদ্যং তদেবাত্র বেদান্তৈর্নদ্বয়ং জড়ং ॥ ৪৯ ॥ সুখরূপং চিদদ্বৈতং দুঃখরূপমসজ্জড়ং। বেদান্তৈস্তদ্দ্বয়ংসম্যক্ নির্ণীতং বস্তুতো নয়াৎ ॥ ৫০ ॥ অদ্বৈতমেব সত্যং ত্বং বিদ্ধি দ্বৈতমসৎসদা। শুদ্ধে কথমশুদ্ধঃ স্যাৎ দৃশ্যং মায়াময়ং ততঃ ॥৫১॥ শুক্তৌ রূপ্যং মৃষা যদ্বৎ তথা বিশ্বং পরাত্মনি বিদ্যতে ন স্বতঃ সত্বং নাসতঃ সত্ত্ব-

---

শুদ্ধ হইলে বেদান্তবাক্য দ্বারা স্বয়ং জ্ঞান প্রকাশ হয় গুরুতে কি প্রয়োজন এ মত সৎ নহে মূঢ়োক্তি বলা যায় ॥ ৪৬ ॥ অনাদি এই সংসারে গুরুই জ্ঞানদাতা শ্রুতি কহিতেছেন, আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ ইতি অর্থাৎ গুরু-কৃপাযুক্ত ব্যক্তি জানে ॥ ৪৭ ॥ অতএব ব্রহ্মাত্মা বস্তু ঐক্য জানিয়া দৃশ্য সকল অসত্য জ্ঞানে প্রত্যগ্ ব্রহ্মরূপে অদ্বৈত ব্রহ্মেতে স্থিত হইবে ॥ ৪৮ ॥ যে অদ্বৈত ব্রহ্ম চিদ্ঘন প্রত্যক্ষরূপে বিজ্ঞাত হইলে, বেদান্তে তিনিই প্রতিপাদ্য, দ্বৈত জড় নয় ॥ ৪৯ ॥ চিৎ অদ্বৈত সুখরূপ আর অসৎ জড় দুঃখরূপ সে উভয় বেদান্তে যুক্তিতঃ সম্যক্ নির্ণীত হইয়াছে ॥ ৫০ ॥ তুমি নিশ্চয় জান অদ্বৈতই সত্য আর দ্বৈত সদা অসৎ শুদ্ধ ব্রহ্মে অশুদ্ধ কি প্রকারে সম্ভব হইবে, অতএব দৃশ্য মায়াময়, বাস্তবিক [illegible] দৃষ্ট হয়, সেই মায়াময়, যেমত দর্পণে দৃশ্যমান নগর ॥ ৫১ ॥ দৃষ্টান্তে তাহা স্পষ্ট করিতেছেন। যেমত শুক্তিতে রজত মিথ্যা সেরূপ পরমাত্মাতে জগৎ, স্বসত্তাহীন

মস্তি বা ॥ ৫২ ॥ বাধ্যত্বান্নৈব সদ্দ্বৈতং নাসৎ প্রত্যক্ষভানতঃ। ন চ সৎ সদ্বিরুদ্ধত্বাদতোঽনির্ব্বাচ্যমেব তৎ ॥ ৫৩ ॥ যঃ পূর্ব্বমেকএবাসীৎ স্রষ্ট্বা পশ্চাদিদং জগৎ। প্রবিষ্টো জীবরূপেণ সএবাত্মা ভবান পরঃ ॥ ৫৪ ॥ সচ্চিদানন্দ এব ত্বং বিস্মৃত্যাত্মতয়া পরং। জীবভাবমনুপ্রাপ্তঃ সএবাত্মাসি বোধতঃ ॥ ৫৫ ॥ অদ্বয়ানন্দচিন্মাত্রঃ শুদ্ধঃ সাম্রাজ্যমাগতঃ ॥ ৫৬ ॥ কর্তৃত্বাদীনি যান্যাসংস্ত্বয়ি ব্রহ্মদ্বয়ে পরে। তানীদানীং বিচার্য্য ত্বং কিস্বরূপাণি বস্তুতঃ ॥ ৫৭ ॥ অত্রৈব শৃণুবৃত্তান্ত-

---

অসতের সত্তা নাই ॥ ৫২ ॥ দ্বৈত বাধ্যত্ব হেতু সৎ নয়, অপিচ প্রত্যক্ষ ভান জন্য অসৎ বলা যায় না, সতের বিরুদ্ধ হেতু সৎ নহে. অতএব তাহা অনির্ব্বাচ্য অর্থাৎ সৎ বা অসৎ ইহা নির্ব্বাচা যায় না ॥ ৫৩ ॥ পূর্ব্বে যে এক সৎ ছিলেন, তিনি পশ্চাৎ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং জীবরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেই পরমাত্মা তুমি ॥ ৫৪ ॥ তুমিই সচ্চিদানন্দ আপনি পরমাত্মা ইহা বিস্মৃত হইয়া জীব-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছ, জ্ঞান হইলে সেই আত্মা তুমি অদ্বয়ানন্দ চিন্মাত্র শুদ্ধ সাম্রাজ্য(১) প্রাপ্ত হইলে ॥ ৫৫।৫৬ ॥ তুমি অদ্বয় ব্রহ্ম, তোমাতে যে কর্তৃত্বাদি ন্যস্ত, ইদানীং তুমি বিচার কর, সে সকল বস্তুতঃ কিরূপ ॥ ৫৭ ॥ এ স্থলে শ্রুতি ভাষিত অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ কর, গান্ধার-দেশ-বাসী কোন ব্যক্তি মহারত্ন বিভূষিত কদাচিৎ প্রমত্ত(২) হইয়া রজনীতে স্বীয় গৃহাঙ্গণে নিদ্রিত ছিল, ভূষণ প্রলোভিত চৌরগণ আসিয়া তাহাকে বন্ধন করিয়া দেশান্তরে নয়ন করত ভূষণ সকল অপহরণ করিল, এবং বদ্ধচক্ষুকরপদ, কুশ কণ্টক বৃশ্চিক সর্প ব্যাঘ্রাদি

---

১ সমস্ত রাজ্য। ২ অনবধান।

মপূর্ব্বং শ্রুতিভাষিতং। কশ্চিদ্ গান্ধারদেশীয় মহারত্নবিভূষিতঃ॥ ৫৮॥ স্বগৃহে স্বাঙ্গণে সুপ্তঃ প্রমত্তঃ সন্ কদাচন। রাত্রৌ চৌরঃ সমাগত্য ভূষণানাং প্রলোভিতঃ॥ ৫৯॥ বদ্ধাদেশান্তরং চৌরৈর্নীতঃ সন্ গহনে বনে। ভূষণান্যপহৃত্যাপি বদ্ধাক্ষকরপাদকঃ॥৬০॥ নক্ষিপ্তা বিপীনেঽতীব কুশকন্টকরশ্চিকৈঃ। ব্যালব্যাঘ্রাদিভিশ্চৈব সঙ্কুলতরুসঙ্কটে॥ ৬১॥ ব্যালাদিদুষ্টসত্ত্বেভ্যো মহারণ্যে ভয়াতুরঃ। শিলাকন্টকদর্ভাদৌর্দ্দেহস্য প্রতিকুলকৈঃ॥ ৬২॥ ক্রিয়মানে বিলুণ্ঠনে বিশীর্ণাঙ্গোঽসমর্থকঃ। ক্ষুত্তৃষাতপবহ্ন্যাদিভিস্তপ্তোঽতিতাপকৈঃ॥ ৬৩॥ বন্ধমুক্তৌ তথা দেশপ্রাপ্তাবেব সুদুঃখধীঃ। দদৃশে কঞ্চিন্নাক্রোশ নৈকং তত্রৈব তস্থিবান॥ ৬৪॥ তথা রাগাদিভির্বৈর্গৈঃ শত্রুভির্দুঃখদায়িভিঃ। চৌরৈর্দেহাভিমানাদ্যৈঃ স্বানন্দধনহারিভিঃ॥ ৬৫॥ ব্রহ্মানন্দে প্রমত্তঃ স্বাজ্ঞাননিদ্রাবশীকৃতঃ। বদ্ধস্ত্বং বন্ধনৌর্ভোগতৃষ্ণারজ্জ্বাদিভির্দৃঢ়ঃ॥ ৬৬॥ অদ্বয়ানন্দরূপাত্ত্বাং প্রচা-

---

সঙ্কুল(১) সঙ্কটে ঘোর(২) বিপীনে(৩) নিক্ষিপ্ত করিয়া প্রস্থান করিল॥৫৮॥ সে মহারণ্য মধ্যে সর্পাদি দুষ্ট জন্তু হইতে ভয়াতুর হইয়া লুণ্ঠন করাতে শিলা কণ্টক কুশাদিতে বিশীর্ণাঙ্গ ও অসমর্থ এবং ক্ষুধা তৃষা বাতাতপ অনলাদি তাপে অতি সন্তপ্ত হইল॥৫৯॥৬০॥৬১॥৬২॥৬৩॥ সে বন্ধমুক্তি ও দেশপ্রাপ্তি জন্য দুঃখিত সে স্থানে ব্যক্তি মাত্র না দেখিয়া রোদন করিতে ছিল॥ ৬৪॥ দার্ষ্টান্তিক। সেরূপদুঃখদায়ী রাগাদি শত্রু ও দেহাভিমানাদি তস্কর(৪) নিজানন্দ-ধনাপহারিগণ কর্ত্তৃক তুমি ব্রহ্মানন্দে প্রমত্ত স্বীয় অজ্ঞান-নিদ্রা-বশীভূত ভোগ-তৃষ্ণা-বন্ধন-রজ্জুতে দৃঢ় বদ্ধ॥ ৬৫।৬৬॥

---

১ আকীর্ণ। ২ ভয়ানক অন্ধকার।
৩ বনে। ৪ চৌর।

ব্যাত্তীবধূর্ত্তৈকৈঃ। দূরনীতোসি দেহেষু সংসারারণ্যভূমিষু ॥ ৬৭॥ সর্ব্বদুঃখনিদানেষু শরীরাদিত্রয়েষু চ। নানাযোনিষু কর্ম্মান্ধ বাসনা-নির্ম্মিতাসু চ॥ ৬৮॥ প্রবেশিতো বিসৃষ্টোসি বন্ধস্বানন্দদৃষ্টিতঃ। অনাদিকালমারভ্য দুঃখচানুভবন্ সদা॥ ৬৯॥ জন্মমৃত্যুজরাদোষ-নরকাদিপরং পরং। নিরন্তরং বিষণ্ণোঽনুভবন্নতান্তশোচবান্॥ ৭০॥ অবিদ্যাভূতবন্ধস্য নিরত্তৌ দুঃখদৃশ্যচ। স্বরূপানন্দসংপ্রাপ্তৌ সত্যোপায়ো ন লব্ধবান্। ৭১॥ যথাগান্ধারদেশীয়শ্চিরং দৈবাদ্দয়া-লুভিঃ কৈশ্চিৎ পান্থৈঃ পরিপ্রাপ্তৈর্ম্মুক্তদৃষ্ট্যাদিবন্ধনঃ ॥ ৭২॥ স্বস্থৈস্তৈকপদিষ্টশ্চ পণ্ডিতো নিশ্চিতাদ্ধকঃ। গ্রামাদ্‌গ্রামান্তরং গচ্ছেন্মেধাবীমার্গতৎপরঃ॥ ৭৩॥ গত্বা গান্ধার দেশং স স্বগৃহং

তুমি ধূর্ত্তগণ কর্ত্তৃক অদ্বয়ানন্দরূপ হইতে প্রচ্যুত দূর দেশ শরীরে সংসাররূপ মহারণ্যে নীত হইয়াছ ॥ ৬৭ ॥ সর্ব্ব দুঃখ নিদান(১) ভূত কারণাদি শরীরত্রয়ে কর্ম্মান্ধ বাসনা নির্ম্মিত নানা যোনিতে প্রবেশিত ত্যক্তস্বানন্দ ও দৃষ্টিবদ্ধ হইয়াছ, এবং অনাদি কাল হইতে সদা দুঃখ অনুভব করিতেছ ॥ ৬৮।৬৯ ॥ পরম্পরাক্রমে জন্ম মৃত্যু জরা দোষ এবং নরকাদি নিরন্তর অনুভব করত অতি বিষণ্ণ(২) ও শোকা-ন্বিত হইয়াছ ॥ ৭০ ॥ অবিদ্যাভূত বন্ধ ও দৃশ্য দুঃখ নিবৃত্তির এবং স্বরূপানন্দ প্রাপ্তির কোন সদুপায় লব্ধ হও নাই ॥ ৭১ ॥ যেমত গান্ধার দেশবাসী বহু দিনে কোন দয়ালু পথিকগণ হইতে দৃষ্টি আদি বন্ধমুক্ত হইয়া সুস্থ হয়, এবং সেই পান্থ-বর্গ দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সে পণ্ডিত মেধাবী পথ নিশ্চয় করত এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তর গমন করিয়া গান্ধার দেশে

---

১ কারণ।　　২ বিষাদ প্রাপ্ত, খিন্ন

প্রাপ্য পূর্ব্ববৎ। বান্ধবৈঃ সংপরিসক্তঃ সুখী ভূত্বা স্থিতোঽভবৎ॥ ৭৪॥ ত্বমপ্যেব মনেকেষু দুঃখদায়িষু জন্মসু। ভ্রান্তো দৈবাচ্ছুভে মার্গে জাতশ্রদ্ধঃ সুকর্ম্মকৃৎ ॥ ৭৫॥ বর্ণাশ্রমাচারপরোঽবাপ্তপুণ্যমহোদয়ঃ। ঈশ্বরানুগ্রহাল্লব্ধ ব্রহ্মবিৎ গুরুসত্তমঃ॥ ৭৬॥ বিধিবৎকৃতসংন্যাসো বিবেকাদিযুতঃ সুধীঃ। প্রাপ্তো ব্রহ্মোপদেশোঽদ্য বৈরাগ্যাভ্যাসতঃ পরং॥ ৭৭॥ পণ্ডিতস্তত্র মেধাবী যুক্ত্যা বস্তু বিচারয়ন্। নিদিধ্যাসনসম্পন্নঃ প্রাপ্নোতি ত্বং পরং পদং॥ ৭৮॥ অতো ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানং উপদিষ্ট যথা বিধি। ময়াচার্য্যেণ তে ধীর সম্যক্ তত্র প্রযত্নবান্ ॥ ৭৯॥ ভূত্বা বিমুক্তবন্ধস্ত্বং ছিন্নদ্বৈতাত্মসংশয়ঃ। নির্দ্বন্দ্বো নিস্পৃহো ভূত্বা বিচরস্ব যথাসুখং॥ ৮০॥ বস্তুতো নিষ্প্রপঞ্চো-

---

যাইয়া আপন ভবন প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ বান্ধবগণের সমাগমে সুখী ও স্থিত হইয়াছিল॥ ৭২।৭৩।৭৪॥ তুমিও এইরূপ দুঃখদায়ী অনেক জন্মেতে ভ্রান্ত, দৈবযোগে শুভ বর্ত্মে সশ্রদ্ধ হইলে, সৎকর্ম্মনিরত বর্ণাশ্রমপর হইয়া মহোদয় পুণ্য প্রাপ্ত হইয়াছ, এবং ঈশ্বরানুগ্রহে ব্রহ্মবিৎ গুরু লব্ধ হইয়াছ॥৭৫।৭৬॥ এবং তুমি সুবুদ্ধি বিবেকাদি যুক্ত ও বৈরাগ্যাদি অভ্যাসতৎপর বিধিবৎ কৃতসন্যাস হইয়া অদ্য ব্রহ্মোপদেশ প্রাপ্ত হইলে॥ ৭৭॥ তুমি পণ্ডিত মেধাবী(১) বট, যুক্তি দ্বারা বস্তু বিচার করত নিদিধ্যাসন সুসম্পন্ন হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হও॥ ৭৮॥ হে ধীর, আমি আচার্য্য আমা হইতে যথা বিধি ব্রহ্মাত্ম বিজ্ঞান উপদিষ্ট হইলে, তাহাতে সম্যক প্রযত্নবান হইয়া বন্ধমুক্ত ও দ্বৈতাত্ম সংশয়চ্ছিন্ন ও নির্দ্বন্দ্ব এবং নিস্পৃহ হওত যথাসুখে বিচরণ কর॥ ৭৯।৮০॥ বস্তুত তুমি

---

১ বুদ্ধিমান পণ্ডিত।

সি নিত্যমুক্তঃ স্বভাবতঃ। ন তে বন্ধবিমোক্ষৌ স্তঃ কল্পিতৌ তৌ যতস্ত্বয়ি ॥ ৮১ ॥ ন নিরোধো নচোৎপত্তির্ন বদ্ধো নচ সাধকঃ। ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥ ৮২ ॥ শ্রুতিসিদ্ধান্তসারোয়ং তথৈব ত্বং স্বয়া ধিয়া। সংবিচার্য্য নিদিধ্যাস্য নিজানন্দাত্মকং পরং ॥ ৮৩ সাক্ষাৎ কৃত্বা পরিচ্ছিন্নাঽদ্বৈতব্রহ্মাক্ষরং স্বয়ং। জীবন্নেব বিনির্মুক্তো বিশ্রান্তশান্তিমাশ্রয় ॥ ৮৪ ॥ বিচারণীয়া বেদান্তা বন্দনীয়ঃ গুরুঃ সদা। গুরুণাং বচনং পথ্যং দর্শনং সেবনং নৃণাং ॥ ৮৫ ॥ গুরুর্ব্রহ্ম স্বয়ং সাক্ষাৎ সেব্যো বন্দ্যো মুমুক্ষুভিঃ। নোদ্বেজনীয় এবায়ং কৃতজ্ঞেন বিবেকিনা ॥ ৮৬ ॥ যাবদায়ুস্ত্রয়ো বন্দ্যো বেদান্তো গুরুরীশ্বরঃ। মনসা কর্ম্মণা বাচা শ্রুতিরেবৈষ নিশ্চয়ঃ ॥ ৮৭ ॥ ভাবাঽদ্বৈতং সদা

নিষ্প্রপঞ্চ নিত্যমুক্ত স্বভাব, তোমাতে বন্ধ মোক্ষ নাই সে সকল তোমাতে কল্পিত মাত্র॥ ৮১ ॥ উক্ত বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ দিতেছেন (ননিরোধ) ইতি। নিরোধ ও উৎপত্তি ও বন্ধ ও সাধক ও মুমুক্ষু এবং মুক্ত নয়, এই পরমার্থতা ॥ ৮২ ॥ ইহাই শ্রুতি সিদ্ধান্ত সার তদ্রূপ তুমি স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা বিচার ও নিদিধ্যাসন করতঃ অপরিচ্ছিন্ন, অদ্বৈত, অক্ষর, পরম নিজানন্দ স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া জীবন্মুক্ত ও বিশ্রান্ত এবং শান্ত হও ॥ ৮৩।৮৪ ॥ সর্ব্বদা বেদান্ত বিচারণীয় এবং গুরু সদা বন্দনীয় গুরু মহাত্মাবৃন্দের বচন দর্শ সেবন মানবনিকরের পথ্য ॥ ৮৫ ॥ গুরু সাক্ষাৎ স্বয়ং ব্রহ্ম, মোক্ষাভিলাষিগণের সেবনীয় ও বন্দনীয় কৃতজ্ঞ বিবেকী জন তাঁহার উদ্বেগ জন্মাইবে না ॥ ৮৬ ॥ যাবৎ বায়ুঃ বেদান্ত, গুরু, ঈশ্বর এ তিন বন্দনীয়, কর্ম্ম মনোবাক্যতে বন্দনা করিবে শ্রুতির এই নিশ্চয় মত ॥ ৮৭ ॥ সর্ব্বদা ভাবেতে অদ্বৈত

কুর্য্যাৎ ক্রিয়াঽদ্বৈতং নকর্হিচিৎ। অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু, নাদ্বৈতং গুরুণা সহ॥ ৮৮॥ ইত্যেবং বোধিতো ব্রহ্মামৃত বোধাত্মনা দ্বিজঃ। গুরুণা ভাষ্য কারেণ মণ্ডনাখ্যকবির্মহান্॥ ৮৯॥

করিবে, ক্রিয়াতে অদ্বৈত কখনো করিবে না, তিন লোকেতে অদ্বৈত ভাব করিবে, কিন্তু গুরুর সহিত অদ্বৈত ভাব করিবে না॥ ৮৮॥ গুরু ভাষ্যকার হইতে মণ্ডন দ্বিজবর এই প্রকার ব্রহ্ম জ্ঞানামৃতে বোধিত হইলেন॥ ৮৯॥

মণ্ডনের কৃতকৃত্যতা ও শঙ্করের বিচরণ।

মণ্ডন মিশ্র ভাষ্যকারের উপদেশ শ্রবণ করিয়া স্বীয় বুদ্ধিতে আপনাকে কৃতকৃত্য মানিলেন, এবং আচার্য্যকে বিনয়ান্বিত বাক্য কহিলেন, গুরো! আপনকার প্রসাদে আমি ধন্য এবং কৃতকৃত্য হইলাম, ইহা কহিয়া অত্যন্ত ভক্তিতে ভাষ্যকারের চরণকমলযুগল গ্রহণ করিয়া আপন মস্তকে ন্যস্ত(১) করিলেন, তখন শঙ্কর গুরু, শিষ্য-বাৎসল্য স্বভাবে কহিলেন সুরাঃ (দেব সকল) স্বাত্মারাম হয়েন, তন্মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ অতএব আমার অনুগ্রহে তুমি 'সুরেশ্বর' নাম প্রাপ্ত হইলে।

শঙ্করাচার্য্য এই প্রকার কৃতির মণ্ডন মিশ্রকে জয় করিয়া তাঁহাকে যথাবিধি পরম তত্ত্ব উপদেশ করিলেন, সুরেশ্বর শুদ্ধ ব্রহ্মাদ্বয় সাক্ষাৎ করিয়া জীবন্মুক্ত মুনি হইয়া ভাষ্যকারান্তিকে স্থিত হইলেন।

১ স্থাপিত, অর্পিত।

ভাষ্যকার পদ্মপাদাদি শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া যথা-সুখে মহী-পৃষ্ঠে বিচরণ করিতে লাগিলেন, আর সৎ যতিগণকে বেদান্ত-ভাষ্য সমূহ দ্বারা অদ্বৈতমতে প্রবৃত্ত করত তুর্য্যাশ্রমোক্ত(১) ধর্ম্মে স্থাপন করিলেন, দ্বৈতসাধক বাদী-গণের পক্ষ এককালে বিলীন হইয়া গেল, অবনীতে শিষ্ট জনগণ মধ্যে অদ্বৈত পক্ষ বিশেষরূপে প্রচার হইল।

কাণাদ, কাপিন, শৈব, দৌর্গ, বৈষ্ণবমত সমস্ত নিরস্ত হইয়া মানব সকল আচার্য্যোক্তি মত বেদান্তে নিরত হইলেন, যে লোক শঙ্কর নিখিল জনগণের নিরবধি সুখহেতু এবং দুঃখাকর সমূল বিনাশক, জন্ম মৃত্যু ভয় হন্তা, তিনি করুণা-বশে মনুজ বেশ ধারণ করিয়া শিষ্যগণ সহ ভূতলে বিহার করত ব্রহ্মজ্ঞানানন্দ নিবন্ধ(২) বিস্তার করিলেন তাঁহার জয় পুনঃ পুনঃ তাঁহার জয়।

বিপ্রবর কুলে জাত, বেদবেদাঙ্গবেত্তা. জগতে বিস্তারিত কীর্ত্তি ও ন্যায়ার্জ্জিত বিত্ত, শত যজ্ঞ যাজী ব্যক্তি, ব্রহ্মজ্ঞান শূন্য হইলে তিনি জয় যুক্ত হয়েন না ইহা ব্রহ্মা স্পষ্টরূপে কহিয়াছেন।

ইতি শ্রীশঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী গ্রন্থে মণ্ডন মিশ্রোপদেশ নাম নবম সর্গ॥ ৯॥ ০॥

১ চতুর্থাশ্রম, সন্ন্যাস।　　২ গ্রন্থ বিশেষ।

দশম সর্গ।

দুষ্ট কাপালি কর্ত্তৃক শঙ্করের মস্তক যাচিঞা এবং আচার্য্যের অঙ্গীকার।

এক সময় শঙ্করাচার্য্য নির্জ্জন স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, কোন বেশান্তর ধারী দুষ্ট কাপালি সমীপবর্ত্তী হইয়া দম্ভ ভক্তি প্রকাশ করত নিবেদন করিল, আমার মহৎ ভাগ্য, যে আপনকার সন্দর্শন প্রাপ্তিতে চরিতার্থ হইলাম, আপনকার গুণ সমূহ শ্রবণ করিয়া চির দিবস দর্শনের উৎকণ্ঠা প্রবলা ছিল, তৎ অভিলাষে এখানে আসিয়া ভাগ্যবশে তাহা লাভ ও মানস সফল হইল, আপনি পরোপকার ব্রতী, শান্ত, এহেতু যতিবরের শরণাগত হইলাম, সাধু ও সজ্জনগণের দয়া স্বভাবে হীন ও বঞ্চিত হয় না, আমি যে নিমিত্ত আসিয়াছি সে আত্ম বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করি।

মুনে, এক সময় দৈবযোগে আমার অন্তঃকরণে সঙ্কল্প উদয় হইল, যে, এই শরীরে কৈলাসে গমন করিয়া শূলপাণি মহেশ্বরের সহিত যথাভিলাষে ক্রীড়া করি, তৎসাধন মানসে অনেক দিবস মহাদেবের তপস্যা করিলাম, কৃপানিধি তপাচরণে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে আদেশ করিলেন, ভো তাপস, তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে যদি অগ্রে কোন সর্ব্বজ্ঞ বা রাজার মস্তক উপহার(১) দিতে সক্য হও, তবে তুমি সিদ্ধ হইবা অন্যথা নহে, ইহা কহিয়া অন্তর্ধান হইলেন।

---

১ উপঢৌকন।

তদবধি আমি সে অনুজ্ঞা সাধনে বহুল প্রকার যত্ন করিলাম,কিন্তু কোন রাজার বা সর্ব্বজ্ঞের মস্তক প্রাপ্ত হইলাম না। অদ্য ভাগ্যোদয়ে সর্ব্বগুণাকর আপনাকে লব্ধ হইলাম। মুনে, আমার এ অভীষ্ট সিদ্ধি আপনকার সাধ্যায়ত্ত,অধুনা আমার আর বক্তব্য কি, মস্তকটি প্রদান করিলে আপনকার মহতী সৎকীর্ত্তি লাভ হইবে। মুনে, তোমা ভিন্ন সর্ব্বজ্ঞ বা রাজার শিরঃ দুর্লভ, যাচকের যাচিঞা অধম পুরুষে নিষ্ফল হয় না। আপনি সর্ব্বগুণাধিক, আপনকার নিকট আমার যাচিঞা ও আশা ফলবতী হইবে ইহার সংশয় নাই, যেহেতু আপনি মমতাশূন্য ও নিরহঙ্কার এবং রাগরহিত। এ ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর কলেবরে তোমার অহংভাব নাই, অতএব নশ্বর মস্তকটী আমাকে প্রদান করিয়া চিরস্মরণীয়া সৎকীর্ত্তি লাভ করুন। দধিচি প্রভৃতি সন্তগণ শরীরকে নশ্বর জানিয়া তৎক্ষণে ক্ষণভঙ্গুর দেহ পরোপকার নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়া সুস্থিরা নিষ্কলঙ্কা পরমা কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। আপনকার শরীরে বা জীবিতে কোন প্রয়োজন নাই,ও ভোগেচ্ছাও নাই। সৎ উপকারীগণের সাধ্যায়ত্ত বিষয় ভবাদৃশ উদার সাধুগণের কি দেহ দুস্ত্যজ্য। স্বামিন্, তোমার শরণ, ইহা কহিয়া ভূতলে পতিত হইল। শঙ্কর করুণানিধি, কাপালির কাপট্য কাতরোক্তি শ্রবণে করুণারসাদ্রী ভূতচিত্ত হইয়া কাপালিকে বৈরাগ্যগর্ভিত ও আশ্বাসান্বিত বাক্যে কহিলেন, এ শরীর স্বকর্ম্মেতে অবশ্য স্বয়ংকালে পতিত হইবে, যদি ইহাতে তোমার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তবে ইহা অবশ্য প্রদান করিব, তুমি সাবধানে নির্জ্জনে আসিবা, যেন শিষ্যগণ ইহা অবগত হইতে না পারে,

কারণ আমি তাহাদের অতি প্রিয়। কাপালি শঙ্কর হইতে এই আশ্বাস-বাক্য শ্রবণ করিয়া উল্লাসমনে স্বাশ্রমে গমন করিল।

নৃসিংহদেবের আবির্ভাব ও কাপালি নিধন।

এক দিবস যে সময়ে ভাষ্যকারের শিষ্যবর্গ স্ব স্ব শারীরিক কার্য্যে নিজনিজাশ্রমে অবস্থিত ছিলেন, দুষ্ট কাপালি আচার্য্যকে নির্জ্জনে একাকী উপবিষ্ট অবগত হইয়া তদন্তিকে সমুপস্থিত হইল। গুরুভক্ত, আজানসিদ্ধ পদ্মপাদ, দাম্ভিকের সর্ব্বচেষ্টিত উপলব্ধি করত স্বশরীর আচ্ছাদিত করিয়া গুরুর নিকটবর্ত্তী স্থানে গুপ্তভাবে রহিলেন, তাহা দাম্ভিক জানিতে পারে নাই। কাপালি, শূলধারী ত্রিপুণ্ড্র সম্পন্ন শিরোমালা বিভূষিত কালপ্রেরিত হইয়া শঙ্করাগ্রে সমাগত হইল। যতিবর তাহাকে অবলোকন করিয়া প্রতিশ্রুতি স্মরণে দেহত্যাগ মানসে আত্ম মনঃ সংযোগে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে স্থিত হইলেন। কাপালি তাঁহাকে তদ্ভাবে অবস্থিত দর্শন করিয়া তৎক্ষণে শূলোদ্ধৃত করত নির্ভরে হনন করিতে সমুদ্যত হইল।

পদ্মপাদ, গোপনে কাপালিকে শূলহস্ত তদ্ভাবে সমালোকন করিয়া তৎকালে উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীনৃসিংহদেবকে স্মরণ করিতে করিতে গুরুর অগ্রে স্থিত হইয়া আত্মমনঃ-সংযোগে সিদ্ধমন্ত্র জপে প্রবৃত্ত হইলেন। মন্ত্রারাধিত ভক্ত-বৎসল নরহরি তৎক্ষণে আবির্ভূত হইয়া অধম কাপালিকে সম্মুখে দেখিয়া হিরণ্যকশিপু তুল্য নখাগ্র দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ঘোর নাদসহ অট্টহাসে ভূতল ত্রাসিত করিলেন। সে শব্দ

শ্রবণে অন্য শিষ্যগণ ভীত ও ধাবিত হইলেন। তৎ স্থানে সমাগত হইয়া গুরুকে সমাধিস্থ এবং অগ্রে শ্রীনৃসিংহদেবকে দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভীতিযুক্ত ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন এবং সম্ভ্রান্তমনা পদ্মপাদকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, যিনি দেববৃন্দের গুরু ও দেহী সকলের আত্মা এবং সর্ব্বভূতের ঈশ্বর তিনি কিরূপে এস্থানে সমাগত হইলেন। সংশিতব্রত(১) যতিগণ যাহাতে ভক্তি করিয়া সত্বর দর্শন লাভ করেন না, তিনি কিরূপে নয়নগোচর হইলেন।

যাঁহা হইতে এ চরাচর বিশ্ব উদ্ভব হয় ও যৎকর্ত্তৃক জীবিত থাকে এবং যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয় সেই সর্ব্বেশ্বর ইনি। যাঁহা বিনা এই জগতের উদয় ও স্থিতি এবং নাশ হয় না, আর যাঁহার সত্তা উচ্চাবচ(২) জগৎকে সত্যরূপে প্রকাশ করিতেছে, সেই সর্ব্বেশ্বর ইনি। সনকাদি মুনিগণ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আত্মারাম ও বিগতস্পৃহ হইয়া ভক্তি করিতেছেন, ইনি সেই ভগবান্‌। যে নৃসিংহ নাম শ্রবণমাত্র মহামোহ-মৃগ স্বয়ং পলায়ন করে, অহো ভাগ্য, তিনি আমাদের নয়নগোচর হইয়াছেন। যাঁহা হইতে ব্রহ্মার সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব ও হরের সহর্ত্তৃত্ব, সেই ভগবান অদ্য কিরূপে আমাদের নয়নগোচর হইলেন। যাঁহার স্মরণ,অর্চ্চন, ধ্যানে ও স্তুতিগানে এবং অবলম্বনে হৃদিস্থ কামনা সকল বিনষ্ট হয়, তিনি সংসারের হেতু সকলের পর ইনি সেই মহাতেজা বিষ্ণু ব্রহ্মাদির পরম গুরু স্বয়ংপ্রভ নৃসিংহ আমাদের নয়নগোচর হইয়াছেন। সকলে সমবেত হইয়া এ প্রকার স্তুতি করিয়া সনন্দনকে

১ দৃঢ়ব্রত।　　২ উচ্চনীচ, অসমান, অনেক প্রকার।

জিজ্ঞাসা করিলেন, এ করুণানিধি ভগবান্ বিষ্ণু কিরূপে তোমার আরাধিত হইয়াছেন। পদ্মপাদ কহিলেন, এক সময় আমি ধান্যবনাদি পর্ব্বতে স্থিত হইয়া নরসিংহ দেবকে স্বীয় মনে অনুশীলন করত ধ্যানে নিরত ছিলাম। ধ্যান লীলাতে আমার বহু দিন গত হইল, এক দিবস কোন কিরাত আমার নিকট আগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,তুমি কি নিমিত্ত পর্ব্বত-গহ্বরে বাস করিতেছ ? আমি কহিলাম, সখে, যে নিমিত্ত আমি এই গিরিগুহাতে সদা বাস করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর, যাঁহার গলদেশ পর্য্যন্ত নরাকার তদূর্দ্ধে সিংহের অবয়ব, তাঁহার দর্শন অভিলাষে এ স্থানে অবস্থিত আছি, আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া কিরাত কহিল, তুমি যাঁহার দর্শ-নাভিলাষী, তিনি আমার পুরে নিত্য আসিয়া মৃগ লইয়া গিয়া থাকেন, যদি তোমার অভিরুচি হয়, তবে আমার সঙ্গে আইস, তোমাকে দেখাই, আমি তাহার বাক্য শ্রবণে বিস্ময়োৎফুল্ল মানসে তাহার সমভিব্যাহারে গমন করিলাম, কিরাত পুরে যাইয়া সেখানে নৃসিংহ দেব পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলাম। ভীতি ভক্তি আনন্দে আমার আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় না। অনন্তর ধৈর্য্য সহকারে শ্রুতিগর্ভিত বাক্য দ্বারা স্তুতি করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বিভো, আপনি তপস্বী মহর্ষিগণের মনের অগম্য কি প্রকারে কিরাত জাতির বশী হইয়াছেন, এ বিষয়ে আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। পরমেশ্বর আমার বিজ্ঞাপন শ্রবণে স্মিতানন হইয়া কহিলেন, দ্বিজ, এ কিরাতগণ আমাতে একাগ্রচিত্তার্পণ করিয়া যেমত আরাধনা করে, সেরূপ বেদবেত্তা ধ্যানশীল

মহর্ষিবৃন্দ হইতে সম্পন্ন হয় না, একারণ আমি কিরাতের নিত্য প্রিয় বশ হইয়াছি। ইহা কহিয়া আমাকে অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া বর প্রদান করিলেন, এবং তৎক্ষণেই অন্তর্ধান হইলেন। তদবধি ধ্যানমাত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন, ইহা প্রভুর কৃপা ভিন্ন নহে। অদ্যও সেরূপ ধ্যান মাত্রও কৃপাসিন্ধু ভক্তিবশে সমাগত হইয়াছেন। স্বতীর্থগণ পদ্মপাদের আদি বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সকলে নৃসিংহ পরায়ণ হইলেন, এবং পদ্মপাদ যতিকে অভিনন্দন করিলেন। শ্রীনৃসিংহ দেব এ প্রকার সকলের ভক্তিভাবদর্শনে সাহ্লাদ মনে মহা গর্জ্জন করিলেন সেই গর্জ্জনের শব্দে শঙ্কর সমাধি হইতে বিরাম প্রাপ্ত হইয়া নেত্রদ্বয় প্রোন্মীলন করিয়া সন্মুখে নৃসিংহদেবকে দর্শন করিলেন যে বিশ্বম্ভর গর্জ্জন করিতেছেন, শঙ্কর তাঁহার দর্শনোৎসবে হর্ষরোমা হইয়া তাঁহাকে স্তব দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন।

— — —

স্তুতি।

তুমি শ্রীশ পরমেষ্ট দেব, গোবিন্দ, ঈশান, অজ, নৃসিংহ যাঁহারা দৃশ্য দেহ বৃত্তি ও অন্য বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা স্বারাজ্যালম্ব পদ ভাগী হয়েন। যাহারা সৎকৃতিলভ্য তোমাকে ত্যাগ করিয়া ভোগবাহিনী ক্রিয়াকে অবলম্বন করেন, সে আত্মঘাতী জননিকর মোহবশে সংসার-সিন্ধুনিমগ্ন হইয়া তোমাতে বঞ্চিত থাকে। হে নৃসিংহ, ঈশ্বর, ভক্তিপ্রিয়, স্বাত্মরূপে তোমাকে যাহারা আশ্রয় করে, সে মিথ্যাভিমান পরিত্যাগী মানবনিচয়ের পুনরাবৃত্তি হয় না।

জিজ্ঞাসুগণ দ্বৈত মল ত্যাগ করত বিগতাভিমান হইয়া শুদ্ধ বুদ্ধিতে নিদিধ্যাসন করিয়া বেদান্তবেদ্য আত্মা পুরুষ যে তুমি তোমাতে প্রবেশ করে। সাংখ্যনিষ্ঠগণ যে পুরুষকে আশ্রয় করেন ও পাতঞ্জলিবৃন্দ যাহাতে সমাধিযুক্ত হয়েন, এবং কর্ম্মপরায়ণ সকল যাঁহাকে যজ্ঞ দ্বারা যজনা করেন, সেই নৃসিংহ দেব পরমেশ্বরকে সতত প্রণাম করি। বিষ্ণু জলে স্থলে আকাশে সর্ব্বত্র আছেন, অসুর তনয়ের এই দৃঢ় নিশ্চয়-গর্ভিত বাক্যে যে ভক্তবশ্য স্তম্ভ হইতে নৃসিংহ রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, সেই লোকপর সর্ব্বময় তুমি, তোমাকে স্তব করি। ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবগণ ভীত হইয়া নিকটস্থ হইতে অসক্ত হইয়া দৈত্যবালককে যে শ্রীমৎ সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার শরণাপন্ন হই। যে কালের কাল পরমেশ্বরকে বিশুদ্ধ-চিত্তগণ ভাবেতে ধ্যান করেন আর ধীরগণ স্বাত্মরূপে যাহাতে নিবিষ্ট হয়েন, সেই নৃসিংহ দেবকে প্রণাম করি।

অনন্যভাবাবলম্বিগণ দেহাদিতে স্বাত্ম-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া যেপ্রত্যগাত্মা আনন্দ বোধ অনুভবরূপ আশ্রয় করেন সেই স্বাত্মভূত হরিকে প্রণাম করি। যাহারা তোমাকে ব্রহ্মাত্ম-তত্ত্ব সর্ব্বভূতস্থ এবং বিলক্ষণ,আর সমস্ত ভূতগণকে তুমি—ঈশ্বরে দর্শন করে, তাহারা তোমার পরম-ধাম-গত হয়। যাহারা তোমাকে প্রিয় স্বাত্মরূপ হৃদয়স্থ দর্শন করে ও অন্যত্র জড়ে রমিত হয় না, সেই শান্তচিত্তগণ ধরাতলে ধন্য, ইহলোকে পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হয়। পরংব্রহ্ম সত্য দৃশ্য নাই অহং ব্রহ্মাস্মি প্রতীত বুদ্ধিতে যাহারা নিত্য তুমি বাসুদেবে রমণ করে সেই সজ্জনগণ বন্ধমুক্ত। তোমার

অলৌকিক রূপ অদ্য দর্শন করিয়া হর্ষান্তরিতমনে প্রণাম করি, বুদ্ধি কায় বাক্য দ্বারা তোমাকে ধ্যানে গ্রহণ ও নিত্য প্রণাম করি।

অকিঞ্চন প্রিয় নৃসিংহ সশিষ্য শঙ্করাত্মদর্শিকে অভি-নন্দন করিয়া যতীশ্বরকে কহিলেন, তোমার উক্ত এই স্তব যাহারা পাঠ করিবে তাহারা আমার প্রিয় হইয়া ভববন্ধ হইতে মুক্ত হইবে, ইহা কহিয়া নৃসিংহদেব অন্তর্ধান হইলেন। ভাষ্যকার অমিত হর্ষে সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন।

লোকশঙ্কর শঙ্কর পৃথিবীতে যেরূপে বেদান্ত প্রচার পরিবর্দ্ধিত হয় তদ্বিষয়ে মহতী চেষ্টা ও যত্নে নিরত হইলেন। বিবিধ জন্ম সমূহে সঞ্চিত মহৎ পুণ্যের ফল সেই, যদি দৈবাৎ মানব দেহ প্রাপ্ত হইয়া পুরুষসিংহ শ্রৌত-মার্গ-নিবিষ্ট হরিগুরু পাদপদ্ম-ভক্ত হয়, সেই ভাগ্যবান অনায়াসে সংসারবন্ধ হইতে মুক্ত হয়।

জগতী মধ্যে শ্রুতি-পথ অন্যথাকারী মূঢ়নিবহ কর্ত্তৃক স্ব স্ব বুদ্ধি-কল্পিত বিবিধ মার্গ উপদিষ্ট জনগণের কুপথ সকল বিচার করিয়া সুবোধ ধীরগণ ত্রিলোচনকৃত ভাষ্য দ্বারা তত্ত্বালোচনা করিবে।

ইতি শ্রীশঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তীগ্রন্থে দুষ্টদমনার্থ নৃসিংহা-বির্ভাব নাম দশম সর্গঃ ॥১০॥

একাদশ সর্গ।

শঙ্করের তীর্থপর্য্যটন, মৃত বালকের জীবনদান ও হস্তামলক উপাখ্যান।

সুবিখ্যাত সৎকীর্ত্তি শঙ্কর যতীশ্বর শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে তীর্থস্থান সকল পর্য্যটন করত গোকর্ণাখ্য শিবালয়ে সমুপস্থিত হইলেন। তীর্থ-সলিলে অবগাহন ও শিব দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে স্তুতি নতি করিলেন। সে স্থানে ত্রিরাত্রি অবস্থিতি করণান্তর হরিহরালয়ে যাত্রা করিলেন। সেখানে উপনীত হইয়া হরিহরকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া গমন করিলেন। পথিমধ্যে দম্পতী(১) মৃত পুত্র ক্রোড়ে করিয়া বহুবিধ বিলাপ ও রোদন করিতেছিল, শঙ্কর দয়ানিধি তাহা সমবলোকনে করুণারসার্দ্র হইয়া কহিলেন, বৎস তোমরা শোক সম্বরণ কর, শ্রীনৃসিংহদেব রক্ষাকর্ত্তা আছেন। যতীশ্বর ইহা কহিয়া মানসে নরহরিকে স্মরণ করিলেন, শঙ্করের মুখাম্বুজ হইতে 'নৃসিংহ রক্ষা কর্ত্তা' এই সুধা-সঞ্চারিণী বাণী নির্গতা হইবামাত্র তৎক্ষণে গতাসু(২) শিশু সুপ্তজাগ্রৎ তুল্য মাতৃক্রোড় হইতে সমুত্থিত হইল। তত্রত্য মানববৃন্দ যতীশ্বরের অদ্ভুত চরিত দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া শঙ্করকে বিস্তর স্তুতি করিলেন। শঙ্কর তথা হইতে মুকাম্বিকা ভবন প্রাপ্ত হইয়া বিধিবৎ পূজাদি সম্পন্ন করণান্তর শ্রীবলী ক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। সেস্থানে সমুপস্থিত

---

১ পতিপত্নী। ২ মৃত।

হইয়া কর্ম্মমার্গপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে দেখিলেন। প্রায় দুই-সহস্র সঙ্খ্যক মুখ্য শাস্ত্রবিশারদ দ্বিজগণ বেদ পাঠক ও অগ্নিহোত্রি ছিলেন। সেই ক্ষেত্রে (আকাশে পূর্ণসুধাকর সদৃশ) শিব সজ্জননিকরের চিত্ত আহ্লাদিত করত বিরাজ করিতে ছিলেন। সে স্থানে প্রভাকর নামা দ্বিজবর বেদবেদাঙ্গ পারগ, প্রবৃত্তি শাস্ত্র নিরত কৃতী ধনাঢ্য বাস করেন। তাঁহার এক পুত্র অন্তর্জ্ঞানী ব্রহ্মবিদ্বর, বহির্মূর্খ জড় মূকাকৃতি হইয়াছিলেন। তিনি কিছুমাত্র বলেন না ও শুনেন না ও না বেদ পাঠ করেন। প্রভাকর আপন তনয়কে জড় সদৃশ সন্দর্শন করিয়া সীমামিত চিন্তাকুলিত-চিত্ত হইয়াছিলেন। বরং অপুত্রত্ব শ্রেয়, মূর্খ পুত্র কিছু নয়। সর্ব্বদা মনে মনে আলোচনা করেন, যে সংসারে এমত কি উপায় আছে, যাহাতে এ পুত্র পণ্ডিত হয়। ইতিমধ্যে লোকপ্রমুখাৎ এই বার্ত্তা শ্রুতিগোচর হইল, যে শঙ্করাচার্য্যাখ্য কোন ভিক্ষু সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্. সকল গুণের আকর, জ্ঞানের সাগর, বেদ-বেদাঙ্গ পারগ, তাদৃশ শিষ্যগণেতে যুক্ত, এ স্থানে সমাগত হইয়াছেন। প্রভাকর এই সম্বাদ শ্রবণে হর্ষনির্ভারান্তঃকরণে পুত্র লইয়া পৌরজনে সমাবৃত হইয়া শঙ্করান্তিকে গমন করিলেন, এবং দূর হইতে সপুত্র ভাষ্যকারকে দর্শন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। পুনঃ পুনঃ প্রণতি করিতে করিতে পদদ্বয়ে নিপতিত হইলেন, আর ভক্তি-পূর্ব্বক ভাষ্যকারের চরণ যুগল গ্রহণ করিয়া বালকের মস্তকোপরি ন্যস্ত করত বারম্বার প্রণিপাত করিলেন।

প্রভাকরের পুত্র অতি মেধাবী ব্রহ্মানন্দৈকতৎপর ভগবৎ

পূজ্য-পাদের পদযুগলে ভূমিতলে নিপতিত হইয়া রহিলেন; স্বয়ং উত্থান না হইলে শঙ্কর কৃপাবশে অবশে স্বহস্তে ধৃত করত উত্থাপন করিয়া আপন সমীপে উপবেশন করাইলেন। প্রভাকর করুণাকর শঙ্করকে এরূপ কৃপাচ্ছন্ন দেখিয়া বিনীত ভাবে সবিনয়ে পুত্রের বিবরণ নিবেদন করিলেন, ভগবন্, এ বালকের বয়ক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ হইল, বেদাধ্যায়ন করে না ও না বালকবৃন্দের সহিত কখন ক্রীড়া করে, কভু ভোজন করে কখনো বা না করে, কাহার সহিত কোন বাক্য কহে না, ইহার অন্তর্ভ আমরা অবগত হইতে পারি না, কি বলিব ঠিক যেন জড়ভরত। প্রভাকর পুত্রের বৃত্তান্ত কহিয়া বিরত হইলে শ্রীশঙ্করচার্য্য অতি যত্নে বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, শিশো, তুমি কে? কি নিমিত্ত জড়রূপ হইয়া আছ।

গুণসাগর আত্মজ্ঞ শিশু ভাষ্যকারের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া অন্তঃকরণে তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মবিদাম্বর জানিয়া বেদান্তার্থ-ময় ব্রহ্মনিষ্ঠ স্বানুভূতি বাক্য কহিলেন। যথা শ্লোক।

ন বর্ণো বিপ্রাদ্যো ময়ি ন চ জডত্বাদিকলনা*
জড়োয়ং দেহাদি প্রভবতি মদাধারচলনঃ।
অলিপ্তোঽহং শুদ্ধো গগণ ইব মে বোধবপুষো
ধিয়া ব্রহ্মানন্দে নিরবধিমহিম্নো বিহরণং ॥ ১ ॥

অর্থ।—আমাতে বিপ্রাদি বর্ণ ও জড়ত্বাদি জল্পনা নাই এ দেহাদি চলায়মান আমার আধার রূপ আমি গগণ সদৃশ অলিপ্ত ও শুদ্ধ বোধবিগ্রহ বুদ্ধি দ্বারা আমার সীমান্বিত মহিমা ব্রহ্মানন্দে বিহার ॥ ১ ॥

* জল্পনা।

ন ভাস্যোঽহং বুদ্ধ্যা সুদৃগপি ন বাচা
ন করণৈঃ সর্ব্বে মতিবচনচক্ষুঃপ্রভৃতয়ঃ।
অবেদ্যস্যানুভব বপুষো মে ন করণং
ধিয়া ব্রহ্মানন্দে নিরবধিমহিম্নো বিহরণং ॥ ২ ॥
গতৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ লয়মথ গতৌ স্বর্গনরকৌ
গতৌ রাগদ্বেষৌ প্রবিলয়োদয়াবাত্মবপুষঃ।
গতৌ ভেদাভেদৌ বিগতমহামোহতমসো
মম স্বাত্মানন্দে নিরবধিমহিম্নো বিহরণং ॥ ৩ ॥
অবিদ্যাকামাদিঃ প্রভৃতি ন যত্রাত্মনি পরে
বিবর্ত্তা যস্যেতে বিয়দনিলতেজববনয়ঃ।
ন সংসারো যস্মিন্ জনিমৃতিময়ো দুঃখনিবিড়ঃ
স নিত্যবোধাত্মা নিরবধিরহং সৌখ্যজলধিঃ ॥ ৪ ॥

আমি বুদ্ধি প্রাণ চক্ষুঃ বাক্য এবং করণ সমূহ দ্বারা ভাস্য নহি, অর্থাৎ ইহারা আমাকে প্রকাশ করিতে অক্ষম, বুদ্ধি বাণী চক্ষু প্রভৃতি সকল আমার আয়ত্ত আমি অবেদ্য অখণ্ড অনুভব রূপ আমার করণ নাই বুদ্ধি দ্বারা আমার অপার মহিমা ব্রহ্মানন্দে বিহার ॥ ২ ॥

আমি আত্মা বপুঃ আমার ধর্ম্মাধর্ম্ম গত হইয়াছে স্বর্গ নরকও বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং রাগদ্বেষ উদয়াস্ত সমস্ত নিরস্ত হইয়াছে, আর ভেদাভেদ ও মহামোহ তমঃ আমার ব্যপনীত(১) হইয়াছে আমার নিরবধি মহিমা স্বাত্মানন্দে বিহার ॥ ৩ ॥

যে পরমাত্মাতে অবিদ্যা কামাদি প্রভৃতি নাই, এই আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথ্বী যাহার বিবর্ত্ত, আর জনন মরণময় দুঃখ-

---

১ বিশেষরূপ দূরীকৃত।

অহঙ্কারানীতো বিষয়বিরহঃ স্বাত্মরসকো
নিরাধারো জ্যোতির্ভ্রমরচিতসম্বন্ধরহিতঃ
শ্রুতীনাং সিদ্ধান্তোঽপরিমিতবপুঃ স্বানুভবতঃ
স নিত্য বোধাত্মা নিরবধিরহং সৌখ্যজলধিঃ ॥ ৫ ॥
স্বতঃ শুদ্ধো বুদ্ধঃ সমরসপরমানন্দবিততো
ধিয়াং সাক্ষী বৃত্তেঃ প্রলয়মুদয়ং বেত্তি সততং।
ক্রিয়ানাং যঃ কর্ত্তারং বিষয়মজ আভাসয়তি চ
স্বয়ংজ্যোতিঃ সোঽহং হৃদয়কমলার্কোঽস্মি সুখদঃ ॥ ৬ ॥
যথার্কো নেত্রাণাং নভদিগত একোপি বহুধা
প্রকাশং সংধত্তে যুগপদহয়মাত্মাঽখিলধিয়াং।
হৃদাকাশে স্থিত্বা বিপুলঘন একোঽপি জগতো
তথাভানং ধত্তে স চ সুখময়মাত্মাহমজড়ঃ ॥ ৭ ॥

নিবিড় সংসার যাহাতে নাই, সেই নিত্য বোধরূপ সীমাহীন সুখসিন্ধু আমি ॥ ৪ ॥

আমি স্বাত্মরস অহঙ্কারানীত বিষয় শূন্য নিরাধার জ্যোতিঃ-স্বরূপ, ভ্রম চিত সম্বন্ধ রহিত, শ্রুতি সকলের সিদ্ধান্ত স্বানুভবরূপ, অপরিমিত শরীর সেই বোধ স্বরূপ সীমাশূন্য সুখসিন্ধু আমি ॥ ৫ ॥

যে অজ, ক্রিয়া সমুদয়ের কর্ত্তা ও বিষয়কে প্রকাশ করিতেছেন, স্বয়ং শুদ্ধবুদ্ধ সমরস বিস্তৃত পরমানন্দ বুদ্ধি সকলের সাক্ষী বৃত্তির উদয় প্রলয় জানিতেছেন, সেই স্বয়ং-জ্যোতিঃ আমি হৃদয় কমলের সূর্য্য সুখদাতা ॥ ৬ ॥

যেমন গগণগত প্রভাকর এক হইয়াও যুগপৎ (এককালে) সমস্ত নেত্রের প্রকাশক, সেমত এক আত্মা বিপুল ঘন এক হইয়াও অখিল বুদ্ধিতে হৃদাকাশে স্থিত হইয়া যুগপৎ

পুরা সৃষ্টেরেকঃ স্বয়মকল আসীদনিমিষো
ন তেজো ন ধ্বান্তং গুণকৃতিকলাখ্যাদিরহিতঃ।
স্বশক্তিং মায়াখ্যামখিলজনমাশ্রিত্য মহসা
সসর্জ্জেদং যোঽসৌ স চ সুখময়মাত্মাহমজড়ঃ ॥ ৮ ॥
প্রিয়ো বিত্তাৎ পুত্রাদসুতনুমতিভ্যঃ প্রিয় ইতি
শ্রুতের্যুক্তেঃ সিদ্ধো হ্যনুভববশাৎ সর্ব্বজগতাং।
অসন্দিগ্ধো নিত্যো দৃগবিষয় আত্মাঽচলবপু-
র্য আনন্দঃ সোঽহং নিরবধিসমজ্ঞানজলধিঃ ॥ ৯ ॥
ন দৃশ্যং নো দ্রষ্টা ন চ করণমান্ধ্যং ন বিমতং
ন জীবো নোপাধির্ন চ জনিমৃতী নৈব যত্র।
ন সৃষ্টির্নো স্রষ্টা ন চ সুকৃত পাপে ন মুদকে
চিদানন্দে যত্রানিশমিহ ক্রীড়নমলং ॥ ১০ ॥

(এককালে) সমস্ত জগতের প্রকাশক হইয়াছেন, সেই সুখময় চৈতন্য আত্মা আমি ॥ ৭ ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে অনিমেষ (সূক্ষ্ম কাল রহিত) তেজো-তমোগুণ কৃতি (কর্ম্ম) কালাখ্যাদিহীন, এক অমল স্বয়ং-জ্ঞানঘন ছিলেন, স্বশক্তি মায়াকে আশ্রয় করিয়া এই অখিল জগৎ যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সুখময় আত্মা চৈতন্য আমি ॥ ৮ ॥

প্রিয় বিত্ত পুত্র প্রাণ শরীরাদি হইতে প্রিয়, শ্রুতিযুক্তি-সিদ্ধ সর্ব্ব জগতের অনুভব বশাৎ অসন্দিগ্ধ নিত্য দ্রষ্টারূপ আত্মা অচল তনু আনন্দ সেই অবধি-রহিত সমজ্ঞান-জলধি আমি ॥ ৯ ॥

যে চিদানন্দে দৃশ্য দ্রষ্টা করণ আন্ধ্য পটুতা জীবোপাধি জনন মরণ সৃষ্টি স্রষ্টা পুণ্য পাপ ভোগাদি নাই, তাহাতে সতত আমার এ জীবদ্দশাতে অমল ক্রীড়া হইতেছে ॥ ১০ ॥

শিবাদ্যাঃ সর্ব্বজ্ঞা নিখিলমুনয়ো ব্রহ্মরসিকাঃ
বিরাজন্তে যত্রাচল নিজ মহিম্নি স্বরসঃ।
পরে ভূমানন্দে সমরসপদে তত্র সততং
বিশালা ক্রীড়া মে ভবতি সুখমাদ্যামৃতময়ী ॥ ১১ ॥
যমাহুর্বেদান্তাঃ পরমপদমীশোপি বচনৈ-
রখণ্ড ব্রহ্মাখ্য বিধিমুখ নিষেধে বচিরতং।
স এবাহং বালো বিধিহরিহরাত্মাতিবিমলো
নিজানন্দে ক্রীড়ন বিগতকলনো ভ্রান্তিরহিতঃ ॥ ১২ ॥

শিবাদি সর্ব্বজ্ঞ সকল, আর ব্রহ্মরসিক নিখিল মুনিগণ, যে নিজ মহিমা স্বরস ভূমানন্দে পরে সমরস পদে অচল বিরাজ করিতেছেন, তাহাতে আমার সতত সুখাদ্যামৃতময়ী ক্রীড়া হইতেছে ॥ ১১ ॥

ঈশ্বর ও বেদান্ত সকল বিধি ও নিষেধ মুখে বাক্য দ্বারা অখণ্ড ব্রহ্মাখ্য পরমপদ অচল কহিতেছেন, বিধি হরি হর অতি বিমলাত্মা নিজানন্দে ক্রীড়া করত বিগত কলন(১) ভ্রান্তিরহিত হইয়াছেন, সেই আমি এবালক ॥ ১২ ॥

বালক এই ভাবার্থ সংযুক্ত হস্তামলকাখ্য দ্বাদশ শ্লোক-দ্বারা স্বয়ং স্বতত্ত্ব বর্ণন করিলেন, তদবধি তিনি মানব সমাজে হস্তামলক নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ সজ্জনগণ মধ্যে প্রথিত আছে। উপদেশ বিনা তাঁহার পরমাত্মাতে সম্যক জ্ঞান হইয়াছিল, শঙ্কর যতীশ্বর বালককে দেশিকেন্দ্র বিবেচনা করিয়া আপন করপদ্ম শিশুর মস্তকোপরি রাখিয়া কহিলেন, এবালক অনেক জন্মে সংসিদ্ধ

১ দোষ, চিহ্ন।

আমার অনুভব হইতেছে, নচেৎ ইহার এরূপ পরব্রহ্মাদ্বৈত-নিষ্ঠা কদাচ সম্ভব হইতে পারে না। এক জন্মে এরূপ সম্যক সিদ্ধ এ জগতে দুর্লভ। ইহা উক্তি করণান্তর প্রভাকরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দ্বিজবর, তুমি এবালকের মহত্ত্ব স্বয়ং সাক্ষাৎ অবলোকন করিলে ইনি সংসার-নিদ্রা হইতে ব্রহ্ম বস্তুতে প্রবুদ্ধ(১) হইয়াছেন। এ মহাত্মার অবাঙ্‌মনস বিষয়ে নিষ্ঠা হইয়াছে। তোমার সহিত ইঁহার নিবাস কখনো সম্ভব নয়, আর এই জীবন্মুক্ত ভিক্ষু বালকেও তোমার প্রয়োজন নাই। ইহার কিছুতে আসক্তি নাই, ও না অহন্তা মমতা আছে, এ শিশু অসঙ্গ, বিদ্বদ্‌গণ মধ্যে মহাত্মা। দ্বিজ, এ বালকের প্রতি তোমার এমত আগ্রহ কর্ত্তব্য নয়, যে, আমি পিতা এ পুত্র ইহাকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব।

শাস্ত্রাভিজ্ঞ প্রভাকর যতীশ্বরের যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং স্বয়ং পুত্র-বৃত্তান্ত সমবেক্ষণে অবগত হইয়া স্বীয়ান্তঃকরণে নানাবিধ সমালোচন সহ বিবেচনা করিলেন। অনন্তর যুক্তিমতে সে হস্তামলক শিশুতে পুত্রবুদ্ধি বিসর্জ্জন করিলেন, ও যতীশ্বরকে প্রণাম করিয়া শিশুকে রাখিয়া আপনি স্বভবনে গমন করিলেন।

শৃঙ্গগিরিতে প্রাসাদ নির্ম্মাণ ও শারদাদেবী মূর্ত্তি সংস্থাপন আর গিরি নামক শিষ্য প্রতি সর্ব্ববিদ্যানিয়োগ এবং তোটাকার্য্য খ্যাতি।

তদনন্তর শ্রীশঙ্করাচার্য্য শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া শৃঙ্গ-গিরিতে সমুপস্থিত হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে অবস্থিত হইলেন।

---

১ জাগ্রত।

সেই স্থানে অতি সুন্দর শোভনশালী প্রাসাদ কল্পনা করিয়া তন্মধ্যে শারদাদেবীকে সংস্থাপন করিয়া সশিষ্য অর্চ্চনা করিলেন। অদ্যাপি শৃঙ্গর পুরে সংস্থিতা শারদা সমাখ্যান বহন করিতেছেন; পূজকগণের পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

যতীশ্বরের কোন শিষ্য গিরিনামধেয় সুধী, বীতরাগ, নিঃসঙ্গ, গুরুভক্ত, এবং গুরুপ্রিয় ছিলেন। দন্তকাষ্ঠাদি দ্বারা অতি সাদরে গুরুশুশ্রূষাতে নিরত থাকিতেন। এমন কি গুরু গমন করিলে গমন করিতেন, স্থিত হইলে স্থিত হইতেন, গুরুর অনুজ্ঞাভিন্ন বাক্য কহিতেন না। গুরু-পাদপদ্মে একান্ত রত ও অবিচলিতচিত্ত এবং নিষ্ঠাযুক্ত ছিলেন।

এক সময় পদ্মপাদাদি শিষ্যগণ ভাষ্য পাঠের প্রারম্ভে প্রথম শান্তি পাঠে সমুদ্যত হইলে ভাষ্যকার কহিলেন, কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর, ভক্তিমান্ গিরি ক্ষণমধ্যে আসিতেছে। গুরুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পদ্মপাদ কহিলেন, গুরো, গম্ভীর ভাষ্যার্থে মন্দবুদ্ধির কি প্রতীক্ষা করিতেছেন। শঙ্কর যতিবর পদ্মপাদের বাক্য শ্রুতিগোচর হইলে চিন্তা করিলেন, অহো, ইহার মহাগর্ব্ব নষ্ট করা আমার ধর্ম্ম। ইহা বিবেচনা করিয়া গিরিশিষ্যের প্রতি চতুর্দ্দশ বিদ্যা নিয়োজিত করিলেন। তখন গিরি শ্রীগুরুর করুণা প্রভাবে সমস্ত বিদ্যাতে অধিগত হইয়া অতি সন্তুষ্টমনে গুরুভক্তি-মুদান্বিত তোটকছন্দে স্তুতি করিতে করিতে সমাগত হইলেন। অদ্যাপি তাঁহার প্রণীত ব্রহ্মাত্মৈক্য-পরায়ণ রচনা অবনীমণ্ডলে প্রসিদ্ধ ও প্রথিত আছে। তৎকালে পদ্মপাদাদি

সকলে গিরির বাগ্বিলাস শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন ও ত্যক্ত-গৌরব হইলেন। অহো, যাহার প্রতি গুরুর কৃপালেশ হয়, সেই বাচস্পতি, ইহার সংশয় নাই; পদ্মপাদাদি ইহা কহিয়া গর্ব্বশূন্য ও খর্ব্বাভিমান হইলেন। অদ্যাবধি বুধগণ-সমাজে গিরি তোটক আখ্য বিখ্যাত আছেন। গিরি পূর্ব্বে শাস্ত্রান-ভিজ্ঞ ও বিদ্যাপরাঙ্মুখ ছিলেন, অধুনা গুরু-কৃপা-বশে সর্ব্বশাস্ত্রসম্পন্ন এবং বাগ্বিলাসে পদ্মপাদাদির সমকক্ষ হইলেন।

পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, গিরি, এবং হস্তামলক এই চারিজন ভাষ্যকারের শিষ্য মধ্যে প্রাধান্য রূপে প্রথিত ছিলেন। যেমত সনকাদি ঋকবেদাদি বেত্তা, সেমত এ মহাত্মাগণ বেদান্তার্থে সুনিপুন ও কুশলীভূত ছিলেন।

নিজমতি বিভব ও বেদবেদাঙ্গ শূন্য স্মৃতি গতি বিহীন ব্যক্তি যদি শ্রীগুরুচরণে একান্ত ভক্তিমান হয়, তবে সে মহাত্মা সর্ব্ব বেদবেদাঙ্গবেত্তা, স্মৃতিগতিমতিযুক্ত, ব্রহ্মবিৎ, সর্ব্ববন্দ্য হয়!

ইতি শ্রীশঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী গ্রন্থে হস্তামলকাদির প্রভাব বর্ণন নাম একাদশ সর্গঃ॥ ১১॥

দ্বাদশ সর্গ।

সুরেশ্বরের ভাষ্যে বার্ত্তিক করণে ইচ্ছা ও চিৎসুখাদি প্রতিকুলতায় নৈরাশ।

বেদবেত্তাগণের শ্রেষ্ঠ সুরেশ্বর যতি স্বীয়ান্তঃকরণে সূত্রভাষ্যে বার্ত্তিক করণেচ্ছু হইয়া শিষ্যগণ মধ্যে সংস্থিত গুরুকে প্রণাম করিয়া বিনয়ে নিবেদন করিলেন, ভগবন্, সাধুবর্ত্ম(১) শিষ্যগণের শ্রীগুরুপাদপদ্মের শুশ্রূষা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, এ অকিঞ্চনের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুজ্ঞা প্রকাশ করুন্। ভাষ্যকার, সুরেশ্বরের বিনয়রসগর্ভিত বাক্য শ্রবণে তাঁহার অভিসন্ধি(২) উপলব্ধি করিয়া কহিলেন, সুরেশ্বর, তুমি ধন্য ও প্রতিযোগ্য এবং ভক্তিমান, শারীরক ভাষ্যে তোমার বার্ত্তিক করা কর্ত্তব্য। যেমত সূত্র ও যে প্রকার ভাষ্য সেরূপ উৎকৃষ্ট বার্ত্তিক কর। যৎকালে শারীরকে ভাষ্য করিয়াছি, তদবধি আমার এই মানস। শারীরক ভাষ্যে যথার্থরূপ বার্ত্তিক করিতে পারক এমত প্রতিভা(৩)নির্ম্মল পণ্ডিত ইহ লোকে কে আছে, ইহাই চিন্তা করি। সংপ্রতি এবিষয়ে তোমার প্রতিভা সমর্থা আমার বোধ হইতেছে। অতএব তুমি সুন্দর যুক্তি-বাক্যার্থ সহিত উৎকৃষ্ট বার্ত্তিক নির্ম্মাণ কর। ভাষ্যকারের অনুজ্ঞা শ্রবণে সুরেশ্বর হৃষ্টমনা গুরুভক্তিতে সন্নিবিষ্ট হইয়া বারম্বার প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, বিভো, ভাষ্য-তাৎপর্য্য-বোধনী তাদৃশী শক্তি কোথায়? তথাপি আপনকার বিস্তৃত কৃপালেশ

---

১ সৎপথ। ২ উদ্দেশ, অভিসন্ধান। ৩ বুদ্ধি।

প্রভাবে যথাশক্তি সাধ্যায়ত্তমত যত্ন করিব। গুরু তথাস্তু কহিলে সুরেশ্বর লব্ধানুজ্ঞ হইয়া অতীব হর্ষে স্বাশ্রমে গমন করিলেন।

সুরেশ্বরের গমনান্তর চিৎসুখাদি সন্ন্যাসিগণ, আচার্য্যের শিষ্যবর্গ, পরস্পর ঐক্যমতে সমবেত হইয়া গুরুর নিকট আগমন করিয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, কিছু মাত্র শ্রীচরণে অবিদিত নাই, তথাপি আমরা কিঞ্চিৎ বিজ্ঞাপন করিবার মানসে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছি। গুরু কহিলেন, কি বলিতে বাসনা বল। তখন শিষ্যবৃন্দ কহিলেন, প্রভো, সুরেশ্বর ভিক্ষু যে প্রযত্নে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন, অস্মদাদির বুদ্ধিতে তাহা হিতকর ও শ্রেয়ঃসাধ্য বোধ হইতেছে না ; কারণ অতি গম্ভীর বেদান্তার্থে তাঁহার যথোচিত প্রবৃত্তি নাই। যে কর্ম্ম শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ সর্ব্বভূত-নিয়ন্তা পরমেশ্বরকে নিরাকরণ(১) করিয়াছে, যাহার কর্ম্মান্বিত বুদ্ধি ও শব্দশক্তি আগ্রহ-হেতু সিদ্ধবস্তুতে নাই বুদ্ধি হইয়াছে, সে ব্যক্তি শারীরক ভাষ্যে বার্ত্তিক করণে কি প্রকারে সুযোগ্য হইতে পারে। গুরু-পক্ষ সমাশ্রয় করিয়া অদ্বৈতমত অবলম্বন করিবে, ইহাই সঙ্গত বোধ হয়, বিরোধে বিধেয় নয়। প্রভো, বেদান্তাম্বুজ-বিভাকর মহর্ষি ভগবান বেদব্যাস সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য কেবল ব্রহ্মেতে প্রতিপাদন(২) করিয়াছেন। কিন্তু জৈমিনি, তাঁহার শিষ্য, সকল বেদের তাৎপর্য্য গুরুপক্ষবিরুদ্ধ কর্ম্মেতে সূত্রিত করিয়াছেন। শ্রীমদ্দ্বৈপায়ণ পুরাণ-বেদ-সংসিদ্ধ যুক্তি উক্তি

১ নিরসন, খণ্ডন। ২ বোধন, জ্ঞাপন।

করিয়াছেন। যৈমিনি তদ্বিরুদ্ধ যুক্তির ভাব কহিয়াছেন। তাঁহাদের এরূপ মতভেদে কিরূপে গুরু শিষ্যতা সম্মত হয়। মতের ঐক্যতাতে গুরু শিষ্যত্ব তাহাই মানবগণের সুখপ্রদ হইতে পারে। অপিচ ইনি আজন্ম কর্ম্মেতে স্থিত ও বিরুদ্ধ নৈষ্কর্ম্ম্য ব্রহ্মপরতা কি কোন প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে। প্রত্যুত ভাষ্যকে কর্ম্মেতেই সংযোজিত করিবেন, ও নির্ণীতার্থ নিমিত্ত সংশয়ে সংযোগ কৃত হইবে, তাহার সংশয় নাই। বুদ্ধি পূর্ব্বক সংন্যাস গ্রহণ হয় নাই, পরাজিত হইয়া অবলম্বন করিয়াছেন, ইহার মত অস্মদাদির বিশ্বাস স্থল বোধ হয় না। আরো (কর্ম্মার্হজনগণ সংন্যাসে অধিকারী নয়) এরূপ দুরাগ্রহ(১) যাহার সে ব্যক্তি কিপ্রকারে বার্ত্তিকে যোগ্য বিবেচিত হইতে পারে। অতএব সনন্দনযতি শ্রীমানের কৃত ভাষ্যে বার্ত্তিক করিবার যোগ্য পাত্র, ইনি সিদ্ধ এবং বেদান্তপারগ। পূর্ব্বে আমরা জাহ্নবীপারে আপনকার আজ্ঞামতে সন্নিপাত গমনে ইঁহার মহান্ মহিমা প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়াছি, যাহাতে পদ্মপাদখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, আর যাহাকে শ্রীনৃসিংহদেব সাক্ষাৎ প্রসন্ন ও বরপ্রদ এরূপ আছেন, যে স্মরণ মাত্রই সমীপস্থ হইয়া থাকেন। অথবা শ্রী আনন্দগিরি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি,ভাষ্যে বার্ত্তিক করণে যোগার্হ যাহাকে শারদা প্রসন্না সমীপবর্ত্তিনী আছেন। এই মুনি সর্ব্ব প্রকারে বার্ত্তিক করণের উপযুক্ত পাত্র। পরে পদ্মপাদ সাদরে গুরুকে নিবেদন করিলেন, ভগবন্, আর্য্য সদ্বুদ্ধি বেদ-গুহ্যার্থ-বিভাকর শ্রীমান হস্তা-

১ অযথার্থ প্রয়াস, অন্যায় হঠ।

মলকাচার্য্য ভাষ্যে বার্ত্তিক করণে সমর্থ, যিনি পূর্ব্বে বেদান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া কহিয়াছেন, যথা ব্যাসদেব সাক্ষাৎ নারায়ণও আপনি ভগবন্ শম্ভু উভয়ে সূত্র ও ভাষ্য প্রণেতা তথা ইনি বার্ত্তিক বিষয়ে ধীশক্তি সম্পন্ন হয়েন।

ভাষ্যকার পদ্মপাদের বচন শ্রবণ করিয়া সস্মিত বদনে কহিলেন, সত্য বটে, ইঁহার এবিষয়ে নৈপুণ্য বিলক্ষণ আছে, কিন্তু ইনি প্রতিপত্তি(১)ভাজন নহেন। বাল্যে পিতা কর্ত্তৃক অক্ষর পাঠে নিয়োজিত হয়েন নাই এবং আচার্য্য দ্বারা উপনীত হইয়া বেদাধ্যায়ন করেন নাই, আমার নিকট আগত হইয়া জিজ্ঞাসামতে বেদান্ত শাস্ত্র সিদ্ধান্ত রহস্য যাহা কহিয়াছেন, তোমরা শ্রবণ করিয়াছ, যে ইনি সতত জ্ঞান দ্বারা অদ্বৈতানন্দ সিন্ধুতে নিমগ্ন তিনি এমহত্তর প্রবন্ধ বিষয়ে কিরূপে প্রবৃত্ত হইবেন।

শঙ্করোক্ত হস্তামলকাচার্য্যের পূর্ব্ববৃত্তান্ত।

পদ্মপাদ গুরুবাক্য শ্রবণে সংশয়াবিষ্ট মনে বিনয়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো, শ্রবণাদি বিনা ইহাঁর কি প্রকারে জ্ঞানোৎপন্ন হইল। গুরু কহিলেন, বৃত্তান্ত শ্রবণ কর, পূর্ব্বে কোন সিদ্ধ যমুনা স্রোতস্বতী-তীরে কুটীরে অবস্থিত হইয়া কালাতিপাত করিতেন। তিনি বিরক্ত শ্রৌতজ্ঞান-সম্পন্ন, ব্রহ্মতৎপর, যোগসিদ্ধ ও তপঃসিদ্ধ এবং বিদ্যা-সিদ্ধ ছিলেন। এক দিবস কোন ব্রাহ্মণতনয়া স্বীয় শিশুপুত্র ক্রোড়ে লইয়া স্নানার্থিনী সেই স্থানে সমাগতা হইলেন।

১ প্রবৃত্তি

এবং উক্তমহাত্মার সমীপগতা হইয়া বালকটী তদন্তিকে রাখিয়া কহিলেন, মুনে, ক্ষণকাল শিশুকে রক্ষা করিবেন। ইহা কহিয়া সখীগণ সমভিব্যাহারে স্নানজন্য অন্য ঘাটে গমন করিলেন। ইতিমধ্যে বালক চাঞ্চল্য স্বভাব বশতঃ নদীতে পতিত হইয়া ত্যক্ত-প্রাণ হইয়াছে, মুনি তাহা অবগত নহেন। বিপ্রনন্দিনী স্নানক্রিয়াবসানে সখীগণসঙ্গে সিদ্ধের কুটীরান্তিকে প্রত্যাগতা হইয়া শিশুকে গতাসু দেখিয়া শোকাকুলা বিহ্বলা বিলাপ করত সখীগণ সহ উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সিদ্ধ তাঁহাদের অবস্থা সন্দর্শনে ও রোদন শ্রবণে করুণারসার্দ্রিত হইলেন। কোন উপায় না দেখিয়া যুক্তিসহকারে যোগ দ্বারা আপন শরীর পরিত্যাগ করিয়া বালকের মৃত কলেবরে প্রবেশ করিলেন। বিপ্রতনয়া শিশুকে সুপ্তোত্থিত-প্রায় অবলোকন করিয়া সীমান্বিত হর্ষসম্পন্না ও আনন্দোৎফুল্লমনা হইয়া বালক লইয়া সখীসঙ্গে সত্বর স্বভবনে গমন করিলেন, ইনি সেই সিদ্ধ জ্ঞানিগণ-শ্রেষ্ঠ হস্তামলক নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। বামদেব সদৃশ ইহার শ্রবণ বিনা জ্ঞান, ইনি পূর্ব্বাভ্যাসবশে সিদ্ধ, এবিষয়ে শঙ্কার অবকাশ নাই। সমস্ত বেদান্তের বার্ত্তিক করণে ইঁহার বিলক্ষণ সামর্থ্য, ইহা অবগত আছি, কিন্তু এপ্রবৃত্তিতে কোন মতে অভিরুচি জন্মিবে না।

সুরেশ্বরের নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধ গ্রন্থ নির্ম্মাণ।

ভাষ্যকার কহিলেন।

সর্ব্ববিৎ সুরেশ্বর ভাষ্যে বার্ত্তিক করণে সর্ব্বতোভাবে

ক্ষমতাবান্। তৎকৃত সদ্বার্ত্তিকে তোমাদের রুচি হইতেছে না। সুতরাং যাহা অনেকের অনভিমত তাহা আমি কিপ্রকারে করিব। পদ্মপাদ সুত্র ভাষ্যে এক নিবন্ধন করুন্, বার্ত্তিক কর্ত্তব্য বিহিত হয় না, যেহেতু পূর্ব্বে এবিষয়ে সুরেশ্বরকে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। যদিচ তিনি না করুন্ তথাপি আজ্ঞা প্রদত্তা হইয়াছে, অন্যে তাহা কিপ্রকারে করিতে পারেন।

শঙ্কর শিষ্যগণকে এ প্রকার আদেশ করিয়া নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইয়া সুরেশ্বরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সুরেশ্বর তুমি ভাষ্যে বার্ত্তিক করিবা না, সকলে কহেন তিনি (অর্থাৎ তুমি) পূর্ব্বকাণ্ডে(১) কুশল ভাষ্যের বার্ত্তিকে অন্যথা ব্যাখ্যা করিবেন। চিৎসুখাদি তোমাকে এরূপ কহিয়া থাকেন, যে তোমার সন্যাস সম্মত নয় ইত্যাদি স্মরণ কর। তুমি অগ্রে ব্রহ্মাদ্বৈতপর কোন গ্রন্থ স্বয়ং রচনা করিয়া অবলোকন করাও, যাহাতে সকল্লের প্রত্যয় জন্মে, এবং তোমার অন্তর্বর্ত্তী ভাব প্রকাশ হয়। সুরেশ্বর সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা সুকবি গুরুর আদেশে সমাদিষ্ট হইয়া আজ্ঞাপালনে যত্ন তৎপর হইলেন। নিষ্কর্ম্মগোচরা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধ গ্রন্থ প্রস্তুত ও সংশোধন করিয়া গুরুর পদান্তিকে অর্পণ করিলেন। ভাষ্যকার উক্তগ্রন্থ পূর্ব্বাপর বিভাগ-ক্রমে নিরবদ্য (অনিন্দিত) সমালোচন ও সমীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইয়া আনন্দপ্রফুল্ল মনে সকল শিষ্যবর্গকে অবলোকন করিতে দিলেন। তাঁহারা সকলে গ্রন্থ অদ্যোপান্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গ্রন্থমধ্যে

১ কর্ম্মকাণ্ড।

কর্ম্মের গন্ধমাত্র প্রাপ্ত হইলেন না, অন্য কর্ম্মের তো কোন কথা নাই, অহং ব্রহ্মাস্মিবান বাক্য উক্ত হইয়াছে, চিন্তাদি রহিত কার্য্যশূন্য সহজভাব নির্ব্বিকল্প-স্বভাব ব্রহ্ম-স্বরূপ কথিত দৃষ্টি করিয়া গ্রন্থ নির্দ্দোষ ও সুরেশ্বর যথার্থ তত্ত্ববিৎ বিচার করিলেন, এবং সুরেশ্বরকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎকৃষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা স্বীকার করিয়া মান্য করিলেন।

সুরেশ্বরে ইহা বিচিত্র নহে, স্বয়ং ব্রহ্মা শঙ্করের সাহায্যার্থ অবতার, এজন্য আচার্য্য সর্ব্বজ্ঞ তাহাকে সুরেশ্বর নাম প্রদান করিয়াছেন, শম্ভু আদেশে প্রথম গৃহস্থ হইয়া তদ্ধর্ম্মরক্ষাপুরঃসর কর্ম্মকাণ্ড বিস্তার করিয়াছিলেন। পরে সন্ন্যাস গ্রহণে সর্ব্ব কর্ম্ম সংন্যাস করত ব্রহ্মাত্মাদ্বৈতপর হইয়াছেন, শঙ্করের প্রিয় ছিলেন। সুরেশ্বর যাহা কহিয়াছেন, তাহাই প্রামাণ্য অন্যথা করণের সাধ্য কাহার ছিল না, এবং নাই।

অবশেষে ভাষ্যকার শিষ্যগণকে কহিলেন, আমার সম্যক চিরাভীষ্ট ভাষ্যে বার্ত্তিক হয় তাহা হইল না। ইহা কহিয়া তুষ্টিম্ভব রহিলেন। তখন সুরেশ্বর বার্ত্তিকে বিঘ্নকারীগণের প্রতি উক্তি করিলেন, সকলকে কহিতেছি, ভাষ্যে বার্ত্তিক কাহারো কর্ত্তব্য নয়, যদ্যপি কেহ ভাষ্যে বার্ত্তিক করেন তাহা অবনি মণ্ডলে প্রচার হইবে না।

সুরেশ্বর এপ্রকার অভিশাপ প্রদান করিয়া সময় প্রাপ্ত হইয়া বিনীত ভাবে গুরুকে নিবেদন করিলেন, খ্যাতি বা লাভাভিলাষে এ নিবন্ধ করি নাই, শ্রীমদাচার্য্যের আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়া এজন্য ইহা কৃত হইয়াছে। লোকের গার্হস্থ্যে

যে স্বভাব থাকে, তাহা জ্ঞান বৈরাগ্য যুক্ত হইলে সম্ভব হয় না। ইহা অন্যথা অতিপ্রসঙ্গ বলিতে হয়। বাল্যকালের বালত্ব ভাব যৌবনে থাকে না, সেরূপ অজ্ঞানাবস্থার যে স্বভাব তাহা কি জ্ঞানাবস্থায় থাকিবার সম্ভব, তাহা কখনই থাকে না। অন্যথা স্বীকারে মানববৃন্দের শাস্ত্র জন্য বোধ ব্যর্থ হয়। গৃহির মন বন্ধে ও ভিক্ষুর মন মোক্ষে নিরত, তজ্জন্য স্বভাবের নিয়তি কালত কখনো নহে। আমি আপনকার পাদপদ্ম অবলম্বন করিয়া সংন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, এবং তত্ত্বোপদেশে যথার্থ স্বাত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি। ইতঃপর আমার বুদ্ধি প্রভুর শ্রীচরণসেবনে অনুরত হইয়াছে। ইহা কহিয়া সুরেশ্বর উপরত হইলে, গুরু প্রসন্ন মনে তাঁহাকে কহিলেন, বৎস, সত্য কহিয়াছ, তুমি যথার্থ আমার আজ্ঞা পালক। তুমি তৈত্তিরীয়ক ভাষ্যে ও বিরহদারণ্যক ভাষ্যে সুন্দর রূপ বার্ত্তিক নির্ম্মাণ কর। এ নিবন্ধদ্বয় প্রস্তুত করিয়া কৃতিত্ব লাভ কর। আমার এই বাক্য স্মরণ রাখিবা পূর্ব্ববৎ বিঘ্নশঙ্কা করিবা না।

সুরেশ্বরের শ্রুতিভাষ্যদ্বয়ে বার্ত্তিক করণ ও অন্যান্য শিষ্যগণের ভাষ্যে পৃথক্ পৃথক্ নিবন্ধ করণ।

সুরেশ্বর শ্রীগুরুর অনুজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিভাষ্যদ্বয়ে বার্ত্তিক প্রস্তুত করিয়া শঙ্কর গুরুর নয়ন-গোচর করিলেন। ভাষ্যকার তাহা প্রসন্ন অতি গম্ভীর পদবাক্যার্থ সুন্দররূপ বিচার পুরঃসর সমবেক্ষণ করিয়া সীমামিত হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন।

সনন্দনও গুরুবাক্যানুসারে শারীরক ভাষ্যে অর্থগর্ভিতা টীকা করিয়া গুরুকে দেখাইলেন। শঙ্কর তাহা সমালোচন করিয়া সুরেশ্বরকে কহিলেন, এ পঞ্চাস্যচরণা টীকা অধিক প্রচার হইবে না, তত্রাপি ব্রহ্মনিষ্ঠ স্পষ্ট যে চারিটী সূত্র তাহা অপ্রচার রহিবে। ভাষ্যকার পুনর্ব্বার একান্তে সুরেশ্বরকে কহিলেন, সুরেশ্বর, তুমি প্রারব্ধ কর্ম্মবশে পুনর্ব্বার বাচস্পাতি পণ্ডিত হইয়া আমার প্রিয়ভাষ্যের টীকা করিবা, সেই টীকা বার্ত্তিক খ্যাতি প্রাপ্ত হইবে।

এস্থলে প্রারব্ধ কর্ম্মবশে দেহান্ত হইবার যে প্রসঙ্গ তাহা অনেকে অসঙ্গত বোধ করিতে পারেন কারণ প্রারব্ধ বর্ত্তমান শরীর পোষক মাত্র হয়; কিন্তু ইহাতে বিবেচনা করিতে হইবে, যে ইঁহার ভাবী শরীর পর্য্যন্ত দীর্ঘ প্রারদ্ধ ছিল, তজ্জন্য ভাষ্যকার সর্ব্বজ্ঞ এরূপ অনুজ্ঞা করিয়াছেন, যেমত ভরতের তিনজন্ম ও বামদেবের দুই জন্ম লইয়া দীর্ঘ প্রারদ্ধ ছিল।

ভাষ্যকার সুরেশ্বরকে এ প্রকার আশ্বাসিত করিয়া ভাবী বৃত্তান্ত কহিয়া আনন্দগিরি প্রভৃতি অন্য অন্য যতিবৃন্দকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা সকলে স্ব স্ব বুদ্ধ্যনুসারে সূত্র ভাষ্যাদি ভাষ্যে ব্রহ্মতৎপর নিবন্ধ নির্ম্মাণ কর। আনন্দগিরি-প্রমুখ বুধগণ গুরুর আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মাদ্বৈত নিষ্ঠাবভাসক গূঢ়ার্থাববোধক নিবন্ধ সূত্র ভাষ্যাদিভাষ্যে প্রস্তুত করিলেন। আনন্দগিরি স্বকৃত টীকা গুরুকে সমালোচন করিতে দিলেন। ভাষ্যকার তাহা পর্য্যবলোকন করিয়া মুদান্বিত হইয়া কহিলেন, আনন্দগিরে, তুমি ধন্য কৃতার্থ হইয়াছ।

পরে চিৎসুখাদি বেদান্তে সৎনিবন্ধ করিয়া সাদরে গুরুকে দেখাইলেন, এমতে সকল শিষ্যের পৃথক্ পৃথক্ নিবন্ধ হইবায় ভাষ্যের টীকা অনেক প্রকার হইল।

যতীশ্বর জনগণের মোক্ষ হেতু আগ্রহ হইয়া স্বয়ং শ্রুতি-বিষয়-বিচার-গর্ভিত ভাষ্যবর্গ দ্বারা উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া পুনঃ সুজনবৃন্দের হিত মানসে সযুক্তি বার্ত্তিক নিবন্ধ আদি প্রচার করাইলেন। জিজ্ঞাসু ব্রহ্মপরায়ণগণ সকলে মিলিত হইয়া অতি গহন পদার্থবেদান্ত সূত্র ভাষ্য দ্বারা সতত বিচার করতঃ অনুভবসিদ্ধ বিষয়ে বার্ত্তিকাদি অবেক্ষণ করিয়া বুদ্ধি-যোগে অমল-সুখ পরমাত্মা বস্তু অবগত হইবেন।

ইতি শ্রীশঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী গ্রন্থে ভাষ্য প্রবন্ধ নির্ম্মাণ নাম দ্বাদশ সর্গঃ॥১২॥

ত্রয়োদশ সর্গ।

পদ্মপাদ যতির তীর্থযাত্রার্থ গমন।

এক সময় পদ্মপাদ যতিবর শ্রীশঙ্করাচার্য্য গুরু সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ভক্তিসহকারে বদ্ধপুটাঞ্জলি হইয়া সবিনয়ে প্রার্থনা করিলেন, ভগবন্, করুণাসিন্ধো, স্বামির শ্রীচরণাম্বুজ সমাশ্রয় করিয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি, ইহার সংশয় নাই; কিন্তু মধ্যে মধ্যে আমার অন্তঃকরণে তীর্থযাত্রার সঙ্কল্প উদয় হয় পরন্তু গুরুপাদপদ্ম পরিত্যাগে মনে উৎসাহ জন্মে না, যদি

সে সঙ্কল্প নিবৃত্তি নিমিত্ত শ্রীমুখের আজ্ঞা হয়, তবে তীর্থ-যাত্রা হইতে নিবৃত্ত হইয়া সত্বর শ্রীগুরুচরণ-সন্নিধানে সমাগত হই।

শঙ্করাচার্য্য পদ্মপাদের বিজ্ঞপ্তি শ্রবণ করিয়া কহিলেন, পদ্মপাদ, তুমি উৎকৃষ্ট অনুষ্ঠান করিয়াছ বটে, কিন্তু যাত্রার বিক্ষেপ কারিত্ব বিচার কর নাই। প্রাতে উত্থান করিয়া গমন, মধ্যাহ্নে ক্ষুধাদির প্রপীড়ন, কায়িক শ্রম জন্য বস্তুর অনভ্যাস, সমাধির অবসর কোথা হইবে। তবে, সে যাত্রামধ্যে সৎসমাগমের সম্ভবতা আছে, গুরু ক্ষেত্র তাঁহার চরণ যুগল সলিল, ও উপদেশজনিত দৃষ্টি দেবদর্শন উক্ত হইয়াছে।

সনন্দন গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার নিবেদন করিলেন, গুরো, প্রভু যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহা সত্য কিন্তু তীর্থযাত্রা বিনা আমার চিত্তের যে অতি তীব্রা উৎকণ্ঠা, তাহা শাম্য হয় না। যাহার হৃৎপদ্মে শ্রীগুরু বিরাজ মান্ তাহার সর্ব্বদা গুরুদর্শন হয়, মনুষ্য দৈবযোগে সুখদুঃখ ভোগ করে, ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন সজ্জন বৃন্দের সর্ব্বদাই সমাধি হইয়া থাকে।

ভাষ্যকার শিষ্যের এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সনন্দন, তোমার এ বিষয়ে যে আগ্রহ, তাহা আমি নিবারণ করি না, বক্তব্য এই যে সজ্জন সঙ্গে গমন কর্ত্তব্য, যে হেতু তাঁহারা সুখপ্রদ হয়েন, নিজানন্দে নিমগ্ন সন্তগণ সমস্ত সন্তাপ নিরাস করেন্।

সনন্দন এপ্রকার গুরুবাক্য শ্রবণে লব্ধানুজ্ঞ জ্ঞানে শ্রীগুরুচরণে বিধিবৎ প্রণাম করিয়া সশিষ্য তীর্থযাত্রার্থ

প্রস্থান করিলেন। আত্মারাম বিদম্বর শঙ্কর, সুরেশ্বর প্রভৃতি শিষ্যগণে সমাবৃত হইয়া শৃঙ্গশিখরে অবস্থিতি করত কিয়ৎ-কাল অতি বাহিত করিলেন।

শঙ্করের জননীসমীপে গমন ও মাতার মোক্ষার্থ শিবগণ আহ্বান ও বিসর্জ্জন ও বিষ্ণুস্তুতি।

এক সময় একান্তে সমাধিস্থিত শঙ্কর আপন জননীর চিন্তা অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ যোগশক্তি দ্বারা আকাশ-বর্ত্মে জননীর পার্শ্বে সমুপস্থিত হইলেন। মাতাকে সন্দর্শন করিয়া সানন্দে প্রণাম করিলেন, জননী ও চিরদিনান্তে প্রিয়তম পুত্র প্রাপ্ত হইয়া সুতমুখাবলোকনে মনোগত সন্তাপ সকল বিস্মৃত হইয়া হর্ষসম্পন্না ও প্রমোদিতমনা পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পুত্র, তুমি কুশলী যতিরূপধারী তোমাকে চাক্ষুষ দেখিলাম, এ আনন্দের সীমা নাই, এ অবস্থাতে তোমার দর্শন দুর্লভ। তোমার অদর্শন জন্য যে দুঃখ তাহা অদ্য বিনাশিত হইল। এ স্বপ্নাবস্থা কি জাগ্রৎ আমার অনুভূত হইতেছে না। যাহা হউক, এইক্ষণে আপন মনোগত ভাব তোমাকে কহিতেছি, বৎস, ইদৃশ জীর্ণ কলেবর আর বহন করিতে পারি না, যথাশাস্ত্র ইহার সংস্কার করিয়া সদ্গতি প্রাপণ করাও। শঙ্কর মাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মাত্মা-দ্বৈতজ্ঞান উপদেশ করিলেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞান শুনিয়া কহি-লেন, পুত্র, ইহাতে আমার প্রবেশতা ও অবগতি হয় না, তখন শঙ্কর বিবেচনা করিয়া ভগবান্ শম্ভুর স্তুতি করি-লেন। বিশ্বনাথ সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণে নিজ প্রমথগণ প্রেরণ

করিলেন। শঙ্কর-মাতা প্রমথগণকে পিনাক ত্রিশূলপাণি ভস্মবিভূষিত কলেবর, ত্রিনয়ন, জটাজুট-মণ্ডিত-মস্তক দর্শন করিয়া পুত্রকে কহিলেন, বৎস, শিবালয় আমার ইষ্ট নয়, আমি সে স্থানে গমন করিব না। প্রমথগণ সত্বর শম্ভুলোকে গমন করুন। আমার ইষ্ট শ্রীহরি শঙ্খচক্রগদাব্জপাণি, বনমালা-বিভূষিত, শ্রীবৎসশোভান্বিত, পীতাম্বর, শ্রীবক্ষ, কৃষ্ণ আমার প্রাণবল্লভ। শঙ্কর জননীর বিষ্ণুভক্তিরসগর্ব্বিণী বাণী শ্রবণে শিবপারিষদগণকে বিসর্জ্জন করিয়া নারায়ণকে ধ্যান করিয়া স্তুতি করিলেন, যাহা শ্রবণে বিষ্ণুভক্তি উদয় হয়। অর্থ যথা।

শ্রীসংযুক্ত বিষ্ণু নিখিল স্থাবরজঙ্গমের গুরু, বেদের বিষয়, বুদ্ধির সাক্ষী, শুদ্ধ হরি অসুরহন্তা জলশায়ী গদী শঙ্খী চক্রী বিমল বনমালাতে স্থিররুচি লোকেশ্বর কৃষ্ণ শরণ্য আমার চক্ষুর বিষয় হউন ॥ ১ ॥

যাহা হইতে আকাশ পবনাদি এই সমস্ত জগৎ জন্মিয়াছে, ও স্থিতি কালে যে মধুসূদন নিজসুখাংশে পালন করিতেছেন, এবং প্রলয় সময় যিনি কলাদ্বারা(১) আপনাতে সকল সংহরণ করেন সেই বিভু লোকেশ্বর শরণ্য কৃষ্ণ আমার চক্ষুর বিষয় হউন ॥ ২ ॥

প্রবরমতি(২) সকল প্রথম যমনিয়মাদি দ্বারা প্রাণায়ামাদি নিয়মে চিত্ত রুদ্ধ করিয়া সকল বিলয় করত হৃদয়ে যে মায়াবিকে দর্শন করেন, সেই লোকেশ্বর শরণ্য কৃষ্ণ আমার চক্ষুর বিষয় হউন ॥ ৩ ॥

---

১ অংশ দ্বারা। ২ শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি।

যিনি ধরাবেদন(১) রূপে পৃথিবীতে অবস্থিত হইয়া মহীমণ্ডলকে নিয়মন করিতেছেন, আর যমনিয়মাদি দ্বারা যে জগতের বেদন অমল ঈশ্বর সমস্ত নিয়ন্তা মুনিসুরনরগণের ধেয় মোক্ষদাতাকে জানা যায় সেই লোকেশ্বর শরণ্য কৃষ্ণ আমার চক্ষুর বিষয় হউন ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ যাঁহার বলে দৈত্যগণকে জয় করেন, ও যাঁহার কৃতি(২)বিনা কৃতি বিষয়ে কাহারো স্বতন্ত্রতা নাই ও যিনি অনলাদি বিজয়িগণের গর্ব্ব পরিহরণ করিয়াছেন, সেই লোকেশ্বর শরণ্য কৃষ্ণ আমার চক্ষুর বিষয় হউন ॥ ৫ ॥

যাঁহার ধ্যান বিনা জনগণ শূকরাদি পশুত্ব গতি লাভ করেন ও যাহার জ্ঞান বিনা জন্ম মৃত্যু ভয় প্রাপ্ত হয়েন, এবং যাঁহার স্মরণ বিনা শত শত কৃমিযোনিতে ভ্রমিত হয়েন, সেই বিভু লোকেশ্বর শরণ্য কৃষ্ণ আমার চক্ষুর বিষয় হউন ॥ ৬ ॥

যাঁহার শরণে সশঙ্ক(৩) নিরাতঙ্ক(৪) হয় ও শরণাগতের ভ্রান্তি শান্তি হয়, ও যে ঘনশ্যাম ব্রজবালকবৃন্দের বয়স্য ও অর্জ্জুনের শখা ও ভূত সমস্তের জনক স্বয়ম্ভু উচিত-আচারিগণের সুখদাতা, সেই লোকেশ্বর শরণ্য কৃষ্ণ আমার চক্ষুর বিষয় হউন ॥ ৭ ॥

যে সময় জগতের ক্ষোভকারিণী ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিতা হয়, তখন লোকস্বামী বিভু প্রকটিতবপু হইয়া সেতু(৫)

১ পৃথ্বী জ্ঞান।　২ কর্ম্ম।　৩ ভয়যুক্ত।
৪ ভয়হীন।　৫ পার, উত্তরণ পথ, সাঁকো।

রক্ষা করেন, আর সজ্জনগণেতে অধীত বেদ বাক্যে অধিগমন করেন, সেই লোকেশ্বর শরণ্য আমার চক্ষুর বিষয় হউন ॥ ৮ ॥

অখিলাত্মা নারায়ণ বেদবিস্তৃত-গুণ এ প্রকার শঙ্কর কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া মাতৃমোক্ষার্থ চিন্তিত যতিবরের সম্মুখে শ্রীযুক্ত ও স্বীয়গণেতে আবৃত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী পীতাম্বর বনমালা কৌস্তুভ ভৃগুপদাঙ্কে লাঞ্ছিত(১)বক্ষ, দুল্যমান মকরকুণ্ডলাভাতে স্ফুরৎ-জ্যোতি-গণ্ডযুগল, মুকুট-কীরিট-বলয়াঙ্গদ-বিভূষিত-কলেবর, চরণসরোজ-বিরাজিত-রত্নমঞ্জির(২) কিঙ্কিনী(৩)জাল-মাল-বেষ্টিত-কটিদেশ, নবধারা ধর(৪)রুচি(৫)রুচির(৬)কলেবর, স্মিত(৭)স্মের(৮)-ইন্দীবর(৯)বদন, পুণ্ডরীক(১০)নয়ন-যুগল, কারুণ্যরসাভিভূত, অতি প্রসন্ন আনন্দরূপ আবির্ভূত হইলেন। শঙ্কর যতীশ্বর যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া ভক্তি রসার্দ্রিত হইয়া পুনর্ব্বার স্তুতি করিলেন।

সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতি পুরুষ অদ্বয় শরীর ছিলেন, চিদাভাসরূপে আপন মায়াতে প্রবিষ্ট হইয়া যে মহেশ্বর এই চরাচর উচ্চাবচ বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি এই কৃষ্ণ আমার চক্ষুর বিষয় হইয়াছেন, অর্থাৎ চাক্ষুষ দর্শন দিয়াছেন, ইনি জয়যুক্ত হউন।

---

১ চিহ্নিত। ২ নূপুর। ৩ কটির আভরণ, ক্ষুদ্রঘণ্টিকা, ঘুঙ্গুর।
৪ নূতন মেঘ। ৫ শোভা, কিরণ।
৬ সুন্দর, মনোজ্ঞ, মনোরম। ৭ ঈষৎ হাস্য।
৮ বিকসিত। ৯ নীলপদ্ম। ১০ শুক্লপদ্ম।

বেদান্ত সিদ্ধান্তের বিষয় যে পরব্রহ্মাদ্বৈত নিরাধার, মুনিবৃন্দ যাঁহাকে সম অহৃত কহেন, ও যিনি স্বীয় ভাসদ্বারা চন্দ্রসূর্য্যাদিকে প্রকাশ করিতেছেন, কি আশ্চর্য্য সেই দেব আমার নয়ন বর্ত্মে বিহার করিতেছেন।

বেদ এই অনাদি অধ্যস্ত জড় অখিল জগৎকে প্রথমে নিষেধ করিয়া সিদ্ধান্ত বাক্য দ্বারা পুনর্ব্বার তোমার সহিত জীবজগতের ঐক্য প্রতিপাদন করিয়া কহেন, তুমি সেই স্বামী আমার নয়নপথে বিচরণ করিতেছ।

অনাদি সংসারে পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতি দ্বারা মনকে জয় করিলে যে হরিতে মোক্ষফলদাত্রী পরা ভক্তি হয়, ও সজ্জনগণের চিত্ত যে ত্রিভুবনপতি কৃষ্ণ-কলেবরে নিত্য সংযুক্ত সেই মুকুন্দ আমার চক্ষুর বিষয় হইয়াছেন।

ব্রহ্মাদি সুকৃত মতি সকল বৈদিক সদাচার ধর্ম্মে যে আরাধ্য হরির আরাধনা করেন আর প্রকটিত বেদান্ত দ্বারা যাঁহাকে জানিয়া এই মায়া উত্তীর্ণ হয়েন, সেই মুকুন্দ আমার চক্ষুর বিষয় হইয়াছেন।

যাঁহার ভয়ে বায়ু বহন করিতেছেন, ও যম যাঁহার ভয়ে সদা ভীত এবং যাঁহার ভয়ে সূর্য্য অগ্নি ভীত হইয়া তাপ প্রকাশ করিতেছেন, সেই ভয়াতীত বিষ্ণু মুকুন্দ আমার চক্ষুর বিষয় হইয়াছেন।

ক্রতু(১)বিধিপরায়ণ সুরপতি যজ্ঞ দ্বারা যাঁহাকে যজন করিতেছেন, ও যোগ নিপুণগণ প্রতিদিন সমাধিতে ধ্যান করিতেছেন, এবং ধীরগণ বিবেকদ্বারা যে নির্ম্মল জগতের

১ যজ্ঞ।

পর অখণ্ডাত্মাকে দর্শন করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার চক্ষুর বিষয় হইয়াছেন।

শ্রুতি সকলের তাৎপর্য্য ফল পরমাত্মাতে ও স্মৃতি-নিবহের তন্নিষ্ঠত্ব তুমি শ্রুতি বিরিঞ্চি ঈশ্বর ইন্দু জনক, পুরাণে তোমাকে সমস্ত জগতের বিবিধ ফলদাতা কহেন, সেই সর্ব্বাত্মা মুকুন্দ কৃষ্ণ আমার চক্ষুর বিষয় হইয়াছেন।

শঙ্কর-মাতার বৈকুণ্ঠ গমন এবং তাহার মৃতদেহ দাহ তত্রত্য বিপ্রগণ প্রতি শঙ্করের শাপ প্রদান।

যতীশ্বর কর্ত্তৃক এই প্রকার বেদ বাক্যাদি দ্বারা পরমাত্মা কৃষ্ণ সংস্তুত হইয়া সম্মুখস্থিত প্রবদ্ধাঞ্জলি যতিবরকে কহিলেন, যতিবর, তোমার চিত্ত আমি ঈশ্বরে মায়াবী ব্রহ্ম নিগুণে যেখানে অনৃতকার্য্যকারিণী মায়া নাই সেই কেবল আত্মাতে অস্খলিত স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে। তুমি অদ্বৈতমার্গ পরিষ্কার করিয়াছ, আর ভ্রমহীন বুদ্ধিতে বেদার্থ সমালোচন করিয়া যে প্রধান ভাষ্য রচনা করিয়াছ তাহা জিজ্ঞাসুগণ মধ্যে প্রচার হইবে। তোমার জননী এই সুভদ্রা সতী আমি পরমেশ্বর বাসুদেবে রতা এবং ভক্তিযুক্তা, বিমান আরোহণ করিয়া আমার সঙ্গে আমার সুখপ্রধান ধামে গমন করুন। নারায়ণ এই বাক্য কহিলে ভিক্ষু-জননী তৎক্ষণে জরাযুক্ত মনুজ দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্য রুচির শরীর ধারণ করত বিষ্ণুগণের সহিত সুন্দর বিমল বিমানে সমারোহণ করিলেন। তখন সতী পুত্রকে কহিলেন, হে মহানুভাব, তুমি কৃতার্থ ধন্য ধন্য পুত্র ইহলোকে স্বার্থ

করিলে আমি তোমা হইতে ইষ্ট লোকে গমন করিলাম। ইহা কহিতে কহিতে শ্রীমধুসূদন লক্ষ্মী ও গণ বিমান সহ অন্তর্ধান হইলেন। শঙ্করার্য্য আপন জননীকে বৈকুণ্ঠে হরি সান্নিধ্য প্রাপণ করাইয়া স্বয়ং সেই অঙ্গনে স্থিত হইয়া মাতার ত্যক্ত কলেবর সংস্কার করিতে বাসনা করিলেন। বন্ধু-বর্গকে আহ্বান করাতে সকলে সেই স্থানে সমাগত হই-লেন। তাঁহারা স্বপ্রকল্পিত দোষে ভাষ্যকারকাকে নিন্দা করিলেন, কিন্তু ভাষ্যকারের প্রার্থনামতে অগ্নি প্রদান করি-লেন না। অনন্তর শঙ্কর যতীশ্বর স্বয়ং কাষ্ঠ সঞ্চয় করিয়া সদ্ম(১)তীরে লইয়া আপন দক্ষিণ বাহু মন্থন করিলেন। তাহা হইতে অগ্নি নিঃসৃত হইল। সর্ব্বশক্তিমান সেই অগ্নিতে মাতার ত্যক্ত দেহ দাহ করিলেন, এবং তত্রত্য বন্ধু বিপ্রগণের প্রতি অভিশাপ প্রদান করিলেন, তোমরা বেদাগ্নি বহিষ্কৃত শূদ্রাচার ভিক্ষাশূন্য সংন্যাসী হইবা তোমাদের গৃহোপকণ্ঠ(২) শ্মশান হইবে।

শঙ্কর বিপ্রগণকে এরূপ শাপ প্রদান করাতে অদ্যাবধি সে স্থানে দ্বিজগণ বেদহীন বহ্নিশূন্য ব্রাহ্মণ বাক্যমাত্র রহি-য়াছেন; পরম হংসকে অবহেলন করিবায় এই ফল তাঁহা-দের প্রকাশ হইয়াছে। তদনন্তর শঙ্কর যোগশক্তিতে শৃঙ্গ-পর্ব্বতে গমন করিলেন।

ইতি শ্রীশঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী গ্রন্থে শঙ্কর মাতার হরি-ধাম গমন নাম ত্রয়োদশ সর্গঃ॥ ১৩ ॥

---

১ জল।　　২ গৃহের সমীপ।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

সনন্দনের তীর্থযাত্রা বিবরণ।

সনন্দন শ্রীগুরুর অনুজ্ঞালব্ধ হইয়া তীর্থ যাত্রার্থে গমন করিলেন। নানাক্ষেত্র সরিৎ দেবায়াতন দর্শন করত তত্তৎ-স্থলে যথাযোগ্য স্নানদানপূজাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করণান্তর স্বানুভূতি রসানন্দে স্থিত হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে দক্ষিণদিকে গমন করিয়া অগস্ত্য মুনির নিসেবিত কালস্তীশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন ও তত্রত্য জলাশয়ে অবগাহন এবং মানসে ভাব কুসুম দ্বারা শম্ভুর অর্চ্চনা করিয়া স্তুতি করিলেন। সে স্থান হইতে কাঞ্চীক্ষেত্রে যাত্রা করিয়া সেখানে বিশ্বনাথের পূজা করণানন্তর তৎসমীপে রমাকান্তকে স্তব করিলেন। তাহার পর পুণ্ডরীক পুরে উপস্থিত হইলেন, যে স্থানে মহেশ্বর স্বয়ং যোগিগণে সমাবৃত হইয়া সানন্দে নৃত্য করেন, সেখানে তত্রত্য মানববৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে কোন তীর্থ। তাহারা প্রত্যুক্তি করিল, এস্থানে শিবগঙ্গা বিখ্যাতা গঙ্গাতীর্থ ইহা কহিবামাত্র তৎক্ষণে গঙ্গা স্বয়ং সমাগতা হইয়া স্থিতা হইলেন। তত্রস্থ জনগণ শিবগঙ্গা শিবগঙ্গা নামোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। যতিবর স্বয়ং প্রত্যক্ষ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকনে বিস্ময়াপন্ন ও ভক্তিভাবে আনন্দে পূর্ণিত হইলেন, এবং শিবগঙ্গাতে স্নান ও মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া শিবসন্নিধানে ধ্যানাবলম্বনে স্থিত হইলেন। অনন্তর সে স্থান হইতে রামেশ্বর যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কাবেরী প্রাপ্ত

হইয়া দর্শন স্নান প্রণতি স্তুতি করণান্তর আপন মাতুলের দর্শনাভিলাষী হইয়া সশিষ্য মাতুলালয়ে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মাতুল চিরদিনান্তে ভাগিনেয় যতিকে সমাগত দেখিয়া অতীব হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার আগমন বার্ত্তা শ্রবণে বন্ধুবান্ধবগণ আগত হইয়া কেহ দেখিয়া রোদন করিলেন, কেহ আনন্দে হর্ষসূচক বাক্য দ্বারা প্রমোদ প্রকাশ করিলেন, এবং পরস্পর নানা প্রকার সদ্বার্ত্তাতে প্রবৃত্ত হইলেন। তন্মধ্যে কেহ গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রসংশা কেহ কেহ সন্ন্যাসের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিলেন। কোন কোন ব্যক্তি যুক্তি-দ্বারা সংন্যাস ধর্ম্মের মুখ্যত্ব প্রতিপাদন করিলেন। পদ্মপাদ কহিলেন গৃহস্থাশ্রমী ধন্য, সর্ব্বাশ্রমী যাহার পূজনীয় দেববৃন্দ ও পিতৃগণ এবং যোগিভিক্ষু সকলে যাহার আশাযুক্ত হইয়া তাহার স্থায়িত্ব প্রার্থনা করেন। অতিথিসেবা যে উৎকৃষ্ট-ধর্ম্ম, তাহা গৃহস্থের সুলভ। অতিথিগণ পূজা প্রাপ্ত হইয়া ভ্রমণজন্য ক্লেশ অপনোদন করত বিশ্রাম ও স্বাস্থ্য লাভ করেন, ইহাতে মনুষ্যেরতো কথা নাই, পশু পক্ষী প্রভৃতি সকলেই গৃহিগণের প্রত্যাশাপন্ন। গৃহাশ্রমে সকল আশ্রমের ধর্ম্ম সাধন সম্পন্ন হয়, অতএব গার্হস্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠাশ্রম, অতি উৎকৃষ্ট, যাহাতে পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা দেব ঋষি পিতৃ নর ঈশ্বর সর্ব্বদা, পরিতৃপ্ত হয়েন ইহাতে দুইলোক রক্ষা হয়।

সনন্দন এই প্রকার ধর্ম্ম ব্যাখ্যান ও উপদেশ করিয়া মাতুলীয় ভবনে সশিষ্য ভিক্ষা করিয়া সেই স্থানে অবস্থিত হইলেন। তাঁহার মাতুল কর্ম্মঠ ছিলেন, পদ্মপাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সনন্দন, তোমার শিষ্যের পার্শ্বে কোন গ্রন্থ দৃষ্ট

হইতেছে। সনন্দন কহিলেন, অধুনা আমি বেদান্তসূত্রের ব্রহ্ম তৎপর ভাষ্যে টীকা করিয়াছি, এ সেই টীকা। মাতুল কহিলেন, ইহা আমাকে অবলোকন করিতে দেহ। পদ্মপাদ অতি হর্ষে সত্বর তাহা মাতুলকে অর্পণ করিলেন। তিনি গ্রন্থ-পর্য্যবেক্ষণ ও সমালোচন করিয়া অপ্রমিত সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া অনেক প্রসংশা করিলেন; কিন্তু তন্মধ্যে প্রভাকরের মত দৃঢ় যুক্তি দ্বারা নিরস্ত দেখিয়া তাঁহার চিত্ত-ভূমিতে মৎসর(১)বীজ অঙ্কুরিত হইল, তাহা কাপট্য ধূলিতে প্রচ্ছন্ন(২) করিয়া অন্তরে মাৎসর্য্য আর বাহ্যে সাধুবদাচরণ করতঃ পদ্মপাদকে কহিলেন, তুমি এই ক্ষণে তীর্থপর্য্যটন করিবা পুস্তক সঙ্গে লইয়া ফিরিবার কি প্রয়োজন? গৃহে রাখিয়া বিচরণ ও রামেশ্বরে গমন কর। উদার স্বভাব পদ্মপাদ তাহার বৈপ্রলম্ভ্য(৩) ও কৌটিল্য(৪) অভিসন্ধি(৫) উপলব্ধি না করিয়া মাতুলবাক্যানুসারে গ্রন্থ তাঁহার গৃহ-ন্যস্ত করিয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে তীর্থস্থানে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থান সময়ে পদ্মপাদের বামনেত্র স্ফুরণ এবং সম্মুখে উচ্চ ছিক্কন(৬) হইল তিনি সে সকল গণনা ও ভাবাশোচনা না করিয়া বহির্গত হইলেন।

পদ্মপাদ গমন করিলে তাঁহার বাতুলবুদ্ধি মাতুল স্বীয়ান্তঃকরণে গ্রন্থের বিষয় বিশেষ রূপ সমালোচন করিয়া উপ্ত(৭) সুপ্ত মৎসরবীজের শাখা পল্লব বিস্তার করিয়া ফল প্রকাশ করিলেন। তাহার বিক্ষিপ্ত চিত্তে এরূপ বিবেচনা

১ পরের শুভ কর্ম্ম দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা। ২ আচ্ছাদিত, গুপ্ত
৩ বঞ্চনতা। ৪ কুটিলতা। ৫ উদ্দেশ।
৬ হাঁচি। ৭ কৃতবপন, বোনা।

উদিতা হইল, এ গ্রন্থ লোক মধ্যে প্রচারিত হইলে আমাদের গুরুর পক্ষ এককালে সমুৎসন্ন(১) হইবে, ইহার সংশয় নাই। এ গুরুমতঘাতক গ্রন্থ রক্ষণীয় নয়। যদি গুরুর পক্ষ বিনষ্ট হইল, তবে ইহার পর অনর্থ কি? অধুনা এই এক মাত্র গ্রন্থ হইয়াছে, ইহা নষ্ট হইলে আমাদের পক্ষের অরাতি নিপাত হইল; কিন্তু ইহার পর লোকে প্রচার হইলে আর নাশ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। যেমত নবজাত কোমল পাদপ দুই অঙ্গুলীতে ধরিয়া ছিন্ন করা যায়, কিন্তু কালবিলম্বে বৰ্দ্ধিত হইলে বহু কুঠারাঘাতেও নিপাতন সাধ্য নহে। অতএব এইক্ষণেই বিহিত উপায় কর্ত্তব্য। স্বল্প উপায় দ্বারা মহান্ শত্রু জয় মন্ত্রণার ফল,অতএব ইহাকে অনল যোগে ভস্মীভূত করি। ইহা নষ্ট হইলে গুরুপক্ষের অরাতি(২) নির্মূল হইল, কিন্তু এবিষয়ে কিঞ্চিৎ বিবেচনা ও সাবধানতা বিধেয়, যেন আপনাতে দোষস্পর্শ না হয়, এবং কর্ম্মও সুসিদ্ধ হয়। যদি গ্রন্থ মাত্র দগ্ধ করি তবে লোকে নিন্দনীয় হইব। গৃহ সহিত গ্রন্থ ভস্ম হইলে আর সে শঙ্কার অবকাশ থাকিবে না, অতএব আপন গৃহে অনল সংযোগ করি। এই যুক্তি স্থির করিয়া নিশীথ(৩) সময়ে পুস্তক সহিত গৃহে অগ্নি যোগ করিলেন। গৃহ-সংলগ্ন অনল প্রবল প্রজ্বলিত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে গৃহ পুস্তক সহ ভস্মসাৎ হইল। মূঢ়বুদ্ধি কর্ম্মঠ দ্বিজ আপন গৃহ দগ্ধ করিয়া গ্রন্থনাশ জন্য স্বস্থ ও স্নিগ্ধচিত্ত

---

১ সম্যক বিনাশিত। ২ শত্রু।
৩ অৰ্দ্ধ রাত্রি।

এবং প্রসন্ন হইল। যখন মানবগণের অন্তঃকরণে মৎসরতাদি অন্যের অনিষ্ট সাধনে আপন ইষ্টসিদ্ধির অভিলাষ রূপ কুবৃত্তি প্রবলা হয়, তখন বুদ্ধি তমোতে আবৃতা হইয়া বিবেক-শক্তি হীন হইয়া পড়ে, অন্যের অনিষ্ট সাধনে আপন, অশুভ প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহা অনুভব করিতে অক্ষম হয়। জনশ্রুতি আছে, 'আপন নাসা ছেদন করিয়া অন্যের যাত্রা ভঙ্গ' এবিষয়ে অবিশেষ উপপন্ন(১) হয়, তাহার সংশয় নাই।

এখানে পদ্মপাদ হঠাৎ মনের চাঞ্চল্য উদয়ে গমনে সত্বর হইয়া রমানাথ চরিতাশ্রমে রামেশ্বরে উপস্থিত হই-লেন যে স্থানে রামচন্দ্র স্বানুজ সহ অবনিতে ধনুঃশর স্থাপন করিয়া দর্ভো(২)পরি অবস্থিত ছিলেন, আর যে স্থানে পূর্ব্বে রামচন্দ্রের অগস্তঋষির সহিত সম্বাদ হইয়াছিল, রঘুবংশধর যেখানে অবস্থিত হইয়া সাগরে সেতুবন্ধ করিয়াছিলেন, পদ্ম-পাদ সে স্থানে স্নানাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে রামেশ্বরকে দর্শন অর্চ্চন করিয়া বৈদিকসূক্ত ও ঋষিপ্রোক্ত এবং পুরাণোক্ত স্তুতি পাঠকরিলেন, আর কহিলেন, যেস্থানে রাম রামেশ্বর সেতু তিনের সম্বন্ধ সেই পয়োনিধি পুন্যতর রাম ও রামনাথ এবং সেতুর মহিমা অদ্ভুত দর্শন মাত্র পাপিগণ সদ্য পবিত্র হয়, এস্থানে তিন বিদ্যমান রহিয়াছেন। পদ্মপাদ এপ্রকার বহুল মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিলেন।

এক ব্রাহ্মণ পদ্মপাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সর্ব্বজ্ঞ যতে! 'রামেশ্বর' এই বাক্যে কোন্ সমাস প্রতিপন্ন হয়, তাহা যথা-

১ সাধিত। ২ কুশ।

তথ্য ব্যাখ্যা করুন্। সনন্দন বিপ্রকর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া কহিলেন, মহাদেব বহুব্রীহী, অর্থাৎ রাম ঈশ্বর যাহার, আর রাম তৎপুরুষ, অর্থাৎ রামের ঈশ্বর যিনি, ব্রহ্মাদিগণের উক্তি রামেশ্বর কর্ম্মধারয় অর্থাৎ রামই ঈশ্বর উভয় এক, রামেশ্বরে এ তিন প্রকার সমাস হয়। দ্বিজবর পদ্মপাদের বক্তৃতা ও সমাস বিবরণ শ্রবণে অতীব হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, আপনি সর্ব্বজ্ঞ ইহাতে সংশয় নাই। অনন্তর সনন্দন শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া অবিলম্বে মাতুলালয়ে গমন করিলেন।

পদ্মপাদ সশিষ্য মাতুল ভবনে প্রত্যাগত হইয়া গ্রন্থসহ গৃহদাহ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অপ্রমিত সন্তপ্ত ও বিষণ্ণচিত্ত হইয়া আক্ষেপোক্তি করিলেন। তাঁহার মাতুল অতুল অনুতাপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, বৎস, তুমি আমার আদেশমতে পুস্তক আমার গৃহে ন্যস্ত করিয়াছিলে, আমার গৃহদাহে তাদৃশ দুঃখ জন্মে নাই; গ্রন্থ নাশে যে প্রকার সন্তাপ ও দুঃখ হইয়াছে, তাহা বিশেষ কি বর্ণন করিব। পদ্মপাদ কহিলেন কেবল পুস্তক গিয়াছে এমত নহে, আমার তাদৃশী বুদ্ধি তৎ সঙ্গে অপগতা হইয়াছে, ইহা কহিযা সেই দিবস পুনর্ব্বার টীকা করিতে সমুদ্যত হইলেন। তাঁহার মাতুল সনন্দনের তদৃশী বুদ্ধি উপলব্ধি করিয়া কোন বুদ্ধিনাশক দ্রব্য ভোজনে প্রক্ষেপণ করাইলেন। সনন্দন ভিক্ষান্তে স্বয়ং একান্ত সংস্থিত হইয়া টীকা করণে মনোভিনিবেশ করিলেন। সম্যক্ যত্নেও পূর্ব্বভাব স্মৃতিপথে উদিত হইলনা। পদ্মপাদ বিষণ্ণভাবে অবসন্নপ্রায় হইয়া সত্বর সেস্থান হইতে সশিষ্য প্রস্থান করিয়া শ্রীগুরুর দর্শনাভিলাষে কেরল দেশে গমন করিলেন।

তৎকালে শঙ্করাচার্য্য ব্যোম-বর্ত্মে কেরলে সমাগত হইয়াছি-লেন। আচার্য্য পদ্মপাদকে অবনত কৃতাঞ্জলিপুট সমীপে সমবেক্ষণ করিলেন। গুরু-শিষ্য-সমাগমে পরস্পর কুশল প্রশ্নানন্তর সেইস্থানে পরমানন্দাবভাসক ব্রহ্মসত্র হইল।

সনন্দের বিনষ্ট পঞ্চপাদিকা টীকা ও নাটকত্রয়ীগ্রন্থ শঙ্কর প্রমুখাৎ লিখন।

অনন্তর গ্রন্থনাশে অনুতপ্ত সনন্দন সেই দুঃখ-বিবরণ গদ গদ ভাবে আচার্য্যের নিকট নিবেদন করিলেন, স্বামিন রামেশ্বরে গমন করিতে পথিমধ্যে মাতুলালয়ে দর্শনার্থ অপ-সরণ(১) করিলাম। মাতুল আমাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। স্বকৃত ভাষ্যের টীকা তাঁহার গৃহে রাখিয়া রামেশ্বরে গমন করিলাম। দুরাশয় টীকা সহিত আপন গৃহ দাহ করিয়াছে। প্রত্যাগত হইলে মাতুল অনেক প্রকার সান্ত্বনা বাক্য কহি-লেন, কিন্তু পুনরায় তাদৃশী টীকা করিতে আমার সামর্থ্য হইল না।

পদ্মপাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ যতীশ্বর কহিলেন বৎস, কর্ম্মের বিপাক(২) বিষম, পূর্ব্বেই আমার নিশ্চিত হইয়া-ছিল, তাহা আমি সুরেশ্বরকে বলিয়াছি। পূর্ব্বে শৃঙ্গ পর্ব্বতে তুমি একবার পঞ্চপাদী টীকা আমাকে পাঠ করিয়া শুনাইয়া-ছিলে, তাহা আমার চিত্ত হইতে অপবর্জ্জন(৩) হয় নাই। এই ক্ষণে তুমি তাহা লিখিয়া লও। গুরু শিষ্যকে আশ্বাস দিয়া

১ এক স্থান হইতে অন্যত্র গমন।

২ কর্ম্মের বিসদৃশ ফল, পরিণাম। ৩ ত্যাগ।

পঞ্চপাদিকা পূর্ব্বানুরূপ সমস্ত কহিলেন, তাহাতে শব্দ মাত্রের অন্যথা হয় নাই, ইহা শঙ্করের বিচিত্র নহে। সনন্দন আচার্য্যের প্রমুখাৎ পঞ্চপাদিকা লিখিয়া লইলেন।

তদনন্তর রাজশেখর নামা নরপতি শঙ্করের দর্শনাভিলাষে সেই স্থানে সমাগত হইলেন, যিনি পূর্ব্বে স্বকৃত নাটকত্রয় আচার্য্যকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। ভূপতি ভাষ্যকার-চরণ-যুগলে প্রণিপাত করিয়া অগ্রে কৃতাঞ্জলি স্থিত হইলে, শঙ্কর কুশল প্রশ্নানন্তর নৃপবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে নাটকত্রয়ী পূর্ব্বে শ্রবণ করইয়াছিলে তাহা কি প্রথিত(১) আছে? রাজা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন্, পূর্ব্বে যে নাটক স্বামির নিকট পাঠ করিয়াছিলাম, তাহা প্রমাদ(২) বশত অগ্নিযোগে ভস্মী হইয়াছে। শঙ্কর ইহা শুনিয়া কহিলেন, রাজশেখর, অদ্য তুমি লিখিয়া লহ, সে নাটক আমি কহিতেছি। নাটক যেরূপ ছিল শঙ্করোক্ত তাহা রাজা লিখিয়া লইলেন, এবং নষ্ট বস্তু লাভে সীমামিত আনন্দ প্রাপ্ত ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

রাজা নাটক লিখনানন্তর নিবেদন করিলেন ভগবন্ শ্রীচরণের শুশ্রূষা কি করিব? যতীশ্বর আদেশ করিলেন, রাজন্ কালটি নামক বিপ্র পূর্ব্বে ধনযোগে অনুরোধকৃত হইয়াছে, তাহাই বিধেয়। নরপতি অঙ্গীকার করিয়া কহিলেন, ইহা আমি করিব। অনন্তর রাজা যতীশ্বরকে প্রণিপাত পরিক্রমা করিয়া স্বীয় পুরে গমন করিলেন।

গুরু, শ্রুতি, ঈশ্বর ইহাঁরা কবি ও সিদ্ধ এবং ব্রহ্মবিদ্-

---

১ প্রতিষ্ঠিত, খ্যাত। ২ অনবধানতা, ভ্রম।

গণের বন্দ্য ও মান্য, যদিচ বিধিবলে কোন রূপে তাঁহারা লঙ্ঘিত হয়েন, তবে লঙ্ঘনকারির মহৎ অনিষ্ট ঘটনা হয়। উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত যুক্ত ভ্রমহর মনোরম যে নিবন্ধ মহজ্জনকর্ত্তৃক লোকের হিত নিমিত্ত হয় তাহাও লোকবিদ্বেষী মূঢ় ভ্রান্ত বুদ্ধি হইতে দহ্য হয়।

ইতি শ্রীশঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী গ্রন্থে সনন্দনতীর্থযাত্রা নাম চতুর্দ্দশ সর্গঃ ॥১৪॥

পঞ্চদশ সর্গ।

শঙ্করের সুধন্বা রাজার সহিত সাক্ষাৎ ও দিগ্বিজয়ে সাহায্য গ্রহণ।

দৈবযোগে একসময় ভাষ্যকার যতীশ্বর সুধন্বা ভুপতির সাক্ষাৎ কৃত হইলে নরপতি কর্ত্তৃক সশিষ্য ভক্তিসহ অর্চ্চিত হইয়া শিষ্যবর্গে সংযুক্ত তদ্দেশে অবস্থিত হইলেন। ভাষ্যকার দিগ্বিজয়েচ্ছু হইয়া নরেশ্বরকে কহিলেন, রাজন্ এই অবনি মণ্ডলে বেদান্ত-বর্ত্ম প্রবৃত্ত করিবার বাসনা করিয়াছি যেরূপে বেদান্ত-মার্গ প্রচারতা প্রাপ্ত হয় তদ্বিষয়ে তুমি সাহায্য করিতে শক্য হইবা। সুধন্বা নরপতি ভাষ্যকারের বাক্য শ্রুতিগোচর হইবামাত্র অবনত ভাবে নিবেদন করিলেন, ভগবন্ করুণাসিন্ধো, আপনি বেদপদ্ম বিভাকর। আমি শ্রীচ-ণের দাস অবশ্য চরণযুগলের শুশ্রূষা সাধ্যায়ত্তমত করিব স্বামি সকল পৃথিবী জয় করুন্, এ ভৃত্য সসৈন্য অনুগত

থাকিবে। শঙ্কর রাজার রাজধর্ম্মকুশলতা ও অতুল সাহস বাক্য শ্রবণে হৃষ্টচিত্ত হইলেন। অনন্তর শিষ্যগণে পরিবৃত আচার্য্য সসৈন্য ভূপতির সহিত দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া প্রথমত রামেশ্বরে গমন করিলেন। পথিমধ্যে সুরাসক্ত শাক্তিক সমূহকে পরাজয় করিয়া কুমার্গ পরিত্যাগ করাইয়া সৎবর্ত্মে সংস্থাপন করিলেন। যথাধিকারে পৃথক২ জনগণকে সংস্থাপিত করণান্তর রামেশ্বরে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার পূজা করিয়া রামনাথে প্রয়াণ করিলেন। সেখানে ঔচিত্য বিধানে পূজাদি সমাপনান্তর চৌল দ্রাবিড় দেশ বিজয় করত কাঞ্চী দেশে উপস্থিত হইয়া তদ্দেশ জয় করিলেন। পরে বৈকট(১)গণকে জয় করিয়া করনাট দেশে গমন করত বেদবাহ্য কাপালিগণকে জীত করিবার মানসে প্রস্থান করিলেন।

কাপালিগণের সহিত রাজার যুদ্ধ ও কাপালি ধ্বংস।

ক্রকচ নামা কাপালি শঙ্করের আগমন বর্ত্তা শ্রবণ করিয়া সম্মুখাগত যতিবৃন্দমধ্যে ছদ্মবেশে প্রবেশ করত অবস্থিত হইল। সর্ব্বজ্ঞ ভাষ্যকার দুষ্টের অভিসন্ধি উপলব্ধি করিয়া গর্ব্ববৃংহিত বাক্যে তাহাকে কহিলেন, অহে তুমি কি নিমিত্ত শিরকপালসন্ত্যক্ত হইয়া বিভূতি ধবল বিধৃত কলেবর হইয়াছ? ভৈরবীর অর্চ্চনা না করিয়া কিপ্রকারে মোক্ষলাভ করিবা? এরূপ মুণ্ডনে দেহিগণের মুক্তি হয়না। সুধন্বা নরপতি উক্ত প্রকার উক্তি শ্রুতমাত্র মূঢাধম কাপালিকে শাসন করিতে সমুদ্যত হইলে ক্রকচ কাপালি পলায়নপর হইয়া

১ বৌদ্ধদেবী উপাসক বিশেষ।

যতীশ্বরকে কহিল, আমি তোমাদের মস্তক ছেদন করিব নচেৎ ক্রকচ নাম নহি। দুষ্ট ক্রকচ ইহা কহিয়া স্বনগরে প্রতিগত হইয়া বিপ্রবধে কৃতসঙ্কল্প ও সমুদ্যত হইল। আপন সমাজ মেলন করিয়া সমবেত সকলে রোষ-পরবশে যুদ্ধো-দ্দেশে রাজসৈন্য প্রতি ধাবিত হইল। সুধন্বা নরপতি কাপা-লিগণের সসজ্জা সমারোহ সন্দর্শনে কোপাবিষ্ট-প্রকৃতি হইয়া তৎক্ষণে সসৈন্য যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। রণতুর্য্য-নির্ঘোষে ও রণবাদ্য শব্দে দিক সকল পূর্ণিত হইল। রণ-কৃতী সেনাশ্রেণী আয়ুধ-উদ্যত-পাণি যুদ্ধোৎসবে সাহস প্রকাশ করত ঘোরনাদ করাতে লাগিল। কাপালি-নিবহ ক্রোধাকৃষ্টচিত্ত রোষকলুষীকৃত-লোচন সমাগমন করত সংগ্রামে অগ্রসর হইয়া ত্রিশূল পরশু শর সন্দোহ দ্বারা বিপ্রগণের সংহননে সংসক্ত হইল। কেহ২ ভূপতির সহিত অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরাম্ভ করিল, আর কেহ২ বিবশী-কৃত-বুদ্ধি বিপ্রগণের নিধনে নিযুক্ত হইল।

দ্বিজবৃন্দ প্রাণভয়ে ভীত পলায়নপরায়ণ হইয়া ‘শরণ্য শঙ্কর আমাদের শরণ্য’ এই বাক্য ও ত্রাহি ত্রাহি কহিতে কহিতে শঙ্করের শরণাগত হইলেন। শঙ্করবিপ্রগণের পশ্চাৎ ধাবমান উদ্যতায়ুধ গর্ব্বিত বিপ্র হননে সমাসক্ত দুষ্ট কাপালিগণকে অবলোকন করিয়া স্বয়ং হুঙ্কার দ্বারা সক-লকে ভস্মসাৎ করিলেন, এবং ভূপতির ঘোর সংগ্রামে অনেক দুষ্ট কাল কবলিত হইয়া প্রায় নির্মূল হইল। ক্রকচ কাপালি স্বপক্ষ ক্ষয় অবলোকন করিয়া কহিল, তুমি কুমতাশ্রিত তোমাকে ভৈরব বনাশ করিবেন। ইহা উক্তি করত

কপাল-পাত্র করে লইয়া সুরাতে পূর্ণিত করিয়া দ্রুতগামী হইল। পরে তাহা অর্দ্ধপান করিয়া স্বেষ্টদেব ভৈরবকে এক চিত্তে স্মরণ করিল। ভৈরবদেব স্মৃত হইয়া তদন্তিকে আবির্ভূত হইলেন। ক্রকচ ভৈরব দেবকে দর্শন করিয়া কোপকলুষিতচিত্তে ভৈরবকে কহিল, প্রভো, তোমার ভক্তদ্বেষী এই ভিক্ষুককে হনন কর। দুষ্ট ভৈরবকে এরূপ নিয়োগ করিলে ভৈরবদেব ক্রোধাভিভূত হইয়া কহিলেন, অরে, পাপ দুরাচার দুষ্ট অধম কাপালি, এই সাক্ষাৎ শিবাবতার শঙ্করে ও মণ্ডনে তুমি অপরাধ করিয়াছ, অতএব তুমিই বধ্য তোমাকে বিনষ্ট করি। এই উক্তি করিয়া স্বকরে তাহার মস্তক ছেদন করিলেন, তখন ভৈরবদেব শঙ্কর কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন।

শঙ্কর ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা আর দুর্ম্মতি কাপালি নিচয়কে নিহত করিয়া সশিষ্য হর্ষে স্থিত হইলেন। যতীশ্বর আসমুদ্র জয় করিয়া গোকর্ণ তীর্থে প্রস্থান করিলেন। সেস্থানে সমুপস্থিত হইয়া সরিৎ-সলিলে অবগাহনান্তে সুস্থিত হইয়া ব্রহ্মাদ্বৈত-পরায়ণ বেদান্ত-ভাষ্য সকল যতিবৃন্দকে অধ্যাপন করিতে নিরত হইলেন।

নীলকণ্ঠসহ বিচার ও পরাজিত করণ।

হরদত্তাখ্য কোন দ্বিজ সাংখ্যাদিমত-বাধক বেদান্ত-ভাষ্য পাঠ শ্রবণ করিয়া নগরে প্রবিষ্ট হইয়া নীলকণ্ঠ পণ্ডিতবরকে বিজ্ঞাপন করিলেন, ভগবৎ শঙ্কর নামা মহান্ যতি

বিজিগীষু(১) হইয়া যতিগণ সমভিব্যাহারে এস্থানে সমাগত হইয়া শম্ভু মন্দিরে অবস্থিত হইয়াছেন। নীলকণ্ঠ শৈবরাজ তদ্বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া উক্তি করিলেন, সপ্তসিন্ধু শোষণ আর আকাশ হইতে সূর্য্য পাতন এবং পট তুল্য, ব্যোম(২)বেষ্টন করিতে ক্ষম হউন্ কিন্তু জয়লাভ শক্য নয়।

নীলকণ্ঠ শৈব ইহা কহিয়া পৌরজনবৃন্দ ও শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া শিবালয়ে গমন করিয়া ভাষ্যকারকে দর্শন করিলেন, এবং শিষ্যসহ সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। তখন সুরেশ্বর, নীলকণ্ঠকে অবলোকন করিয়া গুরুকে নিবেদন করিলেন, যদি শ্রীমৎ গুরুর আজ্ঞা হয়, তবে অগ্রে নীলকণ্ঠ শৈবের সহিত আমার বিবাদ(৩) হউক পশ্চাৎ শ্রীমানের সহ হইবে। নীলকণ্ঠ ইহা শ্রবণ করিয়া সুরেশ্বরকে কহিলেন, আমি তোমার কৌশল জানিয়াছি, স্বয়ং মুনিবর আমার সহিত বাক্য কহিবেন। অনন্তর শঙ্করাচার্য্য বাদে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার শৈব মত খণ্ডন করিলেন। নীলকণ্ঠ আপন মত ত্যাগ করিয়া দ্বৈত মত উত্থাপন করিলেন।

নীলকণ্ঠ কহিলেন, যতে, ব্রাহ্মাদ্বৈত তোমার ইষ্ট তত্ত্বং পদদ্বয়ের তেজঃতিমিরতুল্য বিরুদ্ধধর্ম্মত্ব হেতু তাহা হইবার সম্ভব নয়, অতএব অধুনা জীব ঈশ্বর ভিন্ন তোমার স্বীকার করা কর্ত্তব্য। শঙ্কর কহিলেন, বিস্তৃত ও আধারস্থ সলিল তুল্য অভেদ প্রতিপন্ন কেন না হইবে। নীলকণ্ঠ উক্তি

১ জয়কামী। ২ আকাশ। ৩ শাস্ত্রবিচার।

করিলেন, এমত নহে, প্রতিবিম্বের ভেদ হয়। শঙ্করোক্তি, তাহার মিথ্যাত্বহেতু ভেদ কিরূপে হইবে, জীব ও ঈশ্বরের মায়াকৃত সর্ব্বজ্ঞত্ব ও মূঢ়তা তাহা ত্যাগিত হইলে চিৎস্বরূপ অবিশেষ জন্য অভেদ সিদ্ধ। নীলকণ্ঠ কহিলেন, যদি প্রমাণ-সিদ্ধ ভেদের বাধন দৃষ্ট হয়, তবে লোকে ভেদ জলাঞ্জলি প্রদত্ত হইল, আপনকার মতে গোত্ব ও অশ্বত্বাদির ও বাধন হইতে পারে, জীব ঈশ্বর তুল্য পশুরূপে একতা সিদ্ধা হয়, প্রমাণ সিদ্ধের হান ইষ্ট হইলে, তাহা হইতে পারে, আমি ঈশ্বর নহি এই প্রমাণ দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সিদ্ধ রহিয়াছে।

নীলকণ্ঠ এই প্রকার শত শত যুক্তিতে অদ্বৈত মত প্রতি আক্ষেপ(১) করিলে শঙ্কর পরিহার(২) বাক্য কহিলেন, দ্বিজ শ্রবণকর, সম্প্রাদায়(৩)বেত্তাগণের তত্ত্বমসি বাক্যে বাচাং-শস্থিত বিরুদ্ধতা-বুদ্ধি নাশ হয়, যেমত এ সেই পুরুষ, তোমার উদাহৃত গোত্ব ও অশ্বত্বাদি দৃষ্টান্ত বিষম(৪), যে ব্যবহারিক সত্ত্বা, তাহা গোত্বাদি বস্তু সকলেতে তুল্য, এস্থানে ব্যবহারে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ বলাযায়, বস্তুতঃ নয়, উভয়ের পারমা-র্থিক অভেদ শ্রুতিসিদ্ধ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সিদ্ধ ভেদ সার্ব্বলৌকিক, কিন্তু আগমে উভয়ের অভেদ প্রতিপাদ্য, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সহ শ্রুতির বিরোধ হইলে শ্রুতির বলীয়-স্ত্বজন্য প্রত্যক্ষাদি বাধ্য হয়, যেমত এই রজত, এ বুদ্ধির বাধক এ রজত নয় জ্ঞান হয়, সেমত বেদ অধ্যস্তাদির বাধক

১ নিন্দা।　　২ নিরাস।

৩ পরম্পরা গুরূপদেশ।　　৪ অসমান।

হয়েন, ব্যবহারিক ভাগের বাধন হইলে, তাত্ত্বিকাংশের বিরোধ উপজীব্য(১) হয়না, জীবেশ্বরের ভেদ ভ্রম ও অধ্যক্ষাদি বাধ্য ইহা আগমসম্মত ঈশ্বর ও জীবের বাচ্যাংশে ভেদ, লক্ষ্যাংশে নয়, অধ্যক্ষাদি উভয়ের বিরুদ্ধাংশ সংত্যাগে লক্ষণা দ্বারা জীবাত্মার ও পরমাত্মার অবিরুদ্ধ চৈতন্যের ঐক্য সিদ্ধ হয়। অধ্যক্ষাদি গোচর সর্ব্বজ্ঞত্ব ও বিমূঢ়ত্ব পরিত্যক্ত হইলে যে শুদ্ধ উভয়ের ঐক্য, তাহা অধ্যক্ষাদি গোচর নয়।

নীলকণ্ঠের উক্তি। সর্ব্বজ্ঞত্ব ও বিমূঢ়ত্বাদি জীবেশ্বরের রূপতা, তদুভয় ত্যক্ত হইলে উভয়ের রূপ যাহা তাহা লক্ষণা হয় না।

শঙ্কর কহিলেন। সমীক্ষ্যমাণ(২) সর্ব্বজ্ঞত্ব ও মূঢ়ত্ব উভয় মায়াদ্বারা যাহাতে কল্পিত,তাহাই উভয়ের ভাবতা(৩) অর্থাৎ স্বরূপ। সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ভ্রমের অধিষ্ঠান যে পরব্রহ্ম, সেই অবশিষ্ট অদ্বয় চিতি(৪) উভয়ের স্বরূপ। এ প্রকার যুক্তি দ্বারা জগৎ অসৎ অধিষ্ঠান(৫) ব্রহ্ম সৎ মাত্র হয়েন। যেমত রজ্জুতে ভুজঙ্গ ভ্রান্তি, সেরূপ ঈশ্বরে জগৎ কল্পিত, অতএব সর্ব্বজ্ঞত্ব ও মূঢ়ত্ব বস্তুতঃ নিরুপাধিতে নাই,অধ্যাস(৬) বশতঃ সত্যে কল্পিত হয়, যেমন স্ফাটিকে লোহিতাদি রূপ হয়,যখন ভেদবুদ্ধি সত্য, তখন উভয়ের ভেদদশা, এ হেতু শ্রুতি ভেদ বুদ্ধির যথার্থতা বলেনা।

যদি অভেদ ইষ্ট না হয়, সে জ্ঞানে মুক্তি হয়না, সকলে কহেন, অভেদ জ্ঞান শ্রুতিসম্মত জানিবা। প্রবল শ্রুতি-

১ স্থিতিযোগ্য ও অধ্যক্ষ কর্ম্মকর্ত্তা অহঙ্কারাদি ও সামা অবিদ্যা।
২ দৃশ্যমান। ৩ সদ্রূপতা। ৪ চৈতন্য।
৫ আধার। ৬ যে যাহা নয় তাহাতে সেই বুদ্ধি, আরোপ।

প্রমাণ দ্বারা কল্পিত নিরস্ত, উভয়ের ঐক্য সিদ্ধ, বেদ হইতে অধিক প্রবল প্রমাণ আর নাই।

যদি বল, ঋষিবৃন্দ কর্ত্তৃক তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন তোমার উক্তিতে কি প্রকার তত্ত্ব ধার্য্য হইতে পারে, তবে শ্রবণ কর। শ্রুতি স্মৃতির বিরোধে স্মৃতি দুর্ব্বলা হয় পৌরুষে যাহা জাত হইয়াছে, তাহাতে ভ্রান্তির সম্ভব, অপৌরুষীয়ত্ব হেতু শ্রুতি অপৌরুষত্ব, ও নির্দ্দোষত্ব, এবং মহত্ত্ব প্রযুক্ত আর স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণজন্য প্রাবল্য-সিদ্ধ, নিশ্চিত অবধারণ কর, অতএব ঋষিগণের মতে শ্রুতির বিরুদ্ধাংশ অতি সমাদর ও গৌরবের সহিত পরিত্যাগ করিয়া শ্রৌত মত যোজনীয়।

নীলকণ্ঠ কহিলেন। যুক্তিযুক্ত ঋষিবাক্য শ্রুতিতুল্য আদরণীয় ও গ্রাহ্য হয়। আত্মা দুঃখাদি ভেদে প্রতি দেহে ভিন্ন ভিন্ন হয়েন, আত্মার ঐক্যে আর্থাৎ আত্মা এক হইলে দরিদ্রগণের যৌবরাজ্যে সুখ সম্ভব। এ দুঃখী এ সুখী অনুভব কি প্রকারে হইতে পারে। পুরুষার্থে দুঃখনাশ হয়, এস্থলে সুখ সম্বন্ধে দুঃখ তোমার মতে সকল হেয় হইল, তবে মোক্ষ কি, ও কাহার হইবে ?

শঙ্কর কহিলেন। এমত নহে, বৈচিত্র্য(১) দুঃখাদি বুদ্ধির ধর্ম্ম, আত্মার নয়। দুঃখাদি ধর্ম্মিগণের প্রতিশরীরে সেই বুদ্ধি ভিন্না ভিন্না হয়। যেমত পাত্রস্থ জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে তাহা স্বচ্ছ সলিলে স্বচ্ছবৎ আর চঞ্চলে চঞ্চল ভাসিত হয়, চঞ্চলত্বাদি ধর্ম্ম সূর্য্যে বিদ্যমান থাকে না, সেরূপ বুদ্ধির নানাত্ব প্রযুক্ত দুঃখাদি অনেক প্রকার হয়। সূর্য্যতুল্য অবি-

১ নানা প্রকার।

কারী আত্মাতে সে সকল নাই। আর স্বর্গ নরক বন্ধ মোক্ষ ভাবাভাব প্রমাতৃ-নিষ্ঠত্বহেতু প্রমাতৃ(১) সহকারে বুদ্ধিভেদে হয়; ভিন্নত্ব প্রযুক্ত আকাশস্থ সূর্য্যতুল্য আত্মা তাহাতে লিপ্ত নহেন।

এক দেহেতে প্রমাতার সুখ দুঃখ ভিন্ন ভিন্ন হয়, যেমন এক শরীরে পদাদি অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিমানের তাহা অনুভূত হয়। যথা যদিচ আমার সুখ আছে, মস্তকে বেদনাও অনুভব হইতেছে, তাহাতে সে জীবের ভেদ হয়না। সেমত আত্মা এক তিনি সকল দেহের ভাসক, উপাধির ভিন্নত্ব হেতু পরাত্মাতে কি প্রকারে ভেদ হইতে পারে। শ্রুতিসিদ্ধ আত্মার অভেদ, এবং অন্যত্রও প্রমাণ দৃষ্ট হয়। যে হেতু ভেদ প্রতিসিদ্ধ(২) হয়, অতএব ভেদ বাস্তব নয়। অধ্যক্ষাদির ও প্রমাণের বিষয়ত্ব আত্মার নহে, সে ভেদের বিষয়ত্ব অধ্যক্ষাদির তাহা কি প্রকারে আত্মার হইতে পারে। যেহেতু আত্মা বিজ্ঞানাধীন অভেদজ্ঞান, তাহা ভেদের প্রতিযোগী(৩), অতএব শ্রুতি যুক্তিতে ব্রহ্মাত্মৈক্য সিদ্ধ, যেমত এ সুখের বিষয় দুখঃত্ব, ব্রহ্মসুখ এ প্রকার নয়, কিন্তু তাহাই পুরুষার্থ।

যে ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তীতি, অর্থ, যে ভূমা ব্রহ্ম সেই সুখ অল্প সুখ নয়। এই বৈদিক বাক্য প্রমাণে ব্রহ্মসুখ সিদ্ধ, এ হেতু শ্রুতি-যুক্তি দ্বারা ব্রহ্মাদ্বয় সিদ্ধ, যে বাদী আত্মার ভেদ কহে, সে বেদ বাহ্য।

মৃত্যোঃ সমৃত্যুমাপ্নোতি। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। অন্যোসাবন্য এবাস্মীত্যেবংজ্ঞো দেবতাপশুঃ। অন্যোদার্ত্তমিত্যাদি।

১ জীব ২ নিষেধিত, নিবারিত। ৩ বিরোধী।

অর্থাৎ যে নানা দেখে সে পুনঃ পুনঃ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ইহ জগতে নানা কিছুই নাই। তিনি অন্য আমি অন্য এমত যে জানে সে দেবতার পশু। অন্য নাই।

এই সকল শ্রুতিবাক্য দ্বারা ব্রাহ্মাদ্বৈত, অত্মার ঐক্য শ্রুতির তাৎপর্য্য যাহার সম্যক জ্ঞান দ্বারা ভেদক অজ্ঞান বাধিত হইয়াছে, অসন্ত(১) ব্রহ্মাত্মার ভেদ কে করিবে।

নীলকণ্ঠ এপ্রকার শ্রুতিযুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত শ্রুতিগোচর করিয়া বেদান্তসিদ্ধ অদ্বৈত স্বীয় বুদ্ধিতে সম্যক বিচার ও অবধারণ করত তুষ্ণী হইয়া স্থিত হইলেন।

দয়ানিধি ভাষ্যকার এপ্রকার শত শত যুক্তি দ্বারা নীলকণ্ঠকে জয় করিয়া অদ্বৈত সংস্থাপন করিলেন। শঙ্কর হইতে নীলকণ্ঠের পরাজয় সম্বাদ শ্রবণে উদয়নাদি কবীন্দ্রবৃন্দ প্রকম্পিতহৃদয় হইলেন।

শঙ্করের দ্বারাবতী গমন শ্রীকৃষ্ণের পূজা মহত্ত্বঘোষণা ও ভুজদ্বয়ে তপ্তচিহ্নকৃত বৈষ্ণবগণ শঙ্করের শিষ্য হইতে পরাজিত।

ভিক্ষুরাজ শঙ্কর সৌরাষ্ট্রাদি দেশে নৈজ ভাষ্যসমুহ বিস্তার করিয়া বিষ্ণুপুরী দ্বারাবতীতে গমন করিলেন। সে স্থানে ভুজদ্বয়ে শঙ্খচক্রাদি তপ্তচিহ্নকৃত পাঞ্চরাত্রি বৈষ্ণবগণ শঙ্করের শিষ্য হইতে পরাজিত হইলেন।

যতিবর তৎস্থানে অবস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেন, এবং নারায়ণ ধ্যেয়, ইহা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিলেন। যাহার সংসার-সন্তাপ নিবারণের অভিলাষ হয় সে শ্রীকৃষ্ণ-

১ মিথ্যা অর্থাৎ নাই।

ভক্তিতে নিরত হইয়া শ্রীহরিকে ভাবনা করিবে। যাহার নরক-যাতনা বাধিকা বোধ হয়, তাহার কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মনো বাক্য দ্বারা স্মরণীয়। যাহার অন্তরে প্রবল দেহাভিমান নিবৃত্ত না হয়, সে শরণ্য শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া ভগবানের চিন্তনে স্থিত হইবে। অবিদ্যা কাম কর্ম্মাদি হেতুক বন্ধন হয়, তাহা নিবারণের বাসনা যাহার, হৃদিস্থিত কৃষ্ণ তাহার ধ্যেয়।

কৃষিশব্দ ভূবাচক, তাহাতে হরি সত্যপ্রদ ও ণকার আনন্দ বাচক, অতএব সর্ব্বানন্দকর সত্তাকে আশ্রয় করিয়া ভূত সকল জাত হয়, ও সুখলেশে আনন্দে জীবিত থাকে, জ্ঞান আনন্দ পৃথক্ নয়।

সত্যজ্ঞান সুখরূপ, শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমেশ্বর সমস্ত দেহির আত্মা, প্রিয়, সুহৃৎ, সাক্ষী; ইহলোকে অসত্য জড় দুঃখাত্মক দেহাদিতে আসক্ত মূঢ়গণ, কৃষ্ণকে বিস্মরণ করিয়া মায়াবশে পুনঃ পুনঃ ভ্রমিত হয়, অতএব দেবাদি ভূতগণের সৎসুখাবির্ভাব জন্য সর্ব্ব-বন্ধ-হর শ্রীকৃষ্ণ ধ্যেয় ও অর্চ্চনীয় হয়েন।

যতীশ্বর, এরূপ সদুপদেশ দ্বারা ঘোষণা করিয়া কৃষ্ণভক্তি দৃঢ়ীকরণানন্তর অবন্তী পুরীতে যাত্রা করিলেন।

শঙ্করের অবন্তীপুরী গমন ও ভাস্কর সহ বিচার।

শঙ্কর যতিবর, অবন্তী পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া পার্ব্বতীপতি মহেশ্বরকে বন্দনা করিলেন। শিবালয়ে অবস্থিত হইয়া পদ্মপাদকে কহিলেন, পদ্মপাদ, তুমি ভাস্করের নিকট গমন করিয়া আমার প্রবৃত্তি সে প্রাজ্ঞাভিমানিকে জ্ঞাপন কর। পদ্মপাদ

শ্রীগুরুর আজ্ঞানুসারে ভাস্কর-ভবনে গমন করিলেন। তাঁহার আলয়ে প্রবিষ্ট হইয়া শিষ্য মধ্যে স্থিত ভাস্করকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, আমার স্বামী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যকার, উদারবুদ্ধি, শ্রুতিসম্মত অদ্বৈত মত প্রচার করত তোমাকে কহিলেন, তুমি স্বীয় উৎপ্রেক্ষাতে(১) শারীরকে যে বৃত্তি করিয়াছ তাহাকে তিরস্কার করিয়া বেদান্তযুক্তি ও স্মৃতিসম্মত স্বয়ং শারীরকে ব্রহ্মাদ্বৈতাত্ম তৎপর ভাষ্য করিয়া বিবিধ বিবুধগণকে তাহাতে পরাজিত করত তোমাকে জয় করিতে সমাগত হইয়াছেন, তুমি স্বীয়া বুদ্ধিতে আলোচনা করিয়া কুমত পরিত্যাগ পুরঃসর সুমত গ্রহণ কর, অথবা আমার অশনি-নিপাত তর্ক হইতে আপন মতকে রক্ষা কর। ভাস্কর পদ্মপাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কথনশীল পদ্মপাদ প্রতি হাস্য করিয়া কহিলেন,আমার বৃত্ত না শুনিয়া কি নিরঙ্কুশ জল্পনা করিতেছ, কনাদ(২)জল্পিত স্বল্প ও কপিলের(৩) প্রলাপ যে নিরস্ত করিয়াছে, তাহার অগ্রে ভিক্ষু কি হইবে। পদ্মপাদ ভাস্করের উক্তি শ্রবণে অভ্রান্ত মনে কহিলেন, এস্থলে এমত বক্তব্য নয়, যে গিরি বিদারণে টঙ্ক(৪) দক্ষ, বজ্র অক্ষম। পদ্মপাদ এপ্রকার যুক্তিযুক্ত বাক্য কহিয়া সশিষ্য ভাস্করের সহিত গমন করিলেন। সনন্দন অগ্রসর হইয়া শিষ্যগণে পরিবৃত ভাষ্যকার সমীপে সমাগত হইয়া প্রণতিপুরঃসর আবেদন করিলেন, গুরো, সকল ভদ্র, সুবিখ্যাত ভাস্কর আসিয়াছেন। তখন ভাস্কর সশিষ্য সমুপস্থিত হইয়া ভাষ্য-

১ স্ববুদ্ধি প্রচার, প্রস্তুত বিষয় অধঃকৃত করিয়া অপ্রস্তুত কল্পনা।
২ মুনি বিশেষ, বৈশেষিক মত প্রকাশক।
৩ মুনি, সাংখ্য শাস্ত্রকর্ত্তা।। ৪ টাঁকি।

কারকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে সুখে উপবিষ্ট হইলেন, এবং শঙ্করাচার্য্যকে সমালোকন করিয়া কহিলেন, আমি জনগণের বাচনিক এবং আপনকার শিষ্য-প্রমুখাৎ শ্রুত হইলাম, যে আপনি শারীরকে ব্রহ্মাদ্বৈত পর ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে কি প্রকারে অদ্বৈত মার্গ আপনকার সম্মত, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন্।

শঙ্করাচার্য্য ভাস্করের তাৎপর্য্য-গর্ভিত বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রুতিসম্মত ব্রহ্মাদ্বৈত মত তত্ত্বমস্যাদি বাক্য দ্বারা এ প্রকার প্রতিপাদন করিলেন। এক এবং অদ্বিতীয় সৎপর-ব্রহ্ম বস্তু মাত্র আছেন, তিনি অসঙ্গ অমল জ্যোতি, কূটস্থ নির্ব্বিকল্প, অবিদ্যাতে অনেক প্রকার জীব-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই অবিদ্যা কর্ত্তৃক ঈশ্বরত্ব ও প্রপঞ্চ আত্মাতে কল্পিত হইয়াছে। তাহার কল্পনাতে জীবরূপে এই ভ্রান্তি কল্পিত অনাদি সংসারে জন্ম মৃত্যু জরাদি দুঃখ সমূহে আপন সম্বন্ধ অনুভব করিতেছেন, এবং পুণ্য পাপ কল্পনা করিয়া উভয়ের ফল-স্বরূপ কল্পিত নানা দুঃখ ভোগ করিতেছেন এবং ভ্রান্তি বুদ্ধিতে ঊর্দ্ধাধো দ্বৈত ভ্রম পর্য্যালোচনা করত তাহাতে নিমগ্ন ও সংসক্ত রহিয়াছেন। এ অবনিমণ্ডলে কুত্রাপি বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হয়েন না, তবে কদাচিৎ স্ববর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম দ্বারা ভগবৎ সেবনে সাধন-সম্পত্তিপ্রাপ্ত হইয়া মুমুক্ষুত্ব লাভ করিয়া শ্রীগুরু-চরণাশ্রয় গ্রহণে অদ্বৈত-বোধক তত্ত্বমস্যাদি বেদান্ত-বাক্যে চিদদ্বয় আত্মা শ্রবণ করত পরব্রহ্মাদ্বৈত তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়া মুক্ত হয়েন, এরূপ বেদান্তবাক্যের এক অদ্বয়মত, আমি সূত্র ভাষ্যে বেদান্ত নির্ণয়ে নির্ণীত করিয়াছি।

ভাস্কর শঙ্করের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন। যদি তোমার মতসিদ্ধা অবিদ্যা থাকে, তবে ইহা হইতে পারে। তোমার সম্মতা বন্ধকারিণী অবিদ্যা কি? তোমার মতে ভেদ দৃষ্টি অবিদ্যা বা তদ্ভিন্না? যদি ভেদ দৃষ্টি অবিদ্যা হয়, তবে তোমার বক্তব্য ভেদদৃষ্টির অবিদ্যাত্ব নাম কি অভিমত, বিদ্যার ব্যতিরিক্তত্ব অবিদ্যাত্ব অথবা বিদ্যার অভাব, তন্মধ্যে অন্ত্য অভাব যোজনা হইতে পারেনা। ভেদ দর্শন অবিদ্যা অপরোক্ষ প্রতীতি হয়না, তথা আদ্যে ব্যতিরিক্তে বিদ্যা উদাসীনে যোগাভাব, ভেদজ্ঞান দ্রব্য গুণ ক্রিয়া নহে, যে বিদ্যা হইতে অন্য হইবে। অতএব অবিদ্যার সম্ভাবতা নাই, ভেদদর্শন হেতু তোমা কর্ত্তৃক অবিদ্যা ভিন্না সম্মতা হইয়াছে। সে অবিদ্যা অনিত্যা, অথবা নিত্যা, তন্মধ্যে নিত্যা যোজনা হয় না। কারণ তাহাতে অনির্ম্মোক্ষ প্রসঙ্গ এবং অদ্বৈতের হানি হয়, আর ব্রহ্মতুল্য তত্ত্বজ্ঞানে অনিবৃত্তা হয়। তুমি অবিদ্যাবাদী, তোমার অবিদ্যা সিদ্ধই ইষ্ট। যদি অনিত্যা হয়, তবে বক্তব্য কোথা জন্মে? অনিত্যা কার্য্য-রূপা ভাসিতা হয়, অথবা জন্যা, উভয়স্থলে নিমিত্ত কি, তোমার অভিমত ব্যক্ত কর। উভয়ত্র অনবস্থা দোষাপত্তি দৃষ্ট হইতেছে, অপিচ তোমার মতে অবিদ্যা কাহার, ব্রহ্মের বা জীবের সঙ্গত হয়। আদ্যে অর্থাৎ ব্রহ্মের কহিলে তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে? পরব্রহ্ম শুদ্ধ তোমার মত প্রতিশ্রুত হইয়াছে। শুদ্ধ-চৈতন্যরূপত্ব হেতু, আর নিত্যানন্দত্ব প্রযুক্ত, মলিনা জড়া অবিদ্যা ব্রহ্মের সঙ্গত হইতে পারেনা, জীবেরও সঙ্গতি সম্ভব হয় না, কারণ পরব্রহ্ম জীব রূপে সংসারে প্রবৃত্ত

হইয়াছেন, ইহা তোমার সম্মত কি, আক্ষেপের বিষয় !!!
তোমার সম্মতা যে অবিদ্যা সে নিরাশ্রয়া আকাশকুসুম-তুল্যা মিথ্যা দণ্ডিগণের আগ্রহ(১)জনিতা।

শঙ্কর কহিলেন। দ্বিজবর, তোমার মতে উক্ত হেতুতে অবিদ্যা নাই, ও না ঈশ্বরের ভেদ দৃষ্টি, কিন্তু জীবের দেহাদিতে ভ্রমাত্মিকা আত্মবুদ্ধি, ব্রহ্মের অপ্রতিপত্তি(২), এই অবিদ্যা আমার সম্মতা। তত্ত্বমস্যাদি বাক্য শ্রবণে যে বিদ্যা উৎপন্না হয়, তাহাতে স্বীকৃতা ও অস্বীকৃতা নাম্নী উভয় রূপা অবিদ্যা বিনষ্টা হয়।

ভাস্কর উক্তি করিলেন। প্রপঞ্চের বাধ হইতে পারেনা, যে হেতু তাহা ব্রহ্মকার্য্য সৎসমন্বয়(৩) প্রযুক্ত বেদে প্রপঞ্চের সত্যত্ব সিদ্ধ, ব্রহ্ম স্বয়ং কারণরূপে ও কার্য্যরূপে অবস্থিত হয়েন, উক্ত হেতুমতে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সম্ভব হয়না, ব্রহ্মগোচর জ্ঞান কখনো মিথ্যা হইতে পারে না।

শঙ্কর কহিলেন। প্রপঞ্চের সত্যত্বে কি প্রকারে মোক্ষ সম্ভব ?

ভাস্করোক্তি। যাহার মতে মিথ্যা তাহার মতে মোক্ষ কিরূপে হইবে।

শঙ্করোক্তি। প্রপঞ্চের বাধে তত্ত্ব জ্ঞানে মুক্তিত্ব, যেমত স্বপ্নবন্ধ মিথ্যা জাগ্রৎবোধে নাশ্য সে রূপ জাগ্রৎ প্রপঞ্চ বন্ধ অলীক, তাহা জ্ঞানে নাশ পায়, যথা স্বপ্নে পিশাচ হইয়া বোধিত হইলে সুখপ্রদ হয় তথা মিথ্যা প্রপঞ্চ বাধিত হইলে মোক্ষপ্রদ হয়।

---

১ অতিশয় যত্ন, হট। ২ অসংপ্রাপ্তি। ৩ যোগ।

ভাস্কর কহিলেন। মানবগণের যেমন স্বপ্ন নিত্য, তোমার মতে তেমন বন্ধ নিত্য, তবে মোক্ষ কদাচ হয় না। আমাদের মতে এ বন্ধ সত্য হইয়াও শ্রৌত কর্ম্মযুক্ত জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হয়। যেমত সত্য বিষ, গরুড় ধ্যানে নিবৃত্তি পায়, তেমত জ্ঞান-কর্ম্মদ্বারা সত্য বন্ধ বিনিবৃত্ত হয়। আমার মতে এ প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন, অতএব প্রপঞ্চ ও আত্মার ভেদা-ভেদ মত সিদ্ধ, ব্রহ্মণ্যং সদসদ্ব্যক্তো এই শ্রুতির মত।

যদি ভেদাভেদ মতে বিরোধ হয় বল, তবে শ্রবণ কর। একের একত্ব প্রমাণ দ্বারা অবগতি হয়, তৎ পূর্ব্বক তাহার নানাত্ব, তবে কি হেতু ভেদাভেদ কথিত না হয়, যাহা প্রমাণ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন(১) তৎ নানাত্ব ভেদ, অবিরুদ্ধ হয়, গবাশ্বাদি বস্তু সমূহ ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হয়।

শঙ্কর উক্তি করিলেন। কেহ কখনো একরূপ বস্তু ভিন্ন ও অভিন্ন বলিতে পারেনা।

ভাস্করোক্তি। দ্রব্যাদি সকল জাতিরূপতঃ অভিন্ন ও অনা-ত্মাখণ্ড হেতু পরস্পর বিভেদে, তাহা ভিন্ন হয়। যদি উভয় প্রতীত হয় তবে কে বিরোধ বলে? অবিরোধে ও বিরোধে প্রমাণই কারণ সম্মত, প্রতীতত্ত্ব হেতু একরূপ, তথা তাহা দ্বিরূপ বলা যায়। এক, একরূপ হইবে ইহা ঈশ্বর-ভাষিত নয়। বস্তুজাত সমস্ত ভিন্নাভিন্ন প্রতীত হইতেছে, অতএব ভেদাভেদ মত নিরবদ্য (অনিন্দিত) অবধারণ কর।

শঙ্কর ভাস্করের ভেদাভেদ-নিশ্চয় বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন। দ্বিজবর, ভেদাভেদের আন্দোলনে তোমার

১ পরিশুদ্ধ, আবৃত।

বুদ্ধি দোদুল্যমানা একেতেও স্থিরতা পায় নাই, অতএব শ্রবণ কর। শীতোষ্ণের যেমত পরস্পর বিরোধিত্ব, সেরূপ ভেদাভেদের বিরুদ্ধত্ব আমাদের বোধ হইতেছে। সত্য বটে এবিষয়ে তোমার অপরাধ নাই, কিন্তু তোমার বুদ্ধিই ইদৃশী, অধুনা তোমার বক্তব্য কিদৃশ বিরোধ সম্মত হইতে পারে। তেজঃ তিমিরের তুল্য সহ অনবস্থান, অথবা বিভিন্ন দেশ বর্ত্তিত্ব বিরোধ সম্মত, প্রকৃত বিষয়ে উভয় সম্ভব হয় না।

ব্রহ্ম কার্য্যকারণরূপ প্রকাশ পাইতেছেন, প্রপঞ্চরূপ অথচ ব্রহ্ম রূপে স্থিত ভাসিত হয়েন। প্রপঞ্চের তাহা হইতে উৎপত্তি ও তাহাতে স্থিতি ও প্রলয়। বিরোধে এ তিন সম্ভব হয় না। শীতোষ্ণের কার্য্যকারণতা কখন দৃষ্ট হয় না, অতএব ভেদাভেদময় জগৎ তোমার দৃষ্টান্ত বিষম। সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান। অর্থ, নিশ্চিত এ সকল ব্রহ্ম তাহাতে উৎপত্তি স্থিতি লয় হেতু। এইশ্রুতিতে পরব্রহ্ম সাপেক্ষ রূপে ভিন্নাভিন্ন সিদ্ধ হয়েন। সেই জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান, তাহাতে মানবগণের মুক্তি হয়, এরূপ শ্রুতি সকলের তাৎপর্য্য, যুক্তিতেও প্রতীয়মান হইতেছে। তোমার মত কার্য্যরূপে নানা ও কারণ রূপে অভেদ যথা স্বর্ণ রূপে অভেদ, ও কুণ্ডল মুকুটাদি রূপে ভেদ হয়, এরূপ তবে হইতে পারে যদি বেদান্ত নির্ণয়ে তোমার বুদ্ধি স্বতন্ত্রা হয়, শ্রুতির গূঢ় ভাব কি তাহা তোমার বিদিত হয় নাই।

শঙ্কর পুনর্ব্বার কহিলেন। দ্বিজবর, তুমি যে অবিদ্যার বিকল্প করিয়াছ তাহাতে উত্তর শ্রবণ কর। আমাদের মতে অবিদ্যা কার্য্য ও কারণ রূপা দ্বিবিধা হয়, অনাদি ভাব-

রূপা অবিদ্যা কারণরূপিণী, তিনিই কার্য্যেতে প্রপঞ্চের কারণ সম্মতা হয়েন, দ্বিতীয়া কার্য্যরূপা অহং (আমি) মম (আমার) অধ্যাসরূপিণী হয়েন। সে সকল অনর্থকরী সর্ব্ব-লোক প্রসিদ্ধা বটে। এ উভয়ের মধ্যে কোন্ পক্ষে তোমার পূর্ব্বপক্ষ, তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত কর। যে প্রথমা কারণ-রূপা, তাহা যদি প্রশ্নীয়া হয় ও তাহা বিনা ব্রহ্ম কারণ তোমার সম্মত হয়, তবে তোমার বক্তব্য যে কিরূপে ব্রহ্ম কারণ হয়েন, বিনা অবিদ্যা বিবর্ত্তত্ব কদাচ সম্ভব হয় না। পরিশেষে প্রপঞ্চ ব্রহ্মের পরিণাম স্বীকার করিতে হয়, যদি সে পরিণাম ব্রহ্মের এক দেশে স্বীকৃত হয়, তবে নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, ব্রহ্ম, এ রূপ শ্রুতির সম্যক বিরোধী হয়। অতএব ব্রহ্মের এক দেশে পরিণাম শ্রুতি-বাহ্য, তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। যদি ব্রহ্মের সাকল্যে পরিণাম অভিমত হয়, তবে ব্রহ্মের অভাব এবং অনির্মোক্ষ প্রসঙ্গ, ইহা শিষ্ট জনগণের অনুমোদনীয় নহে। তোমার মতে কূটস্থের ভঙ্গ হইল, তোমার এ আগ্রহ অনেক দোষ-দুষ্ট আমার বোধ হইতেছে।

সকল সগুণ অশুদ্ধেতে পরিণাম সম্ভব হয়, নির্গুণ নিষ্কল শুদ্ধে পরিণাম কি প্রকারে হইতে পারে, পরিণাম স্বীকারে ব্রহ্মের বিশ্ব রূপে সদা অবস্থান হয়, তোমার এপক্ষ শ্রুতি-বাহ্য, কারণ বেদে 'অতোহন্যদার্ত্তং' (ব্রহ্ম-ভিন্ন জগৎমিথ্যা) দৃষ্টি হইতেছে। একমেবাদ্বিতীয়ঞ্চ নেহ নানাস্তি কিঞ্চন (অর্থ, এক শব্দে স্বজাতীয় ভেদ রহিত, অদ্বিতীয় বিজাতীয় ভেদ শূন্য, এ এক অদ্বিতীয়মাত্র ইহাতে নানা কিছুই নাই)।

অপূর্ব্বো ন পরং ব্রহ্ম তস্য কার্য্য ন কারণং। অর্থ,যাহার পূর্ব্ব নাই ও পর নাই এমত ব্রহ্ম তাহার কার্য্য কারণ নাই।

অপ্রাণো হ্যমনা শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ। অর্থ, প্রাণরহিত মনরহিত নির্ম্মল কূটস্থ ভাব হইতে পরাৎপর।

অবাহ্যানন্তরংব্রহ্ম। অর্থ, বাহ্য-অন্তরহীন ব্রহ্ম। ইত্যাদি সহস্র সহস্র শ্রুতি বিদ্যমানা রহিয়াছেন।

কেবল ব্রহ্ম কারণ নহেন ইহা বেদে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে, তুমি বেদবিত্তাভিমানী, তোমার বুদ্ধির বৈভব অতি আশ্চর্য্য। অপিচ, লোকানুসারে কার্য্য কারণ অন্বয়ে স্বীকার কর্ত্তব্য লোকে মৃৎ সুবর্ণাদি যাদৃশ কারণ যাদৃশ কুম্ভ মুকুটাদি যেরূপ দৃষ্ট হয় তদ্রূপ ব্রহ্ম তাদৃশ সচ্চিদাত্মক শুদ্ধ বুদ্ধ সদানন্দ নির্ব্বিকল্প নিরঞ্জন নির্গুণ নিষ্কল, নিত্য প্রপঞ্চও সেইরূপ হউক। ব্রহ্ম কারণ হইতে অশুদ্ধ জড়, নৃত, দুঃখ, সগুণ, সকল, চল, সবিকল্প, প্রপঞ্চ কিপ্রকারে জাত হইল। অতএব দ্বৈত প্রপঞ্চের ও অধ্যক্ষাদি বিষয়ের কারণ কেবল ব্রহ্ম কখন সম্ভব হয় না, এবঞ্চ ব্রহ্ম বিনা প্রপঞ্চের কারণ শ্রুতিতে শ্রুত হওয়া যায় না, অতএব ব্রহ্মই কারণ, তাহা যুক্তিতঃ ও আগম দ্বারা সাধ্য, দেখ এই প্রপঞ্চ যাদৃশ জড় দুঃখ অসৎ, তাদৃশ কারণ মায়া অবিদ্যা, অজ্ঞান শব্দিতা হয়। সেই মায়াকে লইয়া পরব্রহ্ম কারণ হয়েন, ইহা শ্রুতিসম্মত। শ্রুতিঃ,মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং। অর্থ মায়াকে প্রকৃতি ও মায়িকে মহেশ্বর জানিবে। শ্রুতিঃ পরাস্য শক্তি-র্বিবিধা শ্রূয়তে স্বগুণৈর্বৃতা। অর্থ, পর ইহার শক্তি অনেক প্রকার আপন গুণেতে আবৃতা।

শ্রুতিঃ। অজামেকামজোহ্যেকস্ত্রিগুণা নিগুর্ণোপিসন্।
জুষমাণোহনুশোচতে চানীশয়া শোচতি॥

অর্থ। একা অজা এক অজ (জন্মহীন) ত্রিগুণা নিগুর্ণ হইয়া ভোগযুক্ত হইয়া অনুশোচনা করেন অনীশ্বরত্ব হেতু শোচনা করেন।

আর শ্রুতিতে অবিদ্যা মায়া ইত্যাদি শব্দে শ্রুতা হইতেছে, মায়া ও বিদ্যার ভেদ নাই যে হেতু উভয়ের অভেদত্ব শ্রুতি ও পঞ্চম বেদে বিষ্ণুপুরাণে স্পষ্ট শ্রুত হইতেছে। যথা,

তরত্যবিদ্যাং বিততাং হৃদি যস্মিন্নিবেশিতে।
যোগী মায়ামায়েপায়া তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ॥

অর্থ। যিনি হৃদয়ে নিবেশিত হইলে যোগী অপায়মায়াময়ে অবিদ্যা হইতে উত্তীর্ণ হয় সে যোগাত্মাকে নমঃ।

বেদ ও মায়াকে আশ্রয় করিয়া পরমাত্মা ব্রহ্মের কারণত্ব নির্দ্দেশ করেন, যেহেতু শুদ্ধে সম্ভব হয় না।

যথা গীতা। প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥

অর্থ। স্বীয়া প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতির বশে অবশ হইয়া আমি সমস্ত ভূতগ্রাম সৃজন করি।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সা চরাচরং।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগৎবিপরিবর্ত্ততে॥

অর্থ। আমার অধ্যক্ষতাযোগে প্রকৃতি চরাচর প্রসব করিতেছে, হে কৌন্তেয় (অর্জুন) এই হেতুতে জগৎ বিশেষরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এবং "প্রকৃতিংস্বামধিষ্ঠায়" ও "মম মায়া দুরাত্যয়া" এ প্রকার গীতাতে পরমেশ্বরোক্ত আছে।

মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।

অর্থ। নারায়ণাখ্যানে শ্বেতদ্বীপাধিপতি নারদকে কহিয়াছেন, হে নারদ যে আমাকে দেখিতেছ এ মায়া, আমাকর্ত্তৃক সৃষ্টা হইয়াছে।

সৎ অসৎ হইতে অনির্ব্বচনীয়া ভাবরূপা মায়া সদাত্মাতে কারণত্ব আরোপ করিয়া প্রপঞ্চাকার প্রাপ্তা হইয়াছে। যে মায়া, সেই প্রপঞ্চের কারণত্বরূপে শ্রুতি স্মৃতিতে সর্ব্বত্র নির্ণীতা হইয়াছে, সেই মোহ ও বিক্ষেপের কারণ, সদসৎ হইতে অনির্ব্বাচ্যরূপ, অর্থাৎ সৎ বা অসৎ নির্ব্বাচা যায় না, কার্য্য দৃষ্ট হইতেছে তাদৃশ কারণ মায়া শ্রুতি-যুক্তিতে কল্পনা করা যায়।

যিনি অসঙ্গ উদাসীন শুদ্ধ বুদ্ধ অমল অমর যুক্তিমতে কেবল তিনি, কি প্রকারে প্রপঞ্চের কারণ হইবেন, এই কারণরূপ মায়া কথিত হইল।

দ্বিতীয়া কার্য্যরূপা যে "অহং মম অধ্যাসরূপিণী" সে সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধা, মানবগণের সদা অনর্থহেতু। তুমি স্ববুদ্ধিতে যে ভিন্নাহভিন্নারূপা উৎপ্রেক্ষা(১) করিয়াছ, সে বিকল্প উভয়স্থলে অবকাশ প্রাপ্ত হয় না; অতএব সেই অবিদ্যা অতিশক্তিতে শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যে ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব কল্পনা করে। যে মায়া নিরাকার ব্রহ্মে ভেদাংশ কল্পনা করিতেছে, সেই বিবিধাকার প্রপঞ্চ প্রদর্শন করাইতেছে। তুমি পরব্রহ্ম অনভিজ্ঞ, ভেদাভেদ-প্রজল্পী, তোমার স্বানুভূতি প্রসিদ্ধ জন্য অবিদ্যা স্বীকার কর্ত্তব্য হয়।

১ স্ববুদ্ধি-প্রচারতা, প্রস্তুত বস্তুকে অধঃকৃত করিয়া অপ্রস্তুত কল্পনা।

অপিচ প্রপঞ্চের সত্যত্ব যে বিরুদ্ধ তোমার স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাতে তোমার ভ্রম ভিন্ন সাধক প্রমাণ দৃষ্টিগোচর হয় না। ভ্রমের আধারভূতা বিচিত্র শক্তিশালিনী জগৎ-জীব ঈশ্বরের ভেদজননী অবিদ্যা বিনা বৃথা ভেদাভেদ প্রলাপাদি কে সৃজন করে, ও শ্রুতি সকলের প্রসিদ্ধ মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া অন্য রূপ কল্পনা করিতে অন্য কে সমর্থা হয়। শ্রুতি "অতোহন্যদার্ত্ত" বাক্যে প্রপঞ্চ মিথ্যা কহেন, ও "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই নানাত্ব প্রতিষেধিনী শ্রুতিঃ। এবং "সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম" ইত্যাদি অনেকবিধা শ্রুতিতে প্রপঞ্চ বাধ্য সমাদেশ স্পষ্ট রহিয়াছে, ইহা উদাহৃত হইল।

ভ্রমকল্পিত সর্পদণ্ডাদি বস্তুর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে, আপ্ত(১) জন কহেন,সর্প নয় এ রজ্জু,তদ্রূপ কল্পিত প্রপঞ্চের তত্ত্ব কি, এ সংশয়ে বেদান্ত উত্তর দিতেছেন, সর্ব্ব ব্রহ্ম। অধিষ্ঠান হইতে অধ্যস্তের পৃথক্ সত্ত্বা নাই, ইহা বোধ করাইতে বেদ সর্ব্ব-ব্রহ্ম-বাণী কহেন, নির্গুণ নিষ্কল ব্রহ্ম অখণ্ড একরস সুখরূপ কি প্রকারে অন্যরূপ মলিন জড় জগৎ আকার হইবেন।

এক কালে এক বস্তু সগুণ নির্গুণ সাকার নিরাকার ইহা অবিদ্যা বিনা সঙ্গত হয় না, অবিদ্যা শবল ব্রহ্ম জগৎজীব ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়েন, ইহা লোকে প্রতীয়মান, শুদ্ধ বস্তুর নানাত্ব বাদী সকলে অঙ্গীকার করেন।

অপিচ, প্রপঞ্চের সত্যত্ব সিদ্ধে মুক্তি দুর্ল্লভা হয়, কারণ ব্রহ্ম আপন প্রপঞ্চাকারতা কদাচ পরিত্যাগ করেন না।

১ হিতৈষী।

ভাস্কর কহিলেন। যতে, তোমার মতে কেবল ব্রহ্মে জীবেশ্বরের আর বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা কি প্রকারে হয়, আমার মতে কথঞ্চিৎ বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা যুক্তিতঃ হইতে পারে, কারণ জীব জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, ব্রহ্মের নিত্যমুক্তত্ব ও জীবগণের বদ্ধত্ব সিদ্ধ, সে জীববৃন্দের জ্ঞান কর্ম্মদ্বারা মুক্তির ব্যবস্থিতি হয়।

কেবল অভেদবাদে ব্রহ্ম কি প্রকারে সর্ব্বানর্থমূল জগৎ অজ্ঞ তুল্য আপনাতে উৎপাদন করেন, বিশুদ্ধের অবিশুদ্ধ রূপ প্রথা বিরুদ্ধ হয়, নিত্যমুক্তের বদ্ধত্ব কি প্রকারে তোমার স্বীকৃত হয়, তাহা ব্যক্ত কর।

শঙ্কর কহিলেন। দ্বিজ, তোমার বেদান্তদক্ষতা সর্ব্ব-প্রকারে প্রকট হইতেছে সঙ্কর(১)বাদী মত সকল সার নহে, জীব ব্রহ্মের জাতি ব্যক্তি ভাবতা নয়, তদভাবে তোমার ভেদাভেদ কদাচ প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না।

যদি বল, "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" এই স্মৃতি স্বয়ং ভেদাভেদ নির্দ্দেশ করিতেছেন, ইহা বলিবা না কারণ ইহাতে নিষ্কিল নিষ্ক্রিয়, নিরংশ শ্রুতি-বিরুদ্ধ হয়, এবং "স্মৃতিবিরুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্ব ক্ষেত্রেষু ভারত" অর্থ, হে ভারত(অর্জুন) সকল ক্ষেত্রেতে(শরীরে) আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ জানিবা।

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং।
বিনশ্যৎ স্বহবিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

অর্থ। সকল ভূতেতে সমস্থিত পরমেশ্বরকে বিনাশ-শালিতে অবিনাশী যে দেখে সে দখে।

১ মিশ্রিত।

যে শ্রুতি স্মৃতি এরূপ অভেদ প্রতিপাদন করিতেছেন, তাঁহারা কি প্রকারে অংশাংশিতা কহিবেন। অন্যথা সে সাংশ ব্রহ্মের ঘটাদি তুল্য অবয়ব আরভ্যতা প্রাপ্তি হয়, ইহার পর অযুক্ত আর কি হইবে। যেমত কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক নিষ্কল আকাশ খড়্গাধারাদি দ্বারা ভেদকৃত হয় না, সে রূপ ব্রহ্ম অভেদ্য বুদ্ধ্যাদি উপাধি নিচয়ের ব্রহ্ম ভেদে সামর্থ্য কদাচ নাই। সৃষ্টির পূর্ব্বে নিষ্কল ব্রহ্মে জীবভেদ ছিল না, কর্ম্ম অবিদ্যা সংস্কার সকল বুদ্ধ্যাদি উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকে না, যে জীবকে ভেদ করিবে, কারণ বুদ্ধ্যাদি উপাধি জীবকে বিভাগ করিয়া থাকে এ নিমিত্ত মনীষিগণ বুদ্ধ্যাদি উপাধিক জীব নির্ণয় করিয়াছেন।

যদি বল, নীল পীতাদি তুল্য স্বাভাবিক ভেদ সিদ্ধ হয়, তাহাতে দ্রব্যাদি নিবন্ধন অভেদ হয়। তবে অয়মাত্মা ব্রহ্ম (এই আত্মা ব্রহ্ম) এ সামানাধিকরণ্য ঘটে না, যেমত নীল পীতাদিতে এ প্রথা সঙ্গত হয় না। জগৎ জীব নিষ্পন্ন হয় নাই, তাহা অনাদি হয় না, কিন্তু উপাধি নিবন্ধন তাহা ব্রহ্মেতে ভাসিত, যে যাহা নয় তাহাতে তাহা আরোপ এই ভ্রম ইহাতে হয়।

যদি বল, প্রামাণিক ভেদ কি প্রকারে ভ্রম হইতে পারে, এমত বলিবা না, অধ্যক্ষাদির ভেদে ব্রহ্মাত্মার ভেদ প্রসর(১) হয় না আগম এভেদকে প্রতিষেধ(২) করিতেছেন।

নান্যোঽস্তি (অন্য নাই) এই বাক্য দ্বারা এবং তত্ত্বমস্যাদি অনেক বাক্য সন্দর্ভে(৩) অভেদ কথিত হইয়াছে।

---

১ প্রকৃষ্টরূপে সঞ্চার। ২ নিষেধ। ৩ সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য সংগ্রহ।

ভাস্কর কহিলেন। ভেদ নাই কহিলে বন্ধত্ব মুক্তত্ব ব্যবস্থার অনুপপত্তি(১) হেতু অভেদ স্বীকারের ব্যবস্থিতি(২) হয় না। যদি ভেদাংশ অবলম্বনে ব্যবস্থা হয়, তবে আমার মতে অবিদ্যা সংসর্গ ও তদভাব হেতু অদ্বৈত ব্রহ্মবস্তুতে বন্ধ মোক্ষ বব্যস্থা হয়।

শঙ্করোক্তি। ভেদাভেদ পরস্পর বিরুদ্ধ উভয়ের একেতে সম্ভাবতা হয় না, বন্ধ মোক্ষ গোচরে পরব্রহ্মেতে অবিদ্যাদি সংসর্গ এবং তদভাব সিদ্ধ, তাহাতে তোমার দ্বেষ কেন।

ভাস্করোক্তি। তোমার মতে অংশভুত এ সংসারী জীবে তাহার অভাবে অংশী ব্রহ্মের নাই তাৎপর্য্য অংশী জীবে বন্ধ মোক্ষ থাকিলে অংশী ব্রহ্মে তাহা স্বীকৃত হয়; দৃষ্টান্ত যথা বস্ত্র-দেহের একদেশ সূতিকাদি স্পৃষ্ট হইলে বস্ত্রদেহসাকল্য প্রক্ষালনীয় হয়।

অতএব তোমার মতে ব্রহ্মের সংসারিতা কেন নাই, প্রত্যুত অখিল প্রপঞ্চের ও জীবনিকরের সহিত অভেদ ব্রহ্ম দেখিলে দোষ সকল তাহাতেই স্বীকৃত হয়।

শঙ্করোক্তি। তাহা হইলে তাদৃশ ব্রহ্ম-প্রাপ্তির অপুরুষার্থতা, এবং শাস্ত্র আরম্ভাদি সমস্ত ব্যর্থ হয়, তবে তোমার মতে জ্ঞান ধ্যানাদি দ্বারা স্বোপাধি বিলাপিত হইলেও অখিল জীবোপাধি বিলাপন শক্য হয় না, যাহাতে ব্রহ্মে বিকল্পিত দোষ সকল নিবারিত হয়। আমার মতে কেবল ব্রহ্মে কোন দোষ হয় না, কারণ প্রতিবিম্বগত দোষ বিম্ব স্পর্শ হয় না, তত্ত্ব-

---

১ অসঙ্গতি। ২ ব্যবস্থা।

জ্ঞানে সকল উপাধির মোক্ষ হয়, যেমন স্বপ্নকল্পিত বস্তু সকল প্রবোধে ক্ষয় দর্শন হইতেছে।

যদি বল শুকাদি তত্ত্ব বোধ দ্বারা সর্ব্বোপাধি ক্ষয় হওয়াতে অধুনা সর্ব্ব সংসার অদর্শন প্রসঙ্গ হয়। সে পক্ষেও এ দোষ সমান, তাহা কি প্রকার শ্রবণ কর, এক এক জীবের এক এক কল্পে মুক্তিতে তত্তৎ কল্পে অতীত অনতীত জীবগণের সে রূপ মুক্তি হউক, এই তোমার সংসার অদর্শন, ব্রহ্মাত্মৈক্যবাদিগণ কর্ত্তৃক অনুভবাবলম্বন দ্বারা উভয়ে সমান উপপত্তি সমাধান হয়, শ্রৌত-পক্ষানুসারিগণ কোন প্রকারে বলিতে পারেন। সম্প্রতি তুমি যে বন্ধ মোক্ষব্যবস্থা প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা শ্রবণ কর, সত্য এক চিদানন্দ অখণ্ডাত্মা একরস স্বয়ং তুমি সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত, তোমা ভিন্ন যে মুমুক্ষুগণ ও মুচ্যমান ও মুক্ত বহু জীব তোমার অবিদ্যাবশে তোমাতে স্বপ্নতুল্য কল্পিত। বামদেব শুকাদির মুক্তি শ্রবণ, তোমার রোচনা(১) নিমিত্ত, অথবা ব্রহ্মবিদ্যা সংস্তবন(২) জন্য, তথাচ বন্ধ মোক্ষ দুই কাহার, তোমার সংশয় সংসার দশাতে বা মোক্ষ কালে সম্ভব নাই, তত্তৎ পুরুষ দৃষ্টমাত্র গুরু শাস্ত্র দ্বারা আত্মা বোধিত হইলে কাহারো এমত সংশয় উদিত হয় না।

এ অখণ্ড এক শুদ্ধাত্মাবাদে তৎপর শাস্ত্র দ্বারা উপপত্তিতঃ(৩) ব্রহ্মৈক্য বস্তু জ্ঞানে স্বপ্নতুল্য সকার্য্য অবিদ্যার লয় হয়, অখণ্ডানন্দ এক ব্রহ্মাত্মা পরিশেষ থাকেন। তথাচ সেই নিত্যমুক্ত ব্রহ্ম স্বীয় অবিদ্যাতে জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া

১ রুচি।　২ প্রসংশা।　৩ দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপাদন।

সংসার প্রতিপাদন(১) করেন, স্ববিদ্যাতে তিনি নিত্যমুক্ত বিমোচিত হয়েন, ও নিত্যনিবৃত্ত এ সংসার নিবর্ত্তিত হয়।

ভাস্করোক্তি। যদি ইহা হয় তবে জীবের সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মত্ব হইবায় তত্ত্বমস্যাদি বাক্য পদদ্বয় পুনরুক্তি বলিতে হয়, তাহা নিরাস জন্য এস্থলে ভেদাভেদমত স্বীকার কর্ত্তব্য।

শঙ্করোক্তি। যদি ইহা বল তবে তোমার মতে বাক্যার্থ জ্ঞানে দেহাদি সংযুক্ত জীবের ব্রহ্ম সহ ঐক্য ও দেহেন্দ্রিয়াদি সংসার নিবৃত্তি সম্ভব হয় না। তোমার মতে ভেদাভেদ দুই বাস্তব, উভয়ের মহাবাক্য রূপত্ব হেতু জ্ঞান দ্বারা দেহাদি নিবৃত্তি হয় না।

যুক্তিতঃ তোমার মতে আগমের ও দেহী সকলের বর্ত্তমান উদ্দেশে যোগ্যানুপলব্ধিতঃ বিরোধের সহিত অনুবাদিতা হয় আগমের তাৎপর্য্য মোক্ষে দেহাদি ক্ষয়ে, তথাপি তোমার মতে মোক্ষকালে জীবের ভেদাংশ নিবৃত্ত হয় না। সে দেহে-ন্দ্রিয়াদি অনিবার্য্য বিষয় তোমার স্বীকৃত হইল, তবে মহান্ আশ্চর্য্য! তোমার সঙ্করবাদে মোক্ষ সংসার হইতে বিশেষ হইল না। বিজ্ঞান বিষয়ত্ব হেতু তত্ত্বজ্ঞানে তোমার ভেদাংশ নিবৃত্তি হইবে না, অতএব তোমর মতে শ্রুতির তত্ত্বজ্ঞানে মোক্ষ সিদ্ধ হইল না, ভেদাভেদ শাস্ত্রবাদির সর্ব্ব পরিশ্রম ব্যর্থ হইল।

ভাস্কর কহিলেন। কেবল জ্ঞানে মুক্তি হইলে তাহা হইতে পারে, তাহা আমার দৃষ্ট হয় না, কিন্তু শ্রৌত কর্ম্ম যুক্ত জ্ঞানে মোক্ষ হয়, তদ্বিষয়ে শ্রুতির জ্ঞান ইষ্ট নয় যেহেতু

---

১ জ্ঞাপন, বোধন।

যাবজ্জীব কর্ম্ম কহিতেছেন, কর্ম্ম বিনা কেবল জ্ঞান মুক্তিপ্রদ হয় না, যজ্ঞেনেত্যাদি বাক্য দ্বারা কর্ম্মে নিয়োগ বিহিত হইয়াছে, তজ্জন্য তাহার মুক্তিহেতুতা অবগতি হয়। ব্রহ্মবিৎ পরমাপ্নোতি শোকং তরতি চাত্মবিৎ,এ বাক্যে শ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞান মোক্ষসাধন কহেন, যেমত উভয় পক্ষ দ্বারা পক্ষিগণের অকাশগতি হয়, সেমত জ্ঞান কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ হয়, এই স্মৃতি।

শঙ্কর কহিলেন। এমত বলিও না, শ্রুতির পরমাশয় তোমার বোধ হয় নাই। শ্রুতি যাবজ্জীব এই বাক্যে কর্ম্মসঙ্গি(১) অজ্ঞগণের কর্ম্ম কর্ত্তব্য, ইহা বোধ করাইতেছেন, সন্ন্যাসিবর্গের কদাচ নয়, প্রত্যুত আগম মোক্ষার্থিবৃন্দের প্রতি কহিতেছেন, "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" অর্থ, যে দিন বৈরাগ্য হইবে সেই দিবস সন্ন্যাস লইবে।

পুনঃ জ্ঞানিগণের কর্ম্ম ত্যাগে বক্তব্য কি রহিল,শ্রুতিযুক্তি দ্বারা জ্ঞান কর্ম্মের বিরোধ হেতু জ্ঞানী বা মুমুক্ষুগণের কর্ম্মের সম্ভব রহিল না, কর্ত্তৃ কর্ম্ম প্রধান, কর্ম্ম ও জ্ঞান বিলক্ষণ, যে হেতু অকর্ত্তৃত্ব, অভোক্তৃত্ব জ্ঞানের সহিত তাহা বিরোধী হয়, মিথ্যাজ্ঞান প্রযুক্ত সে জ্ঞান বিরোধী, কর্ম্ম মিথ্যা জ্ঞান নিবৃত্ত হেতু জ্ঞানিগণের কি প্রকারে সম্ভব হয়, যেমত তেজঃ তিমিরের যৌগপদ্য(২) সম্ভব হয় না, তেমত বিরোধ হেতু জ্ঞান কর্ম্ম একাধারে সম্ভাবিত নয়। আমি ব্রহ্ম আমি কর্ত্তা যাহার নিশ্চয় সে চার্ব্বাক বিধেয় যেহেতু তাহার দেহাদিতে ব্রহ্ম বুদ্ধি প্রকাশ।

অপিচ, মোক্ষ কর্ম্মফল হইলে উৎপাদ্য ও প্রাপ্য ও

১ কর্ম্মাসক্ত। ২ এককালীনতা

সংস্কার্য্য এবং বিকার্য্য এই চতুর্ব্বিধ হইবার অবশ্য সম্ভব, যেহেতু উক্ত চারি প্রকার কর্ম্মের ফল যুক্তিসিদ্ধ হয়। শ্রুতি-নিশ্চয়ে মোক্ষ ব্রহ্ম-স্বরূপ, নিত্যত্ব হেতু তাহা উৎপাদ্য হয় না, যদি মোক্ষ উৎপাদ্য হয়, তবে কি প্রকারে নিত্য হইবে, আর সর্ব্বগতত্ব প্রযুক্ত নিত্যাপ্ত, সে কর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্য কি রূপে হয়, আর কর্ম্ম তুল্য বিকারাভাব হেতু বিকার্য্য হইতে পারে না, এবং নিত্যের অতিশয় নাই, অতএব সংস্কার্য্য সম্মত হয় না, সুতরাং জ্ঞানফল মোক্ষে কর্ম্মের প্রবেশতা নাই। অজ্ঞগণের চিত্তশুদ্ধি উদ্দেশে যজ্ঞেনেত্যাদি বাক্যে কর্ম্মের তাৎপর্য্য, জ্ঞান সমুচ্চয়ে নয়।

"জ্ঞাত্বা তমেব চাতিমৃত্যুমেতি, নান্যৎ পন্থায়নায় জ্ঞানাদ্ধি কৈবল্যং ন কর্ম্মভ্যঃ।" অর্থ, তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রমণ করিবে মুক্তির নিমিত্ত অন্য পথ নাই। জ্ঞানেতেই কৈবল্য, কর্ম্ম সকল হইতে নয়।

ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জ্ঞান মোক্ষসাধন শ্রুতি কহিতেছেন, তোমার মতে জ্ঞান সংসার বন্ধ-প্রবর্ত্তন প্রকাশ পাইতেছে, ভ্রান্তিজন্য জ্ঞান সর্ব্বপ্রকারে মোক্ষকর নয়।

তুমি কহিয়াছ যে গরুড় ধ্যানে সত্য বিষাদি নাশ হয় সে বিষাদিরও সত্যত্ব সম্ভব হয় না, ধ্যানের অপ্রমাণত্ব প্রযুক্ত দৃষ্টান্ত সম্ভাবিত হইতে পারে না। সেতু দর্শন ক্রিয়া রূপে পাপিগণের পাপহন্তৃ দৃষ্টান্ত বিজ্ঞান ফল সাধনে হয় না, অন্যথা তত্রনিবাসী ব্রহ্মহত্যাকারী ও অশ্রদ্ধাবান্ ম্লেচ্ছ নিচয়ের পাপোৎপত্তির সম্ভব থাকে না।

মুমুক্ষুগণের তত্ত্বমস্যাদি বাক্য জনিত বিজ্ঞান দৃষ্ট দ্বারে

বন্ধহন্তৃ তদ্বিধ নয়। অপিচ এই বেদবিরুদ্ধ ভ্রান্তিদায়ী ভেদা-ভেদ মতে তত্ত্বং পদার্থ যুক্তিতঃ লেশ মাত্র বর্ণন করিতে শক্য হয় না যে ত্বং পদার্থে জীব কে হয়। জীবের অবস্তুতা দোষ হেতু জীব ভেদাভেদ হইতে পারে না। উভয় পরতন্ত্র হেতু একে সমুদায় তাহা হয় না, যদি ব্রহ্ম অভেদাংশ তবে তাহার অংশ অন্যো নাই। জীবাংশ জীবের স্বীকারে সাবয়বত্ব প্রাপ্ত হয়। যদি অভেদাংশ ব্রহ্ম না হয়, তবে উভয়ের অত্যন্ত ভেদ বশতঃ কোন মোক্ষাদি কোন ব্যবহার সিদ্ধ হয় না, এ শাস্ত্র উপদেশ কাহার বলা যায়, অভেদাংশের সম্ভব হয় না, ব্রহ্ম রূপতা হেতু তাহার উপদেশ অপেক্ষা নাই, আর ভেদাংশের উপদেশ ব্রহ্মাস্মি অযোগতা হেতু হইতে পারে না। অভেদ বিরোধ জন্য ভেদাংশের মোক্ষ সম্ভব হয় না। ভেদাংশের অবিদ্যাদি দোষ এ মতে তাহা সম্ভাবিত নয়। ব্রহ্মতে প্রসঙ্গ হইলে তাহা ভেদাংশ গত হয় না। উপাধি জননের পূর্ব্বে ভেদাভাব, উপাধি অনপেক্ষ ভিন্নাংশ জীব উক্ত হয়, সে অংশ নাশ হইলে জীবের নাশ হয়, তবে মোক্ষ কাহার হইবে, ব্রহ্মের বল? অভেদাংশ ব্রহ্মের নিত্যমুক্তত্ব সিদ্ধ আছে, যদি মোক্ষেও ভিন্নাভিন্ন হয়; তবে ব্রহ্মই তত্ত্ববিৎ এরূপ স্বীকারে মোক্ষতেও সংসারভাব থাকে, অতএব অনেক দোষদুষ্ট ভেদাভেদ মত আগ্রহ(১)-পরিত্যাগ করিয়া বেদ সংমত সম্মত গ্রহণ কর।

আমার মতে জীবের স্বতঃ ব্রহ্মত্ব সত্ত্বেও সদ্বিতীয়ত্ব ও পারোক্ষ্য ভ্রমদ্বয় নিবৃত্তিজন্য এ বাক্যে পদদ্বয়ের উপযুক্তত্ব

---

১ অভিযত্ন।

হয়। বাকোতে জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্তিতে নিত্যসিদ্ধ পরব্রহ্মা-খণ্ড পরিশেষ থাকেন, এই স্বতো মোক্ষ, ব্রহ্মাদ্বৈত মতে পুনরুক্তি হয় না। অপিচ এই সঙ্করবাদে মোক্ষবার্ত্তা বা ব্যবহার সকল দুর্লভ; যুক্তিতঃ তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর, ভেদ কাহাকে বল, সে অভেদ সহ বর্ত্তমান এক বস্তুতে স্থিত হয় ইহা অধুনা তোমার বক্তব্য।

যদি পরস্পর ভাব বল, তাহা কি কারণ কার্য্যের অস্তি বা নাস্তি তাহাতে একত্বই বাস্তব হয় ভেদ আছে কহিলে তাহাই আছে, তখন অভেদ সম্ভব হয় না। ভাবাভাবের সহা-বস্থান বিরোধ জন্য হইতে পারে না। সুবর্ণে সুবর্ণরূপে মুকুটাদির যে অভেদ মুকুটাদি সকল ভাব ভেদ হয় না সেই রূপে, যে হেতু কনক রূপে তাহাদের ভেদ নাই, অতএব কটকের তদ্রূপে কনক হইতে অভেদ, তথাচ কটকাদি বস্তুত সুবর্ণ মাত্র হয়।

আর ভেদের অপ্রকাশে তাহা সুবর্ণরূপে অভেদ ও কুণ্ডলাদি বিভেদে কনকত্ব রূপে ভেদ হয় না। যদি সুবর্ণ হইতে অভেদ তবে সে সুবর্ণ কি প্রকারে এ কটক না হয়, যে হেতু কুণ্ড-লাদিতে সুবর্ণই অনুস্যূত থাকে। যদি নয় বল, তবে কি প্রকারে সুবর্ণ সহ অভিন্ন হইয়া কটক অনুবর্ত্ত হয়। যে যাহাতে অনুবর্ত্ত(১) হইয়া তাহা হইতে ব্যাবর্ত্ত(২) হয় অবশ্য তাহা ভিন্ন বলা যায়, যেমত সূত্র হইতে কুসুম।

সুবর্ণের অনুবর্ত্তমানে যে কুণ্ডলাদি বিকার তৎসহ অনুবর্ত্ত হয়, সে কটক হইতে সুবর্ণ অভিন্ন। যদি সত্তানুবর্ত্তিতে সকলের

১ পশ্চাৎগত। ২ ত্যাগ।

অনুগমন হয়, ইহাতে ইহা হইতে এ ভেদ বটে এ নয় এমত হয় না।

দুর হইতে সুবর্ণ বিজ্ঞাত হইলে, স্বর্ণ হইতে অভেদ জন্য তাহার বিশেষতা কুণ্ডলাদি জিজ্ঞাস্য হয় না, কারণ দূর হইতেই পূর্ব্বে স্বর্ণ বিজ্ঞাত হইয়াছে। কনক হইতে কুণ্ডলাদির ভেদ থাকিলে, ও অজ্ঞাত হইলে, বিশেষ জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যদি ইহা বল তবে শ্রবণ কর, অভেদ আছে, অতএব সম্প্রতি প্রত্যুত সেই জ্ঞান।

কারণের অভাবে কার্য্যের অভাব স্বাভাবিক মত, তথাচ হেতুর সত্তাতে ভাব বিদ্যমান ইহাও স্বাভাবিক। কনকের সত্তানুবর্ত্তি অভেদে কারণ, কনক অবগত হইলে বিশেষ কুণ্ডলাদি জ্ঞাত হয়, তোমার মতে সে জিজ্ঞাসা ও অববোধ বৃথা।

যাহা গৃহ্যমাণে যাহা গ্রহীত না হয়, তাহা হইতে তাহা ভেদ হয়, যথা রাসভ(১) গৃহ্যমাণে হস্তি গ্রহণ হয় না। দূর হইতে স্বর্ণ গৃহ্যমাণে কুণ্ডলাদি গ্রহণ না হইলে স্বর্ণ হইতে তাহার ভেদ বলা যায়, হেমকুণ্ডলের সামানাধিকরণ্য(২) সমান আশ্রয়ত্ব হেতু বা আধার আধেয় ভাবে হয় না, কিন্তু অভেদ স্বরূপত্ব হেতুই বক্তব্য অন্যথা তাহা হয় না।

ভেদাভেদ রূপত্ব হেতু ক্বচিৎ ব্যবহারও হয় না কারণ উভয়ের মধ্যে অন্য হেয় ব্যবস্থা হয়, আর সে ভেদ কল্পনা অভেদ উপাদানক হয়, অর্থাৎ অভেদ উপাদান কারণে ভেদকল্পনা হয়। আর যুক্তিতঃ অভেদ কল্পনা ও ভেদ উপাদানক

১ গর্দ্দভ। ২ ঐক্যজ্ঞান বিষয়ে তিন সম্বন্ধের মধ্যে প্রথম সম্বন্ধ।

হয়,অর্থাৎ অভেদও ভেদে কল্পনা হয়। বিভিদ্যমান তন্ত্র হেতু বেদের বহু যুক্তি দ্বারা বস্তুতঃ এক হইতে সে প্রত্যেক ভেদ হয় একের অভাবে অযোগত্ব হেতু অনাশ্রয় ভেদ হয় না, এক ভেদের অনধীন অপিচ স্বরূপতঃ ইহা বটে ইহা নয়, গ্রহণে প্রতিযোগি(১) সিদ্ধ হয়।

একের অন্য অনপেক্ষ রূপত্ব প্রযুক্ত, ভেদকল্পনা অনির্ব্বাচ্য অভেদ হেতুকা সিদ্ধা হয়। যে হেতু এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বেদে শ্রুত হইতেছে, এক একরূপ হয় ইহা ঈশ্বর-ভাষিত বাচারম্ভণ(২) বিকার নামধেয়, বাচারম্ভণ মৃত্তিকা মাত্র সত্য, অতএব চৈতন্য সত্য জগৎ মিথ্যা।

অতএব ভেদাভেদ মত অরমণীয়, বিচারে বেদান্ত বিরুদ্ধ এই নিশ্চয়, এ হেতু অধুনা তুমি ভাবরূপ অজ্ঞান চিদাশ্রয় চিদ্বিষয় যুক্তিতঃ আশ্রয় করিয়া মিথ্যা আগ্রহ পরিত্যাগ কর।

জগ্রৎ আদিতে আমি মনুষ্য ভ্রমাত্মক যে জ্ঞান, ব্রহ্মের অনবভাসন তাহার কারণ।

ভাস্করোক্তি। তোমার মতে এ ভ্রমেরও দুর্ভণত্ব হয়, কি প্রকারে তাহা শ্রবণ কর, খণ্ড গোমুণ্ড, ইহাতে যেমত একজাতি-অন্বয়(৩) ব্যক্তি(শরীর) সকলে স্বীকৃত হয়, অতএব ভেদাভেদ প্রামাণিক নিশ্চয় হয় ; সেরূপ আমি মনুষ্য আমি ব্রহ্ম ইহা এক দেহির শরীর ও ব্রহ্ম সহ ভেদাভেদ প্রামাণিক কেন না হইবে ? সেই মত আমি মনুষ্য এই তোমার দেহাত্মার অভেদে প্রত্যয় প্রমারূপ(৪) ভ্রম নয়।

---

১ বিরোধ। ২ যাহা বাক্য দ্বারা কথিত হয়।
৩ জাতি যুক্ত। ৪ জ্ঞান।

শঙ্করোক্তি। আমি মনুষ্য নহি, ইহা শাস্ত্রীয় নিশ্চয়, এ খণ্ডাগবী নয়, কিন্তু মুণ্ড,ইহা উপপদ্য(১) হয়, তোমাকে কহিতেছি, শুক্তি রূপ্য নিষেধ তুল্য আমি মনুষ্য নহি, এ নিষেধ হেতু তাহা ভ্রম হয়।

ভাস্করোক্তি। তবে তোমার মতে এই খণ্ডাগবী ইহাতে গোত্ব উপাধি হয় না, খণ্ডভানের ভ্রমত্ব প্রমাণতঃ হইতে পারে না।

শঙ্করোক্তি। সে নিষেধ খণ্ডাতে হয়, গোত্ব উপাধিতে নয়। যদি বল, মুণ্ডাতে অপ্রসক্ত(২) হেতু খণ্ডাতে নিষিদ্ধতা কি রূপে হয়,যে খণ্ডা ব্যক্ত্যবচ্ছিন্ন(৩) গোত্ব সে তাহার আস্পদ নিষেধ করা ইহা খণ্ডা নিষেধ হয় না, যাহাতে এ দুষণ হইবে।

কিন্তু মুণ্ডাত্মিকা ব্যক্তি, তদবচ্ছিন্ন যে গোত্ব তাহাতে খণ্ড নিষেধ হয় না। যদি বল,তবে শ্রবণ কর। প্রকৃত বিষয়েতেও মনুষ্যত্বাবচ্ছিন্ন আত্মা, তাহার আস্পদ(৪)তাহাতে মনুষ্যত্ব আমরা নিষেধ করি না, ব্রহ্মাবচ্ছিন্ন আত্মাতে তাহা নিষেধ করিতেছি।

তথাচ অনুগত গোত্বের সহ উভয় ব্যক্তি ও খণ্ডমুণ্ড সম্বন্ধ ব্যবস্থিতিতে খণ্ডাগো এই জ্ঞান যেমত প্রমাণসম্মত হয়, সেমত আমি মনুষ্য এ রূপ প্রত্যয়ের প্রামাণিকত্ব তোমার ভেদাভেদ মতে দুর্ব্বার।

যদি, বল তাহা ব্যবহারতঃ সিদ্ধ এই প্রামাণ্য, তবে প্রকৃত বিষয়ে সঙ্করমতে সেরূপ সমান, তোমার মতে মোক্ষ কালেও

১ সাধ্য। ২ অনুরত।
৩ শরীর ও অবয়বযুক্ত, বিশিষ্ট। ৪ কর্ম্ম, স্থান, প্রতিষ্ঠা পাত্র।

সর্ব্বোপাদান ব্রহ্মের সহিত জীবের সর্ব্বাত্মক রূপে স্থিতি হয়, সর্ব্ব দেহেন্দ্রিয় প্রাণাদির অভিমান পুরঃসর ব্যবহার ছেদ হয় না, তোমার চেষ্টিত সিদ্ধ।

দেহাত্মার জাতি ব্যক্তি কৃত সম্বন্ধ নাই ও না কার্য্য কারণত্ব রূপ ও না গুণগুণিত্ব ও না বিশেষণ বিশেষক ও না অবয়ব অবয়বিত্ব রূপ প্রযোজক হয়। ভেদাভেদ প্রযোজক এই পঞ্চ সম্বন্ধ দেহাত্মার নাই, অতএব সে অভেদ ভ্রম।

ভাস্করোক্তি। উক্ত পঞ্চের কারণত্ব হউক যখন ব্যভিচার উপলব্ধি হেতু এক একের কারণত্ব যোজনা হয় না, তখন কারণবাহুল্যে তোমার গোমুণ্ড স্বীকৃত, দেহদেহির কিরূপ সম্বন্ধ তুমি বল নাই, এসকলের কারণ কে ইহা বল।

শঙ্করোক্তি। তোমার মতে কোন ভেদাভেদ সিদ্ধ হইল না, যদি অতিপ্রসঙ্গ(১) ভয়ে তোমার পঞ্চতে নির্ব্বন্ধ হয়, তবে দেহ ও আত্মা উভয়ের কার্য্যকারণত্ব হউক।

ভাস্করোক্তি। চেতন-রূপত্ব হেতু ব্রহ্মগত কারণত্ব যুক্তি দ্বারা কি আত্মাতে উপচর্য্য(২) শক্য হয় না।

শঙ্করোক্তি। মুখ্য প্রযোজক, সম্বন্ধ, তাহার অভাব হেতু আমি মনুষ্য এ জ্ঞান ভ্রান্তি রূপ সম্মত হয়।

ভাস্করোক্তি। এরূপে যদি সে ভ্রান্তি নাম অন্তঃকরণের পরিণাম তবে অবিদ্যা আত্মাশ্রয়া হয় না।

শঙ্করোক্তি। অন্তঃকরণের পরিণান চিদাত্মাতে আরোপ হয়, তাহাতে সংসর্গ কি প্রকারে হইবে, তোমার মতে অন্যথা

১ বৃথাপ্রসঙ্গ। ২ উপচার্য্য, অধীনকে স্বাধীনতা উপচার, যথা রাজপুরুষে রাজা উক্তিবৎ উপচর্য্য তদ্ভাব তদ্যোগ্য, আরোপতা।

খ্যাতি সম্মত হয়, অধিষ্ঠান আরোপের সংসর্গাভাব নিশ্চিত আছে। আত্মার অবিদ্যা সহ সম্বন্ধ না হইবায় যদি আত্মার পরিণাম বল, এ তোমার ভ্রান্তি মত।

ভাস্করোক্তি। আত্মার পরিণামিত্ব হেতু ভ্রান্তি কেন, যদি বল আত্মার পরিণামিত্ব আমার মতে সিদ্ধ নয়, সত্য, তথাপি তোমাকর্ত্তৃক নিত্যজ্ঞানে গুণ আত্মা স্বীকৃত হইতেছে, তবে সেই জ্ঞানে স্থিত হয়, ভ্রান্তিত্ব আকার এইরূপ পরিণাম বল।

শঙ্করোক্তি। স্বজাতীয় বিশেষাত্ম গুণদ্বয় এক শুদ্ধ দ্রব্যে সমবায়(১) যুক্ত হয় না,কারণ পটে শুক্লদ্বয় সমবেত(২) দৃশ্য হয় না, অতএব জাগ্রৎস্বপ্ন দুই অনির্ব্বাচ্য অনাদি অজ্ঞান ব্রহ্মাবরক স্বীকার কর্ত্তব্য হইল।

ভাস্করোক্তি। অজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ হইলে আত্মার অসঙ্গত্ব কি প্রকারে হইল।

শঙ্করোক্তি। যথা অস্মদাদি কর্ত্তৃক অজ্ঞান অনাদি কল্পনা তথা সম্বন্ধ অনাদি কল্পিত, আমাদের সম্মত অজ্ঞান কার্য্য-তুল্য তাহার অসঙ্গ ভঞ্জকত্ব হয় না, যেমত আকাশের নীলতা সম্বন্ধে অসঙ্গত্ব ক্ষতি হয় না,অধ্যস্তের(৩) গুণে বা দোষে অধিষ্ঠানে(৪) সংস্পর্শ সম্ভব নাই, যেমন নীলতা আকাশে স্পর্শ হয় না, ইহাতে অজ্ঞান ভাবরূপ সিদ্ধ, সে আত্মাকে আবৃত করিয়া অনাত্মাকে অনাবৃতি দ্বারা আমি আমার ইত্যাদি অনেক

১ নিত্য সম্বন্ধ যথা ঘটে মৃত্তিকা সমবায়, ও মিলন।

২ মিলিত সমবায় সম্বন্ধিত। ৩ অধ্যস্ত—আরোপিবস্তু।

৪ অধিষ্ঠান—অধ্যস্তের আধার, সে যাহাতে হয়।

প্রকার বিক্ষেপ স্ববলে উৎপাদন(১) করে এবং তাহাতে অধ্যাস দৃঢ়ী করিয়া সংস্থতি(২) জন্মায়, সেই অজ্ঞানকে লইয়া ব্রহ্ম-জগতের কারণ হয়েন। পরব্রহ্ম বস্তুতঃ নির্ব্বিকার আছেন, স্বাশ্রয়া স্ববিষয়া, ভাবরূপিণী অবিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া প্রমাদতঃ(৩) জগৎ জীবভাব প্রাপ্ত হয়েন, পুনরায় তিনি তত্ত্ব জ্ঞান সমাশ্রয় করিয়া অদ্বয়াত্মা সাক্ষাৎ করতঃ বিমুক্ত হয়েন, এই শ্রুতি ভগবৎ বেদব্যাস তদ্রূপ ভাবার্থ সূত্র করিয়াছেন। সে প্রকার শারীরক ভাষ্যে শ্রুতিযুক্তি সহ নির্ণীত হইয়াছে, স্ববুদ্ধিতে যুক্তি সহ সমালোচনা করিয়া সর্ব্বসম্মত এই অদ্বৈত মত অদ্য তোমার স্বীকার কর্ত্তব্য।

ভাস্করোক্তি। ধ্বান্তধারিণী(৪) অনর্থকারিণী অবিদ্যা কিপ্রকার যুক্তি দ্বারা শুদ্ধ কূটস্থ আত্মাতে স্থান লাভ করিবে, অতএব বিশেষ্যকে(৫) আশ্রয় করিয়া প্রকৃতি কেন কারণ না হয়।

শঙ্করোক্তি। ইহার বিশিষ্টগত্ব প্রমাণ ইহাতে দৃশ্য হয় না আমি অজ্ঞ চিতি সংমত প্রমাণ হয় তোমার মতে অহং আমি এই অনুভব, ইহার অনুভূতির বিশিষ্টগত্ব সিদ্ধ হয়, ইহা অতিপ্রসঙ্গ বলা যায়।

ভাস্করোক্তি। চিৎরূপ বোধের জড়ান্তঃকরণে কিরূপে নিষ্ঠতা হইতে পারে, অতএব তাহাতে প্রকৃতির বৈষম্য হয়. অথবা অয়োদহতি (লৌহ দগ্ধ করিল) ইহা যথা এস্থলে

১ উৎপন্নকরণ, জন্মান। ২ সংসার, সংসরণ।

৩ প্রমাদ—স্বরূপচ্যুতি, অনবধান, ভ্রম।

৪ ধ্বান্ত—তমিস্র, তমঃ, অন্ধকার। ৫ বিশেষ্য—ধর্ম্মিপদার্থ।

লৌহে উপচারতঃ(১) দাহকত্ব, সেরূপ এখানে জড়ে জ্ঞানের নিষ্ঠতা(২) হয়।

শঙ্করোক্তি। চিন্মাত্র-আশ্রয়া অবিদ্যা উপচারতঃ "অহমজ্ঞঃ" এ জ্ঞান বিশিষ্টগতা হয় না ;

ভাস্করোক্তি। বাধকের অসদ্ভাব হেতু জড়ে উপচারতা হউক্, প্রকৃত বিষয়ে আমরা এরূপ বাধক দেখি না।

শঙ্করোক্তি। যদি প্রমাণতঃ 'অজ্ঞোঽহং' ইহা অবিদ্যা বিশিষ্ট হয় এ স্থলে বাধের সত্ত্বা কে নিবারণ করে, সুষুপ্তিতে চিত্ত লয় হইলে অজ্ঞান না হউক, সুপ্তিতে অতি অজ্ঞান হেতু নাজ্ঞাসিষ ইহা উক্ত আছে।

সুষুপ্তিতে প্রতিবন্ধক শূন্য হেতু ব্রহ্মাত্মার ঐক্যত্ব যদি শ্রুতিবাক্য জন্য তাহাতে চিৎগতি বল, মতি সংযম্য তত্র, বাক্যেতে সংপ্রতি তাহা ভাসিত হইতেছে, অন্যথা তাহার অভাবে সংসার স্বয়ং লয় হয়।

তোমার মতে. বৈশিষ্ট্য(৩) নিত্য বা অনিত্য অন্তিম (অনিত্য) তাহা হইতে পারে না, তাহা হইলে আপনি নিবৃত্ত হয়, সকর্ম্ম জ্ঞানে কি প্রয়োজন, আদ্যে (নিত্যে) বৈশিষ্টের অবিনাশে মুক্তির অভাব হয়, অধুনা স্বীকৃত কুমত ত্যাগ করিলে তোমার দোষ কি।

এক অদ্বিতীয় সৎ ব্রহ্ম তৎজ্ঞানে অখিল দৃশ্য নিবৃত্ত হয়, স্বাত্মা অদ্বৈত মাত্র অবশেষ থাকে না।

ভাস্করোক্তি। ইহা হইলে, যদি প্রমাণতঃ সৎ বস্তু ঐক্য

১ আরোপ। ২ তৎপরতা।

৩ সম্বন্ধ পদার্থ যুক্ততা।

হইল, তবে বৈদিক লৌকিক ব্যবহার এবং ব্রহ্মগোচর শ্রবণাদি সকল উচ্ছন্ন হইল, এবং বৈদিক মতের উৎসাদন(১) প্রসঙ্গ।

শঙ্করোক্তি। ব্যবহার যদি সত্য হয় তবে অদ্বয়ে আক্ষেপ(২) হইতে পারে ; তাহা নয়,আগমোক্তি মত ও যুক্তি শ্রবণ কর, যাহার অজ্ঞান তাহার ভ্রম, ভ্রান্ত দ্বৈত দর্শন করে, যেমত নিদ্রাবশে মূঢ় ভ্রান্ত অনেক প্রকার স্বপ্ন, অখিল লৌকিক বৈদিক ব্যবহার, ব্রহ্ম গোচর শ্রবণাদি দর্শন করে, আমি ব্রাহ্মণের বালক, এ কর্ম্মের আমি কর্ত্তা, এ কর্ম্মের ফল আমার হইবে, অদ্য আরব্ধ হইল, ইহা করিয়া ইহা করিব, এই আমার পুত্রাদি, লৌকিক কর্ম্ম সংন্যাস করিয়া বৈদিক কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিব, নিষ্কাম নির্ম্মল হইয়া পরমেশ্বরের আরাধনা করিব, আমার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, শ্রবণাদি করিব, যেমত শুকাদি মুক্ত হইয়াছেন, সেরূপ ঘোর সংসার হইতে কবে মুক্ততা প্রাপ্ত হইব, এ নিষ্ঠাবান কল্পনা করিতে করিতে জাগ্রৎ হইবায় নিদ্রা ক্ষয় হইল, তখন ব্যবহর্ত্তা দেহ নাই, লৌকিক, বৈদিক ব্যবহার ও শ্রবণাদি বহু কল্পনা অন্য কিছু রহিল না। এস্থলে তদ্রূপ বিচার কর, জাগ্রৎস্বপ্ন অনেক প্রকার, যাবৎ অজ্ঞান আছে মনুষ্য তাবৎ কর্ম্মকর্ত্তা, অজ্ঞান নষ্ট হইলে লৌকিক বৈদিক কার্য্য জগৎ কিছুই নাই, এ সকল বিকার নামধেয়(৩) নানা ভিন্ন হয়, তত্ত্বমসি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি, ইত্যাদি বাক্য-

---

১ ছিন্নভিন্ন, নাশ। ২ নিন্দা, অপবাদ।
৩ নামধারী।

সমূহ অনেক প্রকারে ব্রহ্মাত্মৈক্য স্পষ্ট কহিতেছেন, সর্ব্বঞ্চ খল্বিদং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, অতোঽন্যদার্ত্ত আত্মৈব সত্য ইত্যাদি বাক্যজালে জগৎ বিলাপন করতঃ ব্রহ্মাদ্বয় কহিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন।

অদ্বয়বস্তু চিদানন্দাত্মক স্বতঃনিত্যমুক্তস্বভাব, শ্রুতি-যুক্তি দ্বারা নিশ্চিত অদ্বৈত ব্রহ্ম সংসিদ্ধ, ভেদাভেদ বিলক্ষণ, জগৎ সকল অবিদ্যক(১) প্রতীত সমকালিক(২), অতএব অধুনা বেদনিন্দিত ভেদাভেদ মত কুমত পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতি-যুক্তি-সিদ্ধ ব্রহ্মাদ্বয়, তোমার মুক্তির নিমিত্ত সাদরে স্বীকার কর্ত্তব্য, এই মত পরম সুখদ জ্ঞান, অথবা যাহাতে সন্দেহ থাকে নিঃশঙ্ক(৩) হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা কর।

ভাস্কর ও দৈগম্বর এবং নানদেশ জয়।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য যোগিরাট্ এইরূপ শত শত যুক্তিতে ভাস্করকে মুদ্রিতানন(৪) করিয়া জয়যুক্ত হইলেন। ভাস্কর পরাজিত হইয়া সশিষ্য প্রণতি করিয়া হৃদয়ে শল্য(৫) সমারোপণ করিলেন। হা, ভাস্কর তুমি পরাভূত হইলে, ইহা শোচনা করিতে করিতে স্বভবনে প্রবেশ করিয়া আপন মত ফলশূন্য বিবেচনা করতঃ শ্রুতিসম্মত শঙ্করাচার্য্যের মত সশিষ্য শ্রবণ করিয়া একত্র একান্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেন।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য ভাস্করকে পরাজয় করিয়া স্বীয় ভাষ্য ষত্ন-

---

১ অবিদ্যাকল্পিত। ২ তৎকাল প্রতীত।
৩ শঙ্কারহিত। ৪ বদ্ধমুখ। ৫ শেল।

সহকারে লোকে প্রচার করতঃ স্থিত হইলেন। ইত্যবসরে কোন আর্হত (জিনবিশেষবাদী) সেই স্থানে সমাগত হইয়া শঙ্করের সহিত বিবাদ করিলে, শঙ্কর তাহাকে জয় করিয়া ভগ্নমান করিলেন।

দিগম্বর ভগ্নমান হইলে নৈজ ভাষ্য প্রথিত(১) করিয়া নৈমিষ দেশ সকলে গমন করিলেন, তদ্দেশস্থ প্রাজ্ঞ সকলকে জয় করিয়া স্ববশ করিলেন, এবং মহোদয়নাখ্যকে শ্রুতি-যুক্তিতে পরাজিত করিয়া রূঢ়বিদ্যামদ(২) হর্ষমিশ্রকে জয় করিলেন। হর্ষমিশ্র নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ, জিত হইয়া আচার্য্যের মত আশ্রয় করিয়া ন্যায়বাদ খণ্ডনেখণ্ডন নামক গ্রন্থ রচন করিলেন তাহা অদ্যাপি পণ্ডিত-সমাজে প্রথিত আছে।

ভাষ্যকার যতীশ্বর শিষ্যগণ সঙ্গে দেশ সকল জয় করিতে২ কামরূপে গমন করিলেন সেখানে অভিনব গুপ্তাখ্য-শক্তি-ভাষ্যকারকে পরাজয় করিয়া ভগ্নমান করিলেন। অভিনব গুপ্ত জিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, লোকে ইঁহার সমান সর্ব্বজ্ঞ শাস্ত্রমর্ম্মবেত্তা কেহ নাই ইঁহাকে জয় করা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়, ইনি কিরূপে আমার বশ হইবেন, অতএব দৈবকর্ম্ম দ্বারা ইঁহাকে নষ্ট করিব। সে শাক্তিক মনস্তাপে সন্তপ্ত বিদ্বেষপরবশ হইয়া সশিষ্য গূঢ় চিন্তা করতঃ নিজকৃত শক্তিভাষ্য বহিস্ত্যাগ করিয়া শিষ্যভাব সমাশ্রিত হইয়া স্বভবনে গমন করিল।

ভাষ্যকার তাহাকে বিজিত করণান্তর অঙ্গাদি দেশে স্বকৌশলে সকলকে পরাজয় করতঃ পাবনী কীর্ত্তি সংস্থাপন

১ প্রচারিত। ২ উৎপন্ন বিদ্যাগর্ব্ব।

করিয়া গৌড় দেশ হইতে গমন করিলেন। তৎসময়ে বিখ্যাত-মীমাংসাশাস্ত্র-পারগ মুরারি মিশ্রকে শঙ্কর পরাজিত করিলেন, আর ন্যায়শাস্ত্র-বেত্তাগণের শ্রেষ্ঠ উদয়নাভিধেয়কে বেদসিদ্ধান্ত দ্বারা জয় করিলে তিনি বশী হইলেন, এবং নানা-শাস্ত্র-বিশারদ মিশ্রধর্ম্ম গুপ্তাখ্যকে জিত করিয়া শঙ্কর পাবনা কীর্ত্তি লাভ করিলেন, এবং নানা প্রকার উপাসক যাহারা স্ব স্ব উপাস্য দেবতাতে ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন ও নিশ্চয় করিয়া-ছিলেন এবং অন্যান্য স্বমতশ্রেষ্ঠ-নিশ্চয়ী, যাহারা শ্রুতির তাৎপর্য্য কল্পিত মতে সংস্থাপন করিয়াছিল, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সমীপে সমাগত হইয়া বাদে জিত হইলেন, এবং শঙ্করের চরণে শরণ গ্রহণ করিলেন। যেমত সহস্ররশ্মি প্রভাকরের উদয়ে নক্ষত্রমণ্ডল অদর্শন হয় সেরূপ লোকশঙ্কর(১) শাঙ্কর-মত(২) প্রকাশে নানাবিধ সমস্ত মত এককালে বিলুপ্ত হইল ইহা সত্য, সত্যপ্রভা প্রদীপ্ত হইলে অসত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

যদি মহেশ্বর বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-মার্গ প্রচার করিতে শঙ্ক-রাচার্য্য নামে অবনিমণ্ডলে অবতরণ না করিতেন, তবে ইহলোকে পাষণ্ডবর্ত্মে সমস্ত মানব বিনষ্ট হইত।

শ্রুতিবিমুখ কাপালিগণকে স্বয়ং ও ভৈরব দ্বারা নিহত করিয়াছেন, আর পশুপতিমতিনিষ্ঠ নীলকণ্ঠকে শ্রুতিমতে জয় করিয়াছেন, আর ভেদাভেদ মত নিবিষ্ট মিথ্যাগ্রহ ভাস্ক-রকে বেদান্ত-বচন-প্রমাণে সিদ্ধ মত প্রদর্শন করাইয়া সত্তর্ক-

১ লোকের মঙ্গলকারী।
২ শঙ্কর সম্বন্ধীয় মত অর্থাৎ শঙ্করের প্রকাশিত শ্রুতির অদ্বৈতমত।

কুলিশাঘাতে(১) অসত্তর্ক-জাল-পর্ব্বত খণ্ড খণ্ড করতঃ নিরস্ত ও পরাজয় করিয়া শঙ্কর জগতীমধ্যে জয়যুক্ত ও খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, আর যুদ্ধসমুদ্যত বুদ্ধ পরাস্ত ও তম আবৃত গৌতম বিলীন ও কাপিল ভগ্নাশা পলায়নপর আর পাতঞ্জলি কৃতাঞ্জলি হইয়াছে, এমত অতুলপ্রভাব যতীশ্বরের চতুরতা কাহার সহিত উপমা হইতে পারে? এই অবনি তলে শাঙ্করমত শঙ্কর মহাকবিবৃন্দের গ্রাহ্য ও আদরণীয় আশু সিদ্ধি লাভের নিমিত্ত ব্রহ্মজিজ্ঞাসুগণের জনন-মরণ-ভয়-সঙ্কুল(২) কুমত সকল দূরপরিত্যাগ পুঃরসর সমাদরে গ্রহণীয়।

ইতি শ্রীশঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী গ্রন্থে কাপালি বিধ্বংসন পুরঃসর নীলকণ্ঠ ভাস্কর প্রভৃতি নানাবাদি-বিজয় নামঃ পঞ্চদশ সর্গ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ সর্গ।

অনন্তর শ্রীশঙ্করাচার্য্য অধ্যাত্মশীল অখিল শিষ্যযতি-গণকে অবলোকন করিয়া কৃতকৃত্য ও মুদান্বিত হইলেন।

শঙ্করের ভগন্দর রোগ উৎপত্তি ও শান্তি।

যৎকালে শঙ্করাচার্য্য হইতে অভিনব গুপ্ত পরাভূত হইয়াছিল তখন সে মূঢ়বুদ্ধি আচার্য্যের প্রতি অভিচার প্রয়োগ

১ বজ্রাঘাতে। ২ সঙ্কীর্ণ, অবকাশ শূন্য।

করিয়াছিল, সে অভিচারে শঙ্কর যতীশ্বরের অচিকিৎসক-তম ভগন্দর রোগ উৎপন্ন হয়, সে সময় তোটক-গ্রন্থ-কর্ত্তা গিরি যতি শঙ্কর গুরুর পরিচর্য্যা(১) সম্যগ্রূপ করিয়া ছিলেন।

শিষ্যবৃন্দ সকলে গুরুর স্বরূপ অবেক্ষণ করিয়া জ্ঞাপন করিলেন, স্বামিন্, অরাতিপ্রকৃতি(২) আর্ত্তিকর(৩) এ রোগ উপেক্ষণীয়(৪) নয়। যদিচ শ্রীগুরুর এ কলেবরে অধ্যাস(৫) নাই, তথাপি আমাদের সুখার্থে ভেষজ(৬) বিধান করুন্, চর্ম্মধাতু-কৃত ব্যাধি দ্বিধা হয়, এক ভোগে, অন্য যত্ন দ্বারা শান্তি প্রাপ্ত হয়, এজন্য আমরা যত্ন করি, গুরু শিষ্যগণের বিজ্ঞপ্তি শ্রবণ করিয়া অমৃতস্রাবিণী বৈরাগ্য-বিবেক-গর্ভিণী বাণী কহিলেন, এ পতনশীল শরীর, কর্ম্মক্ষয়ে স্বয়ং পতিত হইবে, তাহার অন্যথা নাই। অদ্যই বা, কল্পান্তে বা নিপতিত হউক, তাহাতে আমার কোন বৃদ্ধি ক্ষতি নাই। কোথা আমি নিত্য চিদানন্দ, আর কোথা এ তুচ্ছ কলেবর, ইহাতে স্বার্থ ও প্রয়োজনাভাব, যেহেতু আমি সদা অসঙ্গাদ্বয়াত্মা তোমাদের ও শরীরে আগ্রহ কর্ত্তব্য নয়। শিষ্যবৃন্দ এ প্রকার লোকশিক্ষার্থযুক্ত গুরূক্তি শ্রুত হইয়া পুনর্ব্বার ভক্তিবিনয়-সহ নিবেদন করিলেন, স্বামিন্, সত্য বটে আপনকার শরীর পরি-রক্ষণে লাভ নাই, কিন্তু শ্রীমদ্দেহ অস্মদ্গণের জীবন, এ হেতু শরীর-স্বাচ্ছন্দ্য জন্য আমরা যত্ন করিব। শিষ্যগণ নানা প্রকার বাক্যে হঠপূর্ব্বক আচার্য্যের অনুজ্ঞা লাভকরিয়া, সকলে বিচক্ষণ ভিষক্গণ(৭) আনয়নার্থ রাজ-ভবনে গমন করিলেন।

---

১ সেবা।　২ শত্রুস্বভাব।　৩ কষ্টকারী।　৪ তাচ্ছল্যযোগ্য।
৫ আত্মত্বরূপ ভ্রম।　৬ ঔষধি।　৭ চিকিৎসক।

রাজার নিকট বিবরণ জ্ঞাপন করিয়া ভূপতির অনুমতি ক্রমে বিলক্ষণ বিচক্ষণ চিকিৎসাকুশল ভিষক্‌গণকে লইয়া আচার্য্যের নিকট প্রত্যাগত হইলেন। অতি দক্ষ শ্রেষ্ঠ ভিষক্‌বৃন্দ অনেক সুকৌশল সহকারে নানাবিধ সৎক্রিয়া করিলেন, কিন্তু সে সকল রোগবিয়োগের কিছুমাত্র কার্য্যকর হইল না। ব্যাধির অণুমাত্র উপশম উপলব্ধি না হইবায় তাঁহারা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন, এবং অন্যান্য বৈদ্যগণ সমাগত ও গত হইলেন, কিন্তু রুগ্নতা গতা হইল না। মুনিবরের শারীরিক মমতা অভাব জন্য দুঃখ ছিল না, শিষ্যগণের মতিনির্ব্বন্ধ(১) রোগ শান্তি বিষয়ে বিশেষরূপ যত্ন অবেক্ষণ করিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় সমাগত হইয়া আচার্য্যকে যুক্তিযুক্ত বাক্য কহিলেন, এ রোগ অচিকিৎসক উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা পরকৃতিকৃত (২), ইহা কহিয়া গমন করিলেন।

তখন আজানসিদ্ধ সনন্দন গুরুর ক্লেশ পরকৃত্য শ্রবণ করিয়া গুরুর নিবারণেও সিদ্ধমন্ত্র জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মন্ত্রজপ প্রভাবে তৎক্ষণে স্বামির রোগ কৃত্য সহ তৎ কর্ত্তাতে প্রতিগত হইল, তাহাতে গুপ্ত মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিল। মহতের প্রতি বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত দোষ সুখের নিমিত্ত হয় না। ভাষ্যকার আরোগ্যপ্রাপ্ত ও সুস্থ হইয়া পরব্রহ্মাত্মধ্যানে একাগ্রস্থিত হইলেন, যদিচ তাঁহার ধ্যান সমাধি আদি কোন কর্ম্ম ছিল না, তথাচ লোকসংগ্রহ ও শিক্ষাজন্য সকল করিতেন। শঙ্করের অভিচার জন্য রোগোৎপত্তি বিষয়ে

১ বুদ্ধি অভিলষিত। ২ পরের কার্য্যে কৃত

অনেকের আশঙ্কা হইতে পারে, শিবশরীরে কি রূপে অভি-চার উপগত হইল। ইহাতে ধীরগণের সিদ্ধান্ত এই যে, আগমে (তন্ত্রে) অভিচারাদি শিবোক্ত, স্বীয় বাক্য ও শাস্ত্র রক্ষার্থে স্বয়ং তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গৌরপাদ স্বামির সমাগম ও সম্বাদ।

এক সময় শ্রীশঙ্করাচার্য্য সুরতরঙ্গিণী তটে হৃদিস্থিত ব্রহ্মাত্ম-ধ্যানে নিরত ছিলেন, এমত সময়ে গৌরপাদ স্বামিকে আকাশবর্ত্মে অবতরণ করিতে অবলোকন করিলেন। শঙ্কর সত্বর প্রত্যুত্থিত হইয়া পরম গুরুকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি-বদ্ধ অগ্রে স্থিত হইলেন। গৌরপাদ স্বামী বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন লোকশঙ্কর শঙ্করকে সমবেক্ষণ করিয়া তাঁহাকে কুশল বাক্য কহিলেন, মানদ, তোমার সশিষ্য কুশল? তুমি গোবিন্দ নাথ হইতে কোন সদ্বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছ? কখন সংসার সন্তাপে উদ্বেগ প্রাপ্ত হইয়া নির্গত হইয়াছে? তুমি কখন বৈরাগ্যাশ্রয়ে গুরুর নিকট অভিগত হইয়াছ? কায়মনোবাক্য এবং কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাদের শুশ্রূষা সংসাধিত ও তাঁহাদের বর্ত্ম অনুশ্রিত হইয়াছে? এই অসার সংসার দস্যুবর্গে সঙ্কু-লিত কখন বিচার করা হইয়াছে? বৎস, বেদ্যসার সচ্চিদানন্দ কখন বিজ্ঞাত হইয়াছে? অখণ্ডাত্মাতে কোন সন্নিষ্ঠা লাভ করিয়াছ? দুঃখদায়ক কাম ক্রোধাদি অরাতিগণ জিত হই-য়াছে? কখন সুখপ্রদ শমদমাদি সদ্‌গুণ লব্ধ হইয়াছ? কোন যোগ সংসাধিত ও চিত্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে, ও তোমার শ্রদ্ধানুশান্ত দান্ত শিষ্যগণ পর্য্যুপাসনা করিতেছেন?

অদ্বৈতনিষ্ঠ সর্ব্বলোকহিতৈষী প্রেমদয়ার্দ্রচিত্ত গৌর-পাদ কর্ত্তৃক শঙ্কর এ প্রকার অভিহিত হইয়া শ্রদ্ধাভক্তি-পুরঃসর কহিলেন, ভগবন্, আপনি করুণাসিন্ধু, সদ্‌গুরু ব্রহ্মদেশিক, যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা সমস্ত সুসম্পাদিত হইবে, কৃপাসিন্ধু গুরু প্রাপ্ত হইলে মানবগণের কি দুর্লভ হয়? যাঁহার অপাঙ্গাবলোকনে মূক বাগ্মী ও মন্দ-বুদ্ধি পণ্ডিতাগ্রণী এবং কামুক বিতৃষ্ণ হয়। গুরুর অখিল মহিমা বর্ণন করিতে কোন্ ব্যক্তি সমুৎসাহী হইতে পারে? অতএব স্বামির চরণযুগলে সর্ব্বদা প্রণিপাত করি। অহো ভাগ্য, যে শ্রীগুরু দর্শন হইল। সাক্ষাৎ দ্বৈপায়নি স্বয়ং যাহার জ্ঞানোপদেষ্টা জাত মাত্র গমনশীলকে পারাশর্য্য প্রেমবশে অনুশোচিত হইয়া পুত্র পুত্র আহ্বান করতঃ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন, যে ব্যাস-আত্মজ শুক জগৎ-সর্ব্ব আত্মস্বরূপ দেখাইয়া বৃক্ষগণ হইতে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। গৌরপাদ স্বামী শঙ্করের এই প্রকার বিনয়-গর্ব্ভিণী বাণী শ্রবণ করিয়া কহিলেন, শঙ্কর, তোমার গুণ-সন্দোহের সৌন্দর্য্য ও নির্ম্মলতা শ্রবণ করিয়া আমি তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। গোবিন্দবক্ত্রে শ্রবণ করিয়াছি, তুমি ভাষ্য নিবন্ধ করিয়াছ। পূর্ব্বে মৎকর্ত্তৃক মাণ্ডুক্যে(১) অদ্ভুত বার্ত্তিক কৃত হইয়াছে, তাহাতে তুমি ভাষ্য করিয়াছ, ইহা শ্রুত হইয়া তাহা শ্রবণ করিতে আসিয়াছি।

শঙ্কর সদ্গুরু গৌরপাদের এরূপ কৃপাপ্রকাশ বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষসম্পন্ন-চিত্তে মাণ্ডুক্য-বার্ত্তিকে কৃত ভাষ্য

১ উপনিষৎ বিশেষ।

সত্বর আনয়ন করতঃ শ্রবণ করাইলেন, তথা ব্রহ্ম-সূত্র-গীতা উপনিষৎ সকল তত্তৎ-কৃত-ভাষ্য সম্যক শ্রবণ করাইয়া পুনর্ব্বার মাণ্ডুক্যে কৃত ভাষ্য শ্রুতি গোচর করাইলেন। সমস্ত ভাষ্য বিশেষ মাণ্ডুক্যভাষ্য শ্রবণ করিয়া গৌরপাদ গুরু সীমামিত হর্ষান্বিত হইয়া শঙ্করকে কহিলেন, আমার কারিকার আশয়যুক্ত ভাষ্য অদ্ভুতরূপ শ্রুত হইবায় অমিত আনন্দ লাভ হইল, তুমি সত্বর বর গ্রহণ কর আমি প্রসন্ন মনে প্রদান করিতেছি।

ভাষ্যকার গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,স্বামিন্ আপনি অদ্বৈতাচার্য্য বর্য্য পুরুষোত্তম আপনকার শ্রীচরণ দর্শন করিলাম, ইহার পর আর বর কি আছে। যদি বর দেয়, তবে শুদ্ধ পরাবর(১) আত্মাতে আমার মন যেন সদা নিমগ্ন থাকে। গৌরপাদ তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

শঙ্করের কাশ্মীর মণ্ডলে গমন
ও বাদিগণের কৃতপ্রশ্নে সদুত্তরদান এবং বিদ্যাভদ্রাসন আরোহণ।

শঙ্কর স্বামী গুরুর সহিত কৃতসংবাদ শিষ্যগণকে শ্রবণ করাইলেন, ইহাতে যামিনী ব্যতিতা হইল। প্রাতে উত্থান করিয়া সশিষ্য গঙ্গাসলিলে অবগাহন করিলেন, এবং মহামনা ভাষ্যকার একান্তে পরব্রহ্ম নিদিধ্যাসন লালসাতে সুস্থিরমানস জাহ্নবীতীরে উপবিষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে কাশ্মীর দেশের স্তুতিগর্ভিত(২) বার্ত্তা শ্রুতি-বর্ত্মারূঢ় হইল।

১ অবর মায়ার পর। ২ প্রশংসাপূর্ণিত।

কোন ব্যক্তি কহিলেন, এ অবনিমণ্ডল মধ্যে জম্বুদ্বীপ অত্যুৎকৃষ্ট, তন্মধ্যে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ স্থান, তাহাতে কাশ্মীর-মণ্ডল, যেখানে সর্ব্ব-বিদ্যা-প্রকাশিনী শারদা-দেবী বিরাজমানা রহিয়াছেন। বেদান্ত সমান শাস্ত্র নাই, মেরু সদৃশ গিরি, নাই, তত্ত্বজ্ঞান হইতে তীর্থ নাই, হরির পর দেবতা নাই, কাশ্মীর তুল্য সুন্দর মণ্ডল ইহলোকে নাই, এই বর্ত্তা শ্রবণে প্রবিষ্টা হইলে ভাষ্যকার সশিষ্য কাশ্মীর গমনে মনোহভিনিবেশ করিয়া যাত্রা করিলেন।

ভিক্ষুবর শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে গমন করিয়া কাশ্মীর-মণ্ডলে উপনীত হইলেন। দক্ষিণদ্বার বাদিনিচয়ে সমাবৃত প্রবেশপথ রোধিত ছিল; একব্যক্তি কহিল, ভিক্ষো, বিনা-বাদে বিজীগিষুর(১) ইহাতে প্রবেশ হয় না। ইত্যবসরে কোন কাণাদ(২) বাদ-মানসে আসিয়া কহিল, তুমি কে ভিক্ষুবেশে কাশ্মীরমণ্ডলে প্রবেশ করিয়াছ? যদি সর্ব্বজ্ঞ হও তবে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর, আমাদের মতে দুই পরমাণুতে দ্ব্যণুক হইয়াছে, তদাশ্রিত অণুত্ব কাহা হইতে জন্মে।

ভাষ্যকার কাণাদপ্রতি হাস্য করিয়া কহিলেন, পরমাণু-নিষ্ঠা দ্বিত্বসঙ্খ্যা তাহার কারণ; কাণাদ সদুত্তর প্রাপ্ত হইয়া পূজা করিয়া মার্গ পরিত্যাগ করিল।

পরে নৈয়ায়িক(৩) অগ্রসর হইয়া উক্তি করিল, কাণাদ পক্ষ হইতে গৌতমীয়মতে মুক্তির বিশেষ কি? শঙ্কর উত্তর করিলেন, একবিংশতি সঙ্খ্যক দুঃখাত্মিকা হয়।

---

১ জয়কামী। ২ বৈশেষিক মতাবলম্বী।

৩ ন্যায়শাস্ত্রমতাবলম্বী।

কোন২ মীমাংসানুবর্ত্তী গৌতমীয়গণের কিঞ্চিৎ বিশেষ আশ্রয় করিয়া বিলক্ষণা সম্মতা হয়, সে মুক্তি অন্তর্দুঃখ-পুরঃসর সানন্দরূপা সম্বিৎ(১) নিরুপদ্রবা হয়। গৌতমীয় ইহা শ্রুতমাত্র প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

তখন কাপিল(২) আগত হইয়া প্রশ্ন করিল, ভিক্ষো,কাপিলে যে মূলযোনি প্রকৃতি জগতের কারণ সাঙ্খ্যতন্ত্রে সম্মতা হয়, অথবা অপর জগন্নিদান(৩) তাহা বল,অন্যথা প্রবেশ হইবে না, শঙ্কর হাস্য করিয়া কহিলেন, কাপিলে প্রধানাখ্য ত্রিগুণা মূল-যোনি স্বতন্ত্রা জগতের কারণ হঠপূর্ব্বক সাঙ্খ্যে সম্মতা যে প্রকৃতি জগতের কারণ মূলযোনি, সে বেদান্ত মতে পর-তন্ত্রা পরব্রহ্ম সমাশ্রয়া। কাপিল ইহা শ্রবণে যতিবরের পূজা করিয়া গমন করিল।

পরে সৌগত(৪) সমাগত হইয়া কহিল, আমাদের মতে দ্বিধা পদার্থ বাদ-সম্মত, তাহার অন্তর বল, অন্যথা প্রবেশ নাই, ভাষ্যকার তাহাকে কহিলেন, বৌদ্ধশিশো, শ্রবণ কর, এক প্রত্যক্ষবেদ্য বস্তুজাত, দ্বিতীয় লিঙ্গগম্য বস্তুজাত কহেন।

বৌদ্ধ, পুনর্ব্বার কহিল, বিজ্ঞানবাদ ও বেদান্তবাদ এ উভয়ের অন্তর কি,তাহা বল। শঙ্করাচার্য্য ইহা শুনিয়া শিষ্য-প্রতি নেত্রপাত করতঃ হাস্য করিয়া কহিলেন, অধম বিজ্ঞান-বাদী আত্মাকে ক্ষণিক অঙ্গীকার করে, আর বেদান্তবাদী সচ্চিদানন্দ প্রত্যগভিন্ন শুদ্ধ অদ্বয় আত্মা মানে, এই অন্তর।

---

১ জ্ঞান।　　২ সাঙ্খ্যমতাবলম্বী।
৩ জগতের আদি কারণ।　　৪ বৌদ্ধ, নাস্তিক।

পরব্রহ্ম বস্তুরূপ সুখাত্মক অধিষ্ঠান, তাহাতে স্বমায়া দ্বারা প্রপঞ্চের অধ্যারোপ হয়। জড়বুদ্ধি বৌদ্ধগণ, ভ্রান্তিবশতঃ সমস্ত ক্ষণিক কহে, অপিচ বৌদ্ধগণ নিরধিষ্ঠান ভ্রম স্বীকার করে। কোথা শ্রুতিবাহ্য অধম ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ, আর কোথা সুমেধাবী বেদান্তী পুরুষোত্তম। বৌদ্ধ এরূপ তিরস্কারগর্ভিত বাক্য শ্রবণে তিরস্কৃত হইয়া প্রস্থান করিল।

তখন দৈগম্বর(১) সমাগত হইয়া বাগাড়ম্বর সহ জিজ্ঞাসা করিল, যতে, জৈনসম্মত কায়াদি শব্দের অর্থ কি? শঙ্কর কহিলেন, জীবাদি পঞ্চ শব্দতো বাচ্য হয়। সে ইহা শুনিয়া গমনে সত্বর হইল।

পরে জৈমিনীয়(২) সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মুনিবর জৈমিনীয় মতে শব্দ, দ্রব্য অথবা গুণ নিত্য বা অনিত্য, অবিলম্বে বর্ণন করুন, নচেৎ প্রবেশে সমর্থ হইবেন না।

শঙ্কর কহিলেন, জৈমিনীয় মতে বর্ণ নিত্য দ্রব্য শব্দ-ব্যাপক, শব্দত্ব হেতু বেদশব্দবৎ বেদশব্দের নিত্যত্ব ব্যাপকত্ব সম্মত। জৈমিনীয় ইহা শ্রবণ করিয়া গমনপর হইল।

শঙ্কর ভিক্ষুরাট বাদী-কণ্টকসঙ্কুল দ্বার-দেশ পরিষ্কৃত দেখিয়া সশিষ্য অন্তর্গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং বিদ্যাভদ্রাসনে অধিরোহণেচ্ছু হইলেন। এমত সময়ে শারদা অশরীরিণী বাণী শঙ্করকে কহিলেন, যতে সর্ব্বজ্ঞ, তিষ্ঠ তিষ্ঠ, তাবৎ আমার বাক্য শ্রবণ কর, পূর্ব্ব হইতে তোমার সর্ব্বজ্ঞত্ব বিদিত আছে, যে হেতু বিশ্বরূপ দ্বিজ সাক্ষাৎ প্রজাপতি স্বয়ং ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু তোমার শিষ্য হইয়াছেন, তিনি বিনা সার্ব্বজ্ঞ্য

১ দিগম্বরমতাবলম্বী। ২ কর্ম্ম মীমাংসাবাদী।

কেন শিষ্যভাব অবলম্বন করিবেন, কিন্তু এ পীঠ সমারোহণে তোমার সর্ব্বজ্ঞত্ব কারণ নয়, এ বিষয়ে সংশুদ্ধি হেতু, অধুনা বিচার্য্য তাহা আছে কি না। ভিক্ষো, সাহস করিও না, আপন পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ কর, অঙ্গনা উপভোগ করিয়া কামকলা কামশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছ। তোমা হইতে ভিক্ষুবেশে এ শুদ্ধিতা সাধন করা হইয়াছে। প্রভো, এ বিদ্যা-ভদ্রাসন সিদ্ধবর্য্য সৎগণাশ্রিত, ঈদৃশ পদ সমারোহে কিপ্রকারে আপনি যোগ্যার্হ হইবেন।

যতীন্দ্র ভারতীর ভারতী শ্রুতিগোচর হইলে শারদাকে কহিলেন, মাতঃ আমি আজন্ম এ দেহে কোন কিল্বিষ(১) করি নাই, অন্য শরীরে যে কৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার অশুচি হইতে পারে না। অন্যথা পূর্ব্বদেহে জন্মতঃ শূদ্র ব্যক্তি সুকৃতি-বশে পরজন্মে বিপ্রত্বা প্রাপ্ত হইলে সে কি বেদে অনধিকৃত হইবে? অতএব বিবেকতঃ আমি শুদ্ধই আছি, শুদ্ধিতাভাব নাই। শারদা শঙ্করের উক্তিতে নিরুত্তরা হইলেন।

তখন শ্রীশঙ্করাচার্য্য হর্ষযুক্ত, বিদ্যা-ভদ্রাসনে সমারোহণ করিয়া সভামধ্যে যেন নির্ম্মল রজনীতে পূর্ণ দ্বিজরাজ বিরাজ-মান হইলেন। বেদান্ত মত ভাস্কর সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর পীঠ সমারোহ ণান্তর অদ্বৈত্যমার্গনিষ্ঠ শিষ্যবৃন্দকে আজ্ঞা করিলেন, ভোঃ শিষ্যগণ, মানবনিকরের মোক্ষকর বেদান্ত সম্মত অদ্বৈত মত সম্প্রদায় মতে লোকে প্রচার কর, ইহা আজ্ঞা করিয়া শিষ্যবৃন্দকে কাশ্মীর-মণ্ডলে সন্নিবেশিত করিলেন, এবং স্বয়ং কোন২ শিষ্যের সহিত শৃঙ্গপর্ব্বতে গমন করিলেন।

---

১ পাপ।

কাশ্মীর হইতে শঙ্করের শৃঙ্গপর্ব্বতে যাত্রা এবং সেখান হইতে বদরী বনে গমন।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য শৃঙ্গশিখরে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া অব্দ মধ্যে সশিষ্য বদরী কাননে যাত্রা করিলেন। বদরী বনে মহর্ষিগণের মতে স্থিত হইয়া নির্ণীয় ভাষ্য সন্দেহে শাব্দ অদ্বৈততৎপর মুনিবৃন্দকে অধ্যাপন করিতে নিরত হইলেন। সে স্থানে শিষ্যগণকে শীতার্দ্দিত অবলোকন করিয়া স্বয়ং শঙ্কর, শঙ্কর হইতে তপ্তোদক প্রার্থনা করিলে গিরি হইতে তপ্ত লহরী উত্থিতা হইল, জনগণের সুখ জন্য প্রাবর্ত্ত রহিল, এই প্রকার বহুল শুদ্ধ চরিত্র দ্বারা জগদ্গুরু শঙ্করের বত্রিশ বর্ষ পূর্ণ হইল।

শঙ্করের শিবশরীর আবির্ভাব ও কৈলাস গমন।

এক সময় ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ কৃতকার্য্য শঙ্করকে স্বধামে আনয়ন মানসে শঙ্কর পার্শ্বে সমাগত হইয়া ব্রহ্মাকে অগ্র-বর্ত্তী করিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন।

শঙ্কর স্বামীন্, যতীশ্বর, বোধবিভাকর, তোমার জয়। বেদান্ত শাস্ত্র সিদ্ধান্ত তাৎপর্য্য জ্ঞানে তোমার সদৃশ ত্রিলোক-মধ্যে কেহ নাই। সজ্জনগণমধ্যে যাহারা শঙ্করাচার্য্য নাম তোমাকে গুরুরূপে ভক্তিযুক্ত হইয়া ভজনা করিবেন, তাঁহারা সদ্য মুক্তিভাগী হইবেন।

এই দৃশ্য সমুদয় নামমাত্র, পরব্রহ্ম অদ্বয় সত্য, এ-প্রকার বেদান্ত তাৎপর্য্য তুমি সদ্ভাষ্যে প্রকাশ করিয়াছ, যে

ধীরগণ ভাবযুক্ত তোমার মতে অবস্থিত হইবেন, তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান সমাশ্রয়ে জীবন্মুক্তি লাভ করিবেন। শঙ্কর সাক্ষাৎ শঙ্কর বেদপারগগণ নির্ণয় করিয়াছেন, যেহেতু বিশ্বরূপাদি ধীরনিকর তোমার আশ্রিত হইয়াছেন। যে মনুষ্য অভাগ্য-বশতঃ এমতে শ্রদ্ধা না করিবে, সে মূঢ় দৈববিড়ম্বিত আত্ম-সুখামৃতে বঞ্চিত থাকিবে।

তত্ত্বমস্যাদি বাক্য সকলের অদ্বয় পরব্রহ্মে-নিষ্ঠা তাপ-হর তুমি তাহা লোকে সম্যক্ রূপে প্রকাশ করিয়াছ। শঙ্কর জ্ঞান-শক্তিকে সমাশ্রয় করিয়া সদা স্থিত, ইহা শ্রুতি-স্মৃতি প্রসিদ্ধ, অধুনা তোমা হইতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শঙ্কর সর্ব্বলোকশঙ্কর, শাঙ্কর মত সর্ব্বমতোত্তম, ইহা শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাসাদিতে এবং লোকে সকল মহাত্মাগণ মধ্যে প্রসিদ্ধ,তোমার মত সমস্ত শিষ্টগণ মধ্যে প্রচারিত হইবে, মর্ত্ত্যলোকে ইহার পর সংসিদ্ধ মুক্তির কারণ আর নাই। সুরগণ এরূপ স্বরূপোক্তি স্তুতি করিয়া দিব্য-পুষ্পনিচয় দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন, এবং পুনর্ব্বার ব্রহ্মাদি দেবগণ শঙ্করকে কহিলেন, উমাপতে! তুমি ত্রিজগতের আদ্য, সকল দেহির ঈশ্বর, যদর্থে তোমার অবতরণ সে সমীহিত(১) সিদ্ধ হই-য়াছে, অধুনা স্বীয় ধাম কৈলাসে গমন করুন, আপনি নিত্য-মুক্ত স্বভাব শঙ্করাচার্য্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মহেশ্বর ব্রহ্মাদি দেববৃন্দের এ প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বধামে গমন করিতে মায়া অপহৃতা করিয়া মহাদেবআকৃতি ঈশ্বর আবির্ভাব ত্রিনেত্রাদি-শশিকলা-বিভুষিত স্বগণে

১ চেষ্টা।

পরিবৃত হইলেন, যেমন নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নকল্পিত শরীর হইতে স্বদেহ প্রাপ্তি হয়, তদ্রূপ ভিক্ষুকলেবর শিবশরীর প্রকট হইল।

রজতাচল রত্ন সমুজ্জ্বল সুচারুরুচির কলেবর, চন্দ্রকলা-বিভূষিত, জটাজুটমণ্ডিত, মস্তকোপরি ফণিগণ-ফণা-মণি-রাজি বিরাজিত, ভুজঙ্গ-কৃত-যজ্ঞোপবীত, ত্রিশূল-পিনাক-ডমুরু-পরশু-ধৃত-করাম্বুজ, মরকতঃ-প্রভা-সমুদ্ভাসিত-শ্যামল-গরল-ছায়া-প্রকাশিত কণ্ঠদেশ, শ্বেত-সরসিজ-স্মিত-স্মেরানন, ব্যাঘ্র-চর্ম্মাম্বর, বামাঙ্কে ভবমোহিনী ভবানী বিরাজমানা, পূর্ণ-ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপ শিব প্রকাশ হইলেন। নন্দীপ্রদত্ত বিল্বদল-গ্রথিতমালা গলদেশে শোভা ধারণ করিল, তৎকালে ব্রহ্মা বিলম্বমান পঙ্কজস্রজ ও দেবরাজ পারিজাত ফুল্ল-কুসুমমালিকা গলদেশে অর্পণ করিলেন। শঙ্খ, শৃঙ্গ, গোমুখ তূরী, ভেরী, মৃদঙ্গ, করতালাদি বাদ্যনির্ঘোষে আনন্দ কোলা-হল হইল। প্রমথগণের গালবাদ্য ও জয় জয় হর শঙ্কর শব্দে দিক্ সকল ধ্বনিত ও পরিপূর্ণ হইল। অমরগণ পরমানন্দে চতুস্পার্শ্বে স্তুতিপরায়ণ হইলেন, দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিবৃন্দের ব্রহ্মনির্ঘোষে পরমানন্দ বিস্তৃত হইল। শিবগণ, অগ্র-পশ্চাতে নৃত্যপরায়ণ এইরূপে শঙ্কর মহেশ্বর পরমানন্দে কৈলাসে বৃষভবাহনে গমন করিলেন, সকলে জয় জয় হর হর শঙ্কর বল।

পশুপতি মহেশ্বর স্বেচ্ছামতে মায়াতে ভূতলে আবির্ভূত হইয়া বেদান্তার্থ নির্ণয় করতঃ শ্রুতিময়চর্চ্চা প্রচার করিয়া অন্তে স্বেচ্ছাপুরঃসর নিজলোকে গমন করিলেন। যিনি পূর্ব্বে

সুরমণ্ডলে দেববৃন্দের প্রার্থিত হইয়া স্বয়ং বেদান্তাব্ধিসংমন্থনে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং স্বমায়াতে ভিক্ষুরূপে মহীতলে অবতরণ করিয়া স্বরচিত ভাষ্য দ্বারা বেদান্ত মতে সুকৃতি জনগণকে ব্রহ্মাত্মাতে অবতরিত করিলেন, পরে সে মায়া অপনয়ন করতঃ শিবরূপে স্বধামে গমন করিলেন। সেই দয়ানিধি লোকশঙ্কর শঙ্করকে আশ্রয় করি।

যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে অভিধানরহিত স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ ছিলেন, সৃষ্টি সময়ে বিভাগজননী মায়াখ্যা স্বীয়া প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া রূপনামান্বিত নানাবিধ সৃষ্টি করতঃ ব্রহ্মবিভাগত জীবরূপে স্বয়ং তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া সাংসারিক ব্যবহার সম্পন্ন করিতেছেন, সেই শ্রুতি শিরোবেদ্য অনাদ্য পরমাত্মাকে ভজনা করি, ইতি।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ শঙ্কর দিগ্বিজয় গ্রন্থ সংস্কৃত পদ্যছন্দ-প্রবন্ধে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সে সকল অতি কঠিন শব্দ ও গম্ভীর ভাবার্থ সহিত বিরচিত জন্য তাহা সাধারণের বোধ-গম্য নহে। এ কারণ পরম দয়ালু সদানন্দ মহাত্মা কবিবর সর্ব্বজনসুগম জন্য তাহা হইতে সার সমুদ্ধরণ করিয়া কোমল শব্দে দিগ্বিজয়সার নাম গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

এই শঙ্কর-দিগ্বিজয় শম্ভুচরিত্র বেদান্ত সকলের হৃদয় সংসার বন্ধমোক্ষের কারণ, গ্রন্থিহরণ মুমুক্ষু জনগণের প্রিয়।

সুখরিয়া নিবাসী অধুনা কাশীবাসী বহুযত্নে দিগ্বিজয়সার হইতে বঙ্গভাষা শব্দাবলিতে গদ্যছন্দে রচনা করিল,

ধীরগণ দোষ মার্জ্জনা করিবেন, শম্ভু চরিত্র কীর্ত্তনে শরীর ও বুদ্ধি পবিত্র করা উদ্দেশ্যমাত্র, ভাবা গ্রন্থের শ্রীশঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী নামকরণ করা হইল।

ইতি শ্রীশঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী গ্রন্থে শঙ্করের শিবরূপে কৈলাস গমন নাম ১৬ ষোড়শ সর্গ।

গ্রন্থ সংপূর্ণ।

শঙ্করো জয়তি।

শকাব্দা ১৭৯১ রবিকুম্ভে নবাংশে রবিতনয় বাসরে মাঘের শুক্লা চতুর্থী দিবসে বারাণশী নগরীর, সেণারপুরা পল্লিতে সমাপ্ত হইল।

শ্রী কাশীদাস মিত্র।

[illegible] PRESS — Calcutta.

মঠ নির্ণয়

পশ্চিমাম্নায়ে ১
দ্বারিকা ক্ষেত্র
শারদা মঠ
সম্প্রদা কীটবার
তত্রাশ্রম পদবী তীর্থ
সিদ্ধেশ্বর দেব
দেবী ভদ্রকালী
আচার্য্য বিশ্বরূপ
গোমতী তীর্থ
ব্রহ্মচারী স্বরূপক
সামবেদবক্তা

পূর্ব্বাম্নায়ে ২
পুরুষোত্তম ক্ষেত্র
ভোগবর্দ্ধন মঠ
সম্প্রদা ভোগবার
তত্রাশ্রম পদবী বনারণ্য
জগন্নাথ দেবতা
বিমলা দেবী
আচার্য্য পদ্মপাদ
মহোদধি তীর্থ
ব্রহ্মচারী প্রকাশক
ঋগ্বেদপাঠ

উত্তরাম্নায়ে ৩
বদরিকাশ্রম ক্ষেত্র
জোষিষান মঠ
সম্প্রদা আনন্দবার
আশ্রম পদবী
গিরি, পর্ব্বত, সাগর
নারায়ণ দেবতা
পুণ্যগিরিদেবী
আচার্য্য তোটক
অলকনন্দা তীর্থ
নন্দাখ্য ব্রহ্মচারী
অথর্ব্ববেদ

দক্ষিণাম্নায়ে ৪
রামেশ্বরাদয়ঃ ক্ষেত্র
শৃংগিরিমঠ
সম্প্রদা ভুরিবরাহ
তত্রাশ্রম পদবী
স্বরস্বতী, ভারথী, পুরী
আদি বরাহ দেবতা
কামাখ্যা দেবী
আচার্য্য পৃথ্বীধরাদয়ঃ
তুঙ্গভদ্র তীর্থ
চেতন ব্রহ্মচারী
যজুর্ব্বেদ পাঠ

শ্রীশ্রীগুরবে

নমঃ—

শঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী গ্রন্থের শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	৩	নিদক	নিন্দক
১৩	১৭।২২	অভিষ্ট	অভীস্ট
১৬	১৩	পবনদশাংশে	অগ্নিদশাংশে
৩২	৬	গৌরপাদ	গৌড়পাদ
৪২	২০	ঘটনা	ঘটেনা
৪৩	৮।৯	শারীরিক	শারীরক
৪৫	১৭	অধ্যান	অধ্যাসতা
৪৭	১	অকল	সকল
৪৫	১	গিত	গতি
৬২	৪	হে মহাযশে	এ মহাযশে অর্থাৎ যশঃকার্য্যে
৬৬	২০	পাণকর্ত্তা	পাণকৃতা
৬৭	৮	কলঞ্জ শব্দে বিষাক্তমাংস তৎব্যাষ্ঠিত পত্র ভাবার্থ তামাকু	
৮০	২	সাহক	সাহস
৮৪	৫	সম্ভভ	সম্ভব
৯০	৩	জিজীবিষেছশতং	জিজীবিষেচ্ছতং
৯৩	৮	দেবাচার্য্য	বেদাচার্য্য
৯৭	২১	সংস্কৃত	সংস্কৃত
৯৮	১৫	অজ্ঞাভূত	আজ্ঞাভূক্ত
১১০	১৬	মনে	মুনে
,,	২৩	সরস্বতী	সরস্বতি
১১২	৩ স্থানে	মশরাখ্য	মরকাখ্য

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১৩	১৬	ভগবান	ভগবন্
১১৪	৩	নিন্দিত ও গৰ্হিত	অনিন্দিত ও অগৰ্হিত
১২৫	১০	শুক কহি	শুক কহিলে
১২৭	৭	বৈদাং	বেদাং
,,	২১	বস্তুই দৃশ্য	বস্তু ইদৃশ
,,	২২	অদৃশ	তাদৃশ
১৩২	৩	বিবোধংশ	বিরোধ্যংশ
১৩৩	১	স্তমঃ	স্তুমঃ
,,	৭	অপরোক্ষযতুং	অপরোক্ষযিতুং
১৩৪	৫	চিদ্ঘনঘং	চিদ্ঘনং
১৩৬	৫	নক্ষিপ্তা	নিক্ষিপ্তা
১৩৯	২০	দর্শ	দশন
১৪১	৭	কাপিন	কাপিল
১৪২	১৯	সকা	শকা
১৪৬	৩	ধান্যবনাদি	ধান্যবল্যাদি
১৫২	১২	আলিপ্ত	অলিপ্ত
১৫৭	৮	ভিক্ষ	ভিক্ষু
১৬৬	২	বান	বালক
১৬৮	৯	দেহাস্ত	দেহান্তর
১৭০	১৩	উৎর্কণ্ঠা	উৎকণ্ঠা
১৭৭	৭	ভাষ্য কারকাকে	ভাষ্য কারকে
১৭৮	৪	পম্পান্ন	সম্পান্ন
১৮৩	১৯	তদৃশ্য	তাদৃশী
১৮৫	১০	করাতে	করিতে
১৯১	১৩	বাচাংশ	বাচ্যাংশ
১৯৩	১৪	যৌরাজ্য	যৌবরাজ্যের
১৯৫	৪	অত্মা	আত্মা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০২	১৩	তজ্জনান	তজ্জলান
২০৪	১০	যাদৃশকুম্ভ	তাদৃশকুম্ভ
২০৪	১১	তাদৃশ	যাদৃশ
২০৫	৭	বিদ্যা	অবিদ্যা
২০৫	১০	ময়ে	ময়ে
২০৮	১৬	নিষ্কিল	নিষ্কল
২০৯	৬।৮।৯	বুদ্ধা'দ	বুদ্ধ্যাদি
২১২	১৮	তোমর	তোমার
২১৮	৮	বাচারম্ভণ	০
২২৩	২১	থাকে না	থাকেন
২২৫	৭	অবিদ্যাক	আবিদ্যাক
২৩১।৩৩	৬।৮।১১	গৌরপাদ স্থানে সর্ব্বত্র	গৌড়পাদ
২৩১	২৪	শ্রদ্ধান্ন	শ্রদ্ধালু
২৩২	৯	গৌরপাদ	গৌড়পাদ
২৩৪	৬	বর্ত্তা	বার্ত্তা
„	২২	দুঃখাত্মিকা	দুঃখধ্বংসাত্মিকা
২৩৮	৬	সন্দেহে	সন্দোহে